

ସମ୍ପାଦକ କଥା ।

Printed for free distribution by

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415

Email: overseas@budaedu.org

Website: <http://www.budaedu.org>

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.

এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

উৎসর্গ পত্র

যিনি আমাকে শুভ ইচ্ছায় বুদ্ধশাসনে উৎসর্গ
করিয়া দিয়াছেন, যাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমি
লক্ষ্য-ব্রহ্মায় শিক্ষা লাভ করিয়া সন্ধর্ষে যৎসামান্য
হইলেও অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারিয়াছি, যাঁহার
সহায়তায় আজ আমি “ধর্মপদার্থকথা” বঙ্গানুবাদ
করিবার সাহস পাইতেছি, সেই আমার সর্ব মঙ্গল-
কামী পবিত্রচেতা পিতার শ্রীকর কমলে এই গ্রন্থ খানি
সাদবে অর্পণ করিলাম ।

শীলালঙ্কার স্তবির ।

নিবেদন

ধর্ম্মাধর্ম্মে সুবিজ্ঞ শাক্যমুনি ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের শ্রীমুখ-পঞ্চজ-নিঃসৃত এক একটি ধর্ম্মোপদেশ এক একটি রত্নখনি সদৃশ। ধর্ম্মপদ সম্বুদ্ধের বহু অমূল্য উপদেশ-সম্ভারে পরিপূর্ণ। ইহাতে মোক্ষ প্রদায়ক নীতি গর্ভ ৪২৩টি গাথা বা শ্লোক আছে। ইহা সূত্র পিটকে ক্ষুদ্্র নিকায়ের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই ধর্ম্মপদ বৌদ্ধদের অমূল্য সম্পদ। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন, জাপান, তিব্বত ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে ইহা খুব সমাদৃত। এই ধর্ম্মপদ ২৬ বর্গে বিভক্ত। যথা—যমক, অগ্নিমাধ, চিত্ত, পুক্ষ, বাল, পণ্ডিত, অরহন্ত, সহস্র, পাপ, দণ্ড, জরা, অভ, লোক, বুদ্ধ, সুখ, পিয়, কোধ, মল, ধর্ম্মাট্ট, মগ্গ, পকিগ্গক, নিরয়, নাগ, তণহা, ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ বর্গ।

ধর্ম্মপদের এক একটি গাথার উপমা-যুক্তি সমন্বয়ে উপাখ্যান যুক্ত বিস্তৃত ব্যাখ্যাকে “ধর্ম্মপদার্থকথা” বলে। এই ধর্ম্মপদার্থকথা প্রথম সঙ্গীতি কারক অর্হৎ মহাকণ্ঠ্যপ স্তবির প্রমুখ প্রতি-সম্ভিদা প্রাপ্ত পঞ্চশত ক্ষীণাশ্রব কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। লঙ্কায় বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠাপক অর্হৎ মহেন্দ্র স্তবির এই ধর্ম্মপদার্থকথা লঙ্কায় লইয়া গিয়া সিংহলী ভাষাতেই প্রতিষ্ঠাপিত করেন। অতঃপর সেই সিংহলী ভাষায় পরিবর্তিত ধর্ম্মপদার্থকথা অষ্টাষ্ট দেশবাসীর কোন হিত সাধন হইতেছে না দেখিয়া

কুমারকণ্ঠপ স্ববিরের আরাধনায় লঙ্কার মহাবিহারবাসী ত্রিপিটক পারদর্শী মহাবৈয়াকরণিক মহাজ্ঞানী সুপণ্ডিত অনুবুদ্ধ “বুদ্ধঘোষ” স্ববির বিস্তার ও পুনরুক্তি বাদ দিয়া মনোরম পালি ভাষায় ৭২ ভাগবার যুক্ত “ধর্মপদার্থকথা” লিখিয়াছিলেন।

এই ধর্মপদার্থকথা অতি মৃদু-মধুর ভাষায় বর্ণিত ধর্মপদের গাথা সমূহের কুশলাকুশল-বিপাক সন্দীপনী চিত্তাকর্ষক চক্ষুপাল স্ববিরাদি ২৯৯টি উপাখ্যানে পরিপূর্ণ এক সুবৃহৎ গ্রন্থ।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন আমি কলিকাতা ধর্মাসুর বিহারে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন আমার গুরুদেব বিনয়াচার্য্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্ববির কর্তৃক আদিষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হইয়া ধর্মপদার্থকথার প্রথম ষমক বর্গ বঙ্গানুবাদ করিতে কৃত সঙ্কল্প হই। এই ষমক বর্গ ২০টি মূল গাথা ও ১৪টি উপাখ্যানে সম্পূর্ণ।

ধর্মাসুর বিহারে বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এই ধর্মপদার্থকথার ষমকবর্গ শেষ করিতে আমার প্রায় এক বৎসর সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার অনুবাদ যাহাতে সরল ও সুখবোধ্য হয় তজ্জন্ম চেষ্টার ক্রটি করি নাই।

আমার গুরুদেব অতিশয় ষত্বের সহিত ইহার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিয়া ও একখানা সুবিস্তৃত সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুত রাজেন্দ্র বিনোদ বড়ুয়া বি, এ, বি, এল মহোদয় অত্যধিক সহিষ্ণুতার সহিত পাণ্ডুলিপির আত্মপান্ডিত্য উত্তমরূপে দেখিয়া অনেকটি শব্দ পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে চিরানুগৃহীত করিয়াছেন। তজ্জন্ম তাঁহার সর্বদাপ্রীত মঙ্গল কামনা

করিতেছি। আকিয়াব বঙ্গীয় বৌদ্ধ বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ধর্ম্মতিলক স্ববির মহোদয় ইহার শুদ্ধিপত্র লিখিয়া দিয়া প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকটও কৃতজ্ঞ রহিলাম।

চট্টগ্রাম বাকখালী নিবাসী উদারচেতা ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুত বরদা চরণ চৌধুরী ও সাতবাড়ীয়া নিবাসী শ্রীযুত হারাগ চন্দ্র চৌধুরী মহোদয়দ্বয়ের অর্থানুকূলে পুস্তকটি যথাশীঘ্র প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। তাঁহারা ইহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। বল্য বাহুল্য তাঁহাদের এই মহৎ দান-বৌদ্ধ-মিশন তথা বৌদ্ধ-সমাজের মহত্বপকার সাধন করিল। তাঁহারা এই উদারতা গুণে বাঙ্গালা ভাষা-ভাষীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করিতেছি। তাঁহাদের এই বদাগতা বৌদ্ধ সমাজের একান্ত অনুকরণীয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অভ্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থের অনেক স্থানে মুদ্রাকর প্রমাদাদি ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গেল। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ তজ্জন্য দোষ গ্রহণ করিবেন না। এই গ্রন্থ জন সাধারণ কর্তৃক সমাদৃত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রাবণী পূর্ণিমা
৭ই ভাদ্র, ২৪শে আগষ্ট,
২৪৭৮ বুদ্ধাব্দ, ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ।

শ্রীশীলানঙ্কার স্ববির
ধর্ম্মদূত বিহার
বেঙ্গুন।

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীশ্রী সর্বজ্ঞ বুদ্ধ-দেশিত সমগ্র বৌদ্ধ-শাস্ত্রখানি ধর্ম ও বিনয় নামে কথিত। ধর্ম বলিতে সূত্র ও অভিধর্মকে বুঝায়। বিনয় বলিতে সমগ্র বিনয় পিটককে বুঝায়। আবার * সমগ্র বিনয় পিটককে (আণাদেসনা) আজ্ঞা দেশনা বলা হয়, কেননা ইহাতে আজ্ঞা প্রদান করিবার যোগ্য ভগবান্ বহুলভাবে আজ্ঞা করিয়া বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন। সূত্র পিটককে (বোহার দেশনা) ব্যবহার দেশনা বলা হয়, কেননা ব্যবহার কুশল ভগবান্ বহুলভাবে ইহাতে ব্যবহার বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অভিধর্ম পিটককে (পরমথ দেশনা) পরমার্থ দেশনা বলা হয়, কেননা পরমার্থ কুশল ভগবান্ বহুলভাবে পরমার্থ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

আবার সমগ্র ত্রিপিটক খানি ত্রি শিক্ষার অন্তর্গত। কারণ বিনয় পিটকে শীল বিষয়ক শিক্ষা প্রাধান্য বিধায় ইহা অধিশীল শিক্ষা নামে অভিহিত। সূত্র পিটকে চিন্তা (ধ্যান-সমাধি) বিষয়ক শিক্ষার প্রাধান্য বিধায় ইহা অধিচিন্তা শিক্ষা নামে

* এখ হি বিনয়পিটকং আণারহেন ভগবতা আণাবাহুল্লতো দেসিতত্তা আণাদেসনা, সূত্রপিটকং বোহারকুলেন ভগবতা বোহার বাহুল্লতো দেসিতত্তা বোহার দেশনা, অভিধর্মপিটকং পরমথ কুলেন ভগবতা পরমথবাহুল্লতো দেসিতত্তা পরমথদেশনাতি বুচ্চতি।
ইতি অট্টমালিনী।

অভিহিত । অভিধর্ম্য পিটকে প্রজ্ঞা বিষয়ক শিক্ষা প্রাধাত্য বিধায়
ইহা অ ধি প্র জ্ঞা শি ক্কা নামে অভিহিত ।

মূল ত্রিপিটকের মধ্যে বিনয় পিটক উভয় বি ভঙ্গ, উভয়
খ জ্ঞ ক ও পরিবার ভেদে পাঁচখণ্ড । সূত্রপিটকে পঞ্চ নিকায় ।
অভিধর্ম্য পিটক সপ্ত প্রকরণে বিভক্ত । এই সতরখানি মূল
গ্রন্থের বিবরণ পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণ বহুবার আলোচনা করি-
য়াছেন । এখানে কেবল অ চ্ঠ ক থা ও টী কা গুলি কাহাধ্বারা
প্রণীত উহাই সংক্ষেপে বলা হইতেছে ।

শ্রীমৎ বুদ্ধঘোষ স্থবির প্রণীত—

- ১ । দীঘনিকায়ট্টকথা সূমঙ্গল বিলাসিনী ।
- ২ । মচ্ছিম নিকায়ট্টকথা পপঞ্চ সূত্রনী ।
- ৩ । সংযুক্ত নিকায়ট্টকথা সারথঙ্গকাসিনী ।
- ৪ । অঙ্গুত্তর নিকায়ট্টকথা মনোরথ পূরণী ।
- ৫ । জাতকট্টকথা ।
- ৬ । স্তম্ভনিপাতট্টকথা পরমথ জ্যোতিকা ।
- ৭ । ধম্মপদট্টকথা সঙ্ক্ষম জ্যোতিকা ।
- ৮ । খুদ্ধকপাঠট্টকথা পরমথ জ্যোতিকা ।
- ৯ । বিনয়ট্টকথা সমস্ত পাসাদিকা ।
- ১০ । ধম্মসঙ্গনী অট্টকথা অট্টসালিনী ।
- ১১ । বিভঙ্গট্টকথা সম্মোহবিনোদনী ।
- ১২ । পঞ্চগ্নকরণট্টকথা ।
- ১৩ । কজ্জাবিতরণী টীকা ।

শ্রীমৎ ধর্মপাল স্থবির প্রণীত—

- ১। ইতি বৃত্তকর্ত্তকথা পরমথ দীপনী।
- ২। বিমানবন্ধু অর্টকথা ” ”
- ৩। পেতবন্ধু অর্টকথা ” ”
- ৪। খেরগাথার্ত্তকথা ” ”
- ৫। খেরীগাথার্ত্তকথা ” ”
- ৬। উদানর্ত্তকথা ” ”
- ৭। চরিয়পিটকর্ত্তকথা ” ”
- ৮। নেত্রিগ্নকরণর্ত্তকথা।
- ৯। বিমুক্তিমঙ্গমহাটীকা।
- ১০। দীঘনিকায়র্ত্তকথা টীকা।
- ১১। মঞ্জিমনিকায়র্ত্তকথা টীকা।
- ১২। সংযুক্তনিকায়র্ত্তকথা টীকা।
- ১৩। বিনয় বিমতিবিনোদনী টীকা।
- ১৪। সচ্চসম্প্রাপ।

শ্রীমৎ উপসেন স্থবির প্রণীত—

- ১। চুলনিদেদসর্ত্তকথা সঙ্কল্পপঞ্জ্যেতিকা।
- ২। মহানিদেদসর্ত্তকথা ” ”

শ্রীমৎ মহানাম স্থবির প্রণীত—

- ১। পটিসম্বিদা মর্গর্ত্তকথা সঙ্কল্পগ্গকাসনী।
- ২। মহাকংস (১ম ভাগ)।

ଅଗ୍ରତର ସ୍ତବିର ପ୍ରଣୀତ—

- ୧ । ଅପାଦାନର୍ଚ୍ଚକଥା ବିଲୁକ୍ତଜନବିଳାସିନୀ ।

ଶ୍ରୀମତ୍ ବୁଦ୍ଧଦନ୍ତ ସ୍ତବିର ପ୍ରଣୀତ—

- ୧ । ବୁଦ୍ଧବଂସର୍ଚ୍ଚକଥା ମଧୁରଞ୍ଚ ବିଳାସିନୀ ।
- ୨ । ବିନୟ ବିନିଚ୍ଛୟୋ (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନୟାର୍ଥକଥା ପଢ଼େ) ।

ଶ୍ରୀମତ୍ ସାରୀପୁତ୍ର ସ୍ତବିର ପ୍ରଣୀତ—

- ୧ । ବିନୟ ସାରଞ୍ଚଦୀପନୀ ଟୀକା ।
- ୨ । ପାଲିମୂଳକ ବିନୟ ବିନିଚ୍ଛୟୋ ଓ ଏ ଟୀକା ।

ଶ୍ରୀମତ୍ ବଞ୍ଜିରାମ ସ୍ତବିର ପ୍ରଣୀତ—

- ୧ । ବିନୟ ବଞ୍ଜିରବୁଦ୍ଧି ଟୀକା ।

ଶ୍ରୀମତ୍ ଜଗର ସ୍ତବିର ପ୍ରଣୀତ—

- ୧ । ବିନୟର୍ଚ୍ଚକଥା ସମନ୍ତପାସାଦିକା ଷୋଢ଼ନା ।

ଶ୍ରୀମତ୍ ବୁଦ୍ଧନାଗ ସ୍ତବିର ପ୍ରଣୀତ—

- ୧ । କଞ୍ଚାବିତରଣୀ ଟୀକା ବିନୟଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁହା ।

ଶ୍ରୀମତ୍ ଧର୍ମଶ୍ରୀ ସ୍ତବିର ପ୍ରଣୀତ—

- ୧ । ଧୂମକିଶ୍କା ।
- ୨ । ମୂଳକିଶ୍କା ।

ଶ୍ରୀମତ୍ ମଞ୍ଜୁରକ୍ତିତ ସ୍ତବିର ପ୍ରଣୀତ—

- ୧ । ଧୂମକିଶ୍କା ଟୀକା ହୃମଞ୍ଜୁଲଗ୍ନସାଦନୀ ।
- ୨ । ମୂଳକିଶ୍କା ଟୀକା " "

ব্রহ্মদেশের তম্বদীপ রাজ্যে রতনপুত্র নগরে তিরিয় পর্বত-
বাসী জনৈক ত্রিপিটকাচার্য্য শ্ববির কর্তৃক ২১০১ স্মৃগত বর্ষে
লিখিত—

১। বিনয়ালঙ্কার টীকা।

শ্রীমৎ আর্ষ্যবংশ শ্ববির প্রণীত—

১। স্মৃতসঙ্গহট্টকথা।

শ্রীমৎ অনুরুদ্ধ শ্ববির প্রণীত—

১। অভিধম্মথ সঙ্গহো।

শ্রীমৎ স্মমঙ্গল শ্ববির প্রণীত—

১। অভিধম্মথসঙ্গহ টীকা বিভাবনী।

২। ” ” পরমথদীপনী।

(লেডি ছেয়াদকৃত)

৩। ” ” অঙ্গুর (বিমল শ্ববির কৃত)।

৪। ” ” অতুল বিসোধনী।

(অতুল শ্ববির কৃত)

৫। ” ” মণিসার মঞ্জুসা।

ধম্মপদ

ধম্মপদ সূত্রপিটকান্তর্গত ক্ষুদ্রক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ।
ভারতীয় ভাষার মধ্যে সর্ব প্রথম শ্রীযুত চারু চন্দ্র বসু ইহার
মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন (১৯০৪ ইং); তৎপর হিন্দী
ভাষায় ইহার ছয়টি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীসূর্য্য কুমার
বন্দ্য (১৯০৪ ইং); চন্দ্রমণি শ্ববির (১৯০৯ ইং), স্বামী সত্যদেব.

পরিব্রাজক, শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ (১৯৮৫ সংবত), গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায় (১৯৩২ ইং), রাজল সাংস্কৃত্যয়ন (১৯৩৩ ইং) ও আরও দুই খানি বাঙ্গালা পক্ষে ইহার পছন্দানুবাদ প্রকাশিত হয় । ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কবাসী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ফজ্জবোল ধম্মপদের এক অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন । ঐ সময়ে তিনি লাতিন ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর চিন্তাকর্ষণ করেন । তদনন্তর বার্নফ, গগার্লি, উফম, ওয়েষার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ধম্মপদ গ্রন্থ ফরাসী, ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া উহার প্রচার বৃদ্ধি করেন । ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক মোক্ষমূলর ইংরেজী ভাষায়, ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ফার্নান্দ হু ফরাসী ভাষায়, ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে রেভারেণ্ড বীল চীনভাষায়, সুপ্রসিদ্ধ সিকনার তিব্বতীয় ভাষায় ও ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে এই ধম্মপদ কলিকাতা বুদ্ধিষ্ক টেক্স সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয় । রেভারেণ্ড বীল বলেন— চীনভাষায় ধম্মপদ গ্রন্থের চারিখানি অনুবাদ পাওয়া যায় । বলা বাহুল্য এই মহামূল্য গ্রন্থ পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বুদ্ধের বাণী প্রচারে যে সহায়তা করিয়াছে, ইহাই অতিশয় গৌরবের বিষয় । এই ধম্মপদ ২৬ অধ্যায়ে বিভক্ত । ৪২৩টি গাথা এই মূল গ্রন্থে আছে ।

ধম্মপদট্টকথা

ধম্মপদের অট্টকথা খানি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষ শ্ববির কর্তৃক লিখিত হয় । খ্রীষ্টীয় ৪১০—৪৩২ অব্দে মহানাংক নামক পণ্ডিত মহাবংস নামে

সিংহলের এক ইতিহাস রচনা করেন। প্রথম ৩৭ অধ্যায় মহা-
নামের রচিত। এই ৩৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, “বুদ্ধঘোষ মগধ
হইতে সিংহলের অন্তর্গত অনুরাধাপুর নগরে গমন করেন এবং
সিংহলীয় অর্ট ক খা হইতে পালি ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন।”

লঙ্কাদ্বীপে বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠাতা মহামহীন্দ স্ববির খৃষ্টপূর্ব
২৪১ অব্দে সিংহলী ভাষায় ত্রিপিটকের যে ব্যাখ্যা লিখিয়া
গিয়াছেন, উহা অবলম্বন করিয়া বুদ্ধঘোষ স্ববির ধ ম্ম প দ ট্ট
ক খা পালি ভাষায় পরিবর্তন করেন। তাই তিনি স্বীয় রচিত
গাথায় প্রস্তারম্ভে প্রকাশ করিয়াছেন যে—“সিংহলী ভাষায় ইহার
অর্ট ক খা খাকাতে বিভিন্ন দেশীয় লোকের উপকারে আসি-
তেছে না, আমি কুমার কশ্যপ স্ববির কর্কু ক প্রার্থিত হইয়া ইহা
বিশুদ্ধ মাগধী ভাষায় পরিবর্তনে অগ্রসর হইলাম।”

কেহ কেহ বলেন, ধ ম্ম প দ ট্ট ক খার প্রণেতা মহানাম
রাজার সমসাময়িক। কেহ বলেন তাঁহার পরবর্তী কালে অণু
বুদ্ধঘোষ কর্কু ক ইহা পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহা পণ্ডিতগণের
বিবেচ্য।

এই মাগধী ভাষা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের বহু
মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। কোন কোন পণ্ডিতগণের মতে মাগধী
ভাষা মূল ভাষা নামে অভিহিত। কারণ আদি কল্লোৎপন্ন
মনুষ্যগণ, ব্রহ্মগণ, সম্বুদ্ধগণ এবং যাহারা কোন বাক্যালাপ
শ্রবণ করে নাই, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ যাহাদ্বারা কথা বলিয়া
থাকেন সেই মাগধী ভাষাই মূল ভাষা। তাই গাথায় বর্ণিত
হইয়াছে :—

“সা মগধী মূল ভাসা নরা য়ায়াদিকপ্লিকা,
ব্রহ্মানো চ-স্মুতালাপা সম্বুদ্ধাচাপি ভাসরে ।”

ইহা আবার মগধ রাজ্যের ব্যবহৃত ভাষা বলিয়াও মা গ ধী ভাষা নামে প্রকাশিত। কিন্তু ইহার বিশুদ্ধতা ও কোমলতা ছিল না। বলিয়া দেশীয় মা গ ধী নামে কথিত। বুদ্ধের উৎপত্তির পূর্বে ও সময়ে লোকজন যদিও এই ভাষায় আলাপ সালাপ করিত, তাহা বুদ্ধ ও শ্রাবকগণের ভাষার গ্ৰায় স্তূর্মাঙ্কিত নহে। বুদ্ধ ও শ্রাবকগণ যেই মাগধী ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা অতি মধুর ও লালিত্য গুণ বিধায় শুদ্ধ মা গ ধী নামে কথিত। এই যে পালি নামধেয় মাগধীভাষা উহা মুখ্যতঃ সম্যকসম্বুদ্ধ-বর্ণিত ধম্ম বিনয়ের ভাষা বলিয়া বুদ্ধ ভাষা নামেও অভিহিত।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে পাটি পাটি বা পঙ্ক্তি ক্রমে বুদ্ধ প্রমুখ শ্রাবকগণের দেশনায় সমাগতা ভাষাই পালি ভাষা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ মগধ পল্লীর ভাষা বলিয়াও পালি ভাষা আখ্যা দিয়া থাকেন।

বুদ্ধ পরম্পরা ত্রিপিটক গ্রন্থের টীকা, অনুটীকা, ষোজনা প্রভৃতি গ্রন্থ ধারাবাহিক রূপে যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে ঐ ভাষাকে মা গ ধী পালি বলিয়া কথিত হয়। কোন কোন সংস্কৃত্যচার্য্য গণের গ্রন্থেও পালি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে শ্রীযুত বিধু শেখর শাস্ত্রী তাঁহার প্রণীত পালি প্রকাশ ব্যাকরণের প্রবেশক খণ্ডে বহু গবেষণা পূর্ণ তথ্য দিয়াছেন। সে যাহাই হউক বুদ্ধের নিব্বাণের ২৪৭৭ বৎসর পর্য্যন্ত পালি বিশারদ

আচার্য্যগণ বুদ্ধলীলায় বর্ণিত শুদ্ধ মাগধী ভাবাকে আজ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠাসন দান করিয়া আসিতেছেন ।

বর্তমান প্রতিপাঠ ধ্মপদট্টকথা খানির ২৬ বর্গে ২৯৯টি উপাখ্যান আছে । ইহা ৭২ ভাণ বারে বিভক্ত । ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার অক্ষর এই গ্রন্থে আছে । তাই কথিত হইয়াছে—

থেরেন বুদ্ধঘোসেন ধীমতা রচিতা অয়ং,
 ধ্মপদট্টকথা চ সোদস্তাভিধানক ।
 সতেবীস চতুসতা চতুসচ্চ বিভাবিনা,
 সতত্তয়মিহ বখ্নং একেন্ন সমুট্ঠিতা ।
 তাসং অট্টকথং এতং করোন্তেন স্ননিম্মলং,
 ষাসত্ততি পমাণায় ভাণবারেহি পালিয়া ।

পূর্বেক্তি ২৯৯টি উপাখ্যানে মূল গাথার সংখ্যা ৪২৩টি, উপগাথার সংখ্যা ২৯৫টি । লঙ্কাধিপতি শীলমেঘ বর্ণাভয় কশ্যপ সিংহলী ভাষায় এই ধ্মপদট্টকথার একখানি গঠিত পদ-
 থ বর্ণনা সম্পাদন করাইয়াছিলেন । কিন্তু ইহার পূর্বে ত্রীমৎ
 ধ্মসেন শ্ববির রতনাবলী নামে ধ্মপদট্টকথার এক সিংহলী
 ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন । এই রতনাবলী হইতেই ধ্মপদট্ট-
 কথা লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ।
 কিন্তু ভাবথ সুদনী নামে একখানি সিংহলী ভাষ্য ছিল বলিয়া
 কোন কোন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ।

যিনি যেরূপ অভিমত পোষণ করুন না কেন, কিন্তু আমরা
 মহামনস্বী আচার্য্য অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি ।
 তিনি এই উপাখ্যান গুলি এমন প্রাজ্ঞল ভাষায় ভাবসম্পদে পূর্ণ

করিয়া রচনা চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে পালিতাষাভিঙ্গ পণ্ডিত মাত্রই তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবেন । এতগুলি নীতি বিষয়ক উপাখ্যানের সমষ্টি অগ্ৰত্র বিরল বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না । বৌদ্ধ প্রধান দেশে পালি শিক্ষার্থীরা সর্বপ্রথম এই গ্রন্থ পড়িয়া পালি সাহিত্য অধ্যয়নে রত হয় । দুঃখের বিষয় ভারতীয় কোন ভাষায় এই গ্রন্থের মূল কিম্বা অনুবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই । আমি এই মহৎ অভাব পরিপূর্ণ করিবার জন্ত ত্রতী হই, যখন আকিয়াব বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করি, তখন অগ্গাণ্ড গ্রন্থ প্রকাশে ব্যস্ত থাকায় আমার সেই আশা চাপিয়া যায় । আবার যখন কলিকাতায় ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে অবস্থান করি, তখন আমার এই গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা বলবতী হয় । পুনরায় মিলিন্দপ্রশ্ন অনুবাদের ভার আমার উপর গুস্ত হওয়ায় ধর্ম্মপদট্টকথার অনুবাদ ভার আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান শীলালঙ্কারের উপর অর্পণ করি । তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রকাশক শ্রীযুত বরদা চরণ চৌধুরী এবং শ্রীযুত হারাণ চন্দ্র চৌধুরীর বদান্ধতায় আজ ধর্ম্মপদট্টকথার সমক বর্গ মাত্র বাঙ্গালী পাঠকদের হাতে অর্পিত হইল ।

যদি বরদা বাবু ও হারাণ বাবুর মত সঙ্কল্প প্রকাশের ভার কোন কোন শ্রদ্ধাবান দায়ক গ্রহণ করেন, যথাক্রমে অপর ২৫ অধ্যায়ও প্রকাশিত হইবে ।

আশা করি সমাজের অগ্গাণ্ড বদান্ধ ব্যক্তির। এক একজন অন্ততঃ এক একটি পল্লিচ্ছেদ প্রকাশের অর্থ সাহায্য করিয়া

১০/০

সঙ্কল্প প্রচারে সহায়তা করিবেন ও জাতীয় মহাপ্রতিষ্ঠান
বৌদ্ধ-মিশনকে অনুবল প্রদান করিবেন ।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা
বিদর্শনারাম
কানাইমাদারী
২৫।৭।৩৪ইং

}

শ্রীপ্রজ্ঞালোক স্থবির

সুদ্বি পত্রং

(সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা ও পঙ্ক্তি বোধক)

২—৪ দীপভাসায়, ১৩—৭ পশুসেনাসনাতিরত্ন, ২০—১০
তস্মা, ২৪—১৮ আশ্বস্ত, ২৮—১ কতপটিসম্বারো, ২৮—৬
আগমিভ্রতি, ৩৩—৪ যট্টিকোটগিহণ কিচ্চং, ৪১—২ নব-
বর্তায়, ৪১—৯ চক্রমন্ত্রীতি, ৪৬—৫ নিভ্রভ নিভ্রজীব.
৪৬—১৫ তন্মধ্যে, ৪৯—৮ বচীভুচরিতমেব, ৪৯—১২ দূষিত.
৫০—২ চতুস্ত, ৫৮—১০ কহং একপুস্তকা (দুইবার হইবে),
৬০—১৮ করাগ, ৬১—১২ সূর্যের, ৬৩—১১ স্মৃতিসন্ত,
৭৪—৬ সেনিসেট্টো, ৭৮—২০ হইয়া স্থলে করিয়া, ৯১—৪
কেচি, ১০৯—২ মুসাবাদী, ১১২—১ বিগাহেন, ১১২—১৯
সৌহৃদ, ১২৩—৭ আনন্দথেরো, ১২৬—৫ কোসম্বকা.
১৭০—১৯ শিবিকা, ২১৭—১৮ দশবিষয়িনী, ২২৪—১৫
দুঃখিত, ২৪৮—৬ ভিক্ষু, ২৫৩—১৬ বাধা, ২৭৭—১ আয়স্মন্তং,
২৯০—১৪ আবার, ৩০৭—১৭ মার্গকল ।

ব্যবহৃত সাক্ষেতিক অক্ষর ।

ইং = ইংরেজী পুস্তক ।

ত্রঃ = ত্রক্ষদেশীয় পুস্তক ।

লঃ = লক্ষা বা সিলোন মুদ্রিত পুস্তক ।

হঃ = হস্ত লিখিত পুস্তক ।

সুচিপত্র

ষমক বগগো (১)

বন্ধু সংখ্যা, কথাবন্ধু	পিট্ঠকো
১ । চক্সুপালথের বন্ধু	৪
২ । মটুকুঙলী বন্ধু	৫২
৩ । থুল্লতিঅথের বন্ধু	৭৭
৪ । কালিয়ক্সিনিয়া বন্ধু	৯৩
৫ । কোসম্বক বন্ধু	১০৭
৬ । চুলকাল মহাকাল বন্ধু	১৩১
৭ । দেবদন্তজ বন্ধু (১ম)	১৪৯
৮ । অগ্গসাবক বন্ধু	১৬০
৯ । নন্দথের বন্ধু	২১৯
১০ । চন্দসূকরিক বন্ধু	২৪০
১১ । ধম্মিক উপাসকজ বন্ধু	২৪৭
১২ । দেবদন্তজ বন্ধু (২য়)	২৫৬
১৩ । স্মন্য দেবিয়া বন্ধু	২৯২
১৪ । দে সহায়ক ভিক্সু নং বন্ধু	২৯৯

THE PALI ALPHABET IN BENGALI CHARACTER.

—o:~:~:~o—

Vowels.

অ a আ ā ই i ঐ ī উ u ঊ ū এ e ও o

Consonants.

ক ka	খ kha	গ ga	ঘ gha	ঙ ṅa
চ ca	ছ cha	জ ja	ঝ jha	ঞ ña
ট ṭa	ঠ ṭha	ড ḍa	ঢ ḍha	ণ ṇa
ত ta	থ tha	দ da	ধ dha	ন na
প pa	ফ pha	ব ba	ভ bha	ম ma
য ya	র ra	ল la	ব va	স sa
হ ha	ল ḷa	অং an		

কা ka কি ki কী kī কু ku কূ kū কে ke কো kō

খা kha খি khi খী khī খু khu খূ khū খে khē খো khō

গা ga " " " " " "

ক kka ক্খ kkhā ক্য kya ক্রি kri ক kva

খ্য khya খ্খ khvā গ্য gga গ্য ggā গ্রী gra

ক্কা nka ক্খ্খā nkha ——— জ্জ n̄ga জ্জ n̄ghā

চচ cca চ্চ cchā জ্জ jja জ্জ j̄jha ঞ্ণ n̄nā

ঞ্হ n̄ha ঞ্হ n̄cā ঞ্হ n̄cha ঞ্জ n̄ja ঞ্জ n̄jha

ট্ট tta ট্ঠ tthā ডড dda ডড ddhā ণ্ণ n̄nā

ণ্ট nta ণ্ঠ nthā ণ্ড nda ণ্হ n̄ha ত্ত tta

ত্ধ ttha ত্ধ t̄vā ত্র tra দ্দ dda দ্ধ ddhā

দ্র dra দ্ধ dva ধ্ব dhva ন্ত nta ন্ত nt̄bā

ন্দ nda ঙ্গ n̄dha ঙ্গ n̄nā ন্হ n̄ha প্প ppa

প্প ppha ব্ব bba ব্ধ bbha ব্র bra ম্প mpha

ম্প mpha ম্ব mba ম্ভ mbha ম্ম mma ম্হ m̄hā

য়্য yya য্হ yhā ল্ল lla ল্য lya ল্হ l̄hā

ব্হ wha স্স ssa স্ম sma স্ব swa হ্ম h̄mā

হ্ব h̄vā ল্হ l̄hā

। a f i ী ī ু u ূ ū ে ē ো ō

धर्मपद-उक्तिः ।

नमो तत्र भगवतो अरहतो

सम्प्रदायस्य

महामोह-तमोन्मत्ते लोके लोकसु दग्धिना,
येन सकृन्म पञ्जातो जानितो जनितिदिना ।
तत्र पादे नमस्त्रिंशद्वा सधुद्धस्य सिर्रीमतो,
सकृन्मपुत्रं पूजेत्वा कथा सज्ज च ज्जनिं ।
तं तं कारणमागम्य धम्मा धम्मेषु कोविदो,
सम्पत्त सकृन्मपदो सथा धम्मपदं सुतं ।

धर्मपद-अर्थकथा ।

सेइ भगवान् अहं सम्यक् सधुद्धके नमस्कार ।

महा मोह-तमोन्मत्ते जालियाहे लोके येइ.
दीप्त-धुद्धि लोकदर्शी सकृन्मेषु च्यति सेइ ।
श्रीमत् सधुद्ध पदे करि भक्ति नमस्कार,
सकृन्मेषु करि पूजा कृताञ्जलि सज्जे आर ।
धर्माधर्मेषु सुकोविद् सम्पत्त सकृन्म पद,
ततं कारण जेने शान्ता * सुत धर्म पद ।

* शान्ति कर्त्ता, बुद्ध ।

দেসেসি করুণাবেগ সমুজ্জাহিত মানসো,
 য়ঃ বে দেবমমুজ্জানঃ পীতি-পামোজ্জ বন্ধনং ।
 পরম্পরাভতা তন্ন নিপুণা অথবল্পনা,
 য়া তম্বপল্লি দীপমিহ দীপভাষায় সত্তিতা ।
 ন সাধয়তি সেশানঃ সত্তানং হিতসম্পদং,
 অল্পেবনাম সাধেয়্য সৰ্বলোকজ সা হিতং ।
 ইতি আসিংসমানেন দন্তেন সমচারিণা,
 কুমারকল্পপেনাহঃ খেরেন খিরচেতসা ।
 সন্ধম্ভটুঠিতিকামেন সন্ধচ্চঃ অভিযাচিতো,
 তং ভাসং অতিবিথার গতঞ্চ বচনকমং ।

করেছেন উপদেশ শ্রীতি-মুদ বিবন্ধন,
 দেব-নরে সমুংসাছে করুণার বরিষণ ।
 নিপুণ বিবৃতি তা'র পরম্পরা সমাজত,
 তাম্রপর্ণী দীপে * বাহা দীপ-ভাষে + অবস্থিত ।
 অপর লোকের নাহি সাধিছে সম্পদ-হিত,
 মমন্ত লোকের ইহা সাধিবে নিশ্চয় হিত ।
 সমচারী স্থিরচিত্ত কুমার কল্পপ দমী
 স্থবির কর্তৃক হয়ে সন্ধর্মের হিতকামী ।
 এ'রূপে অকঙ্কামান, স্পন্দেহে যাচিত আর,
 ত্যক্তি' যত্নে আমি অতি বিস্তৃত বচন-হার ।

* লঙ্কাদীপ । + সিংহলী ভাষায় । × য়িপু সমুহ য়িনি দমন করিয়াছেন ।

পহায়ারোপস্বিত্বান তন্তি ভাসং মনোরমং,
 গাথানং ব্যঞ্জনপদং যং তথ ন বিভাবিতং ।
 কেবলং তং বিভাবেহ্বা সেসং তমেব অথতো,
 ভাসন্তুরেন ভাসিঙ্গং আবহন্তো বিভাবিতং ;
 মনসো পীতিপামোজ্জং অথধম্মুপনিঙ্গিতন্তি ।

মনোরম তন্তী-ভাষা † করি' তায় আরোপিত,
 গাথার ব্যঞ্জন-পদ অপ্রকট প্রকটিত ।
 সমস্ত প্রকাশ করি সেই অর্থ অনুসারে,
 পণ্ডিত জনের চিত্ত বিনোদন করিবারে ।
 সুধী-মন-প্রীতি-মুদ অর্থ-ধর্ম্ অহুযুত,
 মাগধী § ভাষায় হবে এই ধর্ম্ সুভানিত ।



† পালি ভাষা ।

§ পালি

যমক বর্গ। ১

চক্খুপালথের বন্ধু। ১

“মনোপুবঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোমরা,
মনসা চে পহুট্টেন ভাসতি বা কলোতি বা,
ততো নং দুক্খমম্বেতি চক্খং'ব বহতো পদং” তি।

অয়ং ধম্মদেশনা কথ ভাসিতাতি ? সাবখিদ্দং ।
কং আরত্তাতি ? চক্খুপালথেরং ।

যমক বর্গ। ১

চক্খুপাল স্থবিরের উপাখ্যান। ১

মনস্পূর্ব্বঙ্গম ধম্মচয়,
মনঃশ্রেষ্ঠ মনোময় ;
দোষবৃত্ত মনে যদি কোন এক জন,
বলে কোন কথা কিছু করে বা করম ;
শকটের চক্রে বধা যুগ পদে ধায়,
দুঃখ তার অবিরাম পাছে পাছে যায় ।

এই ধর্ম্মোপদেশ কোথায় বলা হইয়াছিল ? শ্রাবস্তীতে । কাহাকে উপলক্ষ
করিয়া ? চক্খুপাল স্থবিরকে ।

১। সাবখ্খিয়ং কির মহাসুব্বণো নাম কুটুম্বিকো অহোসি
অজ্জো মহক্কনো মহাভোগো অপুত্তকো। সো একদিবসং নহান-
তিথং গস্তা নহাত্তা আগচ্ছন্তো অন্তরামগে সম্পন্নসাখং একং
বনস্পতিং ১ দিস্বা “অয়ং মহেসজ্জায় দেবতায় অধিগাহীতো
ভবিম্মতী”তি। তস্ম হেট্ঠাভাগং সোধাপেত্তা পাকারপরিচ্ছেপং
কারাপেত্তা বালিকং ২ ওকিরাপেত্তা ধজ্জপতাকং উস্সাপেত্তা বন-
স্পতিং ১ অলক্করিত্ত্বা “পুত্তং বা ধীতরং বা! লতিত্ত্বা তুমহাকং
মহাসকারং করিম্মামী”তি পথনং কত্তা পক্কামি।

২। অথস্স ভরিয়ায় কুচ্ছিয়ং গত্তো পতিট্ঠাসি। সা গত্তস্স পতিট্ঠিত্ত
ভাবং ঞ্জত্তা তস্স অরোচেসি। সো তস্সা গত্তু পরিহারং তদাসি।

১। শ্রাবস্তীতে মহাসুবর্ণ নামে এক মহাধনী, মহাভোগী, ধনাঢ্য
কুটুম্বিক ছিলেন। তিনি ছিলেন অপুত্রক। একদিন তিনি স্নানতীর্থে গমন
পূর্বক স্নান করিবার সময় পশ্চিমব্ধে শাখাসম্মল্ল এক বনস্পতি *
দেখিতে পাইলেন। “এই বৃক্ষটিকে হস্ত কোন শক্তিমান দেবতা আশ্রয়
করিয়া থাকিবেন,” এই ভাবিয়া তিনি ইহার তলদেশ পরিষ্কার করাইলেন,
চারিদিকে প্রাকার বেষ্টিত করাইয়া দিলেন, বালি বিকীর্ণ করাইলেন এবং
ধজ্জাপতাকা উজ্জীন করাওত বনস্পতিকে সমলকৃত করিয়া “পুত্র বা কত্তা
লাভ করিলে আপনার মহাসংকার করিব।” এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রস্থান
করিলেন।

২। অনন্তর তাঁহার ভাব্যা অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। ভাব্যা গর্ভ সঞ্চার হইতাহে
জানিয়া তাঁহাকে কহিলেন। তিনি তাঁহাকে গর্ভ রক্ষার সুযোগ করিয়া দিলেন।

১। ম— বনস্পতিং। ২। ব—বালুকং

* পুষ্পহীন বলদ বৃক্ষ; মহাঙ্গম।

সা দসমাসচ্চয়েন পুত্তং বিজায়ি । সেট্ঠি অন্তনা পালিতং বন-
স্পতিং নিজায় লঙ্কতা তন্ম ‘পালিতো’তি নামং অকাসি । অপর-
ভাগে অশ্রং পুত্তং লতি । তন্ম ‘চুল্লপালো’তি নামং কহা
ইতরন্ম ‘মহাপালো’তি নামং অকরি । তে বয়ম্ভে ঘরবন্ধনেন
বন্ধিঃসু ।

৩ । তস্মিং সময়ে সখা পবত্তবরধম্মচক্কো অনুপুবেবনা-
গন্ধা অনাথপিণ্ডিকেন মহাসেট্ঠিনা চতুপন্নাস কোটি ধনং
বিম্বজ্জেক্কা কারিতে জেতবন মহাবিহারে বিহরতি মহাজনং
সগ্গমগ্গে চ মোক্ষমগ্গে চ পতিট্ঠাপয়মানো । তথাগতো হি
মাতিপস্কাতো ১ অসীতিয়া পিতিপস্কাতো অসীতিয়া’তি ষ্বেঅসীতি
ঞাতিকুল সহজেহি কারিতে বিহারে একমেব বজ্জাবাসং বসি ।

তিনি দশমাস পরে একটি পুত্র প্রসব করিলেন । শ্রেষ্ঠী আপনার প্রতি-
পালিত বনস্পতির প্রসাদে তাহাকে লাভ করিয়াছেন মনে করিয়া তাহার
নাম রাখিলেন ‘পালিত’ । কিছু দিন পরে তিনি আর এক পুত্র লাভ
করিলেন । তাহার ‘চুল্লপাল’ নাম রাখিয়া জ্যেষ্ঠের নাম পরিবর্তন করিয়া
‘মহাপাল’ রাখিলেন । তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহাদিগকে বিবাহ-
সূত্রে আবদ্ধ করিলেন ।

৩ । তখন শাস্তা ধর্ম্মচক্র প্রবর্তনের পর ক্রমে নানাদেশ পর্য্যটন
করিয়া প্রাবর্তীতে আসিয়াছিলেন । অনাথপিণ্ডিক মহাশ্রেষ্ঠী কর্তৃক
চুয়ান্ন কোটি সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে নিশ্চিত জেতবন বিহারে জনগণকে স্বর্গমার্গে
ও মোক্ষমার্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন । তথাগত
মাতৃ পক্ষের অশীতি সহস্র ও পিতৃ পক্ষের অশীতি সহস্র, এই দ্বি অশীতি
সহস্র জ্ঞাতিকুল দ্বারা নিশ্চিত বিহারে মাত্র এক বর্ষা বাস করিয়াছিলেন ।

১। ম— মাতৃপক্ষতো ।

অনাথপিণ্ডিকেন কারিতে জেতবন মহাবিহারে একুনবীসতি, বিসাখায় সন্তবীসতি কোটিধন পরিচাগেনে কারিতে পুঝারামে ছ বঙ্গাবাসে'তি, দ্বিম্নং কুলানং গুণমহন্ততং পটিচ্চ সাবখিং নিম্নায় পঞ্চবীসতি বঙ্গাবাসে বসি । অনাথপিণ্ডিকো'পি বিসাখা'পি মহাউপাসিকা নিবন্ধং দিবসত্র ঘেবারে তথাগতত্র উপট্ঠানং গচ্ছন্তি । গচ্ছন্ত্য চ—“দহর সামণেরা নো হপে ওলোকেন্ত্তী”তি তুচ্ছহথা নামন গতপুঝা । পুরেভন্তং গচ্ছন্ত্য খাদনীয়াদীনি গাহাপেত্তাব গচ্ছন্তি. পচ্ছাভন্তং পঞ্চভেসজ্জানি অট্ঠ চ পানানি । নিবেসনেসু পন তেসং দ্বিম্নং ১ তিক্খুসহজ্জানং নিচ্চপত্রন্তানেবাসনানি হোন্তি ; অন্নপান তেসজ্জেত্ঠ

অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে ঊনবিংশতি বর্ষা, বিশাখা বর্ষক গুণবিংশতি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত পূর্কারাম বিহারে ছয় বর্ষা, এই দুই কুলের গুণমহন্তের জন্ম শ্রাবস্তী আশ্রয়ে পঞ্চবিংশতি বর্ষাবাস করিয়াছিলেন । অনাথপিণ্ডিক ও মহাউপাসিকা বিশাখা নিত্য দিবসে দুইবার তথাগতের সেবা করিতে যাইতেন । “তরুণ শ্রামণের গণ কিছু প্রাপ্তির আশায় আমাদের হাতের দিকে তাকাইবেন ” এই মনে করিয়া তাঁহারা কখনও রিক্ত হস্তে যাইতেন না । পূর্কাহুে গেলে সন্ধে করিয়া অনেক খাণ্ডদ্রব্য লইয়া যাইতেন ও অপরাহুে পঞ্চ ভৈষজ্য * ও অষ্ট পানীয় লইয়া যাইতেন । তাঁহাদের আবাসেও নিত্য দুই সহস্র তিক্কুর জন্ম আসন প্রস্তুত থাকিত । অন্ন, পানীয় ও ভৈষজ্য

১ । ম— দ্বিম্নং দ্বিম্নং ।

* ঘৃত, মাখন, তৈল, মধু ও গুড় ।

+ মধু, কিশ্বিন্শু, শালুক, কাঁঠালীকলা, আঁটকলা, আম, জাম ও পানীকল এই অষ্টবিধ ক্ষুদ্র জাতীয় ফলের রস অগ্নিপক না করিয়া হাঁকিয়া তিক্কুরা ইচ্ছা করিলে বিকালে পান করিতে পারেন ।

যো যং ইচ্ছতি তস্ম তং যথিচ্ছিতমেব সম্পচ্ছতি । তেহু
 অনাথপিণ্ডিকেন একমেব দিবসম্পি সথা পঞহং অপুচ্ছিত
 পুঝো । সো কিয়—“তথাগতো বুদ্ধসুখুমালো বত্তিয়সুখুমালো,
 উপকারো মে গহপতী”তি ময়হং ধম্মং দেসেন্তো কিলমেয়্যা”তি
 সথরি অধিমত্ত সিনেহেন পঞহং ন পুচ্ছতি । সথা পন তস্মিঃ
 নিসিল্লমভে য়েব “অয়ং সেট্ঠি মং অরশ্বিতকবট্ঠানে রক্ষতি ।
 অহং হি কল্পসতসহস্রাধিকানি চন্দ্ররি অসংখ্যেয়্যানি অলঙ্কত-
 পটিয়ন্তং অন্তনো সীসং চিন্দিহা অস্মীনি উপ্পাটেহা হৃদয়মংসং
 উব্বভেহা ১ পাণসমং পুত্তদারং পরিচ্ছজিহা পারমিয়ে পুরেন্তো
 পরেসং ধম্মদেসনথমেব পুরেসিং, এস মং অরশ্বিতকবট্ঠানে
 রক্ষতী”তি— একং ধম্মদেসনং কথতি য়েব ।

যিনি যাহা চাঙ্কিতেন তিনি তাহা যথেষ্টা লাভ করিতেন । এতদিনের মধ্যে
 অনাথপিণ্ডিক শাস্তাকে একদিনও প্রম্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই । তিনি ভাবিতেন—
 “বুদ্ধ সুকুমার ক্ষত্রিয় সুকুমার তথাগত ‘গৃহপতি আমার উপকারক’ ইহা মনে
 করিয়া আমাকে ধর্ম উপদেশ দিতে ক্লান্ত হইবেন ।” এই মনে করিয়া শাস্তার
 প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ তিনি প্রম্ন জিজ্ঞাসা করিতেন না । কিন্তু তিনি
 বসিবা মাত্র শাস্তা “এই শ্রেষ্ঠী আমাকে অস্থানে রক্ষা করিতেছে । আমি
 যে লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কল্পকাল নিজের অলঙ্কৃত প্রতিমণ্ডিত শির ছেদন
 করিয়া চক্ষুযুগল উৎপাটন করিয়া, হৃদয় মাংস ছিন্ন করিয়া ও প্রাণসম
 স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া পারমী পূর্ণ করিয়াছি, তাহা পরকে ধর্মদেশনা
 করিবার জন্মই করিয়াছি । এই শ্রেষ্ঠী আমাকে অরক্ষণীয় কারণে রক্ষা
 করিতেছে ।” ইহা চিন্তা করিয়া ধর্মোপদেশ দিতেন ।

৪। তদা সাবথিয়ং সত্তমনুজকোটয়ো বসন্তি । তেস্থ সপ্ত, ধম্মকথং স্ত্বা পঞ্চকোটমত্তা মনুজা অরিয়সাবকা জাতা, বে কোটিমত্তা পুথুজ্জনা । তেস্থ অরিয়সাবকানং ঘেষেব কিচ্চানি অহেস্শং, পুরেভত্তং দানং দেন্তি, পচ্ছাভত্তং গন্ধমালাদিহথ্বা বথ-ভেসজ্জ-পানকাদিং গাহাপেত্তা ধম্মসবণথায় গচ্ছন্তি ।

৫। অথেকদিবসং মহাপালো অরিয়সাবকে গন্ধমালাদিহথ্বা বিহারং গচ্ছন্তে দিস্বা “অয়ং মহাজনো কুহিং গচ্ছতী”তি পুচ্ছিত্বা “ধম্মসবণায়”তি স্ত্বা “অহম্পি গমিআমী”তি গন্ত্বা সথারং বন্দিত্বা পরিসপরিয়ন্তে নিসীদি ।

৪। তখন শ্রাবস্তীতে সাতকোটি লোক বান করিত । তাহাদের মধ্যে পাঁচকোটি শাস্তার ধর্মোপদেশ শুনিয়া আর্ঘ্যশ্রাবক হইয়াছিল ; ছইকোটি মাত্র পৃথক্জন * ছিল । ভোজনের পূর্বে আহাৰ্য্য বস্ত্র দান দেওয়া এবং আহাৰ্য্যে বস্ত্র, ভৈষজ্য ও পানীয়াদি সঙ্গে নিয়া, গন্ধদ্রব্য ও মালাদি হস্তে করিয়া ধর্মশ্রবণের জন্ত বিহারে যাওয়া— এই ছইটি আর্ঘ্যশ্রাবকদের কর্ম ছিল ।

৫। একদিন মহাপাল দেখিলেন, বহু আর্ঘ্যশ্রাবক গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পমালা হস্তে বিহারে যাইতেছেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“এতলোক কোথায় যাইতেছে ?” প্রত্যুত্তরে শুনিলেন— “ধর্মশ্রবণ করিতে যাইতেছেন ” তাহা শুনিয়া “আমিও যাইব” এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আর্ঘ্যশ্রাবকদের সঙ্গে সঙ্গে বিহারে গিয়া শাস্তাকে বন্দনাপূর্বক সমাগত জনমণ্ডলীর একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন ।

* বাহারি নির্বাণের কোন স্তর প্রাপ্ত হয় নাই ।

৬। বুদ্ধাচ নাম ধর্ম্যং দেসেন্তা সরণসীলপববজ্জাদীনং উপ-
নিশ্রয়ং ওলোকেন্তা অজ্জাসয়বসেন ধর্ম্যং দেসেন্তি । তস্মা তং দিবসং
সথা তস্ম উপনিশ্রয়ং ওলোকেন্তা ধর্ম্যং দেসেন্তো আনুপুব্বীকথং
কথেসি ; সেয়াথীদং—দানকথং সীলকথং সগ্গকথং কামানং আদীনবং
ওকারং সংকিলেসং নেকথস্মে চ আনিসংসং পকাসেসি । তং
সুত্তা মহাপালো কুটুম্বিকো চিন্তেসি—“পরলোকং গচ্ছন্তং পুত্র-
ধীতরো বা ভোগা বা নানুগচ্ছন্তি, সন্নীরস্পি অন্তনা সন্ধিং ন গচ্ছতি,
কিস্মে ঘরাবাসেন ? পববজ্জিস্মামী”তি । সো দেসনা পরিয়োসানে
সথারং উপসংকমিত্তা পববজ্জং যাচি । অর্থং নং সথা “নথি তে কোচি
আপুচ্ছিতবয়ুত্তকো এগাতী”তি আহ ।

“কনিট্ট ভাতা পন মে ভন্তে, অথী”তি ।

৬। বুদ্ধগণ ধর্মদেশনা করিবার সময় শ্রোতার শরণ, শীল ও প্রব্রজ্যা-
দির উপনিশ্রয় (হেতু) অবলোকন করিয়া তাহার অধ্যায় অনুসারে উপদেশ দিয়া
থাকেন । তদ্ব্যতীত সেইদিন শাস্তা মহাপালের উপনিশ্রয় অবলোকন করিয়া
ধর্মদেশনা করিতে করিতে আনুপূর্ব্বিক কথা কহিলেন ; যথা— দানকথা,
শীলকথা, স্বর্গকথা, কাম (ঔণ) সমূহের দোষ, অপকারিতা ও ক্লেশ এবং
নৈশ্রম্যের উপকারিতার বিষয় বিবৃত করিলেন । তাহা শুনিয়া মহাপাল
কুটুম্বিকের মনে ভাবের উদয় হইল । তিনি ভাবিতে লাগিলেন—“পরলোক
গমন কালে পুত্র, ছহিতা বা ভোগ-সম্পদ কিছুই সঙ্গে যায় না, শরীর ও
নিজের সঙ্গে যায় না, গৃহবাসে আমার কি হইবে ? আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ
করিব ।” দেশনাবসানে তিনি শাস্তার সমীপে বাইয়া প্রব্রজ্যা বাজ্ঞা করি-
লেন । অতঃপর শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার কি বিদ্যা
নিয়া আসার মত কোন আশ্রয় নাই ?”

“আমার কনিষ্ঠ ভাই আছে ভন্তে ।”

“তেনহি তং আপুচ্ছা”তি ।

৭। সো‘সাধু’তি সম্পটিচ্ছিত্বা সথারং বন্দিদ্বা গেহং গস্ত্বা কণিট্ঠং পক্কোসাপেত্ত্বা “তাত, যং ইমস্মিং কুলে সবিশ্রাণকাবিশ্রাণকং ধনং কিঞ্চি অপি সৰ্ব্বস্তং তব ভারো, পটিপজ্জাহ্বিনং” তি ।

“তুমেহ পন কিং সামী”তি ?

“অহং সথুসন্তিকে পৰ্বজিন্নামী”তি ।

“ কিং কথেসি ভাতিক ! ত্বং মে মাতরি মতায় মাতা বিয়, পিতরি মতে পিতা বিয় লক্কো ; গেহে বো মহাবিভবো, সক্কো গেহং অজ্জাবসন্তেহেব পুত্রানি কাতুং , মা এবং অকথা”তি ।

“ তাত, ময়া সথুধম্মদেসনা সূতা, সথারা হি সগ্হসুখুমং তিলক্কণং আরোপেত্ত্বা আদিমজ্জপরিয়োসানে কল্যাণধম্মো দেসিতো,

“তবে তাহার নিকট হইতে বিদায় নিয়া আন ।”

৭। তিনি সাধুবাদের সহিত অনুমোদন করিয়া শাস্তাকে বন্দনা পূর্বক গৃহে গমন করিলেন এবং কনিষ্ঠকে ডাকাইয়া কহিলেন— “ভাই, এই কুলে স্বাবর-অস্বাবর যাহা কিছু ধন আছে সেই দমস্তের ভার তোমার উপর, তুমি তাহা গ্রহণ কর ।”

“দাদা, আপনি কি ?”

“আমি শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইব ।”

“কি বলিতেছেন দাদা ! মাতার মৃত্যুতে আপনাকে মাতার স্ত্রায়, পিতার মৃত্যুতে পিতার স্ত্রায় পাইয়াছি । আপনার গৃহে মহাবিভব বর্তমান । গৃহে বাস করিয়াও পুণ্য করা যায়, আপনি এইরূপ করিবেন না ।”

“ভাই, আমি শাস্তার ধর্ম্মদেশনা শুনিয়াছি ; তিনি আদি, মধ্য ও অবসানে কল্যাণময় ধর্ম্ম ত্রিলক্ষণ আরোপিত করিয়া স্বক্কাগ্হসুখ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

ন সন্ধা সো আগারমঙ্কে বসন্তেন পুরেতুং ; পব্বজিঅ্মি তাতা”তি ।

“ভাতিক, তরুণা পি চ তাবথ মহল্লককালে পব্বজিঅ্মথা”তি ।

“তাত, মহল্লকঅ হি অভনো হথপাদাপি অনঅ্বা হোন্তি ন বসে বভন্তি, কিমঅ্পন এণাতকা । স্বাহং তব বচনং নকরোমি, সমণপটিপত্তিঃ পুরেঅ্মামী”তি

“জরাজজ্জরিতা হোন্তি হথপাদা অনঅ্বা,

য়অ সো বিহতথামো কথং ধম্মং চরিস্সতী”তি ।

“পব্বজিঅ্মামেবাহং তাতা”তি তঅ বিরবন্তুঅ্জেব
সথু সন্তিকং গত্ত্বা পব্বজ্জং য়াচিত্তা লদ্ধপব্বজ্জ-
পসম্পদো আচরিয়ুপঅ্মায়ানং সন্তিকে পঞ্চবস্মানি বসিত্তা

গৃহে থাকিয়া তাহা পালন করা যায় না; আমি প্রব্রজিত হইব
ভাই ।”

“দাদা, এখনও আপনি তরুণ, পরিণত বয়সে প্রব্রজিত হইবেন ।”

“বৎস, বৃদ্ধের আপন হস্তপদও অনধীন হয়, বশে থাকে না।
জ্ঞাতিগণের আর কথাইবা কি! তাই তোমার কথা রক্ষা করিতে আমি
অপারগ, শ্রমণব্রত পালন করিব ।”

“জরাজজ্জরিত হয়, হস্তপদ অনধীন;

কেমনে সে আচরিবে ধর্ম, যিনি শক্তিহীন” ।

“বৎস, নিশ্চয় আমি প্রব্রজিত হইব ।” কনিষ্ঠের রোদন শুধুও
তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া প্রব্রজ্যা যাচ্চা করিলেন এবং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা
লাভ করিয়া আচার্য ও উপাধ্যায়ের নিকট পাঁচ বৎসর বাস করিলেন ।

বুখবস্মো পবারেতা সথারং উপসক্ৰমিত্তা বন্দিত্তা পুচ্ছি—“ভন্তে, ইমস্মিনে সাসনে কতি ধুরানী”তি ?

“গন্তধুরং বিপস্মনাধুরান্তি ধে ধেব ধুরানি ভিক্ষু”তি ।

“কতমং পন ভন্তে, গন্তধুরং, কতমং বিপস্মনাধুরং”তি ?

“অন্তনো পপ্রাণমুরাপেন একং বা ধে বা নিকায়ে, সকলং বা পন তেপিটকং বুদ্ধবচনং উগ্গণিত্তা তস্ম ধারণং কথনং বাচনন্তি ইদং গন্তধুরং নাম । সল্লহকবুত্তিনো পন পন্তসেনাসনাভিরতস্ম অন্তভাবে খয়বয়ং পট্টপেত্তা সাতচ্চকিরিয়বসেন বিপস্মনং বডেত্তা অরহত্তগহত্তি ইদং বিপস্মনাধুরং নামা”তি ।

অনন্তর তিনি বর্ষাবাস * শেষ করিয়া প্রবারণার + পর শাস্তার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, এই শাসনে কয়টি ধুর ?”

“গ্রহধুর ও বিদর্শনধুর দুইধুর ভিক্ষু ।”

“ভন্তে, গ্রহধুর ও বিদর্শনধুর কি ?”

“নিজের জ্ঞান অনুসারে এক বা দুই নিকায় বা সমগ্র ত্রিপিটক বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়া, তাহার ধারণ, কথন ও শিক্ষাদানের নাম গ্রহধুর । লঘুভোজী হইয়া গ্রামের প্রান্তসীমান্ত বিশ্রামস্থানে বাস করিয়া আপনার শরীরে ক্ষয়ব্যয়ের ভাব অবলোকন করা হইতে অদম্য উদ্যমে বিদর্শন বাড়াইয়া অর্হত্ত গ্রহণের নাম বিদর্শনধুর ।”

* আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিন মাস ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের সময় ।

+ দোষ হইলে বলিবার জন্ত অপরকে আরাধনা করা ।

“ভন্তে, অহং মহল্লককালে পব্বজিতো গন্তুধুরং পুরেতুং
ন সঙ্ক্খামি বিপন্নানধুরং পন পুরেত্খামি কস্মট্টানস্মে কথেষা”তি ।

৮ । অথজ্জ সথা য়াব অরহত্তা ১ কস্মট্টানং কথেসি । সো
সপারং বন্দিত্তা অভননা সহগামিনো ভিঙ্খু পরিয়েসন্তো সট্ঠি
ভিঙ্খু লতিত্তা তেহি সঙ্কিং নিঙ্খমিত্তা বীসংযোজনসতং মগ্গং
গন্তা একং মহন্তং পচ্চন্তুগামং পত্তা তথ সপরিবারো পিণ্ডায়
পাবিসি । মনুত্খা বত্তসম্পপ্নে ভিঙ্খু দিস্সা পসন্নচিত্তা আসনানি
পপ্ৰেপেত্তা নিসীদাপেত্তা পণীতেনাহারেন পরিবিসিত্তা “ভন্তে,
কুহিং অয়্যা গচ্ছন্তী”তি পুচ্ছিত্তা “য়থা কাস্তকট্টানং উপাসকা”তি

“ভন্তে, আমি অধিক বয়সে প্রব্রজ্যা নিয়াছি, গ্রন্থধুর পূর্ণ করিতে
পারিব না, বিদর্শন ধুরই পূর্ণ করিব ; আমাকে ‘কস্মস্থান’ + সম্বন্ধে বলুন ।”

৮ । অতঃপর ভগবান তাঁহাকে অরহত্ত্ব কস্মস্থান পর্য্যন্ত বলিলেন ।
তিনি শাস্তাকে বন্দনা করিয়া তাঁহার সহগামী ভিক্ষু আছেন কি না
অন্বেষণ করিলেন । ষাটজন ভিক্ষু তাঁহার সহগামী হইলেন, তিনি তাঁহা-
দের দত্তিত নিষ্ক্রমণ করিলেন । তাঁহারা ১২০ যোজন পথ অতিক্রম
পূর্ব্বক এক বৃহৎ প্রত্যন্ত গ্রামে উপনীত হইয়া তথায় ভিক্ষার জত্র প্রবেশ
করিলেন । লোকেরা নিয়মপরায়ণ ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া প্রসন্ন মনে আসন
দজ্জিত করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে বসাইয়া উপাদেয় আহার পরিবেশন
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে আৰ্য্য, আপনারা কোথায় যাইতেছেন ?”
“সুবিধা জনক স্থানে উপাসকগণ ।”

১ । ম— অরহত্তং ।

২ । ভাবনা ।

বুভে পশ্চিমমুখা বঙ্গাবাসং সেনাসনং পরিষেদন্তি ভদন্তা'তি
 এত্বা “ভন্তে, সচে অয়া ইমং তেমাং ইধ বসেয়ুং ময়ং সরগেস্ত
 পতিট্টায় সীলানি গণেহয়্যামা”তি আহংস্ত । তেপি “ময়ং ইমানি
 কুলানি নিস্রায় ভবনিস্ররণং করিস্রামা”তি অধিবাসেস্তুং । মনুস্রা
 তেমাং পটিপ্রঃ গহেত্বা বিহারং পটিজ্জগিত্বা রতিট্টান দিবাট্টা-
 নানি সম্পাদেত্বা অদংস্ত । তে নিবন্ধং তমেব গামং পিশুয়
 পবিদন্তি । অথ তে একো বেজ্জো উপসংকমিত্বা “ভন্তে, বহনং
 বসনট্টানে অফাল্লকম্পি নাম হোত্তি, তস্মিং উপ্নম্নে ময়ংহং কথেষ্যাথ,
 ভেসজ্জং করিস্রামী”তি পবারেসি । থেরো বস্তুপনায়িক দিবসে

এইরূপ বলিলে বুদ্ধিমানেরা বুঝিলেন যে ভিক্ষুরা বর্ষাবাসের উপ-
 যোগী বাসস্থানের অন্বেষণ করিতেছেন। তখন তাঁহারা বলিলেন—“ভন্তে
 অর্গ্য, আপনারা যদি এই তিন মাস এখানে বাস করেন, আমরা শরণে
 প্রতিষ্ঠিত হইয়া শীল গ্রহণ করিব। ভিক্ষুরাও “এই কুল সমূহের আশ্রয়ে
 থাকিয়া ভবতুঃখের অবসান করিব” এই মনে করিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে
 সম্মত হইলেন। লোকেরা তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া বিহার সংস্কার
 করিয়া রাত্রি স্থান দিবা স্থান সম্পাদন করিয়া দিলেন। তাঁহারা নিত্যই
 সেই গ্রামে পিণ্ডের জ্ঞা প্রবেশ করিতেন। অনন্তর এক বৈষ্ণু আসিয়া
 তাঁহাদিগকে কহিলেন—“ভন্তে, বহুজন একত্রে বাস করিতে গেলে অসুখ
 হয়। আপনাদের অসুখ হইলে আমাকে বলিবেন, আমি ঔষধ দিব ;”
 এই বলিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। স্থবির মহাপাল বর্ষাবাস আরম্ভ দিবসে

তে ভিক্ষু, আমন্ত্বেত্তা পুচ্ছি—“আবুসো ইমং তেমাংসং কতীহি ইরিয়াপথেহি বীতিনামেজ্জাখা”তি ?

“চতুহি ভন্তে”তি ।

“কিং পনেতং আবুসো, পতিরূপং ? ননু অপ্রমত্তেহি ভবিতব্বং ? ময়ং হি ধরমানজ্জ বুদ্ধজ্জ সন্তিকে ১ কস্মট্টানং গহেত্তা আগতা, বুদ্ধা চ নাম ন সঙ্কা সাঠেয়্যেন আরাধেত্তুং, কল্যাণ-জ্জাসয়েন হেতে আরাধেত্তব্বা । পমত্তজ্জ চ নাম চত্তারো অপায়া সকেগেহ সদিসা, অপ্রমত্তা হোথাবুসো”তি

“তুমেহ পন ভন্তে”তি ?”

“অহং তীহি ইরিয়াপথেহি বীতিনামেজ্জামি, পিট্টিঃ

ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আবুস. + তোমরা এই তিন মাস কয় ‘ইর্যাপথে’ * অতিবাহিত করিবে ?”

“চারি ইর্যাপথে ভন্তে ।”

“আবুস, ইহা কি প্রতিরূপ হইবে ? অপ্রমত্ত হওয়া উচিত নহে কি ? আমরা জীবন্ত বুদ্ধের নিকট কস্মস্থান নিয়া আসিয়াছি ; বুদ্ধগণকে শঠতার দ্বারা আরাধনা করা যায় না, কল্যাণ অধ্যায়ের দ্বারাই তাঁহাদের আরাধনা করিতে হয় । চারি অপায় × প্রমত্তের পক্ষে বীয়া পূহ সদৃশ হয়, তোমরা অপ্রমত্ত হও আবুস !”

“আপনি ভন্তে ?”

“আমি তিন ইর্যাপথে অতিবাহিত করিব, পুহ

১। ম— সন্তিকা ।

+ ভিক্ষুদের মধ্যে বয়কনিষ্ঠের প্রতি আহ্বান : বদ্ধ ।

* শয়ন, উপবেশন, গমন ও দাঁড়ান এই চারি অবস্থাকে ইর্যাপথ বলে ।

× নরক, তির্ঘ্যাণ, প্রেত ও অসুর লোক ।

ন পসারেআমি আবুসো”তি ।

“সাধু ভন্তে, অন্নমন্তা হোথু”তি ।

৯। খেরস নিদং অনোকমন্তস পঠমমাসে অতিকন্তে অশ্বিরোগো উপঞ্জি ; ছিদ্রঘটতো উদকধারা বিয় অক্ষীহি ধারা পগ্বরন্তি । সো সৰ্বরন্তিঃ সমগধম্মং কড়া অরুণুগামনে গরুং পবিসিত্বা নিসীদি । ভিক্ষু ভিক্ষাচারবেলায় খেরস সন্তিকং উপসংকমিত্বা “ভিক্ষাচারবেলায়ঃ ভন্তে”তি আহংসু ।

“তেনহাবুসো গগ্হথ পন্তচীবরং”তি অন্তনো পন্তচীবরং গাহাপেত্বা নিশ্বমি । ভিক্ষু তস অক্ষী পগ্বরন্তে দিস্বা “কিমতঃ ভন্তে”তি পুচ্ছিংসু ।

“অক্ষী মে আবুসো, বাতা বিস্বস্তী”তি ।

প্রদারিত করিব না আবুস ।”

“সাধু ভন্তে, অন্নমন্ত হউন ।”

৯। স্থবির নিদ্রা যাইতেন না, তাই প্রথম মাস অতিক্রান্ত হইলেই তাঁহার চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইল । ছিদ্রঘট হইতে জলধারার ত্রায় চক্ষু বুগল হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল । তিনি সারারাত্রি শ্রমণদৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া অরুণোদয়ের সময় কক্ষে প্রবেশ পূর্বক উপবেশন করিলেন । ভিক্ষুগণ ভিক্ষায় বাহির হইবার সময় হইলে স্থবিরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন—“ভন্তে, ভিক্ষার সময় হইয়াছে ।”

“তবে আবুস, পাত্র-চীবর গ্রহণ কর” এই বলিয়া তিনি নিজের পাত্র-চীবর গ্রহণ করাইয়া বাহির হইলেন । ভিক্ষুগণ তাঁহার সজলধার-চক্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, এ কি ?”

“আবুস, আমার চক্ষু বায়ুবিন্দু হইয়াছে ।”

“ননু ভন্তে, বেজ্জেনমহা পবারিতা ? তন্ন কথেমা”তি ।

“সাধাবুসো”তি ।

১০ । তে বেজ্জেন কথয়িৎস্ত । সো তেলং পচিহ্না পেসেসি
থেরো নাসায় তেলং আসিপন্তে; নিসিন্ধকোব আসিঞ্চিহ্না অন্তো-
গামং পাবিসি । বেজ্জেনা দিস্বা আত— “ভন্তে, অয়্যস কির অস্বী
বাতো বিজ্জাতী”তি ?

“আম উপাসকা”তি ।

“ভন্তে, ময়া তেলং পচিহ্না পেসিতং, মাসায় বো আসিতং”তি ?

“আম উপাসকা”তি ।

“ইদানি কীদিসং”তি ?

“রুজ্জতেব উপাসকা”তি ।

“ভন্তে, বৈঘ্ণ না আমাদের চিকিৎসার জন্তু নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ?
তাঁহাকে আমরা বলিব ।”

“সাধু আবুস ।”

১০ । ভিক্ষুরা বৈঘ্ণকে কহিলেন । তিনি তৈলপাক করিয়া পাঠাইলেন ।
স্থবির উপবিষ্ট অবস্থায় নাসিকায় তৈল সিঞ্চন করিয়া গ্রানে প্রবেশ
করিলেন । বৈঘ্ণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন— “ভন্তে, আর্বোর
চোথে না-কি বাতাস সহ্য হইতেছে না ?”

“হাঁ, উপাসক ।”

“ভন্তে, আমি ত তৈল পাক করিয়া পাঠাইয়াছি, উহা কি
নাকে দিয়াছেন ?”

“হাঁ, উপাসক ।”

“এখন কেমন লাগিতেছে ?”

“এখনও বেদনা করিতেছে উপাসক ।”

১১। বেঙ্জা “ময়া একবারেনেব বৃপসমনসমথং তেলং পহিতং, কিন্নুখো রোগো ন বৃপসন্তো”তি চিস্তেহা “ভন্তে, নিসীদিহা বো আসিত্তং নিপজ্জিত্তা”তি পুচ্ছি। থেরো তুণ্হী অহোসি, পুনপ্পুনং পুচ্ছিয়মানোপি ন কথেসি। সো “বিহারং গত্ত্বা থেরস্স বসনট্ঠানং ওলোকেস্সামী”তি চিস্তেহা “তেনহি ভন্তে, গচ্ছথা”তি থেরং বিস্সজ্জেহা বিহারং গত্ত্বা থেরস্স বসনট্ঠানং ওলোকেস্সো চক্ষমণ-নিসীদনট্ঠানমেব দিস্সা সয়নট্ঠানমদিস্সা “ভন্তে, নিসিন্নেহি বো আসিত্তং নিপপ্নেহী”তি পুচ্ছি। থেরো তুণ্হী অহোসি।

১১। বৈষ্ণু চিন্তা করিলেন— “আমি একবার প্ররোগেই উপশম-সক্ষম তৈল প্রেরণ করিয়াছি, রোগ উপশম না হইবার কারণ কি ?” চিন্তা করিয়া স্ববিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, তৈল বসিয়া দিয়াছিলেন, না শুইয়া দিয়াছিলেন ?” স্ববির নীরব রহিলেন, পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু কহিলেন না। চিকিৎসক মনে মনে স্থির করিলেন— “বিহারে গিয়া স্ববিরের বাসস্থান দেখিতে হইবে।” প্রকাণ্ডে কহিলেন— “তাহা হইলে ভন্তে, আপনি এখন যান।” স্ববিরকে বিদায় দিয়া তিনি বিহারে গেলেন। সেইখানে স্ববিরের বাসস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার চক্ষু মণস্থান ও উপবেশন স্থান মাত্র দেখিতে পাইলেন, শয়নস্থান দেখিলেন না। তিনি স্ববিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, আপনি কি বসিয়া তৈল সেচন করিয়াছেন, না শুইয়া ?” স্ববির নীরব রহিলেন।

“মা ভন্তে, এবমকথ সমগধম্মো নাম সরীরে যাপেত্তে সন্ধা কাভুং, নিপজ্জিহ্বা আসিঞ্চথা”তি পুনপ্পুনং যাচি।

১২। “গচ্ছথাবুসো মন্তেহ্বা জানিআমী”তি। খেরঅ চ তথ নেব এগাতী ন সালোহিতা অথি, কেন সন্ধিং মন্তেহ্বা ? করজ্জকায়েন পন সন্ধিং মন্তেত্তো— “বদেহি তাব আবুসো পালিত, হং কিং অক্ষী ওলোকেঅসি উদাহ বুদ্ধসাসনন্তি ? অনমতগম্মিং হি সংসারবট্টে তব অনস্কিককালঅ গণনা নথি। অনেকানি পন বুদ্ধসতানি বুদ্ধসহআনি অতীতানি, তেসু তে একবুদ্ধোপি ন পরিচিণ্ণো, ইদানি ইমং অন্তোবজ্জং তয়ো মাসে ন নিপজ্জিআমী”তি তে মানসং বন্ধং ; তস্মা চক্ষুনি তে নজ্জন্তু বা তিজ্জন্তু বা বুদ্ধসাসনমেব ধারেহি মা চক্ষুনী”তি। ভূতকায়ং ওবদন্তো

চিকিৎসক পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া কহিলেন— “ভন্তে, আর এমন করিবেন না, শরীর রক্ষা করিলেই শ্রমগধম্ম পালন করিতে পারিবেন ; গুহ্মা তৈল দিবেন।”

১২। “যাও আবুন, আমি পরামর্শ করিয়া ঠিক করিব।” দেহ-খানে স্থবিরের জ্ঞাতি বা সলোহিত কেহই নাই, পরামর্শ করিবেন কাহার সঙ্গে ? স্থবির অশুভ কায়ের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন— “আবুস পালিত, বল ত দেখি, তুমি কি চক্ষু চাও, না বুদ্ধশাসন চাও ? আদি-অন্ত বিরহিত সংসারবর্ত্তে কত কাল যে চক্ষুহীন হিলে তাহার গণনা নাই। কত শতসহস্র বুদ্ধ অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের একজনের সঙ্গেও তোমার সাক্ষাৎ নাই, এখন এই বর্ষার মধ্যে তিন মাস শয়ন করিব না বলিয়া দক্ষল করিয়াছ ; কাজেই তোমার চক্ষু নষ্ট হউক বা বিদ্ধ হউক, বুদ্ধ শাসন-কেই ধরিয়া থাক, চক্ষুকে নয়।” তিনি ভৌতিক দেহকে উপদেশ দানচ্ছলে

ইমা গাথা অভাসি :—

“চক্ষু নি হায়ন্তি মমায়িতানি
সোতানি হায়ন্তি তথ্বে দেহো,
সব্বম্পিদং হায়তি দেহনিম্নিতং
কিং কারণা পালিত স্বং পমজ্জসি ?

চক্ষু নি জীরন্তি মমায়িতানি
সোতানি জীরন্তি তথ্বে কায়ো,
সব্বম্পিদং জীরতি কায়নিম্নিতং
কিং কারণা পালিত স্বং পমজ্জসি ?

চক্ষু নি ভিজ্জন্তি মমায়িতানি
সোতানি ভিজ্জন্তি তথ্বে রূপং,

এই সকল গাথা ভাষণ করিলেন :—

“ক্ষয় হয় আঁধি মমতায়ুত,
কাণ ক্ষয় হয়, তেমতি দেহ ;
ক্ষয় হয় সব শরীরাপ্রিত,
কিহেতু পালিত প্রমত্ত রহ ?
জীর্ণ হয় আঁধি মমতায়ুত,
কাণ জীর্ণ হয়, তেমতি কায় ;
জীর্ণ হয় সব শরীরাপ্রিত,
কি হেতু পালিত প্রমত্ত হায় ?
ভিন্ন হয় আঁধি মমতা যুত,
কাণ ভিন্ন হয়, তেমতি রূপ ;

সব্বম্পিদং ভিজ্জতি রূপনিম্মিতং

কিং কারণা পালিতত্ত্বং পমজ্জসী ?”তি ।

১৩ । এবং তীহি গাথাহি অভনো ওবাদং দত্তা নিসিন্নকোব
নথুকস্মং কত্তা গামং পিণ্ডায় পাবিসি । বেজ্জা দিস্সা “কিং
ভন্তে, নথুকস্মং কতং ?”তি পুচ্ছি ।

“আম উপাসকা”তি ।

“কীদিসং ভন্তে”তি ।

“রুজ্জতেব উপাসকা”তি ।

“নিসীদিহা বো ভন্তে, কতং নিপজ্জিহা”তি ?

১৪ । খেরো তুণ্হী অহোসি । পুনপ্পুনং পুচ্ছিয়মানোপি
ন কিঞ্চি কথেসি । অথ নং বেজ্জা “ভন্তে, তুমেহ সপ্পায়ং ন

ভিন্ন হয় সব শরীরাপ্রিত,

কি হেতু পালিত প্রমত্ত এ’রূপ ?”

১৩ । এইরূপে গাথাত্রেয়ে নিজকে উপদেশ দিয়া উপবিষ্ট অবস্থায়ই
নাসিকায় তৈল সিঞ্চন করিয়া তিক্ষার জন্ত গ্রামে প্রবেশ করিলেন ।
চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, নন্ত
নিয়াছেন ত ?”

“হাঁ, উপাসক ।”

“এখন কেমন বোধ হইতেছে ভন্তে ?”

“এখনও বেদনা করিতেছে উপাসক ।”

“শুইয়া নিয়াছেন, না বসিয়া নিয়াছেন ?”

১৪ । স্থবির নীরব রহিলেন । পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু
বলিলেন না । অনন্তর বৈজ্ঞ তাঁহাকে কহিলেন—“ভন্তে, আপনি ভাল

করোথ, অজ্ঞপট্টায় অস্ত্রকেন মে তেলং পক্কন্তি মাবদিথ, অহম্পি ময়া বো তেলং পক্কন্তি ন বন্ধামী”তি আহ। সো বেজ্জন পচক্ষাতো বিহারং গন্তা “বেজ্জনাপি পচক্ষাতোসি ইরিয়াপথং মা বিপ্পজ্জ সমগা”তি।

“পটিক্কিন্তো তিকিচ্ছায় বেজ্জনাপি বিবজ্জিতো,

নিয়তো মচ্চুরাজ্জস কিং পালিত পমজ্জসী”তি।

১৫। ইমায় গাথায় অন্তানং ওবদিহা সমগধম্মং অকাসি। অথস্স মজ্জিমে যামে অতিকন্তে অপুব্বং অচরিমং অক্কীনি চেব কিলেসা চ পত্তিজ্জিৎসু। সো সুক্কবিপস্সকো অরহা ভত্তা গত্তুং পবিসিত্তা নিসীদি। ভিক্কু ভিক্ষাচারবেলায় আগত্তা

“ভিক্ষাচারকালো ভন্তে”তি আহংসু।

করিতেছেন না, অথ হইতে বলিবেন না যে, অমুক আমাকে তৈল পাক করিয়া দিয়াছিল; আমিও বলিব না যে, আমি আপনার ভক্ত তৈল পাক করিয়াছিলাম।” তিনি বৈষ্ণু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিহারে গমন পূর্বক নিজকে নমোদান করিয়া কহিলেন— “বৈষ্ণুও তোমাকে ত্যাগ করিল, ‘ইর্ঘ্যাপথ’ ত্যাগ করিওনা শ্রমণ।”

“বৈষ্ণু বিবজ্জিত হ’লে, ত্যক্ত চিকিৎসায়,

পালিত, নিয়ত মৃত্যু, রহেছ কি মন্ততার ?”

১৫। এই গাথায় নিজকে উপদেশ দিয়া শ্রমণ ধর্ম আচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বাত্রির মধ্যম যাম অতিক্রান্ত হইলে পূর্বেও নয় পরেও নয় এক সঙ্গেই চক্ষু ও ক্লেশ (পাপ) দুই নষ্ট হইল। তিনি স্কন্দবিদর্শক অর্হং হইয়া কক্ষে প্রবেশ পূর্বক উপবেশন করিলেন। ভিক্ষার দময় উপস্থিত হইলে ভিক্ষুর গিয়া তাঁহাকে কহিলেন— “ভন্তে, ভিক্ষার দময় হইয়াছে।”

“কালো আবুসো”তি ?

“আম ভন্তে”তি ।

“ভেন হি গচ্ছা”তি ।

“তুমেহ পন ভন্তে”তি ।

“অস্বীনি মে আবুসো পরিহীনানী”তি

১৬ । তে তস্ম অস্বীনি ওলোকেত্বা অস্মু পুন্ননেভা হুয়া “ভন্তে, মা চিন্তয়িত্থ ময়ং বো পটিজ্জগ্গিআমা”তি খেরং অস্মাসেহা কন্তব্বসুত্তকং বত্তপটিবত্তং কত্বা গামং পবিসিংসু । মনুস্সা খেরং অদিস্সা “ভন্তে, অমহাকং অয়্যা কুহিং”তি পুচ্ছিত্বা তং পবত্তিং সূত্বা য়াণ্ডং পেসেত্বা সয়ং পিণ্ডপাতং আদায় গত্ত্বা খেরং

“আবুস, সময় হইয়াছে ?”

“হাঁ ভন্তে ।”

“তবে তোমরা যাও ।”

“আপনি ভন্তে ?”

“আবুস, আমি চক্ষুহীন হইয়াছি ।”

১৬ । তাঁহারা তাঁহার চক্ষু দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিলেন— “ভন্তে, আপনি চিন্তা করিবেন না; আমরা আপনার সেবা করিব ।” তাঁহারা স্থবিরকে আশ্বস্থ করিয়া এবং যথাকর্তব্য তাঁহার সেবাশ্রবণ করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন । লোকেরা তাঁহাদের সঙ্গে স্থবিরকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল— “ভন্তে, আমাদের আর্ঘ্য কোথায় ?” তাহারা তাঁহাদের মুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার জন্ত যাণ্ড পাঠাইয়া দিল এবং স্বয়ং নিজেরা তাঁহার জন্ত আহাৰ্য্য লইয়া বিহারে গমন করিল । বিহারে বাইয়া স্থবিরকে

বন্দিত্বা পাদমূলে পবটুমানা রোদিহ্না “ময়ং ভন্তে, পাটঙ্গিগ্নাম
 তুমেহ মা চিন্তয়িত্বা”তি সমস্নাসেহ্না পক্কমিংসু । ততো পট্টায়
 নিবন্ধং য়াঙ্গভত্তং বিহারমেব পেসেন্তি ; থেরোপি ইতরে সট্টতিঙ্ক্খ
 নিরন্তুরং ওবদতি, তে তস্নোবাদে ঠহ্না উপকট্টায় পবারণায় সকেব
 সহপটিসন্তিদাহি অরহত্তং পাপুণিংসু । তে বৃথবস্না চ পন সথারং
 দট্টুকামা হহ্না থেরং আহংসু— “ভন্তে, সথারং দট্টু-
 কামমহ্না”তি । থেরো তেসং বচনং স্নহ্না চিন্তেসি “অহং হুব্বলো
 অন্তুরামগ্গে চ অমনুস্পরিগ্গহীতা অটবী অথি, ময়ি এতেহি
 সন্ধিং গচ্ছন্তে সকেব কিলমিসন্তি, ভিক্ষস্পি লভিতুং ন
 সন্ধিসন্তি, ইমে পুরেতরমেব পেসেস্নামী”তি । অথ নে আহ—

বন্দনা করতঃ তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল । তাহারা
 বলিল—“ভন্তে, আপনি চিন্তা করিবেন না, আমরা আপনার তত্ত্বাবধান
 করিব ।” তাহারা তাঁহাকে এইরূপে নমাশ্বাসিত করিয়া চলিয়া গেল ।
 সেই হইতে তাহারা নিয়মিত ভাবে বিহারেই যাঙ্গ ও ভাত পাঠাইতে
 লাগিল । স্থবিরও অপর ষাটজন ভিক্ষকে নিরন্তর উপদেশ দিতে লাগিলেন ।
 তাঁহারা স্থবিরের উপদেশানুবর্তী হইয়া প্রেবারণার সমীপবর্তী সময়ে নকলেই
 প্রতিসন্তিদা সহ অর্হত্ত প্রাপ্ত হইলেন । বর্ষাবাস শেষ হইলে তাঁহারা
 শাস্তাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্থবিরকে কহিলেন— “ভন্তে, আমরা
 শাস্তাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ।” স্থবির তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া চিন্তা
 করিলেন— “আমি হুব্বল, পশ্চিমণ্যে অমনুস্প পরিগ্গহীত বন আছে ; আমি যদি
 ইহাদেব সঙ্গে যাই, সকলেরই কষ্ট হইবে, ভিক্ষাও পাইবে না, ইহাদিগকে
 পূর্বেই পাঠাইয়া দিব ।” অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন—

“আবুসো তুমি পুরতো গচ্ছথা”তি ।

“তুমি পন ভন্তে ?”তি ।

“অহং দুব্বলো অন্তরামগে চ অমনুস্পরিগাহীতা অটবী অপি,
ময়ি তুমিহি সন্ধিং গচ্ছন্তে সবে কিলমিস্পথ, তুমি পুরতো
গচ্ছথা”তি ।

“মা ভন্তে, এবং কসিথ, ময়ং তুমিহি সন্ধিগ্ৰেব
গমিস্সামা”তি ।

“মা বো আবুসো, এবং কসিথ এবং সন্তে ময়হং
অফানুকং ভবিস্সতি, ময়হং কণিটেটা তুমিহি দিস্সা পুচ্ছিস্সতি,
অথস্স মম চক্ষুন্নং পরিহীনভাবং আরোচেয়্যাথ ; সো ময়হং
সন্তিকং কসিগ্ৰেব পহিগিস্সতি, তেন সন্ধিং আগচ্ছিস্সামি,

“আবুস, তোমরা পূর্বে যাও ।”

“আপনি ভন্তে ?”

“আমি দুর্বল, পথিমধ্যে অমহুগ্যাশ্রিত বন আছে, আমি তোমা-
দের সঙ্গে গমন করিলে সকলেই কষ্ট পাইবে, তোমরা পূর্বে যাও ।”

“ভন্তে, এইরূপ করিবেন না, আমরা আপনার সঙ্গেই যাইব ।”

“আবুস, তোমরা এমন কৃতি করিও না, এমন হইলে আমার
অসুবিধা হইবে । আমার ছোট ভাই তোমাদিগকে দেখিলে আমার কথা
জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে বলিও আমি চক্ষুহীন হইয়াছি । সে
আমার নিকট কাহাকেও পাঠাইবে, আমি তাহার সাহিত যাইব ।

তুমিই মম বচনেন দসবলক অসীতিমহাথেরে চ বন্দথা”তি তে উয়্যোজেসি।

১৭। তে থেরং খমাপেত্তা অন্তোগামং পবিসিংসু । মনুস্মা তে নিসীদাপেত্তা ভিক্ষং দত্তা “কিং ভন্তে, অয়্যানং গমনাকারো পঞ্জায়তী”তি ?

“আম উপাসকা সথারং দর্টু কামমহা”তি ।

তে পুনপ্পুনং যাচিহ্বা তেসং গমনচ্ছন্দমেব এত্তা অনুগত্তা পরিদেবিহ্বা নিবত্তিংসু । তেপি অনুপুস্কেন জেতবনং গত্তা সথারক মহাথেরে চ থেরস্স বচনেন বন্দিহ্বা পুনদিবসে যথ থেরস্স কণিঠেটা বসতি তং বীথিং পিণ্ডায় পবিসিংসু ।

তোমরা আমার আদেশে দশবল * ও অশীতি মহাস্থবিরকে বন্দনা করিবে।” এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন ।

১৭। তাঁহাদের কোন ক্রটি হইয়া থাকিলে স্থবিরকে ক্ষমা করিতে বলিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । মনুষ্যেরা তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া ভিক্ষা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ভন্তে, আপনারা যেন কোথাও যাইবেন এইরূপ দেখা যাইতেছে যে ?”

“হাঁ উপাসকগণ, আমরা শাস্তাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।”

তাহারা ভিক্ষুদিগকে থাকিবার জন্ত পুনঃপুনঃ বলিয়া ও যখন জানিল যে একান্তই তাঁহাদের যাওয়ার ইচ্ছা, তখন তাহারা কিছুদূর তাঁহাদের অনুগমন করিয়া ক্রন্দন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিল । তাহারা ক্রমে ক্রমে পথ চলিয়া জেতবনে উপনীত হইলেন এবং শাস্তাকে ও মহাস্থবির দিগকে স্থবিরের কথা নিবেদন করিয়া বন্দনা করিলেন । পরদিবস স্থবিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বথায় বাস করিতেছে সেই পথ ধরিয়া ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন ।

* বুধ,

কুটুম্বিকো তে সঞ্জানিত্তা নিসীদাপেত্বা কতপটিসত্তারো “ভাতিক-
পেরো মে কুহিং”তি পুচ্ছি । অথস্স তে তং পবত্তিং আরোচেস্সং ।
সো তেসং পাদমুলে পবট্টেস্সো রোদিত্ত্বা পুচ্ছি— “ইদানি ভস্সে,
কিং কাতব্বং”তি ?

“খেরো ইতো কস্সাচি গমনং পচ্ছাসিংসতি, গতকালে
তেনসদ্ধিং অগমিস্সতী”তি ।

“অয়ং মে ভস্সে, ভাগিনেয়্যা পালিতো নাম এতং
পেসেথা”তি ।

“এবং পেসেতুং ন সন্ধা মগ্গে পরিপস্সো অথি ; পব্বাজ্জেত্বা
পেসেতুং বট্টতী”তি ।

“এবং কত্তা পেসেথ ভস্সে”তি ।

কুটুম্বিক ‘চুল্লপাল’ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার গৃহে সম্মানের সহিত
উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “আমার ভ্রাতা” স্থবির কোথায় ?”
তাঁহারা তাহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন । তিনি তাঁহাদের পাদমূলে
আবহিত হইয়া রোদন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভস্সে, এখন কি করা
কৰ্ত্তব্য ?”

“স্থবির এখান হইতে কাহারও গমন প্রত্যাশা করিতেছেন, কেহ
গেলে তাহার সহিত আসিবেন ।”

“ভস্সে, এ আমার ভাগিনেয়, ইহার নাম পালিত ; ইহাকে
পাঠাইয়া দেন ।

“এইরূপে পাঠাইতে পারিব না, পথে বাধা আছে ; প্রবৃত্তিত
করাইয়া পাঠাইতে হইবে ।”

“সেইরূপ করিয়া পাঠান ভস্সে ।”

১৮। অথ নং পক্বাজেহা অক্ষমাসমত্তং চীবরগহগাদীনি সিঙ্খা-
পেহা মগ্গং আচিঙ্খিত্তা পহিগিংসু । সো অনুপুঙ্কেন তং গামং
পহা গামদ্বারে একং মহল্লকং দিস্বা “ইমং গামং নিম্মায় কোচি
আরণ্যকো বিহারো অথী ?”তি পুচ্ছি ।

“অথি ভন্তে”তি ।

“কো তথ বসতী”তি ?

“পালিতথেরো নাম ভন্তে”তি ।

“মগ্গম্মে আচিঙ্খিত্তা”তি ।

“কোসি হং ভন্তে”তি ?

“থেরঙ্গ ভাগিনেয়্যোমহী”তি ।

১৮। অনন্তর ভিক্ষুগণ তাহাকে প্রব্রজিত করিয়া অর্দ্ধমাস যাবৎ
চীবর পরিধানাদি শিক্ষা দিয়া পথের সন্ধান বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন ।
সে অনুক্রমে সেই গ্রামে উপনীত হইয়া গ্রামদ্বারে এক বুদ্ধকে দেখিতে
পাইল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল— “এই গ্রামকে আশ্রয় করিয়া
কোন অরণ্য বিহার আছে কি ?”

“আছে ভন্তে ।”

“তথায় কে বাস করেন ?”

“পালিত স্থবির ভন্তে ।”

“আমাকে পথ দেখাইয়া দেন ।”

“আপনি কে ভন্তে ?”

“আমি স্থবিরের ভাগিনেয় ।

১৯। অথ নং গহেত্বা বিহারং নেসি । সো থেরং বন্দিহ্বা অন্ধমাস-
মন্তং বন্ধপটিবত্তং কহ্বা থেরং সম্মা পটিজ্জগিত্বা “ভন্তে, মাতুল-
কুটুম্বিকো মে তুমহাকং আগমনং পচ্চাসিংসতি, এথ গচ্ছামা”তি
আহ ।

“তেন হি মে যট্টঠিকোটিং গণহাহী” তি ।

সো যট্টঠিকোটিং গহেত্বা থেরেন সন্ধিং অন্তোগামং পাবিসি ।
মনুস্সা তে নিসীদাপেত্বা “কিং ভন্তে, গমনাকারো বো পপ্পণ-
যতী”তি পুচ্ছিংসু ।

“আম উপাসকা গত্ত্বা সথারং বন্দিম্মামী”তি ।

২০। তে নানপ্পকারেন যাচিহ্বা অলভন্তা থেরং উয়্যোজ্জন্তা
উপড্ঢপথং গত্ত্বা রোদিহ্বা নিবত্তিংসু ।

১৯। অতঃপর বৃদ্ধ তাহাকে লইয়া বিহারে গেলেন । শ্রামণের স্থবিরকে
বন্দনা করিল এবং অর্দ্ধমাস যাবৎ ব্রত-প্রতিব্রত সম্পাদন করিয়া স্থবিরের
সম্যকরূপে সেবা-শুশ্রূষা করিল । তৎপর বলিল— “ভন্তে, আমার মাতুল
কুটুম্বিক আপনার আগমন প্রত্যাশা করেন, চলুন আমরা যাই ।”

“চল তবে, আমার যষ্টির অগ্রভাগ ধারণ কর ।”

সে যষ্টির অগ্রভাগ ধারণ করিয়া স্থবিরের সহিত গ্রামমধ্যে প্রবেশ
করিল । লোকেরা তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া কহিল— “কি ভন্তে,
আপনি যেন কোথায়ও যাইতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে ?”

“হাঁ উপাসক, শাস্তাকে বন্দনা করিতে যাইব ।”

২০। তাহার স্থবিরকে নানাপ্রকারে সেখানে থাকিবার জন্ত প্রার্থনা
করিয়াও যখন তাঁহার সম্মতি পাইল না অগত্যা তাঁহাকে বিদায় দিল,
কিন্তু অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিল । অতঃপর তাহার রোদন
করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিল ।

সামগেরো খেরং য়ট্ঠিকোটিয়া আদায় গচ্ছন্তো অস্তুরামগে
অটবিয়ং কৰ্ঠনগরং নাম খেরেন উপনিআয় বৃথপুৰুগামং সম্পাপুণি ।
সো ততো নিস্কমিহা অরণে গায়িত্বা গায়িত্বা দারুনি উক্করন্তিয়া
একিআ ইথিয়া গীতসদং স্ত্বা সরে নিমিত্তং গণিহ ।

২১ । ইথিসদো বিয় হি অরণে সদো পুরিসানং সকল সরীরঃ
ফরিত্বা ঠাতুং সমথো নাম নথি । তেনাহ ভগবাঃ—

“নাহং ভিস্কবে , অরণে একসদম্পি সমনুপম্মামি য়ো এষঃ
পুরিসম্ম চিত্তং পরিয়াদায় তিট্ঠতি, যথয়িদং ভিস্কবে , ইথিসদো”
তি । সামগেরো তথ নিমিত্তং গহেত্বা য়ট্ঠিকোটিং বিস্কজিত্বা
“তিট্ঠথ তাষ ভন্তে , কিচ্চম্মে অথী”তি তম্মা সন্তিকং গতো ।

শ্রামণের স্ববিরের যষ্টিকোটি ধারণ করিয়া যাইতে যাইতে পথে বনমধ্যে
কাঠনগরে উপনীত হইল । পূর্বে স্ববির এই গ্রামকে আশ্রয় করিয়া
বাস করিয়াছিলেন । শ্রামণের সেই গ্রাম অতিক্রম করিল । জনৈক
স্ত্রীলোক অরণ্যে গান করিতে করিতে কাঠ আহরণ করিতেছিল । সে
তাহার গীতশব্দ শুনিয়া তাহার চিত্ত চঞ্চল হইল ।

২১ । পুরুষদের নমস্ত শরীর বিস্তৃত হইয়া স্থিত থাকিবার স্ত্রী শব্দের
শ্রায় অত্র কোন শব্দের সামর্থ্য নাই । তাই ভগবান বলিয়াছেন:— “হে
ভিক্ষুগণ, আমি অত্র এক শব্দও সম্যক্রূপে দেখিতেছি না, বাহা এই-
রূপ ভাবে পুরুষের চিত্ত আয়ত্ত করিয়া স্থিত থাকিতে পারে; যেমন
এই স্ত্রী শব্দ ।” শ্রামণের সেই স্ত্রী শব্দে নিমিত্ত * গ্রহণ করিয়া যষ্টিক
অগ্রভাগ ছাড়িয়া দিয়া কহিল— “ভন্তে, আপনি একটু দাঁড়ান,
আমার কাজ আছে ।” এই বলিয়া সে স্ত্রী লোকটির নিকট গেল ।

* কামরাগ সংমিশ্রিত স্বরূপ ভাব ।

সা তং দিস্বা তুণ্হী অহোসি । সো তায় সন্ধিং সীলবিপত্তিং পাপুণি ।
 খেরো চিন্তেসি— ইদানেবেকো গীতসন্দো সুয়িথ, সো চ খো ইথিয়া ।
 সামণেরোপি চিরায়তি ; সো সীলবিপত্তিং পত্তো ভবিজ্জতী”তি ।
 সোপি অন্তনো কিচ্চং নিট্ঠাপেত্তা আগত্ত্বা গচ্ছাম ভন্তে”তি আহ ।
 অথ নং খেরো পুচ্ছি— “পাপো জাতোসি সামণেরা”তি ?
 সো তুণ্হী হত্তা পুনল্পুনং পুচ্ছিতোপি ন কিঞ্চি কথেসি । অথ
 নং খেরো আহ :— “তাদিসেন পাপেন মম ষট্ঠকোটীগহণ কিচ্চং
 নখী”তি । সো সংবেগপত্তো কাসায়ানি অপনেত্তা গিহীনিয়ামেন পরিদ-
 হিত্বা “ভন্তে, পুবে অহং সামণেরো, ইদানি পনমিহ গিহী জাতো ;
 পববজ্জন্তোপি চাহং ন সদ্ধায় পববজ্জিতো, মগাপরিপত্ত ভয়েন
 পববজ্জিতো, এথ গচ্ছামা”তি আহ ।

স্রীলোকটি তাহাকে দেখিয়া গান বন্ধ করিল । সে তাহার সহিত শীলবিপত্তি
 প্রাপ্ত হইল । তখন স্থবির চিন্তা করিলেন— “এই মাত্রই এক গীতশব্দ
 শুনিতেছিলাম ; তাহাও স্রীর গীতশব্দ । শ্রামণেরও বিলম্ব করিতেছে ;
 বোধ হয় সে শীলদ্রষ্ট হইয়াছে ।” সেও আপন কাজ শেষ করিয়া
 আসিয়া কহিল— “ভন্তে, চলুন আমরা যাই ।” অতঃপর স্থবির তাহাকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন— “তুমি কি পাপ কাজ করিয়াছ শ্রামণের ?” সে নীরব
 রহিল । পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছুই বলিল না । অতঃপর স্থবির
 তাহাকে কহিলেন— “সেইরূপ পাপী আমার যষ্টির অগ্রভাগ গ্রহণের কোন
 প্রয়োজন নাই ।” শ্রামণেরের সংবেগ উৎপন্ন হইল । সে চীবর খুলিয়া
 গৃহীর ঞায় পরিধান করিয়া কহিল— “ভন্তে, পূর্বে আমি শ্রামণের ছিলাম,
 এখন গৃহী হইয়াছি । প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময়ও শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত হই নাই,
 পথে বিপদের ভয়ে প্রব্রজ্যা নিয়াছি, আম্মন আমরা যাই ”

আবুসো, গিহীপাপোপি পাপো, সমগপাপোপি পাপো-
যেব, ঙ্গঃ সমগভাবে ঠত্বাপি সীলমন্তঃ পুরেতুঃ নাসন্ধি,
গিহী হুত্বা কিং নাম কল্যাণং করিঅসি ? তাদিসেন পাপেন মে
ষট্ঠিগহগকিচ্চং নথী”তি ।

“ভন্তে, অমনুজুপদবো মগো, তুমেহপি অক্কা, কথং ইব
বসিঅথা”তি ?

২২ । অথ নং থেরো— “আবুসো, ঙ্গঃ মা এবং চিন্তয়ি,
ইধেব মে নিপজ্জিত্তা মরন্তুআপি অপরাপরং পবট্টেন্তুআপি ১ তয়া
সন্ধিং গমনং নাম নথী”তি বত্বা ইমা গাথা অভাসি :—

“আবু, গৃহীপাপও পাপ, শ্রমণের পাপও পাপ । তুমি শ্রামণের
অবস্থায় থাকিয়া মাত্র গীলও পূর্ণ করিতে পারিলে না, গৃহী হইয়া আর
কি কল্যাণধর্ম্ম আচরণ করিবে ? তোমার আয় পাপীর আমার ষষ্টি
গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই ।”

“ভন্তে, পথ অমনুজু উপদ্রব, আপনিও অক্কা, কিরুপে এইস্থানে বাস
করিবেন ?”

২২ । অতঃপর স্ববির তাহাকে কহিলেন— “আবুস, তুমি এইজন্ত চিন্তা
করিও না, আমি এইখানেই শুইয়া মরিলেও অথবা এদিক ওদিক
গড়াইয়া পড়িলেও তথাপি তোমার সহিত যাওয়া হইবে না ।” এই বলিয়া
তিনি এই গাথারয় ভাষণ করিলেন :—

“হন্দাহং হতচক্ষুস্মি কস্তারদ্ধানমাগতো ,
সেমানকো ন গচ্ছামি নথি বালে সহায়তা ।

হন্দাহং হতচক্ষুস্মি কস্তারদ্ধানমাগতো ,
মরিআমি নো গমিআমি নথি বালে সহায়তা”তি ।

২৩ । তং সূত্বা ইতরো সংবেগজাতো “ভারিয়ং বত মে সাহ-
সিকং অননুচ্ছবিকং কস্মং কতং”তি বাহা পগায়্হ কন্দন্তো বন-
সগুং পঙ্কন্দিভা তথা পকন্তোব অহোসি ।

“হায় ! চক্ষুগতে অরণ্যের পথে
আসিয়াছি, যাব না,
“বালজন সাথে বন্ধুতা না রাজে
শুইব, (নড়িব না) ।

হায় ! চক্ষুগতে অরণ্যের পথে
আসিয়াছি, যাব না,
বালজন সাথে বন্ধুতা না রাজে
মরিব, (নড়িব না)

২৩ । তাহা শুনিয়া শ্রামণের জাতসংবেগ হইয়া “আমি ভারি, হঃসাহ-
সিক, অযোগ্য কাজ করিয়াছি ,” এই বলিয়া বাহতে চক্ষু আবৃত করিয়া
ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান করত অরণ্যের দিকে ধাবিত হইল ।

থেরআপি সীলতেজেন সট্ঠিয়োজনায়ামং পন্নাসয়োজন
 বিথতং পন্নরসয়োজন বহলং জয়সুমনপুক্ষবগ্নং নিসীদনুট্টান-
 কালেন্নু ওনমনুন্নমন পকত্তিকং সক্কম্ম দেবরশ্রেণা পণ্ডুকম্বল-
 সিলাসনং উগ্গাহাকারং দম্মেসি, সক্কো “কো নুখো মং ঠানা
 চাবেতুকামো”তি লোকং ওলোকেন্তো দিব্বেন চক্ষুনা থেরং
 অদস । তেনাহু পোরাণা :—

“সহস্রনেত্তো দেবিন্দো দিব্বং চক্ষুং বিসোধয়ি,
 পাপগরহি অয়ং পালো আজীবং পরিসোধয়ি ।

সহস্রনেত্তো দেবিন্দো দিব্বং চক্ষুং বিসোধয়ি,
 ধম্মগরক্কো অয়ং পালো নিসিন্নো সাসনে রতো”তি ।

স্ববিরের শীলতেজে দেবরাজ ইন্দ্রের ষাটযোজন দীর্ঘ, পঞ্চাশ
 যোজন প্রস্থ, পঞ্চদশ যোজন ঘন, জয়সুমনপুক্ষবর্ণ, উপবেশন ও উত্থান
 কালে অবনয়ন ও উন্নয়ন স্বভাব পাণ্ডুকম্বলশিলাসন উক্ত হইয়া উঠিল ।
 ইন্দ্ররাজ চিন্তিত হইলেন; “কেহ আমাকে স্থানচ্যুত করিতে চায় না কি?”
 তিনি দিব্যচক্ষুতে দেবমহুস্বলোক অবলোকন করিয়া স্ববিরকে দেখিতে
 পাইলেন । এই ঘটনা উপলক্ষে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :—

“দেবেন্দ্র সহস্র-নেত্র দিব্যচক্ষু প্রকটিল,
 পাপগর্হী ওই পাল স্বজীবিকা বিশোধিল ।

দেবেন্দ্র সহস্র-নেত্র দিব্যচক্ষু প্রকটিল,
 ধরম-গৌরবী পাল আদীন শাসনে রৈ’ল ।

২৪। অথস্স এতদহোসি— “সচাহং এবরুপস্স পাপগরহিনো
ধম্মগরুকস্স অয়্যস্স সন্তিকং ন গমিআমি মুদ্ধা মে সন্তথা ফলেয়্যা,
গমিআমি সন্তিকং”তি । ততো হি :—

“সহস্সনেত্তো দেবিন্দো দেবরজ্জসিরীধরো,
খণেন এবাগস্সান চক্ষুপালমুপাগমি ।

২৫। উপগস্সাচ পন থেরস্সাবিদুরে পদসদং অকাসি । অথ
নং থেরো পুচ্ছি— “কো এসো ?”তি ।

“অহং ভস্সে, অন্ধিকো”তি ।

“কুহিং য়াসি উপাসকা ?”তি ।

“সাবথিয়ং ভস্সে”তি ।

২৪। অতঃপর দেবেস্স এই মনে করিলেন— “যদি আমি এইরূপ
পাপনিন্দক, ধর্মের প্রতি গোরব ভাবযুক্ত আর্থ্যের নিকট না যাই তাহা
হইলে আমার মস্তক সন্তথা বিদীর্ণ হইবে ; তাহার নিকট যাইব ।” সেই-
কথ বলা হইয়াছে :—

“দেবেস্স সহস্স-নেত্র দেবরাজ্য-শ্রীধরে,

ক্ষণকাল মধ্যে গেল চক্ষুপাল-গোচরে ।

২৫। দেবরাজ উপনীত হইয়াই স্থবিরের অদূরে পদ-শব্দ করিলেন ।
স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন— “কে তুমি ?”

“ভস্সে, আমি পথিক ।”

“কোথায় যাইতেছ উপাসক ?”

“শ্রাবস্তীতে ভস্সে ।”

“য়াহি আবুসো”তি ।

“অয়েয়া পন ভন্তে, কুহিং গমিঅতী ?”তি ।

“অহম্পি তথেব গমিঅামী”তি ।

“তেন হি একতোব গচ্ছাম ভন্তে”তি ।

“অহং দুব্বলো ; ময়া সন্ধিং গচ্ছন্তুঅ তব পপঞ্চো ভবিঅতী”তি ।

“ময়হং অচ্চায়িকং নথি, অহং পি অয়েয়ন সন্ধিং গচ্ছন্তো দসম্ম পুণ্ণকিরিয়বথুসু একং লভিঅমি, একতোব গচ্ছাম ভন্তে”তি ।

২৬ । ধেরো “একো সল্পুরিসো ভবিঅতী”তি চিন্তেহা “তেন হি য়াট্টিকোটিং গংহ উপাসকা”তি আহ । সকো তথা কহা পঠবিং সংখিপন্তো সংখিপন্তো সায়গহসময়ে জেতবনং সম্পাপেসি ।

“যাও আবুল ।”

“ভন্তে আৰ্য্য, কোথায় যাইবেন ?”

“আমিও সেখানে যাইব ।”

“তাহা হইলে ভন্তে, এক সঙ্গেই যাইব ।

“আমি ঢরল, আমার সঙ্গে গেলে তোমার ষিলস্ব হইবে ।”

“তোমার তেমন জরুরী কিছু নাই, আর্থ্যের সঙ্গে গেলে আমিও দশপুণ্য ক্রিয়াবস্তুর একটি লাভ করিব, একত্রেই যাইব ভন্তে ।”

২৬ । স্থবির “ইনি একজন সংপুরুষ হইবেন” এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন— “তাহা হইলে উপাসক, আমার বষ্টির অগ্রভাগ ধারণ কর ।” শক্র তথা কহিলেন এবং পৃথিবী সংক্ষেপ করিতে করিতে সন্ধ্যার সময়ে জেতবনে গিয়া উপনীত হইলেন ।

থেরো সংখপণবাদি সদং স্তুত্বা “কথেসো সন্দো”তি পুচ্ছি

“সাবথিয়ং ভন্তে”তি ।

“উপাসক, পুবেষ ময়ং গমনকালে চিরেন গমিমহা”তি ।

“অহং উজুকমগং জানামি ভন্তে”তি ।

তস্মিৎ খণে থেরো “নায়ং মনুস্মো. দেবতা ভবিস্ততী”তি
সল্লঙ্ঘেসি ।

“সহস্রনেস্তো দেবিন্দো দেবরজ্জসিরীধরো ;

সংখিপিত্বান তং মগং খিগ্নং সাবথি মাগমী”তি ।

স্থবির শঙ্খান্দঙ্গাদির শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “এই শব্দ কোথায়
হইতে আসিতেছে ?”

“শ্রাবস্তী হইতে ভন্তে ।”

“উপাসক, পূর্বে আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন ত অনেক
সময় লাগিয়াছিল !”

“ভন্তে, আমি সোজা পথ চিনি ।”

তখন স্থবির বৃষ্টিতে পারিলেন— “ইনি মনুষ্য নহেন. দেবতা
হইবেন ।”

“দেবেন্দ্র, সহস্রনেত্র দেবরাজ্য লক্ষীধর,

শ্রাবস্তীতে গেল পথ দক্ষিণিয়া স্তুত্বর ।”

২৭। সো থেরং থেরজ্জৈবথায় কণিট্টকুটুস্বিকেন কারিতং পল্পসালং নেত্তা পল্পঙ্কে নিসীদাপেত্তা পিয়সহায়বল্লেন তন্ম সন্তিকং গস্তা “সম্ম পালা”তি পক্কোসিত্তা— “কিং সম্মা”তি ?

“থেরজ্জাগত ভাবং জানাসী”তি ?

“ন জানামি, কিং পন থেরো আগতো”তি ?

“আম্ম সম্ম ইদানাহং বিহারং গস্তা থেরং তয়া কতপল্প-
সালায়ং নিসিল্লকং দিস্সা আগতোমহী”তি বত্তা পক্কামি ।

২৮। কুটুস্বিকোপি বিহারং গস্তা থেরং দিস্সা পাদমুলে পবট্টেন্তো রোদিত্তা “ইদং দিস্সা অহং ভন্তে, তুমহাকং পব্বজ্জিত্তং নাদাসিং”তি

২৭। কনিষ্ঠ কুটুস্বিক স্ববিরের নিমিত্ত পর্ণশালা নিৰ্ম্মাণ করিয়া রাখিয়া-
ছিলেন। শত্রু স্ববিরকে সেখানে নিয়া পর্ষাঙ্কে উপবেশন করাইলেন
এবং প্রিয় সুহৃদের বেশে চুল্লপালের নিকট যাইয়া ‘বন্ধুপান’ বলিয়া
তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন।

“কি বন্ধু ?”

“স্ববির আসিয়াছেন, জান ?”

“না, জানি না, স্ববির আসিয়াছেন কি ?”

“হাঁ বন্ধু, আমি এখনই বিহারে যাইয়া স্ববিরকে তোমার
নিৰ্ম্মিত পর্ণশালায় উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিয়া আসিতেছি।” বলিয়া তিনি
প্রস্থান করিলেন।

২৮। কুটুস্বিক বিহারে গেলেন। তথায় স্ববিরকে দেখিয়া তাঁহার
পাদমূলে লুপ্তিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন— “ভন্তে,
আমি ইহা দেখিয়া আপনাকে প্রব্রজিত হইতে বাধা দিয়াছিলাম।”

আদীনি বহ্না ধ্বে দাসদারকে ভুক্তিজে কহ্না থেরঅ সন্তিকে পঝাজ্জেন্না “অন্তোগামতো যাণ্ডভতাদীনি আহরিহ্না থেরঃ উপর্ট্টহ্থা”তি পটিপাদেসি ।

২৯ । সামণেরা বত্তপটিবত্তঃ কহ্না থেরঃ উপর্ট্টহিংসু । অথেক-
দিবসঃ দিসাবাসিনো ভিক্ষু “সথারং পঞ্জিঙ্গামা”তি জেতবনঃ
আগন্ত্বা সথারং বন্দিহ্না অসীতি মহাথেরে দিস্বা বিহারচারিকঃ
চরন্তা চক্ষুপালথেরঅ বসনট্টানং পহ্না “তল্পি পঞ্জিঙ্গামা”তি
সায়ং তদভিমুখা অহেসুং । তস্মিং ঋণে মহামেঘো উর্ট্টহি । তে
“ইদানি সায়ঞ্চ মেঘো চ উর্ট্টহি ততো পাতোব গন্ত্বা পঞ্জিঙ্গামা”তি
নিবত্তিঃসু । দেবো পঠময়ামং বঞ্জিহ্না মঞ্জিময়ামে বিগতো ।

এইরূপ অনেক পরিতাপের পর হইজন দাসপুত্রকে মুক্তি দিয়া স্থবিরের
নিকট প্রব্রজিত করাইয়া কহিলেন— “গ্রাম হইতে যাণ্ড-ভাতাদি আনিয়া
স্থবিরের সেবা করিতে থাকুন ;” বলিয়া শ্রামণেরদ্বয়কে স্থবিরের সেবার
নিযুক্ত করিয়া দিলেন ।

২৯ । শ্রামণেরদ্বয় ব্রত-প্রতিব্রত করিয়া স্থবিরের সেবা করিতে লাগি-
লেন । অনন্তর একদিবস বিদেশ বানী ভিক্ষুগণ “শাস্ত্রকে দেখিব”
মনে করিয়া জেতবনে আনিয়াছিলেন । তাঁহারা শাস্ত্রকে বন্দনা
করিয়া অশীতি মহাস্থবিরকে দর্শন করিলেন । অতঃপর তাঁহারা বিহারে
বিচরণ করিতে করিতে চক্ষুপাল স্থবিরের বাসস্থানের সমীপবর্তী হইয়া
“ঐহাকেও দেখিব” মনে করিয়া তদভিমুখী হইলেন । তখন সন্ধ্যা সমা-
গতা ; আকাশেও মহামেঘোদয় হইল । তাঁহারা ভাবিলেন— “এখন সন্ধ্যাও
হইয়াছে, মেঘও উঠিয়াছে, বরং প্রাতে গিয়াই দেখা করিব” মনে করিয়া
নিবৃত্ত হইলেন । প্রথম যামে বৃষ্টি হইয়া মধ্যম যামে থামিয়া গেল ।

থেরো আরকুবিরিয়ো আচিলচক্ষমণো, তস্মা পচ্ছিন্নয়ামে চক্ষমণঃ
ওতরি । তদা পন নববুট্টায় ভূমিয়া বহু ইন্দ্রগোপকা উট্টাংসু ।
তে খেরে চক্ষমন্তে যেভুয়োন বিপজ্জিংসু । আবাসিকা ১ খেরস্স
চক্ষমণট্টানং কালস্সে বন সস্মজ্জিংসু । ইতরে ভিক্ষু “খেরস্স
বসনট্টানং পস্সিআমা”তি আগস্তা চক্ষমণে মতপাণকে দিস্সা “কো
ইমস্মিং চক্ষমতী”তি পুচ্ছিংসু ।

“অমহাকং উপজ্জায়ো ভন্তে”তি ।

৩০ । তে উজ্জায়িংসু “পস্সথ সমণস্স কস্মং, সচক্ষুকালে নিপ-
জ্জিত্বা নিদায়ন্তো কিঞ্চি অকত্তা ইদানি চক্ষুবিকলকালে চক্ষমা-
তী”তি এত্তকে পাণে মারেসি; অথং করিআমী”তি অনথং করী”তি ।

স্ববির আরকু-বীর্ষা চক্ষমণ-শীল ; তাই শেষ যামে তিনি চক্ষমণ স্থানে
অবতীর্ণ হইলেন । তখন নবরষ্টিদিক্ত ভূমি হইতে বহু ইন্দ্রগোপ *
উষ্টিয়াছিল । স্ববিরের চক্ষমণ সময়ে ইহাদের অধিক সংখ্যক মরিয়াছিল ।
আবাদিকেরা স্ববিরের চক্ষমণ-স্থান সকালে সম্মাজ্জন করে নাই । অপর
ভিক্ষুরা “স্ববিরের বাসস্থান দেখিব” বলিয়া তথায় আসিলেন এবং চক্ষমণ
স্থানে মৃতপ্রাণী সমূহ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “কে এখানে
চক্ষমণ করে ?”

“ভন্তে, আমাদের উপাধ্যায় ।”

৩০ । ভিক্ষুরা অনুবোধের সুরে কহিলেন— “শ্রমণটির কস্ম দেখুন, যখন
চক্ষুছিল তখন কিছুই না করিয়া পড়িয়া যুমাইয়াছিল ; এখন চক্ষুহার্য
হইয়া চক্ষমণ করিতে বাইয়া এতগুলি প্রাণীর জীবন নাশ করিল । ভাল
কাজ করিতে গিয়া মন্দ করিয়া বসিল ।”

১। ন—অন্তেবাদিকা । * বক্তবর্ণকুদ্ৰ কীট বিশেষ ।

অথ তে গম্ভা তথাগতম্ম আরোচেসুং—“ভন্তে, চক্ষুপালথেরো
‘চক্ষমামীতি’ বহু পাণকে মারেসী”তি ।

“কিং পন সো তুম্হেহি মারেস্তো দিট্টো”তি ?

“ন দিট্টো ভন্তে”তি ।

“য়থেব তুম্হে তং ন পম্মথ, তথা সোপি তে পাণে ন
পম্মতি, খীণাসবানং মরণচেতনা নাম নথি ভিক্ষবে”তি ।

“ভন্তে, অরহত্তম্ম উপনিম্ময়ে সতি কস্মা অম্হো জাতো”তি ?

“অন্তনা কতকম্মবসেন ভিক্ষবে”তি ।

“কিং পন ভন্তে, তেন কতং”তি ?

“তেনহি ভিক্ষবে, স্মণাথ ঃ—

৩১ । “অতীতে বারাণসিয়ং বারাণসীরাজে বজ্জং কারেস্তে
একো বেজ্জো গামনিগমেসু চরিষ্ণা বেজ্জকম্মং করোস্তো

অন্তঃপর তাঁহারা যাইয়া তথাগতকে জানাইলেন—“ভন্তে, চক্ষুপাল স্বর্ষির
চক্ষু মণ করিতে যাইয়া বহু প্রাণীবধ করিয়াছে !”

“তোমরা কি মারিতে তাঁহাকে দেখিয়াছ ?”

“দেখি নাই ভন্তে ।”

“যেমন তোমরা তাহাকে দেখ নাই, তেমন সেও সেই প্রাণী
দমুহ দেখিতে পায় নাই । ক্ষীণাসবদের বধ-চেতনা নাই ভিক্ষুগণ ।”

“ভন্তে, অর্হত্তের হেতু থাকা দত্তেও তিনি অন্ধ হইলেন কেন ?”

“ভিক্ষুগণ, নিজের কৃত কর্ম্ম বশেই”

“ভন্তে, তিনি কি করিয়াছিলেন ?”

“তাহা হইলে ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর ঃ—

৩২ । “অতীতকালে বারাণসীতে বারাণসী রাজা রাজত্ব করিতেন ।
তখন জনৈক বৈষ্ণু গ্রাম-নিগমে বিচরণ করিয়া চিকিৎসা করিত ।

এক চক্ষু দুব্বলঃ ইথিং দিস্বা পুচ্ছি— “কিন্তে অফাসুকং”তি ?

“অস্বীহি ন পস্মামী”তি ।

“ভেসজ্জং তে করোমী”তি ?

“করোহি সামী”তি ।

“কিস্মে দস্মসী”তি ?

“সচে মে অস্বীনি পাকতিকানি কাতুং সস্বিস্সসি অহং
ভে সন্ধিং পুত্তধীতাহি দাসী ভবিস্সামী”তি ।

৩২ । সো “সাধু”তি ভেসজ্জং সংবিদহি, একভেসজ্জেনেব
অস্বীনি পাকতিকানি অহেসুং । সা চিস্তেসি—“অহং এতস্স
পুত্তধীতাহি সন্ধিং দাসী ভবিস্সামীতি পটিজ্জানিং, ন থো পন মং
সণেহন সমুদাচরিস্সতি, বঞ্জেস্সামি নং”তি । সা বেজ্জনাগস্সা

এক সময় কোন দুর্বলচক্ষু স্ত্রীলোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল— “তোনার
অসুখ হইয়াছে কি ?”

“আমি চক্ষে দেখিতে পাই না ।”

“তোমাকে ঔষধ দিব ?”

“দেন মহাশয় ।”

“কি দিবে আমাকে ?”

“যদি আমার চক্ষু স্বাভাবিক করিতে পারেন, ছেলে-মেয়েদের শুদ্ধ
আপনার দাসী হইব ।”

৩২ । সে ‘ভাল’ বলিয়া ঔষধ দিল । একমাত্রা ঔষধেই চক্ষু
স্বাভাবিক হইল । সেই স্ত্রীলোক চিন্তা করিল— “ছেলে-মেয়ে সহ
এঁর দাসী হইব বলিয়াছিলাম, কিন্তু উনি আমার প্রতি সদ্যবহার
করিবেন না । তাঁহাকে বঞ্চনা করিব ।” বৈষ্ণ আদিয়া তাহার নিকট

“কীদিসং ভদ্রে”তি পুট্টা—

“পুবেৰ মে অক্ষীনি ধোকং কজিংসু, ইদানি পন অতিবেকতরং কজন্তী”তি আহ ।

৩৩ । বেজ্জা—“অয়ং মং বক্ষেত্তা কিঞ্চি অদাতুকামা, ন মে এতায় দিন্নভতিয়া অথো, ইদানেব নং অন্ধং করিআমী”তি চিন্তেত্তা গেহং গত্তা ভরিয়ায় তমথং আচিঞ্চি, সা তুণ্হী অহোসি । সো একং ভেসজ্জং যোজেত্তা তত্তা সন্তিকং গত্তা “ভদ্রে, ইমং ভেসজ্জং অঞ্জাহী”তি অঞ্জাপেসি, তত্তা ধে অক্ষীনি দীপসিখা বিয় বিজ্জায়িংসু । সো বেজ্জা চক্ষুপালো অহোসী”তি ।

“ভিক্ষবে. তদা মম পুত্তেন কতকস্মং পচ্ছতো পচ্ছতো

জিজ্ঞাসা করিল— “এখন কেমন ভদ্রে ?”

প্রত্যুত্তরে কহিল— “পূর্বে আমার চক্ষু সামান্য বেদনা করিত, কিন্তু এখন অধিকতর বেদনা করিতেছে ।”

৩৩ । বৈজ্ঞ চিন্তা করিল— “এই স্ত্রীলোকটি আমাকে বঞ্চনা করিয়া কিছুই না দিবার ইচ্ছা করিয়াছে । ইহার প্রদত্ত পারিশ্রমিকের আমার কোন প্রয়োজন নাই । এখনই ইহাকে অন্ধ করিল ।” সে গৃহে যাইয়া ভাষ্যাকে সেই কথা কহিল । গৃহিণী নীরব রহিল । বৈজ্ঞ এক প্রকার ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেই স্ত্রীলোকের নিকট যাইয়া কহিল— “ভদ্রে, এই ঔষধের অঙ্গন দাও ।” এই বলিয়া অঙ্গন দেওয়াইল । অঙ্গন দেওয়াতে তাহার হৃৎ চক্ষু দীপ-শিখার আয় জ্বলিয়া গেল । চক্ষুপালই সেই বৈজ্ঞ ছিল ।

“হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্রের তখনকার রূতকস্ম পশ্চাৎ পশ্চাৎ

অনুসন্ধি । পাপকন্ডং হি নামেভং ধুরং বহতো বলিবদন্ম পদং
চক্রং বিয় অনুগচ্ছতী”তি ।

৩৪ । ইদং বথুং কথেষ্বা অনুসন্ধিঃ স্বটেত্বা পতিট্টাপিত মন্তিকং
সামনং রাজমুদ্রায় লঞ্জেন্তো বিয় ধম্মরাজা ইমং গাথমাহ :—

“মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোমেট্টা মনোময়া,
মনসা চে পদুট্টেন ভাসতি বা করোতি বা ;
ততো নং দুস্কময়েতি চক্রং’ব বহতো পদং”তি । ১

৩৫ । তথ “মনো”তি— কামাবচরকুশলাদিভেদং সম্বল্পি

অনুগমন করিয়া আসিয়াছে । ধুরবাহী বলীবর্দের পদ-চক্রের গায় পাপ-
কন্ড অনুগমন করে ।”

৩৪ । ভগবান এই উপাখ্যান বলার পর পূর্বাপর বৃত্তান্ত সংযোগ করিয়া
শিরোনামাক্ত শাসনের উপর রাজমুদ্রা চিহ্নিত করার গায় ধম্মরাজ এই
গাথা কহিলেন :—

“মনস্পূর্ব্বঙ্গম ধম্মচয়,
মনঃশ্রেষ্ঠ মনোময় ;
দৌষযুক্ত মনে যদি কোন একজন,
যলে কোন কথা কিছু করে বা করম ;
শকটের চক্র যথা বুঝ পদে ধায় ;
দুঃখ তার অধিরাই পাছে পাছে যায় ।” ১

৩৫ । তথায় “মনঃ” বলিলে—কামাবচর কুশলাদি ভেদে সমস্ত

চতুভূমিক চিত্তং ; ইমস্মিং পন পদে তদা তস্ম বেজ্জস্স উপ্পন্নচিত্ত বসেন
নিয়মিয়মানং ববথাপিয়মানং পরিচ্ছিজ্জিয়মানং দোমনস্স সহগতং
পাট্টিসস্পয়ুত্তচিত্তমেব লব্বতি ।

“পূর্বঙ্গমা”তি— তেন পঠমগামিনা হুত্তা সমল্লাগতা ।

“ধম্মা”তি— গুণ, দেশনা, পরিয়ত্তি, নিস্সত্ত বসেন চত্তারো
ধম্মা নাম । তেসু :—

“নহি ধম্মো অধম্মো চ উত্তো সমবিপাকিনো,

অধম্মো নিরয়ং নেতি ধম্মো পাপেতি স্সুগতিং”তি ।

অয়ং গুণধম্মো নাম ।

“ধম্মং বো ভিস্সবে, দেশিস্সামি আদিকল্যাণং”তি— অয়ং
দেশনাধম্মো নাম ।

চাত্তুরীমিক চিত্ত * বুঝায় । কিন্তু এই পদে তখন সেই বৈয়ের উৎপন্ন চিত্তভেদে
নিয়ম্যমান, ব্যবস্থাপ্যমান ও পরিচ্ছিন্নমান দৌর্শ্বনস্স-সহগত প্রতিঘ-সস্প্রযুক্ত
চিত্তই লক্ষিত হইতেছে ।

“পূর্বঙ্গম”— প্রথমগামী হইয়া সমাগত, অগ্রণী, পূর্বগামী ।

“ধম্মচর”— গুণ, দেশনা, পরিয়ত্তি (পর্যাপ্তি) ও নিঃসঙ্গ ভেদে
ধম্ম চতুর্বিধ । তাহাদের মধ্যে :—

“ধম্মাধম্ম উত্তয়ের সমান বিপাক নয়,

অধম্ম নিরয়ে নেয়, ধরমে স্সুগতি হয় ।”

এই গাথায় ধম্মশব্দ গুণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

“হে ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে আদি কল্যাণ-ধম্ম দেশনা করিব”
ইত্যাদি— এইবাক্যে ধম্মশব্দে দেশনা-ধম্ম বুঝাইতেছে ।

* কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর চিত্ত ।

“ইধ পন ভিস্বাবে, একচে কুলপুত্রা ধম্মং পরিয়াপুগন্তি
মুত্তং গেয়াং”তি— অয়ং পরিয়ন্তিধম্মো নাম ।

“তস্মিং খো পন সময়ে ধম্মা হোল্লি থক্কা হোল্লী”তি— অয়ং
নিম্মত্তধম্মো নাম । নিম্মজ্জীবধম্মোতিপি এসো এব । তেসু ইমস্মিং ঠানে
নিম্মত্তনিম্মজ্জীবধম্মো অধিপ্পেতো . সো অথত্তো ভয়ো অরুপিনো থক্কা—
“বেদনাক্কাক্কো, সঞ্জাাক্কাক্কো, সঙ্কারক্কাক্কো”তি । এতেহি মনো পুব্বঙ্গমো
এতেসন্তি “মনোপুব্বঙ্গমা”নাম । কথং পনেতেহি সন্ধিং একবথুকো
একারস্মণে অপুব্বং অচরিমং একস্বণে উম্মজ্জনানো মনোপুব্বঙ্গমো
নাম হোতী”তি ? উম্মাদপচ্চয়ট্টেঁন; যথা হি বল্লসু একভো
গামঘাতাদিকস্মানি কবোন্তেসু “কো এতেসং পুব্বঙ্গমো ?”তি বুভে,

“হে ভিক্ষুগণ, এই শাসনে কোন কোন কুলপুত্র হুত্র-গেয়াদি
ধম্ম শিক্ষা করে,”— এইবাক্যে ধম্ম শব্দ পর্য্যাপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হই-
য়াছে ।

“সেই সময়ে ধম্ম হয়, স্কন্ধ হয়” ইত্যাদি । এই বাক্যে ধম্ম শব্দ
নিঃসঙ্ক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাকে নিম্মজ্জীবধম্মও বলা হয় ।
তন্মধ্যে এইস্থানে নিঃসঙ্ক-নিম্মজ্জীব ধম্মই অভিপ্রেত । তাহা অর্থ ভেদে
“বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন অরূপ স্কন্ধকে বুঝাইতেছে ।
মনঃ ইহাদের মধ্যে পূর্বঙ্গম বলিয়া “মনস্পূর্বঙ্গম” বলা হইয়াছে । মনঃ ধম্ম
সমূহের বা বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের সমান বস্তু ও সমানালম্বন হইয়া এবং
অপূর্বাপর ভাবে একরূপে ইহাদিগের সহিত উৎপন্ন হইয়া কিরূপে ইহাদের পূর্ব-
ঙ্গম হয় ? উৎপাদন ‘প্রত্যয়’ (কারণ), অর্থে যেমন একত্রে বহুলোক গ্রামঘাতাদি
তক্ষ্ম করিলে “কে ইহাদের পূর্বগামী ?” এইরূপ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে,

য়ো তেসং পচ্চয়ো হোতি যং নিআয় তে তং কম্মং করোন্তি সো
 দত্তো বা মত্তো বা তেসং পুব্বঙ্গমো'তি বুচ্ছতি । এবং সম্পদমিদং
 বেদিতব্বং । ইতি উপ্পাদপচ্চয়ট্টে'ন মনো পুব্বঙ্গমো এতেসন্তি = মনো-
 পুব্বঙ্গমা , নহি তে মনে অনুপ্পজ্জন্তে উপ্পজ্জিতুং সঙ্কোন্তি, মনো
 পন একচ্ছেসু চেতসিকেসু অনুপ্পজ্জন্তেসুপি উপ্পজ্জতিয়েব ।
 অধিপতিবসেন পন মনো সেট্টো এতেসন্তি = মনোসেট্টো ।
 যথা হি চোরাদীনং চোরজ্জেট্টকাদয়ো অধিপতিনো সেট্টো, তথা
 তেসম্পি মনো'তি মনোসেট্টো । যথা পন দারুআদীহি নিক্ষন্নানি
 তানি তানি ভণ্ডানি দারুময়াদীনি নাম হোন্তি, তথা এতেপি
 মনতো নিক্ষন্নত্তা মনোময়া নাম ।

৩৬ । “পদুট্টেনা”তি— আগন্তুকেহি অভিজ্ঞাদীহি দোসেহি

তবে যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা সেই কার্য্য করে, যে
 তাহাদের কার্য্যের প্রত্যয়, বা কারণ হয়, সে (বা তাহার নাম) দত্তই
 হউক আর মত্তই হউক, তাহাকে তাহাদের পূর্ব্বগামী বলিয়া উক্ত হয় ।
 তদ্রূপ ইহাও জ্ঞাতব্য । উৎপাদন-প্রত্যয় অর্থে মনঃ পূর্ব্বঙ্গম ইহাদের,
 মনস্পূর্ব্বঙ্গম । মন উপর না হইলে তাহারা উপর হইতে পারে না । মন
 কিন্তু কোন কোন চৈতনিক বা চিন্তাবৃত্তি উপর না হইলেও উপর হয় ।
 অধিপতিরূপে মনঃ শ্রেষ্ঠ ইহাদের (ধর্ম্মসমূহের), মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন চোর
 প্রভৃতির মধ্যে প্রধান চোরগণ, দলের শ্রেষ্ঠ ; সেইরূপ ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে
 মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন কাষ্ঠাদি হইতে নিস্পন্ন ভাণ্ডসমূহ কাষ্ঠময়াদি বলিয়া
 কথিত হয়, সেইরূপ ইহারও মন হইতে নিস্পন্ন বলিয়া মনোময় বলিয়া
 কথিত হয় ।

৩৬ । “প্রদুট্টমনে”—আগন্তুক বা বহিরাগত অভিব্যাদি (লোভাদি) দোসেব

পদুর্টেন, পকতিমনো হি ভবঙ্গচিত্তং, তং অল্পদুর্টং, যথা হি পসন্নং উদকং আগন্তুকেহি নীলাদীহি উপক্লিষ্টং নীলোদকাদিতেদং হোতি, নচ নবং উদকং, নাপি পুরিমং পসন্ন উদকমেব; তথা চিত্তম্পি আগন্তুকেহি অভিজ্ঞাদীহি দোসেহি পদুর্টং হোতি, নচ নবং চিত্তং নাপি পুরিমং ভবঙ্গচিত্তমেব। তেনাহ ভগবা—“পভঙ্গরমিদং ভিক্ষবে, চিত্তং, তঞ্চ খো আগন্তুকেহি উপক্লিষ্টেসেহি উপক্লি-
লিষ্টং”তি। এবং “মনসা চে পদুর্টেন ভাসতি বা কৰোতি বা,” সো ভাসমানো চতুর্বিধং বচিচ্চরিতমেব ভাসতি, কৰোন্তো তিবিধং কায়চ্চরিতমেব কৰোতি; অভাসন্তো অকৰোন্তো তায় অভিজ্ঞাদীহি পদুর্টমানসতায় তিবিধং মনোচ্চরিতং পুরেতি। এব-
মঙ্গ দস অকুসল কস্মপথা পারিপূরিং গচ্ছন্তি।

দ্বারা দূষিত মন। প্রকৃতি মনঃ ভবঙ্গচিত্ত। তাহা অপ্রচষ্ট যেনন নির্মল জল বহিরাগত নীলাদি রঙের দ্বারা উপক্লিষ্ট হইয়া নীলজল, পীতজল নামে অভিহিত হয়, কিন্তু ইহা নূতন জলও হয় না, পূর্বের নির্মল জলও থাকে না; তদ্রূপ চিত্তও অভিধ্যা প্রকৃতি আগন্তুক দোষের দ্বারা প্রচষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে নূতন চিত্তও হয় না, পূর্বের ভবঙ্গ চিত্তও থাকে না। সেই জন্য ভগবান বলিয়াছেন—“ছে ভিক্ষুগণ, এই চিত্ত প্রভা-
বর, তাহা আগন্তুক উপক্লেষের দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়।” এইরূপ ‘প্রচষ্ট মনে বদ্বি করে কিম্বা ভাবে’ কথা বলিলে চতুর্বিধ মন্দ বাক্যই (মিথ্যা, পরুব-
বাক্য, পিণ্ডন-বাক্য ও সম্প্রলাপ) বলে; কার্য্য করিবার সময় ত্রিবিধ কার্য্যিক পাপ (প্রাণী হত্যা করা বা আঘাত দেওয়া, অদত্ত গ্রহণ ও অবৈধ কামাচার) করে; কিছু না বলিলে ও না করিলে অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাভৃষ্টির দ্বারা প্রচষ্ট মানস হেতু উক্ত ত্রিবিধ মনোচ্চরিত করে। এইরূপে তাহার দশ অকুশল “কস্মপথ” পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

৩৭। “ততো নং দুষ্কমশ্বেতী”তি— ততো তিবিধ দুচ্চরিততো তং পুগলং দুষ্কমশ্বেতি । দুচ্চরিতানুভাবেন চতুস্ত্ব অপায়েস্ত্ব মনুজেষ্ট্ব বা তমভাবং গচ্ছন্তুং কাষ্ববথুকম্পি ইতরম্পীতি ইমিনা পরিয়া-য়েন কাষ্বিকং চেতসিকং বিপাকদুষ্কং অনুগচ্ছতি । যথা কিং ? “চক্রং ব বহতো পদং”তি ধুরে যুক্তস্ত্ব ধুরং বহতো বলিবদস্ত্ব পদং চক্রং বিয় । যথা হি সো একম্পি দিবসং ঘেপি পঞ্চপি দসপি অন্ধমাসম্পি মাসম্পি বহন্তো চক্রং নিবতেতুং জহিতুং ন স্কোতি, অথখ্বস্ত্ব পুরতো অভিক্কমন্ত্ব যুগং গীবাং বাধতি, পচ্ছতো পটিক্কমন্ত্ব চক্রং উরুমংসং পটিহন্তি, ইমেহি দ্বীহাকারেহি বাধন্তুং চক্রং তস্ত্ব পদানুপদিকং হোতি, তথৈব মনসা পত্তুঠেমন তীণি দুচ্চরিতানি পুরেত্বা তিতং পুগলং নিরয়াদিস্ত

৩৭। “দুঃখ তা’র পাছে আসে”— সেই ত্রিবিধ দুচ্চরিত হইতে উৎপন্ন দুঃখ সেই ব্যক্তির অনুগমন করে । দুচ্চরিত প্রভাবে চারি অপায় বা মনুষ্য-লোকে তমঃভাব প্রাপ্ত হইয়া পর্যায়ক্রমে কাষ্বিক-চেতসিক বিপাক-দুঃখ অনুগমন করে । যেমন তাহা কিরূপ—“বাহীপদে চক্র যথা” ধুরে যুক্ত ধুর বহনকারী বলীবর্দের পদ-চক্রের স্থায় । ধুরবাহী বলী-বর্দ একদিন, দুইদিন, পাঁচদিন, দশদিন, অন্ধমাস এমন কি একমান ধুর বহন করিলেও যেমন চক্রকে নিবৃত্ত অথবা ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় না, পক্ষান্তরে সম্মুখ দিকে অতিক্রম করিতে গেলে যুগেতে গ্রীবা বাধে, পশ্চাতে প্রতিক্রম করিতে গেলে চক্র তাহার উরুমাংস প্রত্ভিত করে ; এই ভাবে দ্বিবিধ প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চক্র তাহার পদানুপদিক হয় । তক্রপ প্রচষ্ট মনের দ্বারা ত্রিবিধ দুচ্চরিত পূর্ণকারী ব্যক্তি নিরয়াদি স্থানের

তথ তথ গতর্টানে দুচ্চরিতমূলকং কায়িকম্পি চেতসিকম্পি দুচ্ছঃ
অনুবন্ধতী'তি ।

গাথাপরিষোসানে তিঃসসহজা ভিক্ষু সহপটিসস্তিদাহি
অরহন্তঃ পাপুনিংসু । সম্পত্তপরিষায়'পি দেসনা সাথিকা সফলা
অহোসী'তি ।



যে খানে যে খানে যায় সেই সেই খানে দুচ্চরিত মূলক কায়িক চেত-
সিক দুঃখ পশ্চাৎ অনুসরণ করে ।

গাথা পর্যাবসানে ত্রিশ হাজার ভিক্ষু প্রতिसস্তিদা সহিত অর্হন্ত
প্রাপ্ত হইলেন । পরিষদে উপস্থিত অন্ত্যাদেবও এই ধর্মদেশনা দার্থক ও
কলবতী হইয়াছিল



মটুকুগুলী বথু । ২

“মনোপুৰুষমা”তি দুতিয়গাথাপি সাবথিয়ং য়েব মটুকুগুলিঃ
আরতু ভাসিতা ।

১ । সাবথিয়ং কির অদিনপুৰুষকো নাম ব্রাহ্মণো অহোসি ।
তেন কঞ্জচি কিঞ্চি ন দিনপুৰুষং, তেন তং অদিনপুৰুষকোরেব
সঞ্জানিংসু । তঞ্চে কপুত্ৰকো অহোসি পিয়ো মনাপো । অথস্ম
পিলক্ষনং কারেতুকামো “সটে সুবগ্নকারজ্জাচিষ্টিজ্জামি বেতনং

মটুকুগুলীর উপাখ্যান

“মনস্পুৰুষম” এই দ্বিতীয় গাথাও মটুকুগুলীর কথা প্রদক্ষে শ্রাবস্তীতে
কথিত হইয়াছিল ।

১ । শ্রাবস্তীতে “অদিনপুৰুষ” (অদত্তপূৰুষ) নামে এক ব্রাহ্মণ
ছিলেন । তিনি পুৰুষে কাহাকেও কিছু দেন নাই, তাই তিনি অদিন
পুৰুষ নামে বিদিত হইয়াছিলেন । তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল । ছেলেটি
বেশ প্রিয়দর্শন ও মনোজ্ঞ । ব্রাহ্মণের ইচ্ছা হইল পুত্রের জগ্ন অলঙ্কার
তৈয়ার করেন । কিন্তু ভাবিলেন—“স্বর্ণকারকে প্রস্তুত করিতে বলিলে মজুরী

দাতকং ভবিষ্যতী”তি সয়মেব স্তবধং কোট্টেহা মট্টানি কুগুলানি
কহা অদাসি, তেনস পুত্তো মটুকুগুলীত্বেব পপ্রাঙ্কিথ। তস
সোলসবঙ্গকালে পগুরোগো উদপাদি। মাতা পুত্তং ওলোকেহা
“ব্রাঙ্কণ, পুত্তস তে রোগো উপ্পন্নো তিকিচ্ছাপেহি নং”তি আহ।
“ভোতি, সচে বেজ্জং আনেস্সামি ভত্তবেতনং দাতকং ভবিষ্যতি,
কিং ত্বং মম ধনচ্ছেদং ন ওলোকেস্সমী”তি।

“অথ কিং করিস্সসি ব্রাঙ্কণা”তি ?

“য়থা মে ধনচ্ছেদো ন হোতি তথা করিস্সামী”তি।

২। সো বেজ্জানং সন্তিকং গত্ত্বা—“অস্করোগস্স নাম ত্বমেহ
কিং ভেসজ্জং কেরোথা”তি পুচ্ছতি। অথস তে যং বা তং বা
রুস্কথচাদিং আচিস্সন্তি। সো তং আহরিত্বা পুত্তস্স ভেসজ্জং

দিতে হইবে” তাই নিজেই সোণা পিটির মটুকুগুল প্রস্তুত করিয়া
দিলেন। এই মটুকুগুল পরাতেই ব্রাঙ্কণ-পুত্র মটুকুগুল নামে পরিচিত
হইল। তাহার বয়স যখন বছর ষোল, তাহাকে পাণুরোগে ধরিল।
মা ছেলের অবস্থা দেখিয়া ব্রাঙ্কণকে কহিলেন—“ওগো ব্রাঙ্কণ, তোমার
ছেলের যে রোগ হইয়াছে, চিকিৎসা করাও।”

“ওগো, কবিরাজ আনিলে ত দর্শনী দিতে হইবে! তুমি কি
আমার ধন-নাশ করিতে চাও! তাহা হইবে না।”

“তবে কি করিবে ব্রাঙ্কণ?”

“যাহাতে টাকা খরচ করিতে না হয়, তাহাই করিব।”

২। অতঃপর তিনি বৈদ্যের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—
“হ্যাঁ কবিরাজ মহাশয়, পাণুরোগে আপনারা কি ঔষধ দেন?” বৈদ্যের
উত্তরে যাহা-তাহা গাছের ছাল বলিয়া দিতেন। তিনি তাহা আহরণ

করোতি । তং করোন্তুজ্জৈবজ্জ রোগো বলবা অহোসি, অতেকিচ্ছ ভাবং উপাগমি, ব্রাহ্মণো তস্ম দুব্বলভাবং এত্ত্বা একং বেজ্জং পক্কোসি । সো তং ওলোকেষ্ট্বা “অমহাকং একং কিচ্ছং অপি অশ্রুং বেজ্জং পক্কোসিত্বা তিকিচ্ছাপেহী”তি তং পচচ্ছায় নিস্কমি । ব্রাহ্মণো তস্ম মরণসময়ং এত্ত্বা “ইমস্ম দস্মনথায় আগতাগতা অস্তোগেহে সাপতেয়্যং পস্মিস্সন্তি, বহি নং করিস্সামী”তি পুত্তং নীহরিত্বা বহি আলিন্দে নিপজ্জাপেসি ।

৩ । তং দিবসং ভগবা বলবপচ্চুসসময়ে মহাকরুণাসমাপত্তিতো বুট্টায় পুস্ববুদ্ধেহু কতাধিকারানং উস্সন্নকুসলমুলানং বেনেয়্য

করিয়া ছেলেকে সেবন করাইতে লাগিলেন । ইহার ফলে রোগ অধিক হইল । চিকিৎসা না করার মতনই দাঁড়াইল । ব্রাহ্মণ পুত্রকে দুর্বল দেখিয়া একজন বৈद्य ডাকিয়া আনিলেন । বৈद्य রোগী দেখিয়া কহিলেন— “আমার এক জরুরি কাজ আছে, আপনি আর একজন বৈद्य ডাকিয়া চিকিৎসা করান ।” এই বলিয়া বৈद्य রোগী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন । ব্রাহ্মণ পুত্র আর বাঁচিবে না বুঝিয়া ভাবিলেন—“ইহাকে দেখিবার জন্ত লোকজন আসিয়া আমার বাড়ীর ভিতরের ধন-সম্পত্তি সব দেখিয়া ফেলিবে, ইহাকে বাহির করিয়া রাখিব,” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে বাহির করিয়া বারান্দায় শোয়াইয়া রাখিলেন ।

৩ । সেই দিন অতি প্রত্যুষে ভগবান ‘মহাকরুণা সমাপত্তি’ ধ্যান হইতে উঠিয়া দশ সহস্র চক্রবালের মধ্যে জ্ঞান-জাল বিস্তার করিলেন । বাহারা পূর্ববুদ্ধগণের নিকট উন্নত জীবনের জন্ত কৃত সঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছেন,

বন্ধবানং দম্ননথং বুদ্ধচক্ষুনা লোকং ষোলোকেন্তো দসসহস্রি
চক্রবালে ঞ্ণাগজালং পথরি ।

মটুকুণ্ডলী বহি আলিন্দে নিপন্নাকারেনেব তস্ম অস্তো
পশ্ৰায়ি ।

৪ । সথা তং দিস্বা তস্ম অস্তোগেহা নীহরিষ্বা তথ নিপজ্জা-
পিতভাবং ঞ্ণেহা “অথি নুখো ময়হং এথ গতপচ্চয়েন অথো”তি
উপধারেন্তো ইদং অদস :—

“অয়ং মাগবো ময়ি মনং পমাদেহা কালং কহ্বা ভাবতিংস
দেবলোকে তিংসয়োজনিকে কনকবিমানে নিব্বত্তিঅতি, অচ্ছরা-
সহস্রমস্ম পরিবারো ভবিঅতি, ব্রাহ্মণোপি নং ঝাপেহা রোদন্তো
আলাহণে বিচরিঅতি । দেবপুত্রো তিগাবুত্তপ্পমাণং সট্ঠিসকট

খাঁহাদের অকুশল কন্দের মূল ছিন্ন হইয়াছে, সেরূপ বিমুক্ত করিবার
উপযুক্ত প্রাণিগণকে বুদ্ধচক্ষুর দ্বারা অবলোকন করিতে লাগিলেন ।

মটুকুণ্ডলীকে বহিরালিন্দে শাস্বিত অবস্থাতেই জ্ঞান-জ্ঞানের মধ্যে
দেখা গেল ।

৪ । শাস্বা তাহাকে দেখিয়া, তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া
সেইখানে শাস্বিত রাখা হইয়াছে জানিয়া তাঁহার গমনে এই ব্যক্তির
কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে কিনা অবধারণ করিতে করিতে ইহা দেখিলেন—

“এই ব্রাহ্মণ-পুত্র আমার প্রতি মন প্রদন্ন করিয়া দেহান্তে ‘তাবতিংস’
দেবলোকে ত্রিশযোজন প্রমাণ এক কণকবিমানে উৎপন্ন হইবে,
সহস্র অঙ্গরায় পরিবৃত্ত হইবে। ব্রাহ্মণ তাহাকে দাহ করিয়া ক্রন্দন
করিতে করিতে অশ্বানে বিচরণ করিবে। দেবপুত্র সহস্র অঙ্গরা-
পরিবৃত্ত, যষ্টি-শকট-ভার অলঙ্কার প্রতিমণ্ডিত নিজের ত্রিগব্যুতি প্রমাণ

ভারালঙ্কারপতিমণ্ডিতং অচ্ছরাসহস্রপরিবারং অন্তভাবং ওলোকেহ্বা
 “কেন নুখো কস্মেন ময়া অয়ং সিরিসম্পত্তি লঙ্কা”তি ওলোকেন্তো
 ময়ি চিত্তপ্লাসাদেন লঙ্কাভাবং এত্বা “ধনচ্ছেদ ভয়েন মম ভেসজ্জং
 অকহ্বা ইদানি আলাহণং গত্ত্বা রোদতি বিপ্লকারপ্লত্তং নং
 করিআমী”তি পিতরি অক্খন্তিয়া মট্টকুণ্ডলীবল্লেনাগত্ত্বা আলাহণ-
 আবিদুরে নিপজ্জিত্বা রোদিঅতি । অথ নং ব্রাহ্মণো “কোসি
 ত্বং ?”তি পুচ্ছিত্তি ।

“অহং তে পুত্তো মট্টকুণ্ডলী”তি ।

“কুহিং নিব্বত্তোসী”তি ?

“তাবতিংস ভবনে”তি ।

“কিং কস্মং কহ্বা”তি ? বুত্তে ময়ি চিত্তপ্লাসাদেন নিব্বত্ত ভাবং

শরীর দেখিয়া “কোন্ কস্মের ফলে আমার এই শ্রীসম্পত্তি লাভ হইল”
 তাহা ভাবিতে ভাবিতে জানিতে পারিবে, আমার প্রতি চিত্ত প্রসাদ
 হেতু ইহা লাভ হইয়াছে ; আরও দেখিতে পাইবে যে—তাহার পিতা ধন-
 হানির ভয়ে তাহার চিকিৎসা না করাইয়া এখন ঋশানে যাইয়া রোদন
 করিতেছে, “ইহাকে বিকার প্রাপ্ত করাইব বা অত্নায়ের প্রতিশোধ দিব ।”
 পিতার হঃখ সহ করিতে না পারিয়া মৃষ্টকুণ্ডলীর রূপে আদিয়া ঋশানের
 অনতিদূরে শুইয়া রোদন করিবে। তারপর ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা
 করিবে—“কে তুমি ?”

“আমি আপনার পুত্র মৃষ্টকুণ্ডলী ।”

“কোথায় জন্ম নিয়াছ ?”

“তাবতিংস” দেবলোকে ।”

“কি কস্মের ফলে ?” এইরূপ উক্ত হইলে সে বলিবে আমার প্রতি

আচিঞ্চিৎসতি । ব্রাহ্মণো “তুমহন্তু চিত্তং পসাদেহ্মা সপে
নিব্বত্তা নাম অথী”তি মং পুচ্ছিৎসতি । অথআহং এত্তকানি
সতানি বা সহস্মানি বা সতসহস্মানি বাতি ন সন্ধা গণনায়
পরিচ্ছিন্দিতুস্তি বহ্বা ধম্মপদে গাথং ভাসিৎসামি । গাথা পরি-
য়োসানে চতুরাসীতিয়া পাগসহস্মানং ধম্মাভিসময়ো ভবিৎসতি ।
মট্টকুণ্ডলী সোতাপন্নো ভবিৎসতি, তথা অদিন্নপুৰ্ব্বকো ব্রাহ্মণো ।
ইতি ইমং কুলপুত্তং নিৎসায় ধম্ময়াগো মহা ভবিৎসতী”তি এহ্ম
পুন দিবসে কতসরীর পটিজ্জগনো মহাভিৎসু-সজ্জ পরিবুত্তো
সাবথিং পিণ্ডায় পবিসিত্বা অনুপুৰ্ব্বেন ব্রাহ্মণস্স গেহঘারং গতো ।

৫ । তস্মিং খণে মট্টকুণ্ডলী অন্তো গেহাভিমুখো নিপন্নো
হোতি, সথা অন্তনো অপন্নভাবং এহ্ম একং রস্মিং বিৎসজেসি ।

চিত্তপ্রসাদ হেতু তথায় উৎপন্ন হইয়াছে । ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা
করিবে—“আপনার প্রতি প্রসন্ন-চিত্ত হইলেই স্বর্গে যাওয়া যায় কি?”
প্রত্যুত্তরে আমি বলিব—হে ব্রাহ্মণ, এত শত বা এত সহস্র বা এত শত-
সহস্র এমন তাহা গণনার দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় না; এই বলিয়া ধম্ম-
পদের গাথা বলিব । গাথা শেষ হইলে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধম্মাববোধ
হইবে । মট্টকুণ্ডলী সোতাপন্ন হইবে এবং ‘অদিন্নপুৰ্ব্বক’ ব্রাহ্মণও সেইরূপ
হইবে । এইরূপে এই কুলপুত্রের জন্ম মহাধম্মানুযোগ হইবে ।” ইহ
জানিয়া শাস্তা পরদিবস শরীর কৃত্য সমাপন পূৰ্ব্বক মহাভিৎসুসজ্জ পরিবৃত্ত
হইয়া শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষার স্ৰষ্ট প্রবেশ করিলেন এবং অনুক্রমে ব্রাহ্মণের
গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন ।

৫ । তখন মট্টকুণ্ডলী গৃহাভিমুখী হইয়া শায়িত ছিল । শাস্তা নিজের
অদর্শনভাব জ্ঞাত হইয়া আপন শরীর হইতে একবিন্দু রস্মিপাত করিলেন ।

মাগবো “কিং ওভাসো নামেসো”তি পরিবত্তিত্বা নিপম্নো’ব
 সথারং দিস্বা “অন্ধবালপিতরং নিম্মায় এবরুপং বুদ্ধং উপসংকমিত্বা
 কায়বৈয়্যাবতিকং বা কাতুং দানং বা দাতুং ধম্মং বা সোতুং
 নালখং, ইদানি মে হথাপি অবিধেয়্যা, অঞং কত্তব্বং নথী”তি
 মনমেব পসাদেসি । সথা “অলং এত্তকেন ইমম্মা”তি পক্কামি ।
 সো তথাগতে চক্ষুপথং বিজহন্তে বিজহন্তেয়েব পসন্নমনো কালং
 কত্ত্বা স্তত্তপ্পবুদ্ধো বিয় দেবলোকে তিঃসম্মোজ্জনিকে কনকবিমানে
 নিববত্তি ।

৬ । ব্রাহ্মণোপি’অ সরীরং ঝাপেত্বা আলাহণে রোদন-
 পরায়ণো অহোসি । দেবসিকং আলাহণং গত্ত্বা রোদতি “কহং
 একপুত্তকা”তি । দেবপুত্তোপি অন্তনো সম্পত্তিং ওলোকেত্বা

ব্রাহ্মণ-যুবক “ইহা কিসের আভা” মনে করিয়া শায়িতাবস্থায় পাশ ফিরিয়া
 শান্তাকে অদূরে দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—“অবোধ পিতার ভ্রাতৃ
 এইরূপ বুদ্ধের নিকট যাইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না, তাঁহাকে
 কিছু দান করিতে বা তাঁহার মুখে ধম্মশ্রবণ করিতে পাইলাম না ।
 এখন আমার হস্তও অবশ, অন্ন আর কিছু করিবার উপায়ও নাই ;’
 এই ভাবিয়া বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন চিত্ত হইয়া রহিল । শান্তা “ইহাই
 উহার পক্ষে যথেষ্ট” মনে করিয়া প্রস্থান করিলেন । তথাগত তাহার
 চক্ষুপথের বহির্ভূত হইতে হইতেই প্রসন্নমনে তাহার মৃত্যু হইল । মৃত্যুর
 পর সে স্তত্তপ্পবুদ্ধের ঞ্চায় দেবলোকে ত্রিংশৎ যোজন প্রমাণ এক কণক
 বিমানে গিয়া উৎপন্ন হইল ।

৬ । ব্রাহ্মণ তাহার শরীর দাহ করিয়া শ্মশানে গিয়া রোদন পরায়ণ হইলেন ।
 প্রত্যহ শ্মশানে গিয়া এই বলিয়া কাদিতে লাগিলেন যে—“হায়, আমার
 একটি পুত্র কোথায় গেল ?” দেবপুত্রও নিজের শ্রীসৌভাগ্য দেখিয়া

“কেন নুখো কস্মেন লন্ধা”তি উপধারেন্তো সথরি মনোপসা-
 দেনা”তি এত্বা “অয়ং ব্রাহ্মণো মম অক্ষাসুককালে ভেসজ্জং
 অকারেত্বা ইদানি আলাহং গন্ত্বা রোদতি ; বিপ্লকারপ্লভমেতং
 কাতুং বটুতী”তি মটুকুগুলী বধ্লেনাগন্ত্বা আলাহংস্মাবিদুরে বাহা
 পগ্গযহ রোদন্তো অট্টাসি। ব্রাহ্মণো তং দিস্বা “অহং তাব
 পুত্তসোকেন রোদামি, এস কিমথং রোদতি পুচ্ছিস্বামি নং”তি
 পুচ্ছন্তো ইমং গাথমাহ :—

“অলঙ্কতো মটুকুগুলী মালভারী হরিচন্দমুজদো,
 বাহা পগ্গযহ কন্দসি বনমজ্জে কিং দুস্বিত্তো তুবং”তি ?

“কি কস্মের ফলে ইহা লাভ হইয়াছে” তাহা অবধারণ করিতে করিতে
 জ্ঞানিতে পারিলেন যে—শাস্তার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিবার ফলেই তাঁহার
 এই লাভ। তিনি ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন—“এই ব্রাহ্মণ আমার
 অসুখের সময় চিকিৎসা না করাইয়া এখন শ্মশানে গিয়া কাঁদিতেছেন,
 এখন তাঁহার মনোভাবের বিপর্যয় ঘটান উচিত হইবে।” এই মনে
 করিয়া তিনি মটুকুগুলীর রূপ ধারণ পূর্বক শ্মশানের অদূরে বাহুতে চক্ষু
 আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে
 দেখিয়া ভাবিলেন—“আমি পুত্র-শোকে কাঁদিতেছি, এ কি জন্তু কাঁদিতেছে,
 তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবা।” তিনি তাঁহাকে এই গাথা বলিয়া জিজ্ঞাসা
 করিলেন :—

“মটুকুগুল ভূষিত অবয়ব

হে কুম্ভমালী চন্দল-লিপ্ত,

যুগল বাহুতে আবরি’ আনন

কাঁদ কি হুঃখে কাননে ক্ষিপ্ত ?”

সো আহঃ—

“সোবল্লময়ো পভত্তরো উল্লনো রথপঞ্জরো মম,
তস্ম চক্রযুগং নবিন্দামি তেন দুশ্শেন জহিস্মং জীবিতং”তি ।

অথ নং ব্রাহ্মণো আহঃ—

“সোবল্লময়ঃ মণিময়ঃ লৌহময়ঃ অথ রূপিয়াময়ঃ
আচিস্থ মে ভদ্র মানব চক্রযুগং পটীলাভয়ামি তে”তি ।

৭ । তং স্ত্রীয়া মাণবো “অয়ং পুত্রস্ম ভেসজ্জং অকত্তা পুত্রপতি-
রূপকং মং দিস্বা রোদন্তো, ‘সুবল্লাদিময়ং রথচক্রং করোমী’তি বদতি ;

তিনি বলিলেন :—

“সোণালি ভাস্বর রথের পঞ্জর
হইয়াছে মম জাত,
দ্রঃখ,—মতি নাই চক্রযুগ, তাই
তাজিব জীবন তাত।”

অতঃপর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন :—

“চক্র স্বর্ণ-মণিময়, লৌহময়, রৌপ্যময়,
হে ভদ্র মানব, মোরে কহ দিব যাহা হয়।”

৭ । তাহা শুনিয়া ধানবরূপধারী দেবপুত্র তাবিলেন—“ইনি পুত্রের
চিকিৎসা কারান নাই, কিন্তু পুত্রের ঔতিক্রমী আমাকে দেখিয়া
কাদিতে কাদিতে বলিতেছেন— ‘স্বর্ণময়াদি রথচক্র করিয়া দিব’ ;

হোতু নিগ্গাণ্হিআমি নং”তি চিস্তেহা “কীব মহন্তং মম চক্য়ুগং
করিঅসী”তি বঙ্গ “য়াব মহন্তং আকঅসী”তি বুভে “চন্দসুরিয়েহি
মে অথো তে মে দেহী”তি যাচন্তো আহ :—

“সো মাণবো তঙ্গ পাবদি চন্দসুরিয়া উভয়েথ ভাতরো,
সোবঙ্গময়ো রথো মম তেন চক্য়ুগেন সোভতী”তি ।

অথ নং ব্রাহ্মণো আহ :—

“বালো খো হুমসি মাণব যো হং পথয়সে অপথিয়ং,
মপ্রণামি তুবং মরিঅসি নহি হং লচ্ছসি চন্দসুরিয়ে”তি ।

সেইরূপ হইলেও তথাপি ঔরে জঙ্ক করিয়া।” প্রকাশে বলিলেন—“আমার
চক্রবৃগল কত বড় করিয়া দিবেন ?”

ব্রাহ্মণ কহিলেন—“তুমি কত বড় চাও।”

“আমার চন্দ্র-সূর্য্যের প্রয়োজন, তাহা আমাকে দেন।” এইরূপ
যাজ্ঞা করিয়া গাথায় কহিলেন :—

“সে মানব বলে, তধে দুই ভাই রবি-শনী দিবে,
স্বৰ্ণময় রথ মম, ও’চক্রেতে সুষোভিত হবে।”

অনন্তর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন :—

“মূৰ্খ তুমি হে মানব, অকাম্য কামনা কর,
নাহি পাবে রবি-শনী মনে হৰ মরিবে সস্তব।”

৮। অথ নং মাগবো “কিং পন পশ্ণায়মানঅথায় বোদন্তো
বালো হোতি, উদাহ্ অপশ্ণায়মানজ্জা”তি বহ্বা :—

“গমনাগমনম্পি দিঅতি বগ্নধাতু উভয়থ বীথিয়ো,

পেতো পন কালকতো ন দিঅতি কো নিধ কন্দতং বাল্যতরো”তি

তং স্ত্বা ব্রাহ্মণো “যুন্তং এস বদতী”তি সল্লঙ্ঘেহা আহ :—

“সচ্চং খো বদেসি মাগবং অহমেব কন্দতং বাল্যতরো,

চন্দং বিয় দারকো রুদং পেতং কালকতাভিপথয়ং”তি ।

৮। অতঃপর দেবপুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--“যাহা দেখা
দাইতেছে তাহার জন্ম কাঁদা মূর্খতা, না, যাহা দেখা যায় না তাহার জন্ম
কাঁদা মূর্খতা?” এই বলিয়া গাথায় কহিলেন :—

“উদয়ান্ত, উপাদান দৃষ্ট বর্ণ, বীথিবন্ত

এই উভয়ের,

মৃত প্রেত দৃষ্ট নহে, কেঁদে কেবা বালতর

মাঝে আমাদের ।”

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ “ও’ত ঠিক কথাই বলিতেছে” এইরূপ জ্ঞাত
হইয়া কহিলেন :—

“বলেছ মানব, সত্য, ক্রন্দন মূর্খতা মোর

করিছে খ্যাপন,

চাঁদ পে’তে, তথা প্রেত মৃত-পুত্র পে’তে কাঁদা

বালতা নন্দন ।”

বহা তঙ্গ কথায় নিম্নোকো ছত্ৰা মাণবঙ্গ খুতিং করোন্তো
ইমা গাথা অভাসি :—

“আদিত্তং নত মং সন্তুং যতসিত্তং ব পাবকং,
বারিমা বিয় ওসিঞ্চং নব্বং নিব্বাপয়ে দরং।

অব্বহী বত মে সল্লং সোকং হদয়নিম্মিত্তং,
য়ো মে সোকপরেত্তঙ্গ পুত্তসোকং অপানুদি।

স্বাহং অব্বুল্লহ সল্লোম্মি সীতিভূতোম্মি নিব্বুত্তো,
ন সোচামি ন রোদামি তব স্তুত্তান মাণবা”তি।

ইহা বলিয়া দেবপুত্রের কথায় শোকহীন হইয়া তাঁহার স্তুতি করিতে
করিতে এই সকল গাথা কহিলেন :—

“উদ্দীপ্ত আমাতে স্মৃত-শিক্ত পাবকেতে ধথা,
সিঞ্চিয়া শান্তির বারি নিভাইলে সব বাধা।

হৃদয়-নিহিত মম শোকশল্যা উৎপাটিলে,
শোকাতুর মোর ওগো! পুত্রশোক নিবারিলে।

আমি রে বিগত শল্যা, শীতিভূত, নিরবৃত্ত !
শোক-কান্না গে’ছে, শু’নে যুবা তব কথামৃত।”

৯। অথ নং “কো নাম হন্তি” পুচ্ছন্তো :—

“দেবতানুসি গন্ধবেবা আছু সঙ্কো পুরিন্দদো,
কো বা হং কস্স বা পুত্তো কথং জানেমু তং ময়ং”তি।

আহ । অথস্স মাণবো :—

“য়ঞ্চ কন্দসি যঞ্চ রোদসি পুত্তং আলাহণে সয়ং দহিত্তা,
স্বাহং কুসলং করিত্তা কস্মং তিদসানং সহব্যতং পত্তো”তি।

আচিক্খি । ব্রাহ্মণো আহ :—

“তপ্পং বা বলং বা নাদসং দানং দদন্তুস্স সকে অগারে,
উপোসথকস্মং বা তাদিসং কেন কস্মেন গতোসি দেবলোকং”তি

৯। অতঃপর ব্রাহ্মণ ঠাহাকে “তুমি কে” বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করতঃ কহিলেন—

“দেবতা গন্ধক কিংবা বল শত্রু পুরন্দর,
কিব’লে জানিব তোমা, কেবা, কার পুত্রবর ?”

অতঃপর দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে কহিলেন :—

“যে পুত্রকে শ্মশানেতে আপনি দাঙন
করিয়া রোদন বিলাপ কর।
সে আমি কুশলকর্ষ করি সম্পাদন
পেয়েছি ত্রিংশ সাযুজ্যা পর ॥”

ব্রাহ্মণ কহিলেন :—

“অল্প বা বহু বা কভু আপন আগারে
দেখি নাই কিছু দান দিতে।
উপোসথ কর্ষ কভু দেখিনি করিতে
কিসে গেলে অমর পুরীতে ?”

১০। মাগবো আহ :—

“আবাধিকোহং দুশ্চিত্তো বালহগিলানো,
আতুররুপোমিহ সকে নিবেসনে ;
বুদ্ধং বিগতরজং বিতিগ্নকঙ্কং,
অদক্ষিং সুগতং অনোমপপ্রং ।

স্বাহং মুদিতমনো পঙ্গলচিন্তো অঞ্জলিং অকরিং তথাগতম্,
তাহং কুসলং করিহা কম্মং তিদসানং সহব্যতং পত্তো”তি ।

১১। তস্মিং কথেন্তেয়েব ব্রাহ্মণস্ত সকলসরীরং পীতিয়া
পরিপূরি । সো তং পীতিং পবেদেস্তো :—

১০। দেবপুত্র কহিলেন :—

“রোগাতুর হ’য়ে আপন ঘরে
ব্যাধিত দুঃখিত, পীড়িত আনি ।
সম্বুদ্ধ, বিরজ, বিভীর্ণ কঙ্কণা
দেখিহু সুগতে অমিত জ্ঞানী ॥

মুদিত মন, প্রফুল্ল চিত্ত আনি,
অঞ্জলি করিয়া তথাগতে ননি ।
সেই না কুশল করিয়া করম,
ত্রিংশ সাযুজ্য পেয়েছি পরম ।”

১১। তাহা বলা মাত্রই ব্রাহ্মণের সমস্ত শরীর প্রীতিতে পরিপূর্ণ
হইয়াছিল । তিনি সেই প্রীতি ব্যক্ত করিতে করিতে কহিলেন :—

“অচ্ছরিয়ং বত অদ্ভুতং
 অঞ্জলি কস্মজ্জ অয়ুমীদিসো বিপাকো,
 অহম্পি মুদিতমনো পসন্নচিত্তো
 অচ্ছেব বুদ্ধং সরণং বজ্জামী”তি ।

আহ । অথ নং মাণবো :—

“অচ্ছেব বুদ্ধং সরণং বজ্জাহি ধম্মঞ্চ সজ্জঞ্চ পসন্নচিত্তো,
 তথৈব সিন্ধায় পদানি পঞ্চ অখণ্ড ফুল্লানি সমাদিয়সু ।
 পাণাতিপাতা বিরমসু খিল্লং লোকে অদিম্মং পরিবজ্জয়সু,
 অমচ্ছপো মা চ মুসা ভণাহি সকেন দারেন চ হোহি তুট্টো”তি ।

“আশ্চর্য্য বটে ! অদ্ভুত বটে !

এ’ অঞ্জলি করমের এই পরিণাম ?

মুদিত মন, প্রসন্ন চিত্ত

আজই বুদ্ধ-শরণে করিব প্রয়াণ ।

তৎপর দেবপুত্র তাঁহাকে কহিলেন :—

“আজই, বুদ্ধ-ধম্ম-সজ্জ-শরণে গমন করহ হৃষ্ট মনে,
 অখণ্ড, অক্ষত পঞ্চ শিক্ষাপদ গ্রহণ করহে এইরূপে ।

প্রাণীহত্যা হ’তে হও বিরত ক্ষিপ্ত,
 পরিত্যাগ কর যাহা অদত্ত লোকে ।
 অমত্বপ হও, ত্যজ অসত্য বিপ্র,
 রহ তুট্ট নিরুদারে (নিরত থেকে) ॥”

আহ। সো 'সাদ্ধু'তি সম্পটিচ্ছিহ্না ইমা গাথা অভাসি :—

“অথকামোসি মে যক্ষ হিতকামোসি দেবতে,
করোমি তুযহং বচনং ত্বংসি আচরিয়ো মম ।

উপেমি বুদ্ধং সরণং ধম্মঞ্চাপি অন্তরং,
সজ্জঞ্চ নরদেবস্স গচ্ছামি সরণং অহং ।

“পাণাতিপাতা বিরমামি খিণ্ণং লোকে অদ্ভিন্নং পরিবজ্জয়ামি,
অমজ্জপো নো চ মুসা ভণামি সকেন দারেন চ হোমি তুটেটা”তি ।

১২। অথ নং দেবপুত্রো “ব্রাহ্মণ, গেহে তে বলং ধনং
অথি, সথারং উপসংকমিত্বা দানং দেহি, ধম্মং স্তণাহি, পঞ্হং

তিনি 'সাদ্ধু' বজিয়া সম্মত হওত এই গাথা সমূহ কহিলেন :—

“অর্থকামী মম যক্ষ, হিতকামী হে দেবতা
শুনিব তোমার বাক্য, তুমি মম শিক্ষাদাতা,
বুদ্ধের শরণে যাব, অন্তর ধরনের ।
শরণে সজ্জ্বর আর যাব নর-দেবেশের ।

প্রাণীহত্যা হ'তে হব বিরত ক্ষিপ্রে
পরিত্যাগ করিব যা' অদত্ত লোকে,
অমগ্ধপ হ'ব, মিথ্যা ত্যজিব বাণী
রব তুষ্ট নিজদারে. (নিরত থেকে)।”

১২। অনন্তর তাঁহাকে দেবপুত্র কহিলেন—“ব্রাহ্মণ, আপনার গৃহে বহু
ধন আছে, শান্তার নিকট যাইয়া দান দেন, ধম্ম স্তনুন, ধম্ম বিষয়ক প্রশ্ন

পুচ্ছা”তি বত্তা তথেবন্তরধায়ি । ব্রাহ্মণোপি গেহং গত্ত্বা ব্রাহ্মণিং
আমন্তেত্ত্বা “ভদ্রে, অহং সমণং গোতমং নিমন্তেত্ত্বা পএঃ হং
পুচ্ছিআমি, সকারং করোহী”তি বত্তা বিহারং গত্ত্বা সথারং নেব
অভিবাদেত্ত্বা ন পটিসত্ত্বারং কত্ত্বা একমন্তে ঠিত্তো “ভো গোতম,
অধিবাসেহি মে অজ্জতনায় ভত্তং সন্ধিং ভিক্ষুসজ্জেনা”তি আহ ।

১৩ । সথা অধিবাসেসি । সো সথু অধিবাসনং বিদিত্ত্বা
বেগেনাগত্ত্বা সকনিবেসনে ঋদনীয়ং ভোজনীয়ং পটিয়াদাপেসি ।
সথা ভিক্ষুসজ্জ পরিবুত্তো তস্ম গেহং গত্ত্বা পপ্রত্তাসনে নিসীদি ।
ব্রাহ্মণো সন্ধচ্চং পরিবিসি । মহাজনো সন্নিপতি । মিচ্ছা-
দিট্ঠিকেন কির তথাগতে নিমন্তিতে ধে জনকায়্য সন্নিপতন্তি ;—

করুন ।” এই বলিয়া দেবপুত্র সেখানেই অস্তুর্হিত হইলেন । ব্রাহ্মণও
গৃহে গিয়া ব্রাহ্মণীকে সোধোধন করিয়া কহিলেন—“ভদ্রে, আমি শ্রমণ
গোতমকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাঁহার সংকারের
আয়োজন কর ।” এই বলিয়া তিনি বিহারে গেলেন । তিনি শাস্ত্রাকে
অভিবাদনও করিলেন না, শিষ্টাচার সূচক কুশল প্রশ্নাদিও করিলেন
না, একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কহিলেন—“ভো গোতম, ভিক্ষুসজ্জের সহিত
অন্তকার জন্ত আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন ।

১৩ । শাস্ত্রা সন্নত হইলেন । তিনি শাস্ত্রার সন্মতি জানিয়া বেগে
আপনার নিবাসে আসিয়া খাণ্ড-ভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন । শাস্ত্রা ভিক্ষুসজ্জ-
পরিবৃত হইয়া তাঁহার গৃহে গিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন । ব্রাহ্মণ
যত্নের সহিত পরিবেশন করিলেন । বহু জনসমাগম হইল । ভিন্ন মতাব-
লম্বীরা তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিলে তুই দলের লোক সমবেত হইত ;—

মিছাদিট্ঠিকা—“অজ্জ সমণং গোতমং পঞ্হপুচ্ছায় বিহেঠিয়মানং পন্নিআমা”তি সন্নিপতন্তি ; সম্মাদিট্ঠিকা—“অজ্জ বুদ্ধবিসয়ং বুদ্ধলীলহং পন্নিআমা”তি সন্নিপতন্তি ।

১৪ । অথ ব্রাহ্মণো কতভত্তকিচ্চং তথাগতং উপসংকমিত্বা নীচাসনে নিসিন্নো পঞ্হং পুচ্ছি—“ভো গোতম, তুমহাকং দানং অদত্তা, পূজং অকত্তা, ধম্মং অমুত্তা, উপোসথবাসং অবসিত্তা কেবলং মনোপসাদমত্তেনেব সগ্গে নিব্বত্তা নাম হোন্তী”তি ?

“ব্রাহ্মণ, কস্মা মং পুচ্ছসি ? ননু তে পুত্তেন মটুকুগুলিনা ময়ি মনং পসাদেত্তা অন্তনো সগ্গে নিব্বত্ত ভাবো কথিত্তো”তি ?

“কদা ভো গোতমা”তি ?

“ননু ত্বং অজ্জ সুসানং গত্ত্বা কন্দন্তো অবিদুরে বাহা

ভিন্ন মতাবলম্বীরা আসিত—“আজ্জ প্রপ্প জিজ্ঞাসায় শ্রমণং গোতমকে উত্যক্ত দেথিব ; সন্ধর্ম্মীরা আসিত—“অত্ত বুদ্ধলীলা, বুদ্ধ বিষয় দেথিব ।

১৪ । ভোজন-কৃত্য অবসান হইলে ব্রাহ্মণ তথাগতের নিকট গমন করিয়া নীচ আসনে উপবেশন করিয়া প্রপ্প জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভো গোতম, আপনাকে দান না দিয়া, পূজা না করিয়া, আপনার মুখে ধর্ম্ম না শুনিয়া, উপোসথ পালন না করিয়া, কেবল আপনার প্রতি চিত্ত-প্রসাদ বলেই স্বর্গে যাওয়া যায় কি ?”

“ব্রাহ্মণ, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? তোমার পুত্র মটুকুগুলী আমার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়া নিজের স্বর্গে যাওয়ার বিষয় তোমাকে বলে নাই কি ?”

“কখন ভো গোতম ?”

“তুমি আজ শ্মশানে যাইয়া যখন কাঁদিতেছিলে তখন অদূরে বাহুতে

পগয়্হ কন্দন্তুং একং মাণবং দিস্বা “অলঙ্কতো মট্টকুণ্ডলী মাল-
ভারী হরিচন্দনুজ্জদো”তি দ্বিহি জনেহি কথিতকথং পকাসেস্তুে
সব্বং মট্টকুণ্ডলীবথুং কথেসি।

১৫। তেনেবেতং বুদ্ধভাসিতং নাম জাতং। তং কথেন্না
চ পন “ন খো ব্রাহ্মণ একসতং, ন ছে সতানি, অথ খো ময়ি মনং
পসাদেহ্বা সগেে নিব্বত্তানং গণনা নাম নথী”তি আহ। মহাজনো
ন নিব্বমতিকো হোতি। অথন্নি অনিব্বমতিকভাবে বিদিস্বা
সথা মট্টকুণ্ডলীদেবপুত্তো বিমানেনেব সন্ধিং আগচ্ছতু’তি অবি-
ট্টাসি। সো তিগাবুতপ্পমাণেনেব দিব্বাত্তরণ পতিমণ্ডিতেন অভ-
ভাবেনাগস্তা বিমানা ওরুয়্হ সথারং বন্দিহ্বা একমন্তুং অট্টাসি।

চক্ষু চাক্ষুয়া একজন মানব কাঁদিতোছিল দেখিয়া তুমি ‘মৃষ্টকুণ্ডল ভূষিত
অবয়ব’ ইত্যাদি কথায় তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলে নহে কি?’
শাস্তা দুই জনের কথোপকথন প্রকাশ করিয়া বলিতে গিয়া সমস্ত মৃষ্ট-
কুণ্ডলীর উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন।

১৫। এই জন্ত এই উপাখ্যান বুদ্ধ কথিত বলিয়া বলা হইয়াছে।
এই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া ভগবান বলিলেন—“ব্রাহ্মণ, একশত, দুইশত
নহে; আমার প্রতি প্রসন্ন চিত্ত হইয়া কত লোক যে স্বর্গে গিয়াছে,
তাহার ইয়ত্তা নাই। সমবেত জনমণ্ডলী নিঃসন্দেহ হইল না। তাহারের
সন্ধিগ্ধ ভাব জানিয়া শাস্তা অধিষ্ঠান করিলেন যে মৃষ্টকুণ্ডলী দেবপুত্র
বিমানের সহিত আগমন করুক। সেই দেবপুত্র দিব্বাত্তরণ প্রতিমণ্ডিত,
ত্রি-গব্যুতি প্রমাণ শরীরে আসিয়া বিমান হইতে অবরোহন করিলেন এবং
শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন।

অথ নং সখা: “ত্বং ইমং সম্পত্তিং কিং কস্মৎ কস্মা পটিলভী”তি
পুচ্ছস্তো :—

“অভিক্ষেপ্তেন বগ্নেন য়া ত্বং তিষ্ঠসি দেবতে,
ওভাসেস্তি দিসা সৰ্বা ওসধী বিয় তারকা ;
পুচ্ছামি তং দেব মহানুভাব মনুজভূতো কিমকাসি পুত্রঃ”তি ?

গাথমাহ । দেবপুস্তো “অয়ং মে ভস্তে, সম্পত্তি তুমেষু মনঃ
পসাদেত্বা লদ্ধা”তি ।

“ময়ি মনঃ পসাদেত্বা লদ্ধা তে”তি ?

“আম ভস্তে”তি ।

১৬ । মহাজনো দেবপুত্রঃ ওলোকেশ্বা “অচ্ছরিয়া বত ভো
বুদ্ধগুণা অদিন্নপূৰ্বকব্রাহ্মণস্য পুস্তো নাম অত্রঃ কিঞ্চি পুত্রঃ

শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি এই দিব্য শ্রীসম্পত্তি কোন
কস্মের কলে পাইয়াছ ?” এই বলিয়া গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন :—

“স্থিত যে দেবতা তুমি কাস্তবরণেতে
উদ্ভাসিয়া দশদিক তারা ওষধিরে
যথা, কিবা করেছিলে পুণ্য ভূলোকেতে
হে প্রভাবশালী দেব, শুধাই তোমারে ?”

দেবপুত্র কহিলেন—“প্রভু, আমার এই শ্রীসম্পত্তি আপনাতে মন প্রসন্ন
করিয়াই পাইয়াছি ।”

“আমাতে মন প্রসন্ন করিয়াই পাইয়াছ ?”

“ইহা প্রভু !”

১৬ । সমবেত জনমণ্ডলী দেবপুত্রকে দেখিয়া সন্তোষ বাক্যে বলিতে লাগিল—
“অহো, বুদ্ধের গুণসমূহ আশ্চর্য্য ! অদিন্নপূৰ্বক ব্রাহ্মণের ছেলে অত্র কোন পুণ্য

অকত্বা সখরি মনং পসাদেত্বা এবরূপং সম্পত্তিং পটিলভী”তি
তুট্টিং পবেদেসি । অথ “নেসং কুসলাকুসলকস্মকরণে মনো
পুব্বঙ্গমো মনোসেটেটা পসল্লেন হি মনেন কতকস্মং দেবলোকং
মনুসলোকং গচ্ছন্তং পুগলং ছায়াব নবিজ্জহতী”তি ইদং বথুং
কথেন্না অনুসঙ্কিং ঘটেত্বা পতিট্টাপিতমত্তিকং সাসনং রাজমুদ্দায়
লঞ্জন্তো বিয় ধম্মরাজা ইমং গাথমাহ :—

“মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেটেটা মনোময়া,
মনসা চে পসল্লেন ভাসতি বা করোতি বা ;
ততো নং স্তম্মময়েতি ছায়াব অনপায়িনী”তি । ২

না করিয়া কেবল শাস্তার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়াই এইরূপ ত্রীসম্পত্তি
লাভ করিয়াছে ।” অতঃপর শাস্তা কহিলেন—“লোকদের কুশলাকুশল
কস্মকরণে মন পূর্বঙ্গম, মন শ্রেষ্ঠ, মানব দেবলোকে উৎপন্ন হউক
বা মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হউক প্রসন্ন মনে করা কাজ ছায়ার ত্রায় তাহাকে
ত্যাগ করে না ।” এই কাহিনী কহিয়া পূর্বাপর বৃত্তান্ত সংযোগ করিয়া
কৃত শিরোনাম শাসনে রাজমুদ্দো অঙ্কিত করার ত্রায় ধর্মরাজ এই
গাথা কহিলেন :—

“মনস্পূর্বঙ্গম ধর্মচয়,
মনঃশ্রেষ্ঠ, মনোময়,
স্তপ্রসন্ন মনে যদি কোন একজন,
বলে কোন কথা কিছু করে বা করম ;
ছায়া যথা সকলেরি সঙ্গে সঙ্গে ধায়,
তথা স্তম্ম সদা তার পাছে পাছে যায় ।” ২

১৭। তথ্য কিঞ্চাপি “মনো”তি অবিসেসেন সববস্পি চতু-
ভূমকচিন্তং বুদ্ধতি। ইমস্মিং পন পদে নিয়মিয়মানং ববথাপিয়-
মানং পরিচ্ছিত্তিয়মানং অর্টবিধং কামাবচর কুসলচিন্তং লভুতি,
বথুবসেন পন হরীয়মানং ততোপি সোমনস্ৰসহগতঃ এগণসম্পয়ত
চিন্তমেব লভুতি।

“পূর্বঙ্গমা”তি তেন পঠমগামিনা হস্তা সমন্বাগতা।

“ধম্মা”তি বেদনাদয়ো তয়ো খন্ধা, এতেসং হি উল্লাদ-
পচ্চয়র্টেন সোমনস্ৰ সম্পয়ন্ত মনো পূর্বঙ্গমো এতেসন্তি = মনো-
পূর্বঙ্গমা নাম। যথা হি বল্লসু একতো হস্তা মহাভিক্কুসজ্জস চীবর
দানাদীনি বা উলারপূজা ধম্মসবণ দীপমালা করণাদীনি বা পুঞ্জানি
করোন্তেসু “কো এতেসং পূর্বঙ্গমো”তি বৃত্তে—য়ো তেসং
পচ্চয়ো হোতি, যং নিস্সায় তে তানি পুঞ্জানি করোন্তি, সো

১৭। তথায় “মন” বলিলে—সম্পূর্ণ চাতুর্ভূমিক চিন্ত সমূহ বুঝায়।
কিন্তু এই পদে নিয়ম্যমান, ব্যবস্থাপ্যমান ও পরিষ্কৃত্যমান ভেদে আট
প্রকার কামাবচর কুশল চিন্তই লক্ষিত হইতেছে। তৎমধ্যে বস্ত ভেদে
বিভক্ত করিলে সৌমনস্ৰ সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিন্তই লাভ করিতেছে।

“পূর্বঙ্গম”—তদ্বারা প্রথম গামী হইয়া সমাগত।

“ধম্মচয়”—বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন অরূপস্বক, উৎপাদন
প্রত্যয়ার্থে সৌমনস্ৰ সম্প্রযুক্ত মন ইহাদের পূর্বঙ্গম, এই বলিয়া মনস্পূর্বঙ্গম
বলা হইয়াছে। যেমন বহুলোক একত্র হইয়া মহাভিক্কুসজ্জকে
চীবর দান বা সাড়ম্বর পূজা, ধম্ম শ্রবণ অথবা দীপমালাকরণ প্রভৃতি
পুণ্যকর্ম করিলে, কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে—“ইহাদের পূর্বঙ্গম বা অগ্রণী
কে ?” তখন যেমন ঐহার চেষ্টায় এই সকল পুণ্যকার্য্য হইয়াছে
বা ঐহাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া এই সকল সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি

তিস্রো বা ফুস্রো বা তেসং পুৰ্ব্বঙ্গমোতি বুচ্চতি ; এবং সম্পদমিদং বেদিতব্বং । ইতি উল্লাদপ্লচ্চয়র্চেন মনো পুৰ্ব্বঙ্গমো এতেসন্তি = মনোপুৰ্ব্বঙ্গমা । নহি তে মনে অনুপ্লজ্জন্তে উপ্লজ্জিতুং সঙ্কোন্তি । মনো পন একচ্চেসু চেতসিকেসু অনুপ্লজ্জন্তেসুপি উপ্লজ্জতি য়েব । অধিপতি বসেন মনো সেট্টো এতেসন্তি = মনোসেট্টো । যথা হি গণাদীনং অধিপতি পুরিসো গণসেট্টো সেণিসেট্টোতি বুচ্চতি, তথা তেসম্পি মনোসেট্টো । যথা পন সুবল্লাদীহি নিপ্লন্নানি তানি তানি ভণ্ণানি সুবল্লময়াদীনি নাম হোন্তি, তথা এতেপি মনতো নিপ্পল্লত্তা মনোময়া নাম ।

“পসন্নেনা”তি—অনভিঙ্কাদীহি গুণেহি পসন্নেনা ।

“ভাসতি বা করোতি বা”তি—এবরূপেন মনেন ভাসন্তো চতুর্বিধং বচীসুচরিতমেব ভাসতি, করোন্তো তিবিধং কায়সুচরিতমেব

তিশুই হউন আর ফুশুই হউন তাহাকে অগ্রণী বলা হয় ; ইহাও সেইরূপ জ্ঞাতব্য । এইরূপে উৎপাদন হেতু অর্থে মনঃপূর্ব্বঙ্গম ইহাদের এই অর্থে মনস্পূর্ব্বঙ্গম । মন উৎপন্ন না হইলে ইহারা উৎপন্ন হইতে পারে না । মন কিন্তু কোন কোন চৈতনিক উৎপন্ন না হইলেও উৎপন্ন হয় । অধিপতিবশে মন ইহাদের শ্রেষ্ঠ মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন গণাদির অধিপতি বা নায়কগণ শ্রেষ্ঠ বা শ্রেণী শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় ; সেইরূপ মনও ধর্ম সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন সুবর্ণাদি দ্বারা নির্মিত ভাণ্ড সমূহ সুবর্ণময়াদি বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ ধর্মসমূহ মন হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনোময় ।

“প্রসন্ন”—অভিধ্যা বা লোভাদির অবিভ্রমানতা হেতু সুপ্রসন্ন ভাববৃত্ত ।

“করে কিম্বা ভাষে”—এইরূপে ভাষণ করিবার সময় চতুর্বিধ বাক্যসুচরিতই ভাষণ করে, কার্য্য করিলে ত্রিবিধ কায়-সুচরিতই

করোতি, অভাসন্তো অকরোন্তো। তেহি অনভিজ্ঞাদীহি পসন্নমন-
সত্যয় ত্ৰিবিধং মনো স্ফুরিতং পুরেতি, এবমঙ্গ দসকুসলকম্পপথা
পারিপূরিং গচ্ছন্তি ।

“ততো নঃ স্ফুমস্বেতী”তি— ততো ত্ৰিবিধস্ফুরিততো তঃ
পুগলং স্ফুমস্বেতি । ইধ তেভুমকম্পি কুসলং অধিলেভং ।
তস্মা তেভুমকস্ফুরিতানুভাবেন স্ফুগতিভবে নিব্বত্তং পুগলং
দুগতিয়ং বা স্ফুথানুভবনট্টানে ঠিতং কাযবথুকম্পি ইতরবথু-
কম্পি অবথুকম্পীতি কাযিকচেতসিকং বিপাকস্ফুং অনুগচ্ছতি ;
ন বিজহতীতি অথো বেদিতবেবা । যথা কিং :—

“ছায়াব অনপায়িনী”তি— যথা হি ছায়া নাম সরীরপটিবন্ধা,
সরীরে গচ্ছন্তে গচ্ছতি, তিষ্ঠন্তে তিষ্ঠতি, নিসীদন্তে নিসীদতি,

আচরণ করা হয় ; কিছু না করিলেও কিছা না বলিলেও লোভাদির অভাব
হেতু প্রসন্ন মানসতার কারণে ত্ৰিবিধ মনোস্ফুরিত আচরণ করা হয় ।
এইরূপে দশকুশল কর্মপথ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ।

“তথা স্ফুম সদা তার পাছে পাছে যায়”—ত্রিবিধ স্ফুরিত হইতে
উৎপন্ন স্ফুম কারকের অনুগমন করে । এইস্থলে কাম, রূপ ও অরূপ
এই তিন ভূমির কুশলই অভিপ্রেত । তদ্ব্যতিরিক্ত ত্ৰৈভূমিক স্ফুরিত প্রভাবে
স্ফুগতি ভবে উৎপন্ন ব্যক্তির দুর্গতি বা স্ফুথানুভব স্থানে স্থিত কাযবিষয়ক
বা অগ্র বিষয়ক বা অবিষয়ক কাযিক ও চৈতসিক বিপাক-স্ফুম অনুগমন
করে । অর্থাৎ এবম্বিধ স্ফুম তাহাকে ত্যাগ করে না । যথা তাহা কিরূপ :—

“অনপায়ী ছায়া দম”—ছায়া যেমন শরীরে প্রতিবন্ধ, শরীর
চলিলে চলে, দাঁড়াইলে দাঁড়ায়, উপবেশন করিলে উপবেশন করে,

ন সন্ধা সশেহন বা ফরসেন বা নিবস্তাহী'তি বহা বা পোঠেহা
বা নিবস্তাপেতুং । কস্মা ? সরীরপটিবন্ধতা । এবমেব ইমেসং
দসন্নং কুসলকম্পপথানং আচিরসমাচিরমূলকং কামাবচরাদিভেদং
কায়িকচেতসিকম্মুখং গতগতট্টানে অনপায়িনী ছায়াবিয় হহা
ন বিজহতী'তি ।

গাথাপরিয়োসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহজানং ধম্মাভিসময়ো
অহোসি । মট্টকুণ্ডলীদেবপুত্তো সোতাপত্তিকলে পতিট্টহি । তথা
অদিম্পুব্বকো ব্রাহ্মণো । সো তাবমহম্মুং বিভবং বুদ্ধসাসনে
বিম্বকিরী'তি ।



নম্র বা পক্ষ্য বাক্য বলিয়া নিবৃত্ত হও বলিলে, অথবা দণ্ডেরদ্বারা প্রহার করিলেও
নিবৃত্ত করা যায় না । কারণ ইহা যে শরীর প্রতিবন্ধ । সেইরূপ এই
দশবিধ কুশল কাম্পপথের দ্বারা আচরিত সমাচরিত কামাবচরাদি বিবিধ
প্রকার কায়িক ও চৈতসিক মুখ অনপায়িনী ছায়ার ছায় কারক যেইখানে
যাউক না কেন তাহাকে ত্যাগ করে না ।

গাথা শেষ হইলে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধর্ম্মাববোধ হইয়াছিল ।
মট্টকুণ্ডলী দেবপুত্র সোতাপন্ন হইয়াছিলেন । সেইরূপ অদিম্পুব্বক ব্রাহ্মণও
ব্রাহ্মণ তাঁহার সেই বিপুল সম্পত্তি বুদ্ধ শাসনে দান করিয়াছিলেন ।



খুল্লতিস্‌সথের বথু । ৩

“অকোচ্ছি মং”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেত্তবনে বিহ-
রন্তো তিঅথেরং আরত্তু কথেসি ।

১ । সো কিরায়স্মা ভগবতো পিতুচ্ছাপুত্তো, মহল্লককালে
পম্বজিতো, বুদ্ধানং উল্লমলাভসকারং পরিভুজ্জন্তো খুল্লসরীরো.
আকোটিতপচ্চাকোটিতেহি চীবরেহি য়েভুয়োন বিহারমঞ্চে উপ-
ট্টানসান্নায়ং নিসীদতি ।

স্থূলতিস্‌ স্থবিরের উপাখ্যান । ৩

“আমাকে আক্রোশ করিয়াছে” এই ধর্ম্মদেশনা শাস্তা জেত্তবনে
অবস্থান কালীন তিস্‌ স্থবিরের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

১ । আয়ুয়ান্ স্থূলতিস্‌ স্থবির ভগবানেস্স পিসত্তুভ ভাই । তিনি
বুদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন । বুদ্ধ ও তাঁহার শ্রাকবগণের পুণ্য-
শ্রেতাবে উৎপন্ন সাত-সংকার পরিভোগ করিয়া করিয়া তিনি স্থূল হইয়া-
ছিলেন । তিনি পিটিয়া পিটিয়া স্তম্ভরভাবে রং করা চীবর পরিধান করিয়া
প্রায়ই বিহার-মধ্যস্থ উপস্থান-শালায় বসিয়া থাকিতেন ।

২ । তথাগতং দম্ভনায় আগতা অগম্ভকা ভিক্ষু “একো মহাথেরো ভবিম্মতী”তি সঞায় তম্ম সন্তিকং গম্মা বত্তং আপুচ্ছন্তি, পাদসম্বাহনাদীনি আপুচ্ছন্তি, সো তুণ্হী হোতি । অথ নং একো দহর ভিক্ষু “কতিবম্মা তুম্হে”তি পুচ্ছিত্বা “বম্মং নথি, মহম্মককালে পব্বজ্জিতা ময়ং”তি বৃত্তে “আবুসো দুম্মিনীত মহ-ম্মক, অন্তনো পমাণং ন জানাসি ! এত্তকে মহাথেরে দিম্মা সামীচি-মত্তম্পি ন করোসি, বত্তে আপুচ্ছিয়মানে তুণ্হী হোসি, কুক্কুচ-মত্তম্পি তে নথী”তি অচ্ছরং পহরি । সো খত্তিয়মানং জনেত্বা “তুম্হে কম্ম সন্তিকং আগতা”তি পুচ্ছিত্বা “সথু সন্তিকং”তি বৃত্তে

২ । তথাগতকে দর্শন করিবার জন্তু আগত ভিক্ষুরা, “ইনি একজন মহাস্থবির হইবেন” এই ভাবিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার প্রতি উঁহাদের কোন করণীয় আছে কি না, তাঁহার পাদ-মর্দনাদি করিতে হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন । তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন । অনন্তর একদিন এক যুবকভিক্ষু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনার [ভিক্ষু জীবনের] কত বর্ষ ?” তিনি কহিলেন—“বর্ষ হয় নাই, বৃদ্ধবয়সে প্রব্রজ্যা নিয়াছি ।” অপর ভিক্ষু বলিলেন—“আবুস তুম্মিনীত বৃদ্ধ, নিজের প্রমাণ জান না ! এতবড় মহাস্থবিরকে দেখিয়া সৌজন্তু মাত্র প্রকাশ কর না, করণীয় ব্রত জিজ্ঞাসা করিলে চুপ করিয়া থাক, সঙ্কোচ মাত্রও তোমার নাই !” এই বলিয়া তিনি তুড়ি দিলেন । তিষ্ঠ্য ক্ষত্রিয়াভিমাণে অভিমান হইয়া কহিলেন—“আপনারা কাহার নিকট আসিয়াছেন ?” তাঁহারা বলিলেন—“শান্তার নিকট ।” তিনি

“মং পন কো এসো”তি সল্লক্ষেথ, মূলমেব বো ছিন্দিসামী”তি বহা রুদন্তো দুক্ষি দুস্মনো সথুসন্তিকং অগমাসি ।

৩ । অথ নং সথা “কিন্নু খো ত্বং তিস্স, দুক্ষী দুস্মনো অঙ্গুমুখো রুদমানো আগতোসী”তি পুচ্ছি । তে পি ভিক্ষু”এস গত্তা কিঞ্চি আলোং করেয়্যা”তি তেনেব সন্ধিং গত্তা সথারং বন্দিয়া একমন্তং নিসীদিংসু, সো সথারা পুচ্ছিতো “ইমে মং ভন্তে, ভিক্ষু অক্কোসন্তী”তি আহ ।

“কহং পন ত্বং নিসিম্বোসী”তি ?

“বিহারমঞ্জে উপট্যানসালায়ং ভন্তে”তি ।

“ইমে তে ভিক্ষু আগচ্ছন্তা দিট্টা”তি ?

“আম দিট্টা ভন্তে”তি ।

বলিলেন— “আমাকে কে বলিয়া মনে করেন ? আপনাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া তবে ছাড়িব ।” এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে, দুর্মনায়মান হইয়া শাস্তার নিকট গমন করিলেন ।

৩ । অতঃপর শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “কি হে তিষ্য, তুমি দুঃখী, দুর্মনা ও অশ্রুশূথ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছ যে ?” সেই ভিক্ষুরাও, “ইনি যাইয়া কথার গোলমাল করিতে পারেন” এই ভাবিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া শাস্তাকে বন্দনা পূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন । ভগবান জিজ্ঞাসা করিলে তিষ্য হৃবির কহিলেন— “ভন্তে, এই ভিক্ষুরা আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন ”

“তুমি কোথায় বসিয়াছিলে ?”

“বিহারে উপস্থান-শালায় ।”

“তুমি এই ভিক্ষুরা আসিতে দেখিয়াছিলে ত ?”

“হঁ ভন্তে, দেখিয়াছিলাম” ।

“উট্টায় তে পচ্ছুগামনং কতং”তি ?

“ন কতং ভন্তে”তি ।

“পরিষ্কার গহণং আপুচ্ছিতং”তি ?

“নাপুচ্ছিতং ভন্তে”তি ।

“আসনং অতিহরিষা পাদসম্বাহনং কতং”তি ?

“ন কতং ভন্তে”তি ।

“ভিক্ষু, মহল্লক ভিক্ষুণং সৰ্বমেতং বস্তং কাতব্বং, এতং অকরোন্তেন হি বিহারমশ্বে নিসীদিতুং ন বট্টিতি, তবেব দোসো, এতে ভিক্ষু খমাপেহী”তি ।

“এতে মং ভন্তে, অক্কোসিংসু, নাহং এতে খমাপেমী”তি ।

“ভিক্ষু, মা এবং করি, তবেব দোসো, খমাপেহি নে”তি ।

“ন খমাপেমি ভন্তে”তি ।

“তুমি উট্টায় গুদের আশুবাড়াইয়া আনিয়াছিলে কি ?”

“তাহা করি নাই ভন্তে !”

“তাহাদের পাত্র-চীবর নিতে চাহিয়াছিলে ?”

“চাহি নাই ভন্তে !”

“বসিতে আসন দিয়া পাদমর্দন করিয়াছ ?”

“না ভন্তে, করি নাই ।”

“ভিক্ষু, বহুঃবৃদ্ধ ভিক্ষুদের এ সকল ব্রত করা উচিতং । এই সব বে না করে, সে বিহারের মধ্যে উপবেশন করা উচিতং নহে, তোমারই দোষ, এই ভিক্ষুদের নিকট ক্ষমা চাও ।”

“গুঁরাই আমাকে আক্রোশ করিয়াছিলেন, আমি গুঁদের কাছে ক্ষমা চাহিব না ।”

“হে ভিক্ষু, এমন করিওনা, তোমারই দোষ, ক্ষমা চাও ।”

“না ভন্তে, আমি ক্ষমা চাহিব না ।”

৪। অথ সখা “দুৰ্বচো এস ভন্তে”তি ত্তেহি ভিক্ষুহি বুন্তে
“ন ভিক্ষবে, ইদানেব পুৰ্বেপেস দুৰ্বচোয়েব”তি বহা “ইদানি
ভাবন্ন ভন্তে, দুৰ্বচ ভাবো অমেহহি ঞ্ণাতো, অতীতে কিং অকাসী”তি
বুন্তে “তেন হি ভিক্ষবে, স্তৃণাথা”তি বহা অতীতং আহরি।

“অতীতে বারাণসিয়ং বারাণসী রাজে রজ্জং কারেন্তে
দেবলো নাম তাপসো অর্চ্যমাসে হিমবন্তে বসিত্বা লোগস্থিল
সেবনথায় চত্তারো মাসে নগরং উপনিজায় বসিতুকামো হিম-
বন্ততো আগস্ত্বা নগরঘারে দারকে দিষা পুচ্ছি—“ইমং নগরং
সম্পত্তা পবজিতা কথ বসন্তী”তি ?

“কুন্তকারসালায়ং ভন্তে”তি।

৫। ভিক্ষুগণ কহিলেন—“প্রভু, এই ভিক্ষু বড় দুর্কচ।” ভিক্ষুরা
এই কথা বলিলে শাস্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, সে যে কেবল এখন দুর্কচ
ভাৱা নয়, পূর্বেও দুর্কচ ছিল।” ভিক্ষুগণ কহিলেন—“প্রভু, ওর বর্তমান
দুর্কচতা আমরা জানিলাম, অতীতে সে কি করিয়াছিল?” ভগবান
কহিলেন—“তবে ভিক্ষুগণ শুন।” এই বলিয়া পূর্ববৃত্তান্ত বলিলেন :—

“পুরাকালে বারাণসীতে বারাণসী রাজা রাজত্ব করিবার সময় দেবল
নামক এক তাপস অর্চ্যমাস হিমালয়ে বাস করিয়া লবণ ও অন্ন সেবন
করিবার জন্য চারি মাস নগরের সান্নিধ্যে বাস করিতে ইচ্ছুক হইল।
সে হিমালয় হইতে আসিয়া নগরঘারে এক বালককে দেখিতে পাইয়া
জিজ্ঞাসা করিল—“প্রব্রজিতেরা এই নগরে আসিয়া কোথায় বাস করেন?”

“কুন্তকার-শালায় ভন্তে!”

৫। তাপসো কুস্তকারসালং গস্তা দ্বারে ঠহা “সচে তে ভগব অগরু বসেয়্যাম একরত্তিং সালায়া”তি আহ ।

কুস্তকারো “ময়্হং রত্তিয়ং সালায় কিচ্চং নথি, মহতী সালা, যথানুথং বসথ ভন্তে”তি, সালাং নীয়াদেসি । তস্মিং পবিসিত্তা নিসিন্ধে অপরোপি নারদো নাম তাপসো হিমবন্ততো আগস্তা কুস্তকারং একরত্তিবাসং য়াচি ।

৬। কুস্তকারো “পঠমমাগতো ইমিনা সন্ধিং একতো বসিতু-কামো ভবেয়্য বা নো বা অন্তানং পরিমোচেআমী”তি চিন্তেত্ত্বা “সচে ভন্তে, পঠমমুপগতো রোচেত্ততি তত্ত রুচিয়া বসথা”তি আহ । সো তং উপসংকমিত্তা “সচে তে আচরিয় অগরু ময়স্পেথ একরত্তিং বসেয়্যামা”তি ।

৫। তাপস কুস্তকার-শালায় গিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল—
“ওহে ভাগ্যবান, যদি তুমি ভার মনে না কর, তবে একরাত্রি শালায় বাস করিব।”

কুস্তকার—“রাত্রিতে শালায় আমার কোন কাজ নাই, প্রকাণ্ড শালা আপনি যথানুখে থাকুন ভন্তে!” এই বলিয়া শালা প্রদান করিল । সে শালায় প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলে নারদ নামক আর একজন তাপস হিমালয় হইতে আসিয়া কুস্তকার-শালায় একরাত্রি বাস করিতে প্রার্থনা করিল ।

৬। কুস্তকার চিন্তা করিল—“পূর্বে যিনি আদিয়াছেন তিনি এঁর সঙ্গে থাকিতে চাহিবেন কি-না ত জানি না, নিজকে বাঁচাইব।” এই মনে করিয়া বলিলেন—“ভন্তে, পূর্বে যিনি আদিয়াছেন তাহার যদি অভিক্রুচি হয়, তবে থাকুন।” নারদ তাহার কাছে গিয়া বলিল—“আচার্য্যবর, যদি আপনার অনুবিধা না হয়, আমিও একরাত্রি এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করি।”

“মহতী সালা পবিসিহা একমন্তে বসা”তি বুন্তে পবিসিহা পুরেতরং পবির্টআপরভাগে নিসীদি, উভোপি সারাণীয়ং কথং কথেন্না নিপজ্জিঃসু ।

৭ । সয়নকালে নারদো দেবলজ্জ নিপজ্জনট্টানঞ্চ দ্বারঞ্চ সল্ল-
স্কেহা নিপজ্জি । সো পন দেবলো নিপজ্জমানো অন্তনা নিসিন্ন-
ট্টানে অনিপজ্জিহা দ্বারমঞ্চে তিরিয়ং নিপজ্জি । নারদো রত্তিঃ
নিস্বমন্তো তজ্জ জটাসু অকমি ।

“কো মং অকমী”তি চ বুন্তে—

“আচরিয়, অহং”তি আহ ।

“কূটজটিল, অরপ্রতো আগস্থা মম জটাসু অকমসী”তি ।

“আচরিয়, তুম্বাহকং ইধ নিপন্নভাবং নজ্জানামি,

“প্রকাণ্ডশালা, প্রবেশ করিয়া একপার্শ্বে থাক ।” সে এই কথা বলিলে নারদ প্রবেশ করিয়া পূর্ব প্রবিষ্টের অপর দিকে উপবেশন করিল । উভয়ে কুশল প্রস্নাদি করিয়া শয়ন করিল ।

৭ । শয়নকালে নারদ দেবলের শয়নস্থান ও দরজা ভালরূপ নির্ণয় করিয়াই শয়ন করিল । দেবল কিন্তু শয়নের সময় নিজের উপবিষ্ট স্থানে শয়ন না করিয়া দরজায় গিয়া প্রস্থাকারে শয়ন করিল । নারদ রাত্তিতে বাহিরে যাইবার সময় অজ্ঞাতসারে তাহার জটা পদদলিত করিল । দেবল বলিয়া উঠিল—“কে আমাকে মাড়াইয়া গেল ?”

“নারদ উত্তর করিল—“আচার্য্য, আমি ।”

“হে কূটজটিল, বন হইতে আসিয়া আমার জটা আক্রমণ করিলি ।”

“আচার্য্য, আপনি যে এইখানে শুইয়াছেন তাহা ত জানি না ;

খমথ মে”তি । বহু তন্ন কন্দস্ত্বেব বহি নিস্কমি । ইতরো “অয়ং পবিসস্তোপি মং অকমেয়্যা”তি পরিবত্তিত্বা পাদট্টানে সীসং কহা নিপজ্জি । নারদোপি পবিসস্তো “পঠমম্পাহং আচরিয়ে অপরঙ্খিং, ইদানিঅ পাদপঞ্চে ন পবিসিআমী”তি চিস্তেহা আগচ্ছন্তো গীবায় অকমি ।

“কো এসো”তি চ বুত্তে—

“অহং আচরিয়া”তি বহু—

“কূটজ্জটিল, পঠমং জটাসু অকমিত্বা ইদানি গীবায় অক-
মসি, অভিসপিআমি তং”তি বুত্তে :—

“আচরিয়, ময়ং দোসো নথি, অহং তুমহাকং এবং
নিপন্নভাবং ন জানামি, পঠমম্পি আচরিয়ে অপরঙ্খিং, ইদানি

আমাকে ক্ষমা করুন।” এই বলিয়া তাহার ক্রন্দন সত্ত্বেও বাহিরে গেল। দেবল চিন্তা করিল—“সে আমাকে প্রবেশ করিবার সময়ও পদ-দলিত করুক;” এই ছুরভিসন্ধি করিয়া পরিবর্তিত হইয়া পাদস্থানে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। নারদ প্রবেশ করিবার সময় চিন্তা করিল—“প্রথম একবার আচার্য্যের নিকট অপরাধী হইয়াছি, এবার তাহার পায়ে দিক দিয়া ঢুকিব।” এই মনে করিয়া আসিবার সময় তাহার গ্রীবা পদ-দলিত করিল।

দেবল বলিয়া উঠিল—“কে এ?”

নারদ সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—“আমি আচার্য্য।”

“হে কূটজ্জটিল, প্রথমবার আমার জটা দলিত করিয়া, এখন আবার গ্রীবা আক্রমণ করিলি? আমি তোকে অভিশাপ দিব।”

ইহা শুনিয়া নারদ কহিল—“আচার্য্য, আমার দোষ নাই, আপনি যে এখানে শয়ন করিয়াছেন তাহা জানিতাম না। আমি আচার্য্যের নিকট প্রথমেও অপরাধী হইয়াছি, এইবার

পাদপাশ্রয়ে পবিসিদ্ধামী”তি পবিত্তোমিহ ; খমখ মে”তি আহ ।

“কূটজটিল, অভিসপিন্য়ামি তং ।”

“মা এবং করিখ আচরিয়া”তি ।

সো তন্ন বচনং অনাদিযিহ্না :-

“সহস্ররংসী সততেজো সুরিয়ো তম বিনোদনো,

পাতোদয়ন্তে সুরিয়ে মুদ্ধা তে ফলতু সন্তধা”তি

তং অভিসপিয়েব । নারদো “আচরিয় ময়্হং দোসো নখী”তি

মম বদন্তশ্চৈব তুম্হে অভিসপিন্য়খ, যন্ন দোসো অখি তন্ন মুদ্ধা

ফলতু মা নিদোসন্না”তি বহ্না আহ :-

“সহস্ররংসী সততেজো সুরিয়ো তম বিনোদনো,

“পাতোদয়ন্তে সুরিয়ে মুদ্ধা ফলতু সন্তধা”তি ।

আপনার পায়ের দিক দিয়া প্রবেশ করিব মনে করিয়াই টুকিয়াছি ;
আমাকে ক্ষমা করুন ।

“হে কূটজটিল, তোকে আমি অভিশাপ দিব ।”

“আচার্য্য, এইরূপ করিবেন না ।”

সে তাহার কথা না শুনিয়াই অভিশাপ দিল :-

“সহস্র কিরণ শততেজ সূর্য্য তমঃ বিনোদক

প্রভাতে উদিত্তে তব সাতভাগে ফাটুক মস্তক ।”

নারদ কহিল—“আচার্য্য, আমার দোষ নাই, তাহা বলাতেও আপনি
অভিশাপ দিলেন ; তাহার দোষ আছে তাহার মস্তক ফাটুক, নির্দোষের যেন
না ফাটে ।” এই বলিয়া কহিল :-

“সহস্র কিরণ শততেজ সূর্য্য তমঃ বিনোদক,

প্রভাতে উদয় হ’তে সাতভাগে ফাটুক মস্তক ।”

অভিসপি ।

৮ । সো পন মহানুভাবো অতীতে চন্ডালীস অনাগতে চন্ডালীসাত্তি অসীতিকম্পে অনুজরতি । তস্মা কল্প মুখো উপরি সাপো পতি-
 স্ত্রী”তি উপধারেস্তো আচরিয়স্সাত্তি ঐত্ত্বা তস্মিং অনুকম্পং
 পটিচ্চ ইচ্ছিবলেন অরুণুগামনং নিবারেসি । নাগরা অরুণে
 অনুগাচ্ছন্তে রাজদ্বারং গন্ত্বা “দেব তস্মি রজ্জং কারেস্তে অরুণো
 ন উট্টহতি, অরুণং নো উট্টাপেহী”তি কন্দিংসু । রাজা অন্তনো
 কায়কম্মাদীনি ওলোকেস্তো কিঞ্চি অযুত্তং অদিস্সা কিম্মুখো
 কারণন্তি চিস্তেত্ত্বা ‘পব্বজিতানং বিবাদেন ভবিতব্বন্তি’ পরিসঙ্কমানো
 “কচ্চি ইমস্মিং নগরে পব্বজিতা অথী”তি পুচ্ছি ।

এইরূপে নারদও তাহাকে অভিশাপ দিল ।

৮ । সে মহানুভব ছিল, অতীতের চল্লিশ কল্প ও অনাগতের চল্লিশ
 কল্প, এই আশী কল্পের কথা অম্মস্মরণ করিতে পারিত । সে, কাহার উপর
 এই অভিসম্পাত হইবে তাহা চিন্তা করিয়া জানিতে পারিল যে আচার্য্যের
 উপরই তাহা পড়িবে । ইহা জানিয়া সে দেবলের প্রতি অনুকম্পাপরবশ
 হইয়া ঋদ্ধিবলে সূর্য্যোদয় নিবারণ করিল । নাগরিকেরা সূর্য্যোদয় হই-
 তেছে না দেখিয়া রাজদ্বারে ঘাইয়া কহিল—“দেব, আপনার রাজত্বের
 সময় অরুণোদয় হইতেছে না, আমাদের সূর্য্যোদয় করিয়া দিন ।” এই
 বলিয়া কাঁদিতে লাগিল । রাজা আপনার শারীরিক কষ্টাদি অবলোকন
 করিলেন । কিন্তু নিজের কোন অযুক্তিকর কার্য্য দেখিতে পাইলেন না ।
 ইহার কারণ কি চিন্তা করিয়া প্রব্রজিতদের বিবাদের দ্বারা এমন হইতে
 পারে’ এইরূপ সন্দেহ মনে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই নগরে কোন প্রব্রজিত
 আছেন কি ?”

“হীয়ে্যা সায়ং কুস্তকারসালায় আগতা অথি দেবা”তি
বুন্তে—তং খণশ্রেব রাজা উকাহি ধারিয়মানাহি তথ গস্তা নারদং
বন্দিত্বা একমস্তং নিসিন্নো আহ :—

“কশ্বস্তা নগ্নবস্তস্তি জশ্বদীপজ নারদ ,

কেন লোকো তমোভূতো তন্মে অশ্বাহি পুচ্ছিতো”তি ।

৯ । নারদো সৰং তং পবন্তিং আচিন্ধি—“ইমিনা কারণে-
নাহং ইমিনা অভিসপিতো, অথাহং ময়ুহং দোসো নথি যজ
দোসো অথি তন্নেব উপরি সাপো পততু’তি বহা অভিসপিং,
অভিসপিহা চ পন কজ নুখো উপরি সাপো পতিজতী’তি
উপধারেন্তো সুরিয়ুগমনবেলায়ং আচরিয়জ মুক্কা সন্তধা ফলিজতী”তি
দিশ্বা এতস্মিং অনুকম্পং পটিচ অরুগজ উগাস্তং ন দেমী’তি ।

“দেব, গতকল্য সন্ধ্যার সময় ছুইজন আসিয়া কুস্তকার-শালার
অবস্থান করিতেছেন।” লোকেরা এই কথা বলিলে রাজা সেই মুহূর্তেই
মশালধারীদের সহিত তথায় যাইয়া নারদকে বন্দনা পূর্বক একপার্শ্বে উপ-
বেশন করিয়া কহিলেন :—

“জশ্বদীপে কশ্ব আহি প্রবর্তিত হ’তে না’রে,

তমঃ কেন আবরিল হে নারদ ! এ’সংসারে ?

জিজ্ঞাসি তোমারে তাহা, সে কারণ বল মোরে ।

৯ । নারদ সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিল—“এই কারণে ইনি
আমাকে অভিশাপ দিয়াছেন; আমিও বলিয়াছি—আমার কোন দোষ নাই,
যাহার দোষ তাহার উপর অভিশাপ পড়ুক। প্রত্যাভিশাপ দিয়া, তাহার
উপর শাপ পড়িবে তাহা অবধারণ করিয়া দেখিলাম স্বৰ্য্যোদয়ের সঙ্গে
সঙ্গেই ইহার মাথা সাত ভাগ হইয়া কাটিয়া যাইবে। তাহা দেখিয়া
তাহার প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া স্বৰ্য্য উঠিতে দিতেছি না।

“কথম্পনম্ম ভস্তে, অন্তরায়ো ন ভবেয়্যা”তি ?

“সচে মং খমাপেয়্য ন ভবেয়্যা”তি ।

“তেন হি খমাপেহী”তি ।

“এসো মহারাজ, মং জটাস্স চ গীবাং চ অক্কমি, নাহং
এত কূটজটিলং খমাপেমী”তি ।

“খমাপেহি ভস্তে, মা এবমকরী”তি ।

“ন মহারাজ, খমাপেমী”তি ।

“মুন্ধা তে সন্তথা ফলিঅতী”তি বুত্তেপি ন খমাপেসি য়েব ।

১০ । অথ নং রাজা “ন ত্বং অন্তনো রুচিয়া খমাপেঅসী”তি
হথপাদকুচ্ছিগীবাস্স তং গাহাপেত্তা নারদম্ম পাদমূলে ওনমাপেসি,
নারদো “উট্টেইহি আচরিয়, খমানি তে”তি বত্তা “মহারাজ,

“ভস্তে, কিসে তাঁহার অন্তরায় হইবে না?”

“যদি আমার নিকট ক্ষমা চায়, তবে অন্তরায় হইবে না।”

“তাহা হইলে আপনি ক্ষমা চান।”

“মহারাজ, সে আমার জটা ও গলা মাড়াইয়াছে, আমি ঐ কূট-
জটিলের কাছে ক্ষমা চাহিব না।”

“ভস্তে, এমন করিবেন না ক্ষমা চান।”

“না মহারাজ, ক্ষমা চাহিব না।”

“আপনার মাথা সাত ভাগে কাটিয়া যাইবে” বলিলেও ক্ষমা চাহিল না।

১০ । অতঃপর রাজা তাহাকে কহিলেন—“আপনি যেচ্ছার ক্ষমা
চাহিবেন না!” এই বলিয়া লোকদ্বারা হস্ত, পদ, কুক্ষি ও গ্রীবাতে
ধরাইয়া নারদের পাদমূলে অবনত করাইলেন। নারদ বলিল—“আচার্য্য,
উঠুন, আপনাকে ক্ষমা করিলাম।” রাজাকে কহিল—“মহারাজ,

নায়াং যথামনেন খমাপেতি, নগরঙ্গ অবিদূরে একো সরো অখি, তত্র
নং সীসে মন্তিকাপিণ্ডং কত্বা গলপ্লমাণে উদকে ঠপাপেহী”তি ।

১১ । রাজা তথা কারেসি । নারদো দেবলং আমন্তেহা “আচ-
রিয় ময়া ইন্ধিয়া বিঅর্টায় সুরিয়সস্তাপে উর্টহস্তে উদকে নিমু-
জ্জিত্বা অশ্ৰেণ ঠানেন উত্তরিত্বা গচ্ছেয়্যাসী”তি আহ । তঙ্গ
সুরিয়রস্মীহি সক্ষুর্টমন্তেব মন্তিকাপিণ্ডো সন্তধা ফলি, সো নিমু-
জ্জিত্বা অশ্ৰেণ ঠানেন পলায়ী”তি ।

১২ । সখা ইমং ধম্মদেসনং আহরিত্বা “তদা ভিক্ষবে, রাজা
আনন্দো অহোসি, দেবলো তিস্সো, নারদো অহমেব । এবং
তদাপেস দুব্বচোয়েবা”তি বত্বা তিস্সথেরং আমন্তেহা—
“তিঙ্গ, ভিক্ষুনো হি অসুকেনাহং অক্কট্টো, অসুকেন পহট্টো,

ইনি স্বেচ্ছায় কমা চান নাই, তাই তাঁহার বিপর সম্পূর্ণ দূর হয় নাই । নগরের
অদূরে এক সরোবর আছে, সেখানে ইনি মন্তকে মাটির পিণ্ড রাখিয়া
তাঁহাকে গলাপ্রমাণ জলে রাখিয়া দিন।”

১১ । রাজা তাহাই করিলেন । নারদ দেবলকে সঘোষন করিয়া
কহিল—“আচার্য্য, আমি ঋদ্ধি ছাড়িয়া দিলে যখন স্বর্ষাসস্তাপ উঠিবে,
তখন জলে ডুব দিয়া অত্রদিক দিগা উঠিয়া চলিয়া যাইবেন । স্বর্ষ্যরশ্মি
দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইবা মাত্র মন্তিকাপিণ্ড সপ্তধা বিদীর্ণ হইল । সে ডুব দিয়া
অত্র স্থানে পলায়ন করিল ।

১২ । শাস্তা এই ধর্মোপদেশ দিয়া ব্যক্তি নির্দেশ করিলেন—
“হে ভিক্ষুগণ, তখন আনন্দ ছিল রাজা ; তিস্য ছিল দেবল ;
আমি ছিলাম নারদ । তিস্য তখনও এমন দুর্ব্বচ ছিল ।” ইহা
বলিয়া শাস্তা “তিস্য স্ববিরকে সঘোষন করিয়া কহিলেন—“তিস্য,
অমুক আমাকে আক্রোশ করিয়াছে, অমুক আমাকে নারিয়াছে,

অসুকেন জিতো, অসুকো খো মে ভণ্ডং অহাসী'তি চিস্তেন্তস্স বেরং
নাম ন বৃপসম্মতি । এবং পন অনুপনযহস্তুঅেব উপসম্মতী"তি
বত্তা ইমা গাথা অভাসি :—

“অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে,
য়ে তং উপনযহস্তু বেরং তেসং ন সম্মতি । ৩

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে,
য়ে তং ন উপনযহস্তু বেরং তেসূপসম্মতী"তি । ৪

অমুক আমাকে পরাঙ্গর করিয়াছে, অমুক আমার জিনিষ চুরি করিয়াছে,
এইরূপ চিন্তা ভিক্ষুরা করিলে তাহাদের বৈরী ভাবের উপশম হয় না।
যে এইরূপ ভাব পোষণ করে না, তাহারই বৈরীভাব উপশম হয়। ইহা
বলিয়া এই গাথাটির তাষণ করিলেন :—

“ভৎ'সিমাছে, মারিমাছে মোরে,
জিনিমাছে, হরিমাছে মোর,—
যারা করে উপনছ তাহা
বৈর সাম্য হ'বে না তা'দের । ৩

ভৎ'সিমাছে, মারিমাছে মোরে,
জিনিমাছে, হরিমাছে মোর,—
উপনছ করে না তা' যারা
বৈর সাম্য হ'বে তাহাদের ।” ৪

১৩। তথ্য “অকোচ্ছী”তি—অকোসি। “অবধী”তি—পহরি। “অঞ্জিনী”তি—কূটসঙ্খি ওতারণেন বা বাদপটিবাদেন বা করণুত্ত-রিয়করণেন বা অজ্জেসি। “অহাসিমে”তি—মম সম্ভকং পত্তাদিসু কিঙ্কিদেব অবহরি। “য়ে তং”তি—য়ে কোচি দেবা বা মনুস্মা বা গহট্টা বা পব্বজিত্তা বা তং। “অকোচ্ছি মং”তি—আদি-বন্ধুং কোধং সকটধুরং বিয় নন্দিনা, পুত্তিমচ্ছাদীনি বিয় চ কুসাদীহি পুনপ্পুনং বেঠেস্সা উপনযহস্সি, তেসং সাকিং উপপ্পং বেরং। “ন সম্মতী”তি—ন বুপসম্মতি। “য়ে তং ন উপনযহস্সী”তি—অসতি অমনসিকার বসেন বা কম্মপচ্চবেস্সং বসেন বা য়ে তং অকোসাদিবন্ধুং কোধং তন্নাপি কোচি নিদোসো পুরিমভবে অকুট্টো ভবিম্মতি, পহট্টো ভবিম্মতি, কূটসঙ্খিং ওতারেত্তা জিত্তো ভবিম্মতি,

১২। তথ্য “ভংসিয়াছে”—আক্রোশ করিয়াছে। “মারিয়াছে”—প্রহার করিয়াছে। “জিনিয়াছে”—কূট সাক্ষের অবতারণা করিয়া বা বাদ-প্রতিবাদের দ্বারা বা শ্রেষ্ঠ কাৰ্য্যকরণদ্বারা পরাজিত করিয়াছে। “হরিয়াছে”—আমার অধিকারের পাত্রাদির মধ্যে কিছু অপহরণ করিয়াছে। “যাহারা তাহা”—যে কোন দেবতা, মনুষ্য, গৃহস্থ বা প্রব্রজিত তাহা। “আমাকে আক্রোশ করিয়াছে”—ইত্যাদিতে নন্দি বৃষভের পশ্চাতে শকট ধুরের শ্রায় ক্রোধ, কুশাদিদ্বারা পুত্তি মংসু পুনঃপুন বেঠেন করার শ্রায় উপনদ্ধ, তাহাদের একবার উৎপন্ন বৈরভাব—“সাম্য হয় না”—উপশম হয় না। “উপনদ্ধ করে না তা’ যারা”—যাহারা বিশ্বৃতি বা অগ্গমনরুতা বশত উৎপন্ন বৈরী ভাব পোষণ করে না, অথবা কৰ্ম প্রত্যাবেক্ষণ করিয়া ভাবে যে তুমিও পূৰ্ব্জন্মে কোন নির্দোষীকে আক্রোশ করিয়া থাকিবে, প্রহার করিয়া থাকিবে, মিথ্যা সাক্ষ্যাদির দ্বারা পরাজিত করিয়া থাকিবে,

কল্পটি পসযহ কিঞ্চি অচ্ছিন্নং ভবিম্মতি, তস্মা নিদ্বোসো
 ছত্রাপি অক্কোসাদীনি পাপুণাসী'তি এবং ন উপনযহন্তি, তেসু
 পমাদেন উগ্গম্পি বেরং ইম্মিনা অনুপনযহনেন নিরিক্কনো বিয়
 জাতবেদো উপসম্মতী'তি ।

দেশনা পরিয়োসানে সতসহস্সা ভিক্কু সোতাপত্তি ফলাদীনি
 পাপুণিংসু । ধম্মদেশনা মহাজনস্স সাথিকা অহোসি । দুব্বচোপি
 সুব্বচো জাতো'তি ।



বল প্রয়োগে কাহারও কিছু গ্রহণ করিয়া থাকিবে, সেই জন্ত তুমি নির্দোষ
 হইয়াও আক্রোশাদি লাভ করিতেছ ; এইরূপ চিন্তা করিয়া বৈরীভাব পোষণ
 করে না । তাহাতে প্রমাদ বশে বৈরীভাব উৎপন্ন হইলেও এইরূপে বৈরীভাব
 পোষণ না করাতে উৎপন্ন বৈরীভাবও ইন্ধন (জ্বালানিকার্ত্ত) বিহীন অগ্নির
 গায় উপশান্ত হইবে ।

দেশনা অবসানে শতসহস্স ভিক্কু সোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়া-
 ছিলেন । ধম্মদেশনা সমাগত জনমণ্ডলীর সার্থক হইয়াছিল । দুব্বচও
 সুব্বচ হইয়াছিল ।



କାଳିକାବିଧିନିଷ୍ଠା-ବନ୍ଧୁ । ୫

୧ । “ନହି ବେରେନା”ତି ଇମଂ ଧନ୍ୟଦେସନଂ ସତ୍ତ୍ଵା ଜ୍ଞେତବନେ
ବିହରନ୍ତୋ ଅଶ୍ରୁତରଂ ବଞ୍ଚିତ୍ସିଂ ଆରବ୍ଧ କଥେସି ।

୨ । ଏକୋ କିର କୁଟୁମ୍ବିକପୁତ୍ରୋ ପିତରି କାଳକତେ ଶେତ୍ତେ
ଚ ଘରେ ଚ ସର୍ବକର୍ମାଣି ଅନ୍ତନାବ କରୋଷ୍ଟୋ ମାତରଂ ପଟିଜ୍ଞଗତି ।
ଅଥଗ୍ନା ମାତା “କୁମାରିକଂ ତେ ତାତ, ଆନେନ୍ଦ୍ରାମୀ”ତି ଆହ ।

“ଅନ୍ୟ, ମା ଏବଂ ବଦେଧ, ଅହଂ ଯାବଜ୍ଞୀବଂ ତୁମେହ ପଟିଜ୍ଞଗିନ୍ଦ୍ରାମୀ”ତି ।

କାଳୀକାବିଧିନିଷ୍ଠା-ବନ୍ଧୁ । ୫

୧ । “ବୈରୀତାୟ ନହେ” ଏହି ଧର୍ମଦେଶନା ଶାସ୍ତ୍ରା ଜ୍ଞେତବନେ ବାସ କରିବାର
ସମୟ ଜନୈକ ବକ୍ତା ନାରୀର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗେ କହିଯାହିଲେନ ।

୨ । ଏକ କୁଟୁମ୍ବିକ-ପୁତ୍ର ନାକି ତାହାର ପିତାର ମୃତ୍ୟୁର ପର କ୍ଷେତ୍ରେ
ଓ ଘୃହସ୍ଥାଳୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିବା ମାତୃସେବା କରିତେଛିଲ । ଅନନ୍ତର
ତାହାର ମାତା ତାହାକେ କହିଲ—“ବାବା, ତୋମାର ଜନ୍ମ ଏକଟା ମେଘେ ଆନିବ ।”

“ମା, ଅମନ କଥା ବଳିଠନା, ଆମି ସତଦିନ ଝାଞ୍ଚିବ ତତଦିନ ତୋମାର
ସେବା କରିବ ।”

“তাত, খেত্তে চ ঘরে চ কিচ্চং ভংয়েব করোসি, তেন মযহং চিত্তসুখং নাম ন হোতি, আনেজামী”তি। সেৱ পুনপ্পুনং পটিস্বিপিহা তুণ্হী অহোসি। সা একং কুলং গম্বুকামা গেহা নিস্বমি। অথ নং পুত্তো “কতর কুলং গচ্ছথা”তি পুচ্ছিহা—
“অস্বকং মামা”তি বৃত্তে তথ গমনং পটিসেধেহা অন্তনো অভি-
রুচিতং কুলং আচিস্বি। সা তথ গম্বু কুমারিকং বাৱেহা দিবসং
ঠপেহা তং ইতরঙ্গ ঘরে অকাসি। সা বঙ্গা অহোসি।

৩। অথ নং মাতা “পুত্ত, ভং অন্তনো রুচিয়া কুমারিকং
আনাংপেসি, সাদানি বঙ্গা জাতা, অপুত্তকঞ্চ নাম কুলং বিনজতি,
পবেণী ন ঘটীয়তি, তেন অপ্রশন্তে কুমারিকং আনেজামী”তি।
তেন “অলং অম্মা”তি বুচ্ছমানাপি পুনপ্পুনং কথেসি।

“বাবা, ক্ষেতের কাজ ও ঘরের কাজ তোমাকেই করিতে হয়, তাহাতে আমার মনে সুখ পাই না;—আমি বৌ আনিব।” সে বারবার অসম্মতি জানাইয়া নীরব হইল। তাহার মাতা বাহির হইল,—কোন এক বাড়ী গিয়া মেয়ে ঠিক করিবে। পুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—
“মা, কাহাদের বাড়ীতে যাইতেছ?” মা “অমুক বাড়ী” বলিলে, সে তথায় যাইতে নিষেধ করিয়া নিজের পছন্দ মত কুল নির্দেশ করিয়া দিল। সে সেইখানে যাইয়া মেয়ে ঠিক করিয়া, লগ্ন দিয়া আসিল। বৌ আনিয়া ছেলের ঘর করাইল। সে বক্যা হইল।

৩। অতঃপর মাতা পুত্রকে কহিল—“পুত্র, তুমি নিজের রুচি অনু-
সারে মেয়ে আনাইয়াছ, সে ত বক্যা হইল। অপুত্রকের কুল নষ্ট হয়,
বংশ ব্রহ্ম হয় না, তাই বলি—আর একটি বৌ আনি।” সে বলিল—
“নিপ্রয়োজন মা,” এইরূপে সে ব্যরণ করিলেও মা পুনঃপুন বলিতে লাগিল।

বক্ষিখী তং কথং সূত্বা “পুত্রা নাম মাতাপিতৃভ্যঃ বচনং অতিক্রমিতুং
ন সঙ্কোন্তি, ইদানি অশ্রুং বিজায়িনিং ইথিঃ আনেত্বা মং দাসি-
ভোগেন পরিভুক্তিগন্তি, যমূনাহং সয়মেবেকং কুমারিকং আনে-
য়ং”তি চিন্তেত্বা একং কুলং গন্ত্বা তল্লথায় কুমারিকং বারেত্বা
“কিং নামেতং অস্ম বদেসী”তি তেহি পটিক্ষিত্বা “অহং বক্ষা,
অপুত্রকং কুলং নজতি, তুমহাকং পন ধীভা পুত্রং পটিলতিত্বা কুটুম্বজ
সামিনী ভবিষ্যতি, দ্বেথ নং মফং সামিকজ্ঞা”তি য়াচিহ্না সম্পটি-
চ্ছাপেত্বা আনেত্বা সামিকজ্ঞ ধরে অকাসি। অথজ্ঞা এতদহোসি,
“সচায়ং পুত্রং বা ধীতরং বা জভিষ্যতি অয়মেব কুটুম্বজ সামিনী
ভবিষ্যতি, যথা দারকং ন লভিষ্যতি তথ্বেব নং কারেতুং
বট্টতী”তি। অথ নং আহ—“য়দা তে কুচ্ছিয়ং গত্তো পতিষ্ঠ্যতি,

বক্সা-স্ত্রী সেই কথা শুনিয়া ভাবিল—“ছেলেরা মাতা-পিতার কথা না
রাখিয়া পারে না, এখন অল্প একটি প্রসরকারিণী স্ত্রী আনিয়া আমাকে
দাসীর মত করিয়া রাখিবে। অতঃএব আমি নিজেই একটি মেয়ে টিক
করিয়া আনিব।” সে এইরূপ চিন্তা করিয়া কোন এক বাড়ীতে গিয়া
মেয়ে পছন্দ করিয়া তাহার স্বামীর কল্প প্রার্থনা করিল। “এ কেমন কথা
বলিতেছ না!” এই বলিয়া তাহার উপেক্ষা করিলে, সে বলিল—“আমার
পেটে ত ছেলে ধরিল না, অপুত্রক-কুল নাম হয়, তোমাদের মেয়ে ছেলের
মা হইয়া সম্পত্তির অধিকারিনী হইবে, আমার স্বামীর কল্প ওকে দাও।”
এইরূপে সে মিনতি করিয়া তাহাদিগকে সন্তত করাইয়া মেয়ে আনিয়া
স্বামীর ঘর করাইল। তারপর তাহার ভাবনা হইল—“যদি ইহার ছেলে
মেয়ে হয়, তবে সেই সম্পত্তির কর্তা হইবে, বাহাতে ছেলে না হয়, তাহাই
করিব।” অতঃপর সে উহাকে বলিল—“যখন তোর পেটে ছেলে হবে,

অথ মে আরোচেয়্যাসী”তি । সা ‘সাধু’তি সম্পটিচ্ছিত্ত্বা গত্তে পতি-
ট্ঠিতে তন্নারোচেসি । তন্না পন সায়েব নিচ্চং য়াণ্ডভত্তং দেতি,
অথন্না আহাৰেনেব সন্ধিং গত্তপাতন ভেসজ্জং অদাসি, গত্তো পতি ।

৪ । দুত্তিয়ম্পি গত্তে পতিট্ঠিতে তন্না আরোচেসি, ইতরা
দুত্তিয়ম্পি তথেব পাতেসি । অথ নং পটিবিন্নকিণ্ণিয়ো পুচ্ছিংসু—
“কচ্চি তে সপত্তি অস্তুরায়ং করোতী”তি ? সা তমথং আরোচেসি ।
“অন্ধবালে ! কস্মা এবমকাসি ? অয়ং তব ইন্নারিয়ভয়েন গত্তপাতনং
য়োজ্জেন্না দেতি, তেন তে গত্তো পততি । মাঙ্গু পুন এবমকথা”তি
বুত্তা তত্তিয়বারে ন কথেসি । অথন্না ইতরা উদরং দিস্বা “কস্মা
মযহং গত্তম্ম পতিট্ঠিতভাবং ন কথেসী”তি বহ্বা “হং মং
আনেত্তা হে বারে গত্তং পাতেসি, কিমথং তুযহং কথেমী ?”তি

তখন আমাকে বলিস্ ।” সে ‘ভাল’ বলিয়া সম্মতি জানাইয়া অন্তঃসত্ত্বা
হইলে সপত্নীকে জানাইল । সে তাহাকে সৰ্ব্বদা নিষ্কর হাতেই যাউ-ভাত বাড়িয়া
দিত । একদিন অহাৰের সঙ্গে গৰ্ভপাতের ঔষধ দিলে গৰ্ভ পাত হইল ।

৪ । দ্বিতীয় বারও তাহার গৰ্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইলে সে তাহাকে বলিল ।
সেবারেও সেইরূপ করিল । অনন্তর একসময় স্তনৈক প্রতিবেশিনী
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“তোমার সতীন কোন অন্তরাগ্ন করিতেছে কি ?”
সে সেইসব কথা বলিল । প্রতিবেশিনী বলিল—“আঁধি ! বোকা কোথা-
কার ! কেন তুমি এইরূপ বলিতে গেলে ? সেতোমার সৌভাগ্যের ভয়ে
গৰ্ভপাতের ঔষধ যোগ করিয়া দিতেছে, সেই জন্তই তোমার গৰ্ভপাত
হইতেছে । আর এইরূপ বলিওনা ।” প্রতিবেশিনী এইরূপ বলিলে পর
সে তৃতীয় বারে তাহাকে বলিল না । অতঃপর সতীন তাহার উদর দেখিয়া
বলিল—“কেন আমাকে গৰ্ভ হওয়ার কথা বলিস্ নাই ?”

“তুমি আমাকে আনিয়া দুইবার গৰ্ভপাত করিয়াছ, কেন তোমাকে বলিব ?”

বুতে “নর্টাদানিমহী”তি চিন্তেহা তস্মা পমাদং ওলোকেন্তি পরিণতে
 গন্তে ওকাসং লভিত্বা ভেসজ্জং যোজেহা অদাসি, গন্তো পরিণতভা
 পতিতুং অসকোন্তো তিরিয়ং নিপজ্জি। খরা বেদনা উপ্পজ্জি,
 জীবিত সংসয়ং পাপুণি। সা “নাসিতমিহ তয়া, ভূমেব মং আনেহা
 তয়ো দারকে নাসেসি, ইদানি অহম্পি নস্মামি, ইতোদানি চুতা
 য়স্থিনী হুহা তব দারকে খাদিতুং সমখা হুহা নিব্বভেয়্যাং”তি
 পথনং ঠপেহা কালং কহা তস্মিং য়েব গেহে মজ্জারী হুহা
 নিব্বত্তি। ইতরম্পি সামিকো গহেহা “তয়া মে কুল্লুপ-
 ছেদো কতো”তি কল্পরজ্জুকাদীহি সুপোঠিতং পোঠেসি। সা
 তেনেবা বাধেন কালং কহা তথেব কুক্কটী হুহা নিব্বত্তা।

সে ইহা বলিলে সতীন চিন্তিত হইল এবং ভাবিল—“এবার বুঝি আমার
 সর্বনাশ হইল।” সে তাহার ভ্রম-প্রমাদ অন্বেষণ করিতে করিতে গর্ভের
 পরিণত অবস্থায় সুযোগ পাইয়া আহারের সহিত ঔষধ বোগ করিয়া
 দিল। গর্ভ পরিণত হওয়ার পতিত হইতে না পারিয়া প্রস্থাকারে রহিল।
 তীব্র বেদনা উৎপন্ন হইল, গর্ভিনীর প্রাণ সংশয় হইল। সে সতীনের
 লক্ষ্য করিয়া কহিল—“তুমিই আমাকে নাশ করিলে, তুমিই
 আমাকে আনিয়া তিনটি ছেলে নষ্ট করিলে, এবার আমিও মরিলাম।
 মৃত্যুর পর যেন বক্ষিণী হইয়া জন্মাই, যেন তোমার ছেলেদিগকে
 খাইতে পারি।” সে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রাণ ত্যাগ
 করিল। মৃত্যুর পর সে সেই বাড়ীতে বিভালী হইয়া জন্মিল।
 স্বামী অপর স্ত্রীকে ধরিয়া “তুমিই আমার বংশ নাশ করিলে”
 বলিয়া কলুই ও হাঁটুরদ্বারা বেদন প্রহার করিল। সেই পীড়াতেই
 তাহার মৃত্যু হইল এবং সে সেই বাড়ীতে কুক্কটী হইয়া জন্মিল।

কুক্কুটগুনি বিজায়ি, মজ্জারী আগস্তা তানি খাদি । ছুতিয়ম্পি ততি-
 যম্পি খাদিয়েব । কুক্কুটা “তয়ো বারে মম অণুনি খাদিত্তা ইদানি
 মম্পি খাদিতুকামাসি ? ইতো চুতা সপুত্তং তং খাদিতুং লভেয়্যং”তি
 পথনং কহা ততো চুতা দীপিনী ছহা নিব্বত্তি । ইতরা মিগী
 ছহা নিব্বত্তি । তস্মা বিজাতকালে দীপিনী আগস্তা তয়ো বারে
 পুত্তকে খাদি । মিগী মরণকালে “ইমায় মে তিক্কম্বুং পুত্তকে
 খাদিত্তা ইদানি মম্পি খাদিস্সতি, ইতোদানি চুতা এতং সপুত্তং
 খাদিতুং লভেয়্যং”তি পথনং কহা যস্সিনী ছহা নিব্বত্তি । দীপিনীপি
 ততো চুতা সাবথিয়ং কুলধীতা ছহা নিব্বত্তি । সা বুদ্ধিপ্পভা
 দ্বারগামকে পতিকুলং অগমাসি । অপরাভাগে পুত্তং বিজায়ি ।
 যস্সিনী তস্মা পিয়সহায়িকাবণ্ণেনাগস্তা “কুহিং মে সহায়িকা ?”তি ।

কুক্কুটা ডিম পাড়িতে লাগিল, বিড়ালী আসিয়া খাইতে লাগিল ।
 দ্বিতীয় বারও খাইল, তৃতীয় বারও খাইল । কুক্কুটা বলিল—“তিনবার
 আমার ডিম খাইয়া, এখন আমাকেও খাইতে চাও ? এবার মরিয়া ছেলে
 সহ তোমাকে খাইতে পারি মত যেন হই ।” এই প্রার্থনা করিয়াই সে
 প্রাণ ত্যাগ করিল । সে দীপিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল । অপরজন মৃগী হইল ।
 সে তিনবার প্রসব করিল, তিনবারই প্রসব সময়ে দীপিনী আসিয়া তাহার
 শাবক খাইয়া ফেলিল । মৃগী মরণকালে প্রার্থনা করিল—“এ তিনবার আমার
 শাবক খাইয়াছে, এবার আমাকেও খাইবে । এবার মরিয়া যেন সপুত্র
 এ’কে খাইতেপারি ।” সে যক্ষিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল । দীপিনী মরিয়া শ্রাবস্তীতে
 কোন এক মনুষ্য কুলে কহা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল । সে বড় হইলে
 গ্রামাসনে তাহার বিবাহ হইল । সে পতিগৃহে গেল । কিছুদিন পরে সে
 এক পুত্র প্রসব করিল । যক্ষিণী তাহার প্রিয় সখীর রূপ ধরিয়া আসিয়া
 জিজ্ঞাসা করিল—“আমার প্রিয় সখী কোথায় ?”

“অস্ত্রাগন্ডে বিজাতা”তি ।

“পুস্তন্নুখে! বিজাতা উদাহ ধীতরংতি পঞ্জিআমি নং”তি পবিসিত্বা পঞ্জস্তি বিয় দারকং গহেত্বা খাদিত্বা গতা । পুন বারেপি তথেব খাদি । ততিয়বারে ইতরা গরুভারা হত্বা সামিকং আম-ন্তেত্বা “সামি, ইমস্মিং ঠানে একা য়ঙ্খিনী মম ধে পুন্তে খাদিত্বা গতা, ইদানি কুলগেহং গন্ত্বা বিজায়িআমী”তি কুলগেহং গন্ত্বা বিজায়ি ।

৫ । তদা সা য়ঙ্খিনী উদকবারং গতা হোতি । বেঙ্গবগঙ্গ হি য়ঙ্খিনীয়ো বারেন অনোতত্তদহতো সীসপরম্পরায় উদকং আরোপেস্তি । তা চতুর্মাসচ্চয়েন পঞ্চমাসচ্চয়েন পি মুচ্চস্তি । অপরা কিলন্তকায়ী জীবিতক্খয়ম্পি পাপুগস্তি । সা পন উদকবারতো মুত্তমত্তাব বেগেন তং ঘরং গন্ত্বা “কুহিং মে সহায়িকা”তি পুচ্ছি ।

“বাড়ীর ভিতর সূতিকাগারে আছে ।”

“ছেলে হইয়াছে না মেয়ে হইয়াছে? আমি তাহাকে দেখিব ।” এই বলিয়া প্রবেশ করিয়া শিশুটিকে নিয়া দেখিবার অছিলায় খাইয়া পলায়ন করিল । দ্বিতীয় বারও সেইরূপ খাইল । তৃতীয় বারে সে অস্ত্র-সত্ত্বা হইয়া স্বামীকে সন্মোদন করিয়া কহিল—“স্বামিন, এই স্থানে এক যক্ষিণী আমার ছই পুত্রকে খাইয়া গিয়াছে, এইবার বাপের বাড়ী গিয়া প্রসব করিব ।” এই বলিয়া সে বাপের বাড়ী গিয়া প্রসব করিল ।

৫ । তখন যক্ষিণীর উপর বৈশ্রবণকে জল দেওয়ার পালা পড়িয়াছিল । সে জল দিতে গিয়াছিল । অনোত্তত্ত হুদ হইতে যক্ষিণীর শিরঃ পর-ম্পরায় জলঘট আরোপিত করিয়া বৈশ্রবণকে জল আনিয়া দিত । তাহার চারিমাसे অথবা পাঁচমাसे এই কাজ হইতে মুক্ত হইত । কেহ কেহ ক্লান্ত হইয়া মরিয়াও যাইত । সেই যক্ষিণী জলের পালা হইতে মুক্ত হইবা মাত্র সবেগে সেই বাড়ীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“আমার সখী কোথায়?”

“কুহিং ভ্ৰং ন পম্মিঅসি, তস্মা ইমস্মিং ঠানে জাত জাত দারকে যস্মিনী খাদতি, তস্মা কুলগেহং গতা”তি।

“সা যথ বা তথ বা গচ্ছতু ন মে মুচ্ছিম্বতী”তি বের-বেগেন সমুদ্ভাহিত মানসা নগরাভিমুখী পঞ্চন্দি। ইতরাপি নাম-গহণ দিবসে দারকং নহাপেত্বা নামং কত্বা “সামি, ইদানি সকঘরং গচ্ছামা”তি পুত্রং আদায় সামিকেন সন্ধিং বিহারমজ্জে মগেন গচ্ছন্তি পুত্রং সামিকজ্জ দত্বা বিহারপোঙ্করণিয়া নহাত্বা সামিকে নহায়ন্তে পুত্রং পায়মানা ঠিতা যস্মিনীং আগচ্ছন্তিঃ দিস্বা সঞ্জানিত্বা “সামি! সামি!! বেগেনেহি বেগেনেহি অয়ং সা যস্মিনী”তি উচ্চাসদং কত্বা যাব তস্ম আগমনং সগাতুং অসক্কোন্তি নিবত্তিত্বা অস্তোবিহারাভিমুখী পঞ্চন্দি। তস্মিং সময়ে

“কোথায়, তুমি দেখিতে পাইবে না, এইখানে তাহার যত ছেলে হয় যক্ষিণী খাইয়া ফেলে, তাই সে বাপের বাড়ী গিয়াছে।”

“সে যেইখানেই যাউক না, আমাকে ছাড়াইতে পারিবে না।” এই বলিয়া সে বৈরীভাবের প্রবলতা বশতঃ সমুৎসাহিত চিত্তে নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। অপর স্ত্রীলোকটিও পুত্রের নামকরণ দিবসে পুত্রকে স্নান করাইয়া নাম রাখিয়া স্বামীকে কহিল—“স্বামিন্, এখন চল আপন ঘরে যাই।” এই বলিয়া পুত্রকে লইয়া স্বামীর সহিত বিহার মধ্যবর্তী পথ দিয়া যাইবার সময় স্বামীর কোলে পুত্রকে দিয়া বিহারপুঙ্করিণীতে স্নান করিল। আবার স্বামী স্নান করিবার সময় পুত্রকে নিজে লইয়া স্থিতা-বস্থায় স্তম্ভপান করাইতে লাগিল। ইত্যবসরে যক্ষিণী সেইদিকে আসিতেছে দেখিতে পাইল। যক্ষিণীকে চিনিতে পারিয়া সে আর্ন্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—“ওগো! ওগো! শীঘ্র আস, শীঘ্র আস, ঐ সে যক্ষিণী।” স্বামীর আসা যাবৎ স্থিত থাকিতে না পারিয়া ফিরিয়া বিহার অভিমুখে দৌড়িয়া গেল। সেই সময়ে

সখা পরিসমক্ষে ধস্মং দেসেতি । সা পুন্তং তথাগতস্ম পাদপীঠে নিপজ্জাপেহা “তুমহাকং ময়া এস দিন্নো, পুন্তস্ম মে জীবিতং দেখা”তি আহ । দ্বার কোট্টকে অধিবথো স্তুমনো নাম দেবো যস্কিনিয়া অন্তো পবিসিতুং নাদাসি ।

৬ । সখা আনন্দথেরং আমন্তেহা “গচ্ছানন্দ, তং যস্কিনিং পক্কোসাহী”তি আহ । থেরো পক্কোসি । ইতরা “অয়ং ভস্তুে, আগচ্ছতী”তি আহ ।

৭ । সখা—“এতু মা সদমকাসী”তি বহা তং আগত্ত্বা ঠিতং “কস্মা এবং কেরোসি, সচে তুমহেহ মাদিসস্ম বুদ্ধস্ম সম্মুখীভাবং নাগমিস্সথ ইস্সফন্দনানং বিয় কাকোলুকানং বিয় চ কল্পট্ঠিতিকং

শাস্তা পরিসদের মধ্যে ধস্মদেশনা করিতেছিলেন । স্ত্রীলোকটি ছেলে-টিক তথাগতের পাদপীঠে শায়িত করিয়া কহিল—“একে আপনাকে দিলাম, আমার পুত্রের প্রাণ দান করুন ।” দ্বারপ্রকোষ্ঠে অধিষ্ঠাত্রী স্তুমন নামক দেবতা যক্ষিণীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলেন না ।

৬ । শাস্তা আনন্দ স্থবিরকে সযোধন করিয়া কহিলেন—“যাও আনন্দ, সেই যক্ষিণীকে ডাক ।” স্থবির তাহাকে ডাকিলেন । স্ত্রীলোকটি সভয়ে বলিয়া উঠিল—“ভস্তুে, ঐ আসিতেছে ।”

৭ । শাস্তা বলিলেন—“আসুক, শব্দ করিও না ।” যক্ষিণী আসিয়া দাঁড়াইলে তাহাকে শাস্তা কহিলেন—“কেন এমন করিতেছ, যদি তোমরা মাদৃশ বুদ্ধের সম্মুখস্থ না হইতে, ক্রমঃবর্ণ ভল্লুক ও ফন্দন বৃক্ষের * গ্রায় এবং কাকোলুকের + গ্রায় তোমাদের শত্রুতা কল্পকাল স্থায়ী হইত,

* ফন্দন জাতক দ্রষ্টব্য । + উলুক জাতক দ্রষ্টব্য ।

বো বেরং অভবিম্ব, কস্মা বেরং পটিবেরং করোথ ? বেরং হি
অবেরেন উপসম্মতি, নো বেরেনা”তি বজ্জা ইমং গাথমাহ :—

“নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং,
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো”তি । ৫

৮ । তথ “নহি বেরেনা”তি—যথা হি খেলসিজ্জাণিকাদি অস্তুচি
মস্কিতট্টানং তেহেব অস্তুচীহ ধোবন্তো স্ত্ৰং নিগ্গন্ধং কাতুং
অসক্কোন্তি ; অথ খো তং ঠানং ভীয়োসোমন্তায় অস্তুক্ততরঞ্চ
দুগ্গন্ধতরঞ্চ হোতি ; এবমেবং অক্কোসন্তং পচ্চক্কোসন্তো পহরন্তং
পটিপহরন্তো বেরেন বেরং বৃপসমেতুং ন সক্কোতি । অথ খো
ভীয়ো বেরমেব করোতি, ইতি বেরানি নাম বেরেন কিম্মিচিপি
কালে ন সম্মন্তি, অথ খো বজ্জন্তিয়েব ।

কেন পরম্পরে শক্রতা আচরণ করিতেছ ? বৈর অবৈরদ্বারা উপশান্ত হয়,
বৈরদ্বারা নহে।” ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন :—

“বৈরীতায় বৈরীভাব সাম্য নহে কদাচন,
অবৈরেতে সাম্য হয় ইহা ধর্ম সনাতন ।” ৫

৮ । তথায় “বৈরীতায় নহে”—যেমন খুখু-শিখনী আদি অশুচি পদা-
র্থের দ্বারা মস্কিত স্থান সেই সকল অশুচির দ্বারা ধৌত করিয়া বিশুদ্ধ
ও নির্গন্ধ করা যায় না ; অধিকন্তু তাহাতে সেই স্থান অধিকতর অবিশুদ্ধ
ও দুর্গন্ধ হয় ; সেইরূপ আক্রোশ ও প্রতিক্রোশ করিয়া, প্রহার প্রতি-
প্রহার করিয়া, বৈরী ভাবের দ্বারা বৈরী ভাবের উপশম হয় না । অধিকন্তু
তাহাতে অধিকতর বৈরীতা করা হয় । স্তত্রাং বৈরীভাবের দ্বারা বৈরীতা
কস্মিনকালেও সাম্য হয় না, বরঞ্চ বর্দ্ধিত হয় ।

“অবেরেন চ সম্বস্তী”তি—যথা পন তানি খেলাদীনি অমু-
চীনি বিপ্লসনেন উদকেন ধোবিয়মানানি নম্বস্তি, তং ঠানং স্কন্ধং
হোতি নিগন্ধং ; এবমেব অবেরেন, খন্তিমেন্তোদকেন, য়োনিসো-
মনসিকারেন, পচ্চবেস্বণেন বেরানি বৃপসম্বস্তি, পটিপ্পম্বস্তি;
অভাবং গচ্ছন্তি ।

“এস ধম্মো সনন্তনো”তি—এস অবেরেন বেরুপসমন
সম্মাতো পোরাগকো ধম্মো সবেবসং বুদ্ধ পচ্চেকবুদ্ধ খীণাসবানং
গতমগ্গোতি ।

৯। গাথাপরিয়োসানে য়স্থিনী সোতাপত্তিফলে পতিট্টাইহি,
সম্পত্তপরিসায় পি দেসনা সাথিকা অহোসি ।

সথা তং ইথিং আহ—“এতিম্মা তব পুত্তং দেহী”তি ।

“ভায়ামি ভন্তে”তি ।

“অবৈরেতে সাম্য হয়”—যেমন পরিষ্কার জলদ্বারা ধোত হইলে নিঞ্জীবনাদি
অশুচি পদার্থ নষ্ট হয়, সেই অশুচি মক্ষিত স্থান বিশুদ্ধ ও নির্গন্ধ হয় ; তদ্রূপ
অবৈরী ভাবেরদ্বারা, ক্ষান্তি ও মৈত্রীদ্বারা, সম্যক মনোনিবেশ দ্বারা ও
প্রত্যাবেক্ষণ দ্বারা শত্রুতা ভাবের উপশম হয়, নিরোধ হয়, অভাব হয় ।

“ইহা ধম্ম সনাতন”—অবৈরদ্বারা বৈরীভাবের উপশম করা ইহা
পুরাতন ধম্ম, সকল বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ ও ক্ষীণাসবগণের অবলম্বিত মার্গ ।

৯। গাথা অবসানে যক্ষিণী শ্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ।
উপস্থিত পরিষদেরও দেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

শাস্তা দেহী স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন—“তোমার ছেলেটি যক্ষিণীকে দাও ।”

“ভন্তে, আমার ভয় হইতেছে ।”

“মা ভায়ি, নথি তে এতং নিম্মায় পরিপন্থো”তি। সা তস্মা পুত্তং অদাসি। সা তং চুন্দিয়া আলিঙ্গিয়া পুন মাতুয়েব দহা রোদিতুং আরভি। অথ নং সথা—“কিমতেং”তি পুচ্ছি।

“ভন্তে, অহং পুরে যথা বা তথা বা জীবিকং কপ্পেত্তীপি কুচ্ছিপূরং নালথং, ইদানি কথং জীবিম্মামী”তি।

অথ নং সথা—“মা চিন্তয়ী”তি সমম্মাসেত্তা তং ইথিং আহ—“ইমং নেহা অভনো গেহে নিবেসেত্তা অগয়াণ্ডভতেহি পটিজ্জাহী”তি।

১০। সা তং নেহা পিট্ঠিবংসে পতিট্ঠাপেত্তা অগয়াণ্ড ভতেহি পটিজ্জি। তস্মা বীহি পহরণকালে মুসলং মুদ্ধং পহরন্তং বিয় উপট্ঠাতি। সা সহায়িকং আমন্তেত্তা “ইমস্মিং ঠানে বসিতুং ন সঙ্খিম্মামি, অগ্রথ মং পতিট্ঠাপেহী”তি বহা

“ভয় করিও না, ওর দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।” সে ছেলেটিকে যক্ষিণীর হাতে দিল। যক্ষিণী ছেলেটিকে নিয়া চুখন ও আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় মাকে প্রত্যর্পণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ’ আবার কি?”

“ভন্তে, আমি পূর্বে যেমন তেনম ভাবে জীবিকার্জন করিয়াও পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই, এখন কি করিয়া বাঁচিব?”

অতঃপর শাস্তা—“চিন্তা করিও না” এই বলিয়া তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে কহিলেন—“ইহাকে নিয়া নিজের গৃহে রাখিবে এবং অগ্র যাউ-ভাত দিয়া প্রতিপালন করিবে।

১০। সে তাহাকে নিয়া পৃষ্ঠবংশে (টেঁকিঘরে) প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অগ্র যাউ-ভাত দিয়া পরিপোষণ করিতে লাগিল। ধান ভাণিবার সময় তাহার মনে হইত যেন তাহার মাথায় মুষলের আঘাত পড়িতেছে। সে সখীকে ডাকিয়া কহিল—“এইখানে থাকিতে পারিব না, আমাকে অল্প বায়গায় রাখ।”

মুসলসালার, উদকচাটিয়ং, উরুনে, নিম্বকোসে, সঙ্কারকূটে, গামদ্বারেতি এতেসু ঠানেসু পতির্টাপিতাপি “ইধ মে মুসলং সীসং ভিন্দসুং বিয় উপর্ট্যাতি, ইধ দারকা উচ্চির্ট্যজলং ওতারেন্তি, ইধ সুনখা নিপ-জ্জন্তি, ইধ দারকা অস্চিং করোন্তি, ইধ কচবরং ছাড্ডন্তি, ইধ গামদারকা লক্ষ্যোগং করোন্তী”তি সব্বানি তানি পটি-শ্বিপি। অথ নং বহিগামে বিবিত্তোকাসে পতির্ট্যাপেত্তা তথস্সা অগয়াগুত্তত্তাদীনি হরিংসু। সা “ইমস্মিং সংবচ্ছরে সুব্বট্টিকা ভবিম্মতি, খলর্ট্যানে সস্মং করোহি ; ইমস্মিং সংবচ্ছরে দুব্বট্টিকা ভবিম্মতি নিম্নর্ট্যানেয়েব করোহী”তি সহায়িকায় আরোচেতি।

১১। সেসজ্জনেহি কতসস্মং অতিউদকেন বা অনোদকেন বা নস্সতি, তস্সা অতিবিয় সম্পজ্জতি। অথ নং “সস্সা,

তাহার কুচি অনুসারে ক্রমে টেঁকিঘরে, জলের চাড়িতে, উরুনে, সাঁইচে, আস্তাকুঁড়ে ও গ্রামদ্বারে এই সমস্ত স্থানে রাখা হইলেও “এখানে আমার মাথায় মুঘলের আঘাত পড়ে বলিয়া মনে হয়, এখানে ছেলেরা এঁটো-জল ফেলে, এখানে কুকুর শোয়, এখানে ছেলেরা অশুচি করে, এখানে জঞ্জাল ফেলে, এখানে গ্রামের ছেলেরা লক্ষ্যবেধ করে।” ইত্যাদি বলিয়া সমস্ত জায়গা ত্যাগ করিল। অনন্তর গ্রামের বাহিরে, উদ্ভুক্ত স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া দেখানে তাহাকে অগ্রযাউ-ভাত ইত্যাদি নিয়া দিতে লাগিল। সে তাহার সখীকে বলিত—“এই বৎসর সুবৃষ্টি হইবে উচ্চ জমিতে শস্য রোপণ কর; এই বৎসর অনাবৃষ্টি হইবে নিম্ন ভূমিতে শস্য রোপণ কর।”

১১। আর সকলের ফদল জলাধিক্যে বা জলাভাবে নষ্ট হইত, তাহার বেশ সূজয়া হইত। অনন্তর তাহাকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল—“হে বন্ধু,

তয়া কতসম্মং নেব অচোদকেন ন অনোদকেন নস্মতি, স্তব্বুট্টি ছব্বুট্টিভাবং এত্ত্বা কস্মং কেরোসি, কিন্নুখো এতং ?”তি পুচ্ছিংসু ।

“অমহাকং সহায়িকা যক্ষিনী স্তব্বুট্টি ছব্বুট্টি ভাবং আচিচ্ছতি, ময়ং তস্মা বচনেন খলনিম্নেসু সস্মাদীনি কেরোম, তেন নো সম্পজ্জতি, কিং ন পস্মথ নিবন্ধং অমহাকং গেহতো য়াণ্ডভত্তাদীনি হরীয়মানানি ? তানি এতিস্মা হরীয়ন্তি । তুমহেপি এতিস্মা ‘অগ্গয়াণ্ডভত্তাদীনি হরথ, তুমহাকম্পি কস্মন্তে ওলোকেস্মতী”তি । অথস্মা সকল নগরবাসিনো সস্মারং করিংসু সাপি ততো পট্টায় সবেসং কস্মন্তে ওলোকেস্মি লাভগগলত্তা অহোসি মহাপরিবারা । সা অপরভাগে অট্ট সলাকভত্তানি পট্টপেসি, তানি য়াবজ্জকাল। দীয়ন্তিয়েবাতি ।

তোমার শস্য জলাধিক্য বা জলাভাবে নষ্ট হয় না, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইবে, তাহা জানিয়াই কাজ কর নাকি ? কেন এমন হয় ?”

“আমার সখী যক্ষিণী স্তব্বুট্টি-ছব্বুট্টির কথা বলিয়া দেয়, আমরা তাহার কথামত উচ্চ বা নিম্ন ভূমিতে শস্য বুনি, তাই আমাদের স্তজন্মা হয় । দেখনা আমাদের বাড়ী হইতে নিত্য য়াণ্ডভাত নিয়া যাওয়া হয় ? তাহা ওর জন্ত নেওয়া হয় । তোমরাও তাহাকে অগ্রযাণ্ডভাত দাও, তোমাদের কাজ-কর্ম্মের প্রতিও নজর রাখিবে।” অতঃপর সকল নগরবাসীরা তাহার সংকার করিতে লাগিল । সেও তখন হইতে সকলের কাজ-কর্ম্ম দেখিতে লাগিল । তাহার বিশেষ লাভ হইতে লাগিল, বহুলোক তাহার অনুগত হইল । পরে সে অনুক্রমে তাহাকে ভাত দিবার জন্ত আটটি পালা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিল । আজ পর্য্যন্ত লোকে তাহা দিয়া আসিতেছে ।



কোসম্বক-বণ্ডু । ୧

୧ । “পରେ ଚ ନ ବିଜ୍ଞାନନ୍ତୀ”ତି ইମଂ ଧର୍ମଦେଶନଂ ସତ୍ତା ଜ୍ଞେତ-
ବନେ ବିହରନ୍ତୋ କୋସମ୍ବକେ ଭିକ୍ଷୁ ଆରତ୍ତୁ କଥେସି ।

୨ । କୋସମ୍ବିୟଂ ହି ଘୋସିତାରାମେ ପଞ୍ଚମତ ପଞ୍ଚମତ ପରିବାରା
ଘେ ଭିକ୍ଷୁ ବିହରିଂସୁ ବିନୟଧରୋ ଚ ଧର୍ମକଥାକୋ ଗାତି । ତେସୁ
ଧର୍ମକଥାକୋ ଏକଦିବସଂ ସରୀରବଳଞ୍ଜଃ କତ୍ତା ଉଦକକୋର୍ଟାକେ ଆଚମନ-
ଉଦକାବସେସଂ ଭାଜନେ ଠପେତ୍ତା ନିକ୍ଷାମି, ପଚ୍ଛା ବିନୟଧରୋ ତଥା
ପବିଟ୍ଟୋ ତଂ ଉଦକଂ ଦିସ୍ସା ନିକ୍ଷାମିତ୍ତା ইତରଂ ପୁଚ୍ଛି “ଆବୁସୋ,
ତୟା ଉଦକଂ ଠପିତଂ”ତି ?

କୋଶାଳୀକ ଉପାଖ୍ୟାନ । ୧

୧ । “ପରେରା ଜ୍ଞାନେ ନା” ଏହି ଧର୍ମଦେଶନା ଶାସ୍ତ୍ରା ଜ୍ଞେତବନେ ବାସ କରି-
ବାର ସମୟ କୌଶାଳୀୟ ଭିକ୍ଷୁଦିଗେର କଥାପ୍ରସଙ୍ଗେ କହିଯାହିଲେନ ।

୨ । କୌଶାଳୀୟ ଘୋଷକାରାମେ ଏକଜନ ବିନୟଧର ଓ ଏକଜନ ଧର୍ମକଥାକ
ହୁଇଜନ ଭିକ୍ଷୁ ବାସ କରିତେନ । ପ୍ରତ୍ୟୋକ୍ତେର ପାଞ୍ଚଶତ ପାଞ୍ଚଶତ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲ ।
ତାହାଦେର ମଧ୍ୟେ ଧର୍ମକଥାକ ଏକଦିନ ମଲତ୍ୟାଗ କରିୟା ଉଦକ ପ୍ରକୋଠେ
ଆଚମନ-ଜଳାବଶେଷ ଜଳାଧାରେ ରାଧିୟା ନିକ୍ଷାନ୍ତ ହୁଇଲେନ । ପଞ୍ଚାଂ ବିନୟଧର
ସେଥାନେ ପ୍ରବେଶ କରିୟା ସେଇଜଳ ଦେଖିତେ ପାହିଲେନ । ତିନି ତାହା ଦେଖିୟା
ନିକ୍ଷାନ୍ତ ହୁଇୟା ଅପର ଭିକ୍ଷୁକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ— “ଆବୁସ, ଆପନି ଓପାନେ
ଜଳ ରାଧିୟାଛେନ ?”

“আম আবুসো”তি।

“কিং পনেথ আপত্তিভাবং নজানাসী”তি ?

“আম ন জানাসী”তি।

“হোতাবুসো, এথ আপত্তী”তি।

“তেন হি পটিকরিম্মামি নং”তি।

“সচে পন তে আবুসো, অসন্ধিচ্চ অসতিয়া কতং নথি আপত্তী”তি।

৩। সো তস্মা আপত্তিয়া অনাপত্তিদিট্টি অহোসি। বিনয়ধরোপি অন্তনো নিম্মিতকানং “অয়ং ধর্মকথিকো আপত্তিং আপজ্জমানোপি নজানাতী”তি আরোচেসি। তে তস্ম নিম্মিতকে দিস্সা “তুমহাকং উপজ্জায়ো আপত্তিং আপজ্জিহাপি আপত্তিভাবং ন জানাতী”তি আহংসু। তে গস্সা অন্তনো উপজ্জায়স্সারোচেসুং।

“হাঁ, আবুস।”

“ইহাতে আপত্তি (পাপ) হয়, আপনি কি জানেন না?”

“না, জানি না।”

“আবুস, ইহাতে ‘আপত্তি’ হয়।”

“তাহা হইলে তাহার প্রতিকার করিব।”

“আবুস, যদি আপনি না জানিয়া, অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আপত্তি হইবে না।”

৩। ধর্মকথিক ইহা ‘আপত্তি’ নহে বলিয়াই ধারণা করিলেন। বিনয়ধর তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিলেন— “এই ধর্মকথিক আপত্তিগ্রস্ত হইয়াও জানেন না ‘আপত্তি’ হইয়াছে।” তাঁহারা ধর্মকথিকের শিষ্যদিগকে দেখিয়া কহিলেন— “আপনাদের উপাধ্যায় আপত্তিগ্রস্ত হইয়াও জানেন না ‘আপত্তি’ হইয়াছে।” তাঁহারা গিয়া নিজেদের উপাধ্যায়কে তাহা বলিলেন।

সো এবমাহ—“অয়ং বিনয়ধরো পুন্বে অনাপত্তীতি বহ্বা ইদানি
আপত্তীতি বদতি, মুসাবাদি এসো”তি ।

তে গন্তা “তুম্বাহকং উপস্থায়ো মুসাবাদী”তি আহংসু । এবং
অশ্রমশ্রং কলহং বডয়িংসু ।

৪ । ততো বিনয়ধরো ওকাসং লভিত্বা ধর্মকথিকম্ম আপত্তিয়া
অদম্মনে উশ্বেপনীয়কম্মং অকাসি । ততো পট্টায়া তেসং পচয়-
দায়কা উপট্টাকাপি বে কোট্টাসা অহেহুং । ওবাদপট্টিন্নাহকা
ভিক্ষুনিয়ো পি আরম্মকদেবতাপি সন্দিট্ট সন্তত্তা আকাসট্টা
দেবতাপীতি যাব ব্রহ্মলোকা সবে পুথুজ্জনা বে পক্ষা অহেহুং ।
চাতুম্মহারাজিকং আদিং কহ্বা যাব অকণিট্টকভবনা পনীদং
কোলাহলং অগমাসি ।

তিনি এইরূপ কহিলেন— “এই বিনয়ধর পূর্বে ‘অনাপত্তি’ বলিয়া,
এখন বলিতেছেন ‘আপত্তি;’ ইনি দেখিতেছি মিথ্যাবাদী ।”

তাহারা যাইয়া কহিলেন— “আপনাদের উপাধ্যায় মিথ্যাবাদী ।”
এইরূপে পরস্পরের মধ্যে কলহ বর্দ্ধিত হইল ।

৪ । অনন্তর বিনয়ধর সুরোগ পাইয়া, ধর্মকথিক আপত্তিকে আপত্তি
জ্ঞান করেন নাই, এই অজুহাতে তাহাকে উশ্বেপনীয় নামক দণ্ডকর্ম
প্রদান করিলেন । সেই হইতে তাহাদের অনবজ দায়ক উপস্থাপকেরাও
দুই ভাগ হইল । যে সকল ভিক্ষুণী তাহাদের কাছে ধর্মোপদেশ শুনিতে
তাঁহারাও দুই ভাগ হইলেন । তাহাদের রক্ষাকারী দেবতারাও দুই পক্ষ
অবলম্বন করিলেন । রক্ষাদেবতাদের বন্ধুবান্ধব আকাশস্থ দেবতারাও বিধা
বিতস্ত হইলেন । ক্রমে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল পৃথগ্জনই দুই পক্ষ হইলেন ।
চাতুম্মহারাজিক হইতে অকনিট ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এই কোলাহল বিস্তার
লাভ করিল ।

৫। অথেকো অগ্রতরো ভিক্ষু তথাগতং উপসংকমিত্বা উক্খেপকানং ধম্মিকেনেবায়াং কস্মেন উক্খিত্তো, উক্খিত্তানুবত্তকানং অধম্মিকেন কস্মেন উক্খিত্তোতি লঙ্খিং, উক্খেপকেহি বারিয়মানা-
নম্পি চ তেসং তং অনুপরিবারেত্বা বিচরণভাবং আরোচেসি।

৬। ভগবা “সমগ্গা কির হোস্তু”তি ধ্বে বারে পেসেত্বা “নয়িচ্ছন্তি ভন্তে, সমগ্গা ভবিতুং”তি সুত্বা তত্তিয়বারে “ভিন্নো ভিক্ষুসজ্জো, ভিন্নো ভিক্ষুসজ্জো”তি তেসং সন্তিকং গত্ত্বা উক্খে-
পকানং উক্খেপনে ইতরেসঞ্চ আপত্তিয়া অদম্মনে আদীনবং কথেত্বা পুন তেসং তথেব একসীমায় উপোসথাদীনি অনুজানিত্বা ভত্তগাদীসু ভত্তনজাতানং আসনন্তরিকায় নিসীদিতববন্তি ভত্তগে

৫। অনন্তর জনৈক ভিক্ষু তথাগতের নিকট গিয়া কহিলেন—
“বর্জনকারীরা বলিতেছেন— “ধম্মানুসারেই বর্জন করা হইয়াছে,”
বর্জিতেরপক্ষদের বিশ্বাস ‘অধম্মানুসারে বর্জন করা হইয়াছে।’ বর্জকেরা
বারণ করিলেও অপর পক্ষীয়েরা তাঁহাকে নিয়াই চলিতেছেন।”

৬। ভগবান দুইবার তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন— “এক হও।”
দুই বারই লোক ফিরিয়া আদিয়া বলিল— “ভন্তে, তাঁহারা এক হইতে
ইচ্ছা করেন না?” ইহা শুনিয়া তৃতীয়বারে ভগবান বলিয়া উঠিলেন—
ভিক্ষুসজ্জ ভিন্ন হইল! ভিক্ষুসজ্জ ভিন্ন হইল!” ভগবান তাহাদের নিকট
গিয়া বর্জনকারীদিগকে তাঁহাদের বর্জন কাযের কুফল এবং অপরপক্ষকে
তাঁহাদের দোষ স্বীকার না করার কুফল বুঝাইয়াদিলেন। তাঁহাদিগকে
আবার একসীমায় উপোসথকম্মাদি করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভোজনশালায়
দুই পক্ষের ভিক্ষুদিগকে (আনন্তরিক ভাবে) এক আসন অন্তর ভোজনাদনে

বক্তং পশ্ৰাপেশ্বা “ইদানি ভগুনজাতা বিহরন্তী”তি সূত্ৰা তথ
গন্তা “অলং ভিক্ষবে, মা ভগুনং”তি আদীনি বত্ৰা “ভিক্ষবে,
ভগুন, কলহ, বিগহ, বিবাদা নামেতে অনথকারকা, কলহং
নিম্মায় হি লটুকিকাপি সকুণিকা হখিনাগং জীবিতস্বয়ং
পাপেসী”তি লটুকিক জাতকং কথেশ্বা “ভিক্ষবে, সমগ্গা হোথ
মা বিবদথ, বিবাদং নিম্মায় হি অনেকসহস্র বট্টকা জীবিতস্বয়ং
পত্তা”তি বট্টকজাতকং কথেসি।

৭। এবম্পি তেন্ন ভগবতো বচনং অনাদিয়ন্তেন্ন অশ্ৰতরেন ধম্ম-
বাদিনা তথাগতস্স বিহেসং অনিচ্ছন্তেন “আগমেতু ভন্তে ভগবা ধম্ম-
জামি, অপ্পোম্মুক্কো ভন্তে ভগবা, দিট্টধম্মস্সখবিহারমনুযুত্তো বিহরতু,

উপবেশন করিবার নিয়ম করিয়া দিলেন। ইহার পরেও শাস্তা
শুনিতে পাইলেন— “ভিক্ষুরা এখনও ভিন্ন হইয়া আছেন।” তিনি
ঠাহাদের সেখানে গিয়া কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, নিম্ময়োজন, ভিন্ন হইও
না” ইত্যাদি বলিয়া পুনরায় কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, ভেদ, কলহ,
বিগ্রহ, বিবাদ এই সব অনর্থকর। কলহের জন্ত চড়ুই পক্ষীও হস্তীনাগের
প্রাণনাশ করিয়াছিল।” এই বলিয়া চড়ুই জাতক কহিলেন—শাস্তা আবার
কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, এক হও, বিবাদ করিও না; বিবাদের জন্ত অনেক সহস্র
বর্তক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।” এই বলিয়া তিনি বর্তক জাতক কহিলেন।

৭। এত বলা সত্ত্বেও ঠাহারা ভগবানের উপদেশ গ্রহণ করিলেন না,
তখন একজন ধর্ম্ববাদী ভিক্ষু তথাগতের ক্লান্তভাব দেখিতে ইচ্ছা না
করিয়া কহিলেন— “প্রভু ভগবন্ ধর্ম্মস্বামী, আপনি ক্ষান্ত হউন, উৎকর্থা বিহীন
চিত্তে আপনার প্রত্যক্ষ ধর্ম্মপ্রসূত স্থখে অন্নযুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বাস করুন।

ময়মেতেন ভগুনেন কলহেন নিগ্গহেন বিবাদেন পঞায়িস্সামা”তি
বুত্তে অতীতং আহরি :—

“ভূতপুৰং ভিক্ষবে, বারাণসিয়ং ব্রহ্মদত্তো নাম কাশি-
রাজা অহোসী”তি ব্রহ্মদত্তেন দীঘীতিস্স কোসলরঞেণ রজ্জং
অচ্ছিন্দিত্বা অঞাতকবেসেন বসন্তস্স পিতুনো মারিতভাবক্ষেব
দীঘায়ুকুমারেন অন্তনো জীবিতে দিন্নে ততো পট্টায় তেসং সমগ্গ
ভাবঞ্চ কথেন্না “তেসং হি নাম ভিক্ষবে, রাজানং আদিন্নদগুণং
আদিন্নসথানং এবরুপং খন্তিসোরচং ভবিস্সতি, ইধ খো তং ভিক্ষবে,
সোভেথ য়ং তুম্হে এবং স্বাঙ্ক্খাতে ধম্মবিনয়ে পরুজ্জিতা সমানা
খমা চ ভবেয়্যাথ সোরতা চা”তি ওবদিত্বাপি নেব তে সমগ্গে
কাতুং সস্সি ।

আমরা ভেদ, কলহ, বিগ্রহ ও বিবাদের ভাবই দেখাইব ।” এইরূপ
বলিলে শান্ত! অতীত বিষয় অহরণ করিয়া কহিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ, পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে কাশীরাজ ছিলেন”
এইরূপে তিনি আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদত্ত কর্তৃক কোশল রাজ দীঘীতির রাজ্যো-
চ্ছেদ, কুমার দীঘায়ুর অজ্ঞাত বাদ, তাহার পিতার নিধন ও তৎকর্তৃক
কাশীরাজের জীবন রক্ষার পর হইতে তাহাদের মধ্যে মিলন ভাব ইত্যাদি
বিষয় বর্ণনা করিয়া কহিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, তাহাদের ত্রায় রাজাদেরও
যদি বিনাদগ্ধে বিনাস্ত্রে এইরূপ ক্ষান্তি-সৌরাস্ত্র্য হইবে, এমত স্থলে
কি ভিক্ষুগণ, তাহা শোভা পায় ? যেহেতু তোমরা এমন স্ত্র আখ্যাত
ধম্ম-বিনয় সম্পন্ন শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়াছ ক্ষমাশীল ও সহৃদয় হইবে ।
এইরূপ উপদেশ দিয়াও তাহাদিগকে মিলাইতে পারিলেন না ।

৮। সো তায় আকিঞ্চবিহারতায় উক্কত্তিতো “অহং খো ইদানি আকিঞ্চো দুক্কং বিহরামি, ইমে চ ভিক্ষু মম বচনং ন করোন্তি, যন্নুনাহং এককোব গণমহা ব্পকটেষ্ঠা বিহরেয়্যাং”তি চিন্তেহা কোসম্বিয়ং পিণ্ডায় চরিহা অনপলোকেহা ভিক্ষুসংঘং এককোব অন্তনো পত্তচীবরমাদায় বালকলোণকারামং গম্বা তথ ভগুথেরঙ্গ একচারিকবত্তং কথেহা পাচিনবংস মগদায়ে তিন্নং কুলপুত্তানং সামগ্গিরসানিসংসং কথেহা যেন পারিলেয়্যকং তদবসরি। তত্রসুদং ভগবা পারিলেয়্যকং উপনিজ্জায় রক্ষিতবনসণ্ডে ভদ্দসালমূলে পারিলেয়্যকেন হত্তিহা উপর্ট্টহিয়মানো ফান্সুকং বজ্জাবাসং বসি।

৯। কোসম্বিবাসিনোপি খো উপাসকা বিহারং গম্বা সথারং অপজ্জস্তা “কুহিং ভন্তে, সথা”তি পুচ্ছিহা —

৮। তিনি এইরূপ জনাকীর্ণ বাসে উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন—“আমি এখন জনসমাকীর্ণ হইয়া দুঃখেই বাস করিতেছি, এই সকল ভিক্ষুরা আমার কথা রাখিতেছে না, আমি নিশ্চয়ই দলছাড়া হইয়া একাকী থাকিব।” তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কৌশলীতে ভিক্ষাচরণ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে অবলোকন না করিয়াই নিজের পাত্র চীবর গ্রহণ করতঃ একাই বালকলোণকারামে গেলেন। তথায় ভগু হুবিরকে একচারিক ব্রত সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া প্রাচীন বংশ মৃগদায়ে কুলপুত্র ত্রয়কে মিলনের উপকারিতা বিষয়ে উপদেশ দিয়া পারিলেয়্যক বনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেইখানে ভগবান পারিলেয়্যকের সমীপবর্তী রক্ষিত বনসণ্ডে ভদ্দশালমূলে পারিলেয়্যক হস্তীদ্বারা সেবিত হইয়া স্নখে বর্ষাবাস করিতেছিলেন।

৯। কৌশলীবাসী উপাসকেরা বিহারে যাইয়া শাস্তাকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, শাস্তা কোথায়?”

“পারিলেয়্যকবনসগুং গতো”তি ।

“কিং কারণা”তি ?

“অমেহ সমগ্গে কাতুং বায়মি, ময়ং পনন সমগ্গা অহমহা”তি ।

“কিং ভন্তে, তুমেহ সথুসন্তিকে পব্বজিত্বা তস্মিং সামগ্গিং
করোন্তে সমগ্গা নাহবথা”তি ?

“এবমাবুসো”তি ।

মনুস্মা— “ইমে সথুসন্তিকে পব্বজিত্বা তস্মিং সামগ্গিং করোন্তেপি
সমগ্গা ন জাতা, ময়ং ইমে নিস্সায় সথারং দট্টুং ন লভিমহ,
ইমেসং নেব আসনং দস্সাম ন অভিবাদনাদীনি করিআমা”তি ।

১০ । তে ততো পট্টায় তেসং সামীচিমত্তম্পি ন করিংসু ।
তে অণ্ণাহারতায় স্সম্মানা কতিপাহেনেব উজ্জুকা হুত্বা

“পারিলেয়্য বনে গিয়াছেন।”

“কেন ?”

“আমাদিগকে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা মিলিত হই নাই ।”

“ভন্তে, আপনারা শান্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া, তিনি মিলাইতে
চাহিলেও আপনারা মিলিলেন না ?”

“এইরূপই আবুস।”

মনুস্মেরা কহিল—“এই ভিক্ষুরা শান্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া,
তিনি মিলাইতে চেষ্টা করিলেও মিলিলেন না, আমরা ইহাদের অণু
শান্তার দর্শন লাভে বঞ্চিত, ইহাদিগকে বসিবার আসনও দিব না, অভি-
বাদনাদিও করিব না।”

১০ । সেই হইতে তাহারা ভিক্ষুদের সেবা সংকার পর্য্যন্ত করিল না । ভিক্ষুরা
অণ্ণাহার হেতু শুকাইতে লাগিলেন, তাহারা অল্প দিনের মধ্যেই উজ্জু হইয়া

অশ্রুঃমশ্রুঃ অচয়ং দেসেহা খমাপেহা “উপাসকা, ময়ং সমগ্গা জাতা, তুমেহ পি নো পুরিমসদিসা হোথা”তি আহংসু ।

“খমাপিতো পন বো ভন্তে, সথা”তি ?

“ন খমাপিতো আবুসো”তি ।

“তেন হি সথারং খমাপেথ, সথু খমাপিতকালে ময়ম্পি তুমহাকং পুবসদিসা ভবিম্মামা”তি ।

তে অন্তোবজ্ঞভাবেন সথু সস্তিকং গস্তং অবিসহন্তা দুস্কেন তং অন্তোবজ্ঞং বীতিনামেসুং । সথা পন তেন হথিনা উপর্টাহিয়মানো সুখং বসি ।

১১ । সোপি হি হথিনাগো গগম্পহায় ফাসুবিহারথায়েব তং বনসগুং পাবিসি ।

পরম্পরের মধ্যে দোষ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলেন । ক্ষমা চাহিয়া উপাসকগণকে কহিলেন—“হে উপাসকগণ, আমরা মিলিত হইয়াছি, আপনারাও পূর্বের স্থায় হউন ।”

“ভন্তে, শাস্তা আপনাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন কি ?”

“না, ক্ষমা করেন নাই, আবুস !”

“তাহা হইলে শাস্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, শাস্তা ক্ষমা করিলে আমরাও আপনাদের নিকট পূর্ব সদৃশ হইব ।”

অস্তবর্ষা হেতু তাঁহারা শাস্তার নিকট যাইতে সাহস করিলেন না । দুঃখের সহিত সেই মধ্যবর্ষা অতিক্রম করিলেন । শাস্তা কিন্তু সেই হস্তীর সেবা-শুশ্রূষায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন ।

১১ । সেই মহাহস্তীও দল ছাড়া হইয়া সুখে বাস করিবার জগুই সেই বনগহনে প্রবেশ করিল ।

যথাহ— “অহং খো আকিণ্ণো বিহরামি হথীহি হথিনীহি
হথিকলভেহি হথিচ্ছাপেহি, ছিন্নগানি চেব তিগানি খাদামি,
ওভগোভগাঞ্চ মে সাখাভঙ্গং খাদন্তি, আবিলানি চ পানীয়ানি
পিবামি, ওগাহন্তস্ৰ চ মে উত্তিগ্গস্স হথিনিয়ো কায়ং উপনিঘং-
সন্তিয়ো গচ্ছন্তি, যন্নুনাহং একোব গণমহা বৃপকট্টো বিহরেয়্যং”তি ।

১২ । অথ খো সো হথিনাগো যুথা অপকস্স যেন পারিলেয়্যকং
রস্মিতবনসগুং ভদসালমূলং যেন ভগবা তেনুপসংকমি উপসংকমিহ্বা
পন ভগবন্তুং বন্দিহ্বা ওলোকেন্তো অপ্রং কিঞ্চি অদিম্মা ভদ-
সালমূলং পাদেন পহরন্তো তচ্ছেহ্বা সোণায় সাখং গহেহ্বা
সম্মাজ্জি । ততো পট্টায় সোণায় ঘটং গহেহ্বা পানীয়ং পরি-
ভোজনীয়ং উপট্টাপেতি, উণেহাদকেন অথেসতি উণেহাদকং

যথা বলা হইয়াছে-- “আমি হস্তী, হস্তিনী, হস্তী-বালক ও হস্তী-শিশু
সকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছি, তাহাদের ছিন্নাগ্রতৃণ খাইতে
হইতেছে, আমার ভাস্মা ডালপালা তাহারা খাইয়া ফেলিতেছে, ঘোলাজল
পান করিতে হইতেছে, স্নান করিয়া উঠিবার সময় হস্তিনীসকল গা
ধৌসিয়া চলিয়া যাইতেছে, আমি দল হইতে পৃথক হইয়া একাকীই বাস
করিব ।”

১২ । অনন্তর সেই হস্তীনাগ দল হইতে বাহির হইয়া পারিলেয়াবনে
রক্ষিত ধনবনাংশে তদ্রশাল বৃক্ষের মূলে যথায় ভগবান বিহরণ করিতেছেন
তথায় উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বন্দনা করিল। তথায়
অবলোকন করিয়া অত্র কিছু দেখিতে না পাইয়া তদ্রশাল বৃক্ষের পাদদেশ
পায়ের দ্বারা প্রহার করত সমান করিয়া দিল। শুণ্ডের দ্বারা শাখা লইয়া
সম্মাজ্জন (পরিষ্কার) করিল। সেই হইতে শুণ্ডের দ্বারা ঘট লইয়া
পানীয় ও পরিভোগ্য জল আনিয়া দিত, গরম জলের প্রয়োজন হইলে

পটিয়াদেতি । কথং ? হথেন কট্টানি ঘংসিহা অগ্গিং পাতেতি, তথ দারুনি পস্বিপস্তু জালেহা তথ তথ পাসাণে পচিহা দারুখণ্ডকেন পবট্টেহা পরিচ্ছিন্নায় খুদ্ধকসোণ্ডিয়ং থিপতি, ততো হথং ওতারেহা উদকম্ম তত্তভাবং জানিহা গম্মা সথারং বন্দতি । সথা “উদকং তে তাপিতং পারিলেয়্যা”তি বহ্বা তথ গম্মা নহায়তি । অথম্ম নানাবিধানি ফলানি আহরিহা দেতি ।

১৩ । যদা পন সথা গামং পিণ্ডায় পবিসতি, তদা সথু পত্তচীবরমাদায় কুস্তে পতিট্টাপেহা সথারা সন্ধিং য়েব গচ্ছতি, সথা গামুপচারম্পহা “পারিলেয়্যা, ইতো পট্টায় ত্বং গম্মং ন সকা, আহর মে পত্তচীবরং”তি আহরাপেহা গামং পবিসতি । সো পি য়াব সথু নিস্বমণা তথৈব ঠহা সথু আগমনকালে

জল গরম করিয়া দিত । কি প্রকারে ? শুণ্ডের দ্বারা কাঠ বর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিত, তথায় কাঠসমূহ প্রক্ষেপ করিয়া অগ্নি জালিত, তথায় তথায় পাবাণ ধণ্ডসমূহ উত্তপ্ত করিয়া তাহা কাঠশুণ্ডের দ্বারা উন্টাইয়া ক্ষুদ্রকূপে ক্ষেপণ করিত, তৎপর শুণ্ড অবতরণ করাইয়া জলের তপ্ততাব পরীক্ষা করিত, তপ্ততাব জানিয়া, যাইয়া শাস্ত্রাকে বন্দনা করিত । তখন শাস্ত্রা জিজ্ঞাসা করিতেন— “পারিলেয়্যা, তোমার জল গরম করা হইয়াছে কি ?” এই বলিয়া তথায় যাইয়া ন্মান করিতেন । অতঃপর ভগবানের জন্ত নানাবিধ ফল আহরণ করিয়া দিত ।

১৩ । যখন শাস্ত্রা গ্রামে পিণ্ডপাত করিতে প্রবেশ করিতেন, তখন হস্তী শাস্ত্রার পাত্রচীবর লইয়া কুস্তোপরি স্থাপন করতঃ শাস্ত্রার সঙ্কেই যাইত । শাস্ত্রা গ্রামের উপচার দীমা সম্প্রাপ্ত হইয়া কহিতেন— “পারিলেয়্যা, ইহার পর তুমি আর যাইতে পারিবে না, আমার পাত্রচীবর আমাকে দাও ।” শাস্ত্রা পাত্রচীবর লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেন । হস্তী শাস্ত্রার নিষ্ক্রমণ অবধি সেই স্থানেই স্থিত থাকিত । তাঁহার প্রত্যাবর্তন সময়

পচ্চুগ্গমনং কত্ত্বা পুরিমনয়েনেব পত্তচীবরং গহেত্ত্বা বসনট্টাণে
ওতারেত্ত্বা বত্তং দম্বেত্ত্বা সাখায় বীজ্জতি । রত্তিং বালুমিগপরিপম্ভ
নিবারণথং মহন্তং দণ্ডং সোণ্ডায় গহেত্ত্বা সথারং রক্ষিআমী”তি যাব
অরুণুগ্গমনা বনসণ্ডা অন্তরন্তরে বিচরতি ।

১৪ । ততো পট্টায়েব কির সো বনসণ্ডো “রক্ষিতবনসণ্ডো”
নাম জাতোতি । অরুণে উগ্গতে মুখোদকদানং আদিং কত্ত্বা
তেনেব উপায়েন সৰববত্তানি করোতি ।

১৫ । অথেকো মক্কটো তং হত্তিং উট্টায় সমুট্টায়
দিবসে দিবসে তথাগত্তম্ম আভিসমাচারিকং করোন্তং দিস্সা
“অহম্পি কিঞ্চিদেব করিআমী”তি বিচরন্তো একদিবসং নিস্স-
স্বিকং দণ্ডকমধুং দিস্সা দণ্ডকং ভঞ্চিত্বা দণ্ডকেনেব সত্ত্বিং

আণ্ডবাড়াইয়া লইত ও পূর্বের স্থায় পাত্রচীবর গ্রহণ করিত, তাহা বাসস্থানে
নামাইয়া রাখিয়া ব্রতসম্পাদনের পর শাখারদ্বারা বাতাস দিত । রাত্রে
হিংস্রজন্তুর উপদ্রব নিবারণের জন্ত গুণ্ডের দ্বারা বৃহৎদণ্ড গ্রহণ করিয়া
“শাস্তাকে রক্ষা করিব” এই মনে করিয়া অরুণ উদয় পর্য্যন্ত বনগহনের
অন্তরান্তরে বিচরণ করিত ।

১৪ । সেই হইতে সেই ঘনবনাংশের নাম হইল “রক্ষিতবনসণ্ড ।”
হস্তী অরুণ উদয়ে মুখ ধুইবার জলাদি করিয়া সমস্ত ব্রত প্রতিব্রত একই
নিয়মে সম্পাদন করিত ।

১৫ । অনন্তর একটি বানর সেই হস্তীকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে তথা-
গতের ব্রত-প্রতিব্রত সম্পাদন করিতে দেখিয়া চিন্তা করিল—“আমিও
কিছু করিব ।” বিচরণ করিতে করিতে একদিন কোন এক দণ্ডে মক্ষিকা
বিহীন এক মৌচাক দেখিতে পাইল । সেই দণ্ডটি ভাঙ্গিয়া দণ্ড সহিতই

মধুপটলং সখু সস্তিকং আহরিষ্মা কদলিপদ্মং ছিন্দিত্বা তথ ঠপেত্বা
 অদাসি । সখা গণিছ । মক্কটো ‘করিষ্মতি নুখো পরিভোগং ন
 করিষ্মতী’তি ওলোকেষ্টো গহেত্বা নিসিঙ্গং দিস্বা কিন্নুখো’তি চিন্তেত্বা
 দণ্ডকোটিলং গহেত্বা পরিবন্তেত্বা উপধারেষ্টো অণ্ডকানি দিস্বা তানি
 সনিকং অপনেত্বা অদাসি । সখা পরিভোগমকাসি । সো তুর্চমানসো
 তং তং সাখং গহেত্বা নচ্চেষ্টো অর্চেষ্টাসি । অখন্ম গহিতসাখাপি
 অক্কন্তসাখাপি ভিজ্জি । সো একস্মিং খাণুকমথক্কে পতিত্বা
 নিব্বিদ্ধগন্তো সখস্মি পসম্নেনেব চিন্তেন কালং কত্বা তাবতিংস
 ভবনে তিংসয়োজনিকে কনকবিমানে নিষবন্তি ; অচ্ছরাসহস্রপরি-
 বারো অহোসি ।

মৌচাকখানা শাস্তার নিকট লইয়া আসিল । একখণ্ড কদলী পত্র ছিঁড়িয়া
 পত্রের উপর তাহা স্থাপন করিয়া শাস্তাকে প্রদান করিল । শাস্তা তাহা
 গ্রহণ করিলেন । “শাস্তা পরিভোগ করিবেন কি-না” এই চিন্তা করিয়া
 বানর চাহিয়া রহিল । বানর দেখিল শাস্তা তাহা লইয়া কেবল বসিয়া
 আছেন । ‘তাহার কারণ কি’ চিন্তা করিয়া দণ্ডের প্রান্তভাগ গ্রহণ
 করিয়া মৌচাকখানা উর্দ্ধাইয়া দেখিল । তথায় দেখিতে পাইল মক্ষিকার
 ডিম্ব রহিয়াছে । সত্ত্বর ডিম্বগুলি বিদূষিত করিয়া প্রদান করিল । শাস্তা
 মধু পান করিলেন । তাহাতে বানর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শাখা হইতে
 শাখাস্তর গ্রহণ করিয়া নাচিতে লাগিল । অতঃপর তাহার গৃহীত ও
 আক্রান্ত শাখা ভগ্ন হইল । সে এক স্থাপুর (পোঁজার) উপর পড়িল,
 তাহাতে শরীর বিদ্ধ হইল । এই আকস্মিক বিপদে তাহার মৃত্যু ঘটিল ।
 মৃত্যুকালীন শাস্তার প্রতি প্রসন্ন চিন্তে মরিয়া তাবতিংস স্বর্গে ত্রিশ যোজন
 বিস্তৃত কনকবিমানে উৎপন্ন হইল । তথায় সহস্র অম্বর্য পরিবৃত হইয়াছিল ।

১৬। তথাগতঃ তথ হিথিনাগেন উপট্ঠিয়মানঃ বসনভাবো সকল জম্বুদীপে পাকটো অহোসি। সাবথিনগরতো অনাথপিণ্ডিকো বিসাখা মহাউপাসিকাতি এবমাদীনি মহাকুলানি আনন্দথেরঃ সাসনং পহিণিংসু—“সথারং নো ভন্তে, দস্লেখা”তি। দিসাবাসিনো পি পঞ্চসতা ভিক্ষু বৃথবজ্জা আনন্দথেরং উপসংকমিত্বা “চিরস্মৃতা নো আনন্দ, ভগবতো সস্মুখা ধম্মি কথা। সাধু ময়ং আবুসো আনন্দ, লভেয়াম ভগবতো সস্মুখা ধম্মিং কথং সবণায়্যা”তি যাচিংসু। থেরো তে ভিক্ষু আদায় তথ গম্বা “তেমাসং এক-বিহারিনো তথাগতঃ সন্তিকং এত্তকেহি ভিক্ষু হি সন্ধিং উপসঙ্কমিতুং অসুভন্তি” চিন্তেহা তে ভিক্ষু বহি ঠপেহা এককো সথারং উপসঙ্কমি।

১৬। তথাগত পারিলেয়্যবনে অবস্থান করিতেছেন, হস্তীনাগ তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে, এই কথা সমস্ত জম্বুদীপে প্রচার হইয়াছিল। শ্রাবস্তী নগর হইতে অনাথপিণ্ডিক, মহাউপাসিকা বিসাখা ও এইরূপ সম্ভ্রান্ত বংশীয় উপাসক উপাসিকারা আনন্দ স্থবিরের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—“ভন্তে, আমাদিগকে শাস্তাকে দেখান।” বর্ষাবাসের পর নানা দিকবাসী পাঁচশত ভিক্ষু আনন্দ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞা করিলেন—“আয়ুস্থান আনন্দ, আমরা যে ভগবানের নিকট ধর্ম শুনিয়াছি, বহু দিন পূর্বে; আবুস আনন্দ, আমরা ভগবানের মুখে ধর্ম শুনিতে প্রার্থনা করি। স্থবির সেই ভিক্ষুগণকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। “তথাগত তিন মান যাবৎ একাকী বিহরণ করিতেছেন, হঠাৎ এতজন ভিক্ষুর সহিত তাঁহার সম্মুখীন হওয়া অবুক্তিকর” এই চিন্তা করিয়া সেই ভিক্ষুদিগকে বহির্দেশে রাখিয়া একাকী তথাগতের সম্মুখীন হইলেন।

১৭। পারিলেয়্যকো তং দিস্বা দগুমাদায় পস্বন্দি। সথ্যা ওলোকেক্ত্বা “অপেহি পারিলেয়্যক, মা বারয়ি, বুদ্ধুপট্টকো এসো”তি আহ। সো তথেব দগুং ছডেড্ত্বা পত্তচীবর পট্টিগাহং আপুচ্ছি। থেরো ন অদাসি। নাগো “সচে উগ্গাহিতবত্তো ভবিম্মতি সথু নিসীদনপাসাণফলকে পরিস্খারং ন ঠপেতী”তি চিস্তেসি। থেরো পত্তচীবরং ভূমিয়ং ঠপেসি। “বত্তসম্পন্নাহি গরুন্নং আসনে বা সয়নে বা অন্তনো পরিস্খারং ন ঠপেস্তি।” থেরো সথ্যারং বন্দিত্বা একমন্তং নিসীদি। সথ্যা “এককোব আগতোসী”তি পুচ্ছিত্বা পঞ্চসতেহি ভিস্বুহি সদ্ধিং আগতভাং স্ত্বা “কহং পন তে”তি বহ্বা—

“তুম্বাহকং চিত্তং অজানন্তো বহি ঠপেত্ত্বা আগতোমহী”তি বুত্তে—“পক্কোসাহি নে”তি আহ।

১৭। পারিলেয়্য হস্তী স্ববিরকে দেখিয়া দগু লইয়া অগ্রসর হইল। শাস্তা অবস্থা বুঝিয়া কহিলেন—“পারিলেয়্য, আসিতে দাও, বারণ করিও না, এই ভিক্ষু বুদ্ধোপস্থায়ক।” হস্তী সেই স্থানেই দগু ছাড়িয়া পাত্র-চীবর গ্রহণের আকার দেখাইল। স্ববির দিলেন না। হস্তী চিন্তা করিল—“ইনি যদি ব্রত সম্বন্ধে সুশিক্ষিত হন, তাহা হইলে শাস্তা বসিবার পাসাণ-ফলকে পাত্র-চীবর রাখিবেন না।” স্ববির পাত্র-চীবর ভূমিতে রাখিলেন। “ব্রত সম্পন্নোর গুরুর আসনে বা শয্যার উপর নিজের কোন জিনিষ রাখেন না।” স্ববির শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—“একাই আসিয়াছ কি?” পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত আগমনের কথা শুনিয়া শাস্তা পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—“তাহারা কোথায়?” “আপনার চিত্ত না জানিয়া বহির্দেশে রাখিয়া আসিয়াছি।” স্ববির এইরূপ বলিলে শাস্তা তাহাকে আদেশ দিলেন— “তাহাদিগকে ডাক।”

ধেরো তথা অকাসি।

১৮। সখা তেহি সন্ধিং পটিসম্মারং কত্ত্বা তেহি ভিক্ষুহি
“ভস্তুে, ভগবাহি বুদ্ধস্সুকুমালো চেব খত্তিয়স্সুকুমালো চ, তুম্হেহি
তেমাসং এককেহি তিট্ঠেস্তুেহি নিসীদেস্তুেহি চ দুক্করং কতং, বদ্দ-
পটিবত্তকারকোপি মুখোদকাদি দায়কোপি নাহোসি মণ্ণে”তি
বুত্তে “ভিক্ষুবে, পারিলেয়্যকহিথিনা মম সৰ্ব্বকিচ্চানি কতানি ;
এবরুপং হি সহায়কং লভেস্তুন একতো বসিতুং যুত্তং, অলভন্তুস্স
একচারিকভাবোব সেয়্যো”তি বত্ত্বা ইমা নাগবগ্গে তিস্সো
গাথা অভাসি :—

“সচে লভেথ নিপকং সহায়ং সন্ধিং চরং সাধু বিহারি ধীরং,
অভিভুয়্য সৰ্ব্বানি পরিস্সয়্যানি চরেয়্য তেনত্ত মনো সতীমা।”

স্থবির ভিক্ষুদিগকে ডাকিলেন।

১৮। শাস্তা তাহাদের সহিত সম্ভোষণক আলাপ করিলেন। অতঃপর
সেই ভিক্ষুরা কহিলেন—“ভস্তুে ভগবন্, বুদ্ধ স্সুকুমার, স্সন্ধিয় স্সুকুমার ;
আপনি তিনমাস যাবৎ একাকী অবস্থান করিয়া দুঃখ পাইয়াছেন। ব্রত-
প্রতিব্রত সম্পাদক ও মুখ ধুইবার জলাদি পর্য্যন্ত দিবার লোক ছিল না
বোধ হয়।” ভিক্ষুরা এইরূপ কহিলে ভগবান কহিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ, পারিলেয়্য হস্তী আমার সৰ্ব্বকাজ সম্পাদন করিয়াছে ;
এইরূপ বন্ধু লাভীর একত্রে বাস করা উচিত। যে লাভ না করে তাহার
একাকী থাকাই শ্রেয়ঃ। এই বলিয়া ভগবান নাগবর্গে এই তিনটি গাথা
ভাষণ করিলেন :—

“যদি তুমি কর লাভ বন্ধু প্রজ্ঞাবান,
সহযাত্রী, সদাচারী আর জ্ঞানবান।
পরাজিয়া সৰ্ব্বভয় সম্ভোষ মনেতে,
স্মৃতিমান স্মৃথী হয়ে পারিবে থাকিতে।”

“নো চে লভেথ নিপকং সহায়ং সন্ধিং চরং সাধু বিহারি ধীরং,
রাজাব রট্টং বিজিতং পহায় একোচরে মাতঙ্গরশ্রেণব নাগো।”

“একম্ চরিতং সেয়ো নথি বালে সহায়তা
একোচরে ন চ পাপানি কয়িরা
অপ্লোম্মুক্কো মাতঙ্গরশ্রেণব নাগো”তি ।

গাথাপরিয়োসানে পঞ্চসতাপি তে ভিক্ষু অরহন্তে পতিট্টহিংসু ।

১৯ । অনন্দথেরো অনাথপিণ্ডিকাদীহি পেনিতং সাসনং
আরোচেত্বা “ভন্তে, অনাথপিণ্ডিকপমুখা পঞ্চ অরিয়সাবক কোটিয়ো
তুমহাকং আগমনং পচ্চাসিংসন্তী”তি আহ ।

“যতপি না কর লাভ বন্ধু প্রজ্ঞাবান,
সহযাত্রী, দদাচারী আর জ্ঞানবান ।
রাজা যথা রাজ্যাত্যজি একাকী বিচরে,
অরণ্যে মাতঙ্গহস্তী যেরূপ বিচরে ।

“একাকী করিলে বাস শ্রেয়স্কর হয়,
মূর্খসহ বাদে কভু উপকার নয় ।
একাকী করিবে বাস—

না করিবে পাপ আচরণ,

অরণ্যে মাতঙ্গ যথা—

নিরাসঙ্গ হয়ে তথা কর বিচরণ।”

গাথা বলা শেষ হইলে সেই পাঁচশত ভিক্ষু অরহতফল প্রাপ্ত হইলেন ।

১৯ । অনন্দ স্ববির অনাথপিণ্ডিকাদির দ্বারা প্রেরিত সংবাদ ভগবানের
সমীপে নিবেদন করিলেন—“প্রভু, অনাথপিণ্ডিক প্রমুখ পাঁচ কোটি আর্গা
শ্রাবক আপনার আগমন প্রত্যাশা করিতেছেন।”

সখা—“তেনহি গণহাহি পত্তচীবরং”তি ।

পত্তচীবরং গাহাপেত্তা নিস্কম্মি । নাগো গত্তা মগ্গে তিরিয়ং
অর্টাসি । “কিং করোতি ভন্তে, নাগো”তি ?

“তুমহাকং ভিস্কবে, ভিস্কং দাতুং পচ্চাসিংসতি । দীঘরত্তং
খো পনায়ং ময়হং উপকারকো, নাস্স চিত্তং কোপেতুং বট্ঠতি,
নিবত্তথ ভিস্কবে”তি ।

২০। সখা ভিস্কু গহেত্তা নিবত্তি, হথীপি, বনসগুং পবি-
সিত্তা পনসকদলিফলাদীনি নানাফলানি সংহরিত্তা রাসিং কত্তা পুন
দিবসে ভিস্কুং অদাসি । পঞ্চসতা ভিস্কু সৰ্ব্বানি খেপেতুং
নাসস্কিংসু । ভত্তকিচ্চপরিয়োসানে সখা পত্তচীবরং গহেত্তা নিস্কম্মি ।
নাগো ভিস্কুং অন্তরন্তরেণ গত্তা সথু পুরতো তিরিয়ং অর্টাসি ।

শাস্তা কহিলেন—“তাহা হইলে পাত্ৰচীবর গ্রহণ কর ।”

শাস্তা পাত্ৰচীবর গ্রহণ করাইয়া বাহির হইলেন । হস্তী বাইয়া পথে
প্রস্থাকারে দাঁড়াইল । ভিক্ষুরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

“ভন্তে, হস্তী এরূপ করিতেছে কেন ?”

“ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে ভিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিতেছে । এই হস্তী দীর্ঘ
দিন আমায় উপকার করিয়া আসিতেছে, ইহার চিন্তে দুঃখ দেওয়া
উচিত হইবে না । তোমরা সকলে নিবৃত্ত হও ।”

২০। শাস্তা ভিক্ষুগণ সহ নিবৃত্ত হইলেন । হস্তী বনগহনে প্রবেশ করিয়া
কাঁঠাল ও কদলী ফলাদি বিবিধ ফল সংগ্রহ করিয়া রাশিকৃত করিল ।
পরদিন তাহা ভিক্ষুদিগকে প্রদান করিল । পাঁচশত ভিক্ষু তাহা খাইয়া
শেষ করিতে পারিল না । ভোজন কার্য শেষ করার পর শাস্তা পাত্ৰ-
চীবর গ্রহণ করিয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন । হস্তী ভিক্ষুদের অন্তরান্তরে বাইয়া
শাস্তার পুরভাগে প্রস্থাকারে স্থিত হইল ।

“কিং করোতি ভস্তু, নাগো”তি ?

“অয়ং ভিক্ষবে, তুমেহ পেসেহা মং নিবন্তেতী”তি ।

অথ নং সথা—“পারিলেয়া, ইদং মম অনিবন্তনীয়গমনং, তব ইমিনা অন্তভাবেন ঝানং বা বিপন্নং বা মগ্গফলং বা নথি, তিট্ট ঝং”তি আহ ।

তং স্ত্বা নাগো মুখে সোণ্ডং পক্ষিপিত্বা রোদন্তো পচ্ছতো পচ্ছতো অগমাসি । সো হি সথারং নিবন্তেতুং লভন্তো তেনেব নিয়ামেন যাবজ্জীবং পট্টিজ্জেয়্য । সথা পন গামূপচারম্পত্তা— “পারিলেয়া, ইতো পট্টায় তব অভূমি, মনুজ্জাবাসো সপরিপন্তো, তিট্ট ঝং”তি আহ । সো রোদমানো তথ্বেব ঠ্ঠা সথরি চক্ষু-পথং বিজহন্তে বিজহন্তে হদয়েন ফলি, তেন কালং কত্তা সথরি

“ভস্তু, হস্তী কি করিতেছে ?”

“ভিক্ষুগণ, হস্তী তোমাদিগকে পাঠাইয়া আমাকে নিবৃত্ত করিতেছে ।”

অতঃপর শাস্তা হস্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“পারিলেয়া, ইহা আমার অনিবর্ত্তনীয় গমন । তোমার এই জন্মে ধ্যান, বিদর্শন বা মার্গফল কিছুই লাভ হইবে না ; তুমি স্থিত হও ।”

তাহা শুনিয়া মহাহস্তী মুখে গুণ্ড প্রবেশ করাইয়া রোদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিল । হস্তী শাস্তাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলে, সেই নিয়মে যাবজ্জীবন সেবা পূজা করিত । শাস্তা গ্রামের উপাচার সীমা প্রাপ্ত হইয়া হস্তীকে কহিল—“পারিলেয়া, এই হইতে তোমার অভূমি, লোকালয় তোমার পক্ষে বিপদ সঙ্কুল, তুমি আর আসিও না ।” সে রোদন পরায়ণ অবস্থায় তথায়ই স্থিত থাকিয়া শাস্তা চক্ষুপথের অন্তর্দ্বারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হইল । ইহাতে তাহার মৃত্যু ঘটিল । শাস্তার প্রতি

পসাদেন তাবতিংসভবনে তিংসয়োজনিকে কনকবিমানে অচ্ছরা-
সহস্রমঞ্জে নিব্বত্তি । পারিলেয়্যক দেবপুত্তো য়েবস্স নামং অহোসি ।

২১ । সথাপি অনুপুত্তেন জেত্তবনং- অগমাসি । কোসম্বকা
ভিক্ষু সথা কির সাবথিং আগতোতি সূত্বা সথারং খমাপেতুং
তথ অগমংসু । কোসলরাজা তে কির কোসম্বিকা ভণ্ণনকারকা
ভিক্ষু আগচ্ছন্তী'তি সূত্বা সথারং উপসম্বমিদ্ধা “অহং ভন্তে,
তেসং মম বিজিতং পবিসিতুং নদম্মামী”তি আহ ।

“মহারাজ, সীলবস্তা তে ভিক্ষু, কেবলং অপ্রমপ্রং বিবাদেন
মম বচনং ন গপিহংসু, ইদানি মং খমাপেতুং আগচ্ছন্তি, আগ-
চ্ছন্তু মহারাজা”তি ।

প্রদত্ততা হেতু তাবতিংস স্বর্গে ত্রিশ যোজন বিস্তৃত কনকবিমানে
সহস্র দেববালার মধ্যে উৎপন্ন হইল । তাহার নাম লইল ‘পারিলেয়্য-
দেবপুত্র’ ।

২১ । শাস্তা অন্ত্রক্রমে জেত্তবনে উপস্থিত হইলেন । কোশম্বীবাসী ভিক্ষুরা
শুনিতে পাইলেন শাস্তা শ্রাবস্তীতে আসিয়াছেন । তাহারা এই সংবাদ
শুনিয়া শাস্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্ত তথায় উপস্থিত হইলেন ।
কোশলরাজ শুনিলেন যে কোশম্বীবাসী সেই ভেদকারী ভিক্ষুরা আসিতেছেন ।
রাজা এই সংবাদ শুনিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—“ভন্তে,
আমি তাহাদিগকে আমার রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিব না ।”

“মহারাজ, সেই ভিক্ষুরা শীলবান, কেবলমাত্র তাহাদের পরস্পরের
বিবাদ হেতু আমার কথা গ্রহণ করে নাই । তাহারা এখন আমার নিকট
ক্ষমা প্রার্থনার জন্ত আসিতেছে, তাহারা আসুক মহারাজ ।”

অনাথপিণ্ডিকোপি—“অহং তেসং বিহারং পবিসিতুং ন দম্মামী”তি বহ্না তথ্বেব ভগবতা পটিঙ্খিত্তো তুণ্হী অহোসি।

২২। সাবথিয়ং অনুপ্পত্তানং পন তেসং ভগবা একমন্তে বিবিস্তং কারাপেত্বা সেনাসনং দাপেসি। অশ্চে ভিক্ষু তেহি সন্ধিং নেব একতো নিসীদন্তি ন তিট্টন্তি। আগতাগতা সত্তারং পুচ্ছন্তি—“কহং ভন্তে, ভণ্ডনকারকা কোসম্বকা ভিক্ষু”তি ?

সথা—“এতে”তি দম্মেতি।

তে—“এতে চ এতে কিরা”তি আগতাগতেহি অঙ্গুলিয়া দম্মিয়মানা লজ্জায় সীসং উঙ্খিপিতুং অসক্কোন্তা ভগবতো পাদ-মূলে নিপঞ্জিত্ত্বা ভগবন্তং খমাপেত্তুং।

২৩। সথা—“ভারিয়ং বো ভিক্ষবে, কতং ; তুণ্হেহ নাম

অনাথপিণ্ডিকও আসিয়া ভগবানকে কহিলেন—“আমি তাহাদিগকে বিহারে প্রবেশ করিতে দিব না।” ভগবান পূর্বের ঠায় প্রত্যাখ্যান করিলে তিনিও নীরব হইলেন।

২২। ভগবান শ্রাবস্তী সম্প্রাপ্তে সেই ভিক্ষুগণকে একপ্রান্তে অবকাশ করাইয়া শয়নান দেওয়াইলেন। অত্যাণ্ড ভিক্ষুরা তাঁহাদের সহিত একত্রে উঠা-বসা করিলেন না। আগতাগতেরা শাস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—“ভন্তে, ভেদকারী কৌশলীবাসী ভিক্ষুরা কোথায় ?”

শাস্তা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলেন—“ইহারা।”

“ইহারা, ইহারাই” এই বলিয়া তাহাদিগকে অঙ্গুলীর দ্বারা দেখাইতে লাগিল। এই লজ্জায় ভিক্ষুগণ মাথা তুলিতে না পারিয়া ভগবানের পাদ-মূলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

২৩। শাস্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, তোমরা ভারি অত্যাচারিয়াছ; তোমরা

মাদিসঅ বুদ্ধঅ সন্তিকে পব্বজিত্বা ময়ি সামগিং করোন্তে মম
 বচনং ন করিথ, পোরাক পণ্ডিতাপি বঙ্কল্পতানং মাতাপিতুনং
 ওবাদং সুত্বা তেসু জীবিতা বোরোপিয়মানেসুপি তং অনতি-
 ক্কমিত্বা পচ্ছা দ্বীসু রটেঠেসু রজ্জং কারয়িসু”তি বত্তা পুনদেব
 কোসম্বিকজাতকং কথেন্না “এবং ভিক্ষবে দীঘায়ুকুমারো মাতা-
 পিতৃসু জীবিতা বোরোপিয়মানেসুপি তেসং ওবাদং অনতিক্কমিত্বা
 পচ্ছা ব্রহ্মদত্তে ধীতরং লভিত্বা দ্বীসু কাসিকোসলরটেঠেসু রজ্জং
 কারেসি, তুমহেহি পন মম বচনং অকরোন্তেহি ভারিয়ং কতং”তি
 বত্তা ইমং গাথমাহ—

“পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেথ যমামসে,

য়ে চ তথ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা”তি । ৬

আমার ঞায় বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা নিয়া, আমি মিলাইবার চেষ্টা করিলে,
 আমার কথা রক্ষা করিলে না। পৌরাণিক পণ্ডিতেরাও বধদণ্ড প্রাপ্ত
 মাতাপিতার উপদেশ শুনিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিলেও, সেই উপদেশ
 অতিক্রম না করিয়া পরে ছই রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিল।” এই বলিয়া
 পুনরায় কৌশলীক জাতক কহিয়া এইরূপ উপদেশ দিলেন—“ভিক্ষুগণ,
 এইরূপে দীর্ঘায়ুকুমার মাতাপিতাকে হত্যা করিলেও, তাহাদের উপদেশ
 অতিক্রম না করিয়া পরে ব্রহ্মদত্তের কথা লাভ করিয়া কাশী-কোশল
 রাজ্যদ্বয়ে রাজত্ব করিয়াছিল। তোমরা কিন্তু আমার কথা রক্ষা না করিয়া
 ভারি অশ্রায় করিয়াছ” বলিয়া এই গাথা কহিলেন :—

“মূর্খেরা জানে না কতু ‘আমাদের যে মৃত্যু হবে’,

জানিবে যাহারা তাহা, তদা কলহ সাম্য হবে।” ৬

২৪। তথ “পরেতি” পণ্ডিতে ঠপেহা ততো অশ্রে ভগুনকারকা পরে নাম, তে তথ সজ্বমজ্জে কোলাহলং করোন্তা ময়ং যমামসে উপরমাম নন্মাম সতত্তং সমিতং মচ্চুসন্তিকং গচ্ছামাতি ন জানন্তি।

“যে চ তথ বিজ্ঞানস্তী”তি—যে তথ পণ্ডিতা ‘ময়ং মচ্চু-সমীপং গচ্ছামা’তি বিজ্ঞানন্তি।

“ততো সম্মন্তি মেধগা”তি—এবং হি তে জানন্তা যোনিসো মনসিকারং উল্লাদেহা মেধগানং কলহানং বৃপসমায় পটিপজ্জন্তি, অথ নেসং তায় পটিপত্তিয়া তে মেধগা সম্মন্তী’তি।

২৫। অথ বা “পরে চা”তি পুৰ্বে ময়া “মা তিস্ববে ভগুনং”তি আদীনি বহা ওবাদিয়মানাপি মম ওবাদজ্ঞ অপটিগাহণেন অমামকা পরে নাম, ‘ময়ং ছন্দাদিবসেন মিচ্ছাগহণং গহেহা এথ সজ্বমজ্জে

২৪। তথায় “পরেরা বা মুর্খেরা”—পণ্ডিতগণ ব্যতীত অগ্ৰাণ্ড কলহ পরায়ণ ব্যক্তিকে পর বলা হয়। তাহারা সজ্ব মধ্যে বিবাদ করিবার সময় জানে না বা মনে করে না ‘আমরা এই সংসারে বিনাশ প্রাপ্ত হই বা সতত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছি।’

“জানিবে যাহারা তাহা”—তাহাদের মধ্যে যাহারা পণ্ডিত তাহারা জানে যে ‘আমরা মৃত্যুকবলে পতিত হইতেছি।’

“তদা কলহ সাম্য হবে”—এইরূপ জাত পণ্ডিতগণ সম্প্রযুক্ত জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া কলহ কারীর কলহ উপশম করিবার জন্ত প্রতিপন্ন হয় এবং তাহাদের চেষ্টাতেই কলহের নিবৃত্তি হয়।

২৫। অথবা “পরেরা” এই অর্থে—আমি পূর্বে “ভিক্ষুগণ, বিবাদ করিও না” ইত্যাদি বলিয়া উপদেশ প্রদান করিলেও আমার উপদেশ গ্রহণ না করিয়া উপেক্ষা করা বা মমতাহীন বলিয়া ‘পর।’ ‘আমরা ছন্দাদির বশীভূত হইয়া মিথ্যাপথ অবলম্বন করিয়া, আমরা চিরকাল ইহ-সংসারে

যমামসে তণ্ডনাদীনং বুদ্ধিয়া বায়মামা'তি ন বিজানন্তি, ইদানি
পন যোনিসো পচ্চবেক্ষমাণা তথ তুমহাকং অন্তরে যে পণ্ডিত-
পুরিসা 'পুৰেৰ ময়ং ছন্দাদিবসেন বায়মন্তা অয়োনিসো পটিপল্লা'তি
বিজানন্তি, ততো তেসং সন্তিকা তে পণ্ডিতপুরিসে নিম্মায় ইমে
ইদানি কলহসংখাতা মেধগা সম্মন্তী"তি অয়মেথ অথোতি ।

গাথা পরিয়োসানে সম্পত্তভিক্ষু সোতাপত্তি ফলাদীম্ব
পতিট্টহিংসৃতি ।



থাকিব না তাহা না জানিয়া, সজ্জ মধ্যে কলহাদি বুদ্ধির জ্ঞান চেষ্টা
করিতেছি' বলিয়া তাহা জানে না, এখন কিন্তু তোমাদের মধ্যে বাহারা
পণ্ডিত তাহারা সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে প্রত্যবেক্ষণ করাতে জানিতেছে যে 'আমরা
পূর্বে অসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে ছন্দাদিবশে বিবাদে ব্যাপ্ত হইয়া গর্হিত কার্য
করিয়াছি এবং এখন সেই সকল পণ্ডিতের কারণেই তাহারা এই কলহ
হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে ।"

গাথা বলা শেষ হইলে উপস্থিত ভিক্ষুগণ সোতাপত্তি ফলাদি লাভ
করিয়াছিলেন ।



চুলকাল মহাকাল বধু । ৬

১। “সুভানুপাশ্রিৎ বিহরন্তুঃ”তি ইমং ধম্মদেশনং সখা সেত-
ব্যনগরং উপনিশ্রায় বিহরন্তো চুলকাল মহাকালে আরব্ব কথেসি ।

২। সেতব্য বাসিনো হি চুলকালো মঞ্জিমকালো মহা-
কালোতি তয়ো ভাতরো কুটুম্বিকা । তেসু জেট্টকণিট্টা দিসাসু
বিচরিত্বা সকেটেহি ভণ্ডং আহরন্তি । মঞ্জিমকালো আভতঃ
বিক্খিণাতি । অথেকস্মিং সময়ে তে উভোপি ভাতরো পঞ্চহি
সকটসতেহি নানাভণ্ডং গহেত্বা সাবথিং গন্ত্বা সাবথিয়া চ জেতবনস্স

চুলকাল-মহাকালের উপাখ্যান । ৬

১। “বিহরণ করে যেবা বাহ্য শোভা করি নিরীক্ষণ”—এই ধম্মদেশনা
শাস্তা শ্বেতব্য নগরের উপনিশ্রয়ে বাস করিবার সময় চুলকাল ও মহাকালের
কথাপ্রদক্ষে বলিয়াছিলেন ।

২। চুলকাল, মেজকাল ও মহাকাল তিন ভাই শ্বেতব্যবাসী কুটুম্বিক,
তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ দুই ভাই দেশদেশান্তরে বিচরণ করিয়া
গাড়ীর দ্বারা পণ্য আহরণ করিত । মেজকাল সংগৃহীত পণ্য বিক্রয় করিত ।
এক সময় তাহারা দুই ভাই পাঁচশত গাড়ীতে বিবিধ পণ্ড বোঝাই
করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে গিয়াছিল এবং শ্রাবস্তী নগর ও জেতবনের

চ অন্তরে সকটানি মোচয়িঃসু । তেসু মহাকালো সাযণহসময়ে
মালাগন্ধাদি হথে সাবথিবাসিনো অরিয়সাবকে ধম্মসবণথায়
গচ্ছন্তে দিম্বা “কুহিং ইমে গচ্ছন্তী”তি পুচ্ছিত্বা তমথং সূত্বা “অহম্পি
গমিআমী”তি চিস্তেত্বা কণিঠং আমন্তেত্বা “তাত, সকটেসু অল্পমন্তো
হোহি, অহং ধম্মং সোতুং গচ্ছামী”তি বত্বা গন্ত্বা তথাগতং
বন্দিত্বা পরিসপরিয়ন্তে নিসীদি । সথা তং দিম্বা তস্ম
অজ্জাসয়বসেন আনুপুবিবকথং কথেন্তো দুস্কম্বন্ধু সূত্বাদিবসেন
অনেক পরিয়ায়েন কামানং আদীনবং ওকারং সংকিলেসং চ
কথেসি । তং সূত্বা মহাকালো “সবং কির পহায় গন্তব্বং,
পরলোকং গচ্ছন্তং নেব ভোগা ন এণতয়ো অনুগচ্ছন্তি, কিম্মে
ঘরাবাসেন ? পব্বজিআমী”তি চিস্তেত্বা মহাজনে ভগবন্তং বন্দিত্বা

মধ্য পথে গাড়ী খুলিয়াছিল। মহাকাল সন্ধ্যার সময় দেখিল, শ্রাবস্তীবাসী
আর্য্যশ্রাবকেরা ফুলের মালা ও গন্ধ দ্রব্যাদি হস্তে লইয়া ধর্ম্ম শ্রবণের জন্ত
যাইতেছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল—“ইহারা কোথায় যাইতেছেন” ধর্ম্ম
শ্রবণের জন্ত যাইতেছেন শুনিয়া “আমিও যাইব” এই চিন্তা করিয়া
কনিষ্ঠকে ডাকিয়া কহিলেন—“গাড়ীগুলি ভালরূপে দেখিও ভাই, আমি
ধর্ম্ম শুনিতে যাইব।” এই বলিয়া, গিয়া তথাগতকে দর্শন ও বন্দনা
করিলেন এবং পরিষদের একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। শাস্তা তাহাকে
দেখিয়া তাহার অধ্যাশয় অনুসারে দান-শীলাদির কথা বলিতে বলিতে হুঃখ-
স্বন্ধু সূত্রাদির অবতারণা করিয়া অনেক পর্যায়ে কামের কুফল, অপকারিতা
ও সংক্লেশের বিষয় কহিলেন। তাহা শুনিয়া মহাকালের মনে ভাবের
উদয় হইল—“তাইত ! সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে, পরলোকে যাইতে ভোগ-
সম্পদ বা স্মৃতি-বন্ধু কেহ সঙ্গে যায় না। তবে আমার গৃহবাসে প্রয়োজন
কি ? আমি প্রব্রজিত হইব।” সকলে ভগবানকে বন্দনা করিয়া

পক্ষান্তে সখারং পববজ্জং যাচিহ্না “নথি তে কোচি অপলোকে-
তৰ্ণো”তি বুন্তে—

“কণিঠো মে অথি ভন্তে”তি।

“অপলোকেহি নং”তি বুন্তে—

“সাধু ভন্তে”তি গন্তা “তাত, ইমং সৰ্বং সাপতেয়্যং
পাটিপজ্জা”তি আহ।

“তুম্হে পন ভাতিকা”তি।

“অহং সথু সন্তিকে পববজ্জিআমী”তি।

সো তং নানপ্ণকারেহি যাচিহ্না নিবন্তেতুং অসক্কোন্তো “সাধু সামি,
যথাঙ্কাসয়ং করোথা”তি আহ।

৩। মহাকালো গন্তা সথু সন্তিকে পববজ্জি। “অহং ভাতিকং গহেত্তাব
উপববজ্জিআমী”তি চুলকালোপি পববজ্জি। অপরভাগে মহাকালো

চলিয়া গেলে তিনি শান্তার নিকট যাইয়া প্রব্রজ্যা যাক্কা করিলেন। ভগবান
বলিলেন—“অনুমতি নেওয়ার মত ফি তোমার কেহ নাই?”

“ভন্তে, আমার কনিষ্ঠ আছে।”

“তাহার সম্পত্তি নিয়া আস।”

“সাধু ভন্তে,” তিনি যাইয়া কনিষ্ঠকে কহিলেন—“ভাই, তুমি এই
সম্পত্তি গ্রহণ কর।”

“আপনি দাদা?”

“আমি শান্তার কাছে প্রব্রজ্যা নিব।”

সে তাঁহাকে নানা প্রকারে চেষ্টা করিয়াও নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া
কহিল—“ভাল, আপনার বাহা ইচ্ছা করুন।”

৩। মহাকাল যাইয়া শান্তার নিকট প্রব্রজিত হইলেন। চুলকাল
ভাবিল—“আমি দাদাকে ফিরাইয়াই প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিব” এই
চিন্তা করিয়া সেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল। কিছুদিন পরে মহাকাল

উপসম্পদং লভিত্বা সথারং উপসংকমিত্বা সাসনে কতি ধুরানীতি
পুচ্ছিত্বা সথারা দ্বীসুপি ধুরেসু কথিতেসু “অহং ভন্তে, মহল্লক-
কালে পবরজিতভা গন্তুধুরং পুরেতুং ন সস্থিআমি, বিপঅনা ধুরম্পন
পুরেআমী”তি ষাব অরহত্তা কস্মট্টানং কথাপেহা সোসানিক
ধুতঙ্গং সমাদায় পঠময়্যামাতিকমে সবেষসু নিদং ওকন্তেসু সুসানং
গন্ত্বা পচ্চসকালে সবেষসু অনুট্টিতেসু যেষ বিহারং আগচ্ছতি ।

৪ । অথেকা সুসানগোপিকা কালী নাম ছবডাহিকা খেরস্স
ঠিতট্টানং নিসিন্নট্টানং চক্কমণট্টানং চ দিস্বা “কো নুখো ইধাগচ্ছতি
পরিগণিহআমি নং”তি । পরিগণিত্তুং অসক্কোন্তি একদিবসং সুসান
কুটিকায়মেব দীপং জালেহা পুত্তধীতরো আদায় গন্ত্বা একমন্তে
নিলীনা মজ্জিময়্যামে খেরং আগচ্ছন্তুং দিস্বা গন্ত্বা বন্দিহা, “অয়ো
নো ভন্তে, ইমস্মিং ঠানে বিহরতী ?”তি আহ ।

উপসম্পদা লাভ করিয়া শাস্তার নিকট গিয়া শাসনে কয়টি ধুর জানিতে চাহি-
লেন । শাস্তা ধুর দুইটি সম্বন্ধে কহিলেন । মহাকাল তাহা শুনিয়া কহিলেন—
“ভন্তে, আমি বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছি, তাই গ্রন্থধুর পূর্ণ করিতে
পারিব না, বিদর্শন ধুর মাত্র পূর্ণ করিব ।” তিনি অরহত্ত লাভের কস্ম-
স্থান পর্যন্ত ভাবনীয় বিষয়ে উপদেশ নিয়া শ্মশানিক ধূতাস্ত গ্রহণ করিলেন ।
তিনি রাত্রির প্রথম যামের পর সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে শ্মশানে
যাইতেন এবং প্রত্যুষে কেহ গাত্রোথান করিবার পূর্বেই বিহারে আসিতেন ।

৪ । অরন্তুর শ্মশান রক্ষিকা কালীনাম্নী শবদাহিকা স্থবিরের স্থিতি,
উপবেশন ও চক্কমণের নিদর্শন দেখিয়া ভাবিল—“কে এখানে আসে ?
তাহাকে ধরিব ।” সে তাহাকে ধরিতে না পারিয়া একদিন শ্মশান কুটারে
প্রদীপ জালিয়া ছেলে-মেয়ে সহ শ্মশানে গিয়া একপ্রান্তে লুকাইয়া রহিল ।
মধ্যম যামে স্থবিরকে আসিতে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া বন্দনা পূর্বক কহিল—
“আমাদের আর্ঘ্য ! ভন্তে, আপনি এখানে বিহার করেন কি ?”

“আম উপাসিকে”তি ।

“ভস্তু, স্ফসানে বিহরন্তেহি নাম বন্তং উগ্গণিহতুং বট্টতী”তি ।

থেরো—“কিং পন ময়ং তয়া কথিতবন্তে বন্তিআমা”তি
অবহ্না “কিং কাভুং বট্টতি উপাসিকে”তি আহ ।

“ভস্তু, সোসানিকেহি নাম স্ফসানে বসনভাবো স্ফসানগোপ-
কানং চ বিহারে মহাথেরঙ্গ চ গামভোজকঙ্গ চ কথিতুং বট্টতী”তি ।

“কিং কারণা”তি ?

“কতকস্মা চোরা সামিকেহি পদানুপদং অনুবন্ধা স্ফসানে
ভগুংকং ছডেত্ত্বা পলায়ন্তি । অথ মনুস্মা সোসানিকানং পরিপশ্বং
করোন্তি, এতেসং পন কথিতে ‘ময়ং ইমস্ম ভদন্তস্ম এত্তকং নাম
কালং এথ বসনভাবং জানাম, অচোরো এসো’তি উপদ্রবং নিবা-
রেন্তি, তস্মা এতেসং কথিতুং বট্টতী”তি ।

“হাঁ উপাসিকে ।”

“ভস্তু, স্ফসানে থাকিতে গেলে কয়টি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় ।”
স্ববির—“তোমার আবার কি নিয়ম পালন করিব ?” এইরূপ না
বলিয়া কহিলেন—“কি করিতে হইবে উপাসিকে ?”

“ভস্তু, স্ফশানিক অঙ্গ রক্ষা কারীদের স্ফশান বাসের কথা স্ফশান
রক্ষীদের, বিহারের মহাস্ববিরকে ও গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে বলিতে হয় ।”

“কারণ কি ?”

“গৃহস্থেরা চোরের অনুসরণ করিলে চোরেরা চোরাই মাল স্ফশানে
ফেলিয়া পলায়ন করে, অতঃপর লোকেরা আসিয়া স্ফশান বাসীকে হস্তগত
করে, ইহাদিগকে বলিয়া রাখিলে, ইহারা বলিবে—‘আমরা জানি ইনি
এতকাল যাবৎ এইখানে বাস করিতেছেন, ইনি চোর নহেন।’ তাহাতে
উপদ্রব বারণ হইবে, তাই ইহাদিগকে বলিতে হয় ।”

“অশ্রুৎ কিং কাতব্বং”তি ?

“ভন্তে, স্নুসানে বসন্তেন নাম অয়েন মংসপিট্ঠকপল্লা-
দীনি বজ্জতব্বানি, দিবা ন নিদায়িতব্বং, কুসীতেন ন ভবিতব্বং,
আরদ্ধবিরিয়েন অসঠেন অমায়াবিনা হত্বা কল্যাণস্বাসয়েন বসিতব্বং,
সায়ং সবেকসু স্তুত্তেসু বিহারতো আগন্তব্বং, পচ্চসকালে সবেকসু
অনুট্ঠিতেসু য়েব বিহারং গন্তব্বং । সচে ভন্তে, অয়েয়া ইমস্মিং
ঠানে এবং বিহরন্তো পব্বজিতকিচ্চং মথকং পাপেতুং সন্ধিঅতি,
সচে মতসরীরং আনেত্বা ছডেত্তি, অহং কম্বলকূটাগারং আরোপেত্বা
গন্ধমালাদীহি সকারং কত্বা সরীরকিচ্চং করিআমি ; নোচে সন্ধি-
অতি চিতকং জালেত্বা সংকুনা আকড্ঢিত্বা বহি ষিপিত্বা ফরসুনা
কোটেত্বা ষণ্ডাখণ্ডিকং ছিন্দিত্বা অগ্নিমিহ পস্মিপিত্বা ষাপেআমী”তি
আহ ।

“আর কি করিতে হয় ?”

“ভন্তে, শশানে বাস করিতে গেলে মাংস ও পিঠা খাইতে
নাই, দিনে ঘুসাইতে নাই, আলস্য ত্যাগ করিতে হয়, উৎসাহী, অশঠ
ও অকপট হইতে হয়, কল্যাণকামী হওয়া চাই, রাত্ৰিতে সকলে ঘুসাইলে
বিহার হইতে আসিতে হয়, সকালে কেহ ঘুম হইতে উঠিবার আগে বিহারে
যাইতে হয়। যদি ভন্তে অর্থাৎ, এখানে এইভাবে থাকিয়া প্রব্রজ্যা কস্মে
ফলবান হইতে পারেন, তাহা হইলে মরা আনিয়া ফেলিলে, আমি কম্বল-
কূটাগারে রাখিয়া ফুলের মালা ও গন্ধদ্রব্যে সংকার করিয়া শরীরকৃত্য
করিব। আর আপনি যদি তাহা না পারেন চিতা জালিয়া শঙ্কু দিয়া
টানিয়া বাহিরে ক্ষেপণ করিব, এবং কুড়ালির দ্বারা ষণ্ড ষণ্ড করিয়া
কাটিব, তৎপন্ন আশুনে প্রক্ষেপ করিয়া পুড়িয়া ফেলিব।”

অথ নং খেরো—“সাদু ভদ্রে, একং পন রূপারম্মণং দিস্বা
মযহং কথেষ্যাসী”তি আহ।

সা—“সাদু”তি সম্পটিচ্ছি।

৫। খেরো যথাক্ৰাসয়েন সূসানে সমণধম্মং কেরোতি। চুল-
কালখেরো পন উট্টায় সমুট্টায় ঘরদ্ধারং চিস্তেতি, পুত্তদারং
অনুস্মরতি “ভাতিকো মে অতিভারিয়ং কস্মং কেরোতী”তি
চিস্তেতি। অথেকা কুলধীতা তস্মুহত্তসমুট্টিতেন ব্যাধিনা সায়ংহ-
সময়ে অমিলাতা অকিলন্তা কালমকাসি। তমে নং এগাতকাদয়ো
দারুতেলাদীহি সন্ধিং সায়ং সূসানং নেত্তা সূসানগোপিকায় “ইমং
ঝাপেহী”তি ভতিং দহা নিয়াদেহা পক্কমিংসু। সা তস্মা পারুতবথং
অপনেহা তং মুহত্তমতং পীগিতপীগিতং সূবগ্গবগ্গং সরীরং দিস্বা

স্ববির তাহাকে কহিলেন—“সাদু ভদ্রে, একটি সুরূপ মৃত-শরীর
দেখিলে আমাকে বলিও।”

শ্মশান রক্ষিকা—“ভাল, তাহাই হইবে” বলিয়া সায় মানিল।

৫। স্ববির ইচ্ছানুরূপ শ্মশানে গিয়া শ্রমণ ধর্ম আচরণ করিতে লাগি-
লেন। চুলকাল স্ববির উঠিতে বসিতে ঘরবাড়ীর কথা চিন্তা করেন, স্ত্রী-
পুত্রের কথা স্মরণ করেন। আরও তিনি ভাবেন—“আমার দাদা গুরুভার
বহন করিতেছেন।”

একদিন কোন এক গৃহস্থের কণ্ঠা মুহূর্তমাত্র পীড়িত হইয়া সায়াহ্ন
সময়ে অগ্নান, অক্রান্ত হইয়াই প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহাকে তাহার জ্ঞাতি-
বন্ধুরা কাষ্ঠ ও তৈল ইত্যাদির সহিত সায়ংকালে শ্মশানে নিয়া গিয়া
শ্মশান রক্ষিকাকে দিয়া কহিল—“এ’কে পোড়াও।” এই বলিয়া তাহারা
তাহাকে মজুরী চুকাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। সে শবের বস্ত্রাবরণ
অপসারিত করিয়া তস্মুহর্তে মৃত পীন্পীনে সূবর্ণবর্ণ শরীর দেখিয়া

“ইমং অয়্যম্ম দম্মেতুং পতিরূপং আরম্মণং”তি চিন্তেহ্মা গম্মা থেরং বন্দিহ্মা “এবরূপং নাম আরম্মণং অথি ওলোকেথ অয়্যা”তি আহ।

৬। থেরো “সাধু”তি গম্মা পারূপনং হরাপেহ্মা পাদতলতো যাব কেসগ্গা ওলোকেহ্মা “অতি পীগিতমেতং রূপং সুবল্পবল্পং, অগ্গিমিহ্ নং পস্বিপিহ্মা মহাজালাহি গহিতমত্তকালে মযহং আরোচেয়্যাসী”তি বহ্মা সৰ্কট্টানমেব গম্মা নিসীদি। সা তথা কহ্মা থেরম্ম আরোচেসি। থেরো আগম্মা ওলোকেসি, জালায় পহট পহটট্টানং কবরগাবিয়্যা বিয় সরীরবল্পং অহোসি, পাদা নমিহ্মা ওলম্মিংসু, হথা পতিকুটিংসু, নলাটং নিচ্চম্মমহোসি। থেরো “ইদং সরীরং ইদানেব ওলোকেস্তানং অপরিয়ত্তিকরং হহ্মা ইদানেব খম্মং পত্তং বয়ং পত্তং”তি রত্তিট্টানং গম্মা নিসীদিহ্মা খম্ম-বয়ং সম্পম্মমনো :-

ভাবিল—“এইটি আর্ধ্যকে দেখাইবার মত আলম্বন বটে।” সে গিয়া স্থবিরকে বন্দনা করিয়া কহিল—“ভস্কে, এইরূপ আলম্বন আদিয়াছে, দেখিয়া যান।”

৬। স্থবির “সাধু” বলিয়া যাইয়া বস্ত্রাবরণ অপসারিত করাইলেন এবং পাদতল হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত অবলোকন করিয়া কহিলেন—“এমন পীনুপীনে সুবর্ণবর্ণ রূপ, ইহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া যখন প্রবল অগ্নিশিখা জড়াইয়া ধরিবে তখন আমাকে বলিও।” স্থবির এই বলিয়া স্বস্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন। সে তদ্রূপ করিয়া স্থবিরকে জানাইল। স্থবির আসিয়া দেখিলেন, শরীরের স্থানে স্থানে অগ্নিজালা লাগিয়া সেই স্বর্ণ-কাস্তি দেহ চিত্র-বিচিত্র গাভীর শ্রায় হইয়াছে, পদযুগল নমিত হইয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে, হস্তদ্বয় বক্র হইয়াছে, নলাট নিশ্চন্দ্র হইয়াছে। স্থবির ভাবিলেন—“এই শরীর এখনই অপর্ধ্যাপ্ত-দর্শন ছিল, আবার এখনই ক্ষয় প্রাপ্ত, ব্যয় প্রাপ্ত হইল।” এই চিন্তা করিতে করিতে ‘রাত্রিস্থানে’ গিয়া উপবেশন করত ক্ষয়-ব্যয় সন্দর্শন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন :-

“অনিচ্ছা বত সঙ্ঘারা উল্লাদবয়ধম্মিনো,
উল্লজ্জিহ্বা নিরুচ্ছান্তি তেসং বৃপসমো সুখো”তি ।

গাথং বত্বা বিপন্নং বড্ঢেত্বা সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং পাপুণি ।
তস্মিং অরহত্তং পন্তে সথা ভিক্ষুসুজ্জপরিবৃত্তো চারিকং চরমানো
সেতব্যং গন্ত্বা সিংসপাবনং পাবিসি । চুলকালজ্জ তরিয়্যায়ো সথা
কির অনুপ্পত্তোতি সুত্বা “অমহাকং সামিকং গণিহ্ছামা”তি পেমেত্বা
সথারং নিমন্তাপেত্বুং ।

৭ । বুদ্ধানং পন অপরিচিত্তর্টানে আসনপশ্ৰুত্তিং আচিচ্ছকেন
একেন ভিক্ষুনা পঠমতরং গন্ত্বং বট্ঠতি । বুদ্ধানং হি মচ্ছিমর্টটানে
আসনং পশ্ৰুপেত্বা তথ দক্ষিণতো সারিপুত্তথেরজ্জ বামতো মহামোঙ্গ-

“উদয়-বিলয়-ধর্মী, হায়! অনিত্য সংস্কার,
জনমে, নিরোধ পায়, উপশমে সুখ তা’র ।

এই গাথা বলিয়া সুবির বিদর্শন বন্ধিত করিয়া প্রতिसম্ভিদায় সহিত অরহত্ত
প্রাপ্ত হইলেন । তাঁহার অরহত্ত প্রাপ্তির পর ভগবান ভিক্ষুসুজ্জ পরিবৃত্ত হইয়া
দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্বেতবেয় গিয়া শিংশপা বনে প্রবেশ করিলেন ।
চুলকালের স্ত্রীরা শান্তা আসিয়াছেন শুনিয়া “আমাদের স্বামীকে ধরিব”
এই মতলবে লোক পাঠাইয়া শান্তাকে নিমন্ত্রণ করিল ।

৭ । বুদ্ধের অপরিচিত স্থানে কিরূপভাবে আসন বিছাইতে হইবে
তাঁহা বলিবার জন্ত একজন ভিক্ষুকে আগে যাইতে হয় । বুদ্ধের আসন
মধ্যে দিতে হয়, তাঁহার দক্ষিণে সারিপুত্র সুবিরের, বামে মহামোঙ্গায়ন

জ্ঞানথেরস্ব চ ততো পট্টায় উভোস্স পস্সেস্স ভিক্ষুসজ্জস্স আসনং পঞ্জাপেতব্বং হোতি । তস্সা মহাকালথেরো চীবরপারু-
পমট্টানে ঠত্বা “ত্বং পুরতো গম্ব্বা আসনপঞ্জত্তিং আচিস্সা”তি
চুলকালং পেসেসি । তস্স দিট্টকালতো পট্টায় গেহজ্জনা তেন
সন্ধিং পরিহাসং করোস্তা নীচাসনানি সজ্জথেরকোটিয়ং অথরন্তি,
উচ্চাসনানি সজ্জনবককোটিয়ং । ইতরো “মা এবং করোথ
নীচাসনানি উপরি মা পঞ্জাপেথ, উচ্চাসনানি হেট্টা”তি আহ ।
ইথিয়ো তস্স বচনং অস্সণন্তিয়ো বিয় “ত্বং কিং করোস্তো বিচ-
রসি ? কিং তব আসনানি পঞ্জাপেতুং ন বট্টতি ? ত্বং কং
আপুচ্ছিত্বা পব্বজিতো ? কেন পব্বজিতোসি ? কস্সা ইধাগতোসী”তি
বত্বা নিবাসনপারুপনং অচ্ছিন্দিত্বা সেতকানি নিবাসেত্বা সীসে
মালাচুস্বটকং ঠপেত্বা “গচ্ছ সথারং আনেহি, ময়ং আসনানি

স্ববিরের, তাহার উভয় পার্শ্বে ভিক্ষুসজ্জের আসন দিতে হয় । সেই জন্ত মহাকাল
স্ববির চীবর পরিধানের স্থানে থাকিয়া “তুমি আগে যাইয়া কিরূপভাবে
আসন দিতে হইবে তাহা বলগে” এই বলিয়া চুলকালকে পাঠাইয়া দিলেন ।
তাঁহাকে দেখিয়া অবধি বাড়ীর লোকজনেরা তাঁহার সহিত পরিহাস করিয়া
নীচাসনসমূহ সজ্জস্ববিরের আসন স্থানে এবং উচ্চাসনসমূহ সজ্জনবকের
আসন স্থানে সজ্জিত করিতে লাগিল । চুলকাল কহিলেন—“এমন করিও
না, উচ্চাসন নীচে, নীচাসন উপরে দিও না । তাঁহার স্ত্রীগণ যেন তাঁহার
কথা শুনে নাই এমন ভাবে কহিল—“তুমি কি করিতেছ ? তোমার কি
আসন বিছাইতে নাই ? তুমি কাহাকে বলিয়া শ্রমণ হইয়াছ ? কে তোমাকে
শ্রমণ করাইয়াছে ? কেন এখানে আসিয়াছ ? ইত্যাদি বলিয়া পরিধেয়
ও উত্তরীয় বসন ছিনাইয়া লইল এবং শ্বেত বস্ত্র পরাইয়া মস্তকে মালা-
যুকুট স্থাপিত করিয়া কহিল—“যাও, শাস্তাকে নিয়া আস, আমরা আসন

পঞ্জাপেদ্রামা”তি পহিণিংসু ।

৮ । ন চিরং ভিক্ষুভাবে ঠহা অবদ্বিকাব উল্লবজিতা লজ্জিতুং
ন জানন্তি, তস্মা সো তেনাকপ্পেন নিরাসংকোব গস্ত্বা বন্দিত্বা
বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসজ্জং আদায় আগতো । ভিক্ষুসজ্জং পন ভত্তকিচ্চা-
বসানে মহাকালং ভরিয়ায়ো “ইমাহি অন্তনো সামিকো গহিতো,
ময়ম্পি অমহাকং সামিকং গণিহদ্রামা”তি চিন্তেত্বা পুন দিবসথায়
নিমন্তয়িংসু । তদা পন আসন পঞ্জাপনথং অপ্রেণ ভিক্ষু অগমাসি ।
তা তস্মিংথণে ওকাসং অলভিত্বা বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসজ্জং নিসীদাপেত্বা
ভিক্ষং অদংসু । চুলকালং পন ঘে ভরিয়ায়ো, মজ্জিমকালং
চতম্মো, মহাকালং অর্ট্ট । ভিক্ষুসজ্জংহি ভত্তকিচ্চং কাতুকামা
নিসীদিত্বা ভত্তকিচ্চং অকংসু । বহি গস্ত্বকামা উর্ট্টায় অগমংসু ।

পাতিয়া দিতেছি ।” এই বলিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিল ।

৮ । দীর্ঘকাল ভিক্ষুভাবে না থাকাতে অবশ্যই প্রব্রজ্যা ত্যাগীরা লজ্জা
বোধ করে না । তাই সে সেই বেশেই নিরাশঙ্কের ত্রায় গিয়া বুদ্ধ প্রমুখ
ভিক্ষুসজ্জকে বন্দনা করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেল । মহাকালের
স্ত্রীরা ভাবিল—“ইহারা এদের স্বামীকে নিয়েনি, আমরাও আমাদের স্বামীকে
নিয়ে নিব ।” ভিক্ষুসজ্জের ভোজনকৃত্য শেষ হইলে পরদিবসের জন্ত তাঁহা-
দিগকে নিমন্তন করিল । সেইদিন আসন বিত্তাস দেখাইবার জন্ত অত্র
ভিক্ষু আসিলেন । তাহারা তখন স্নযোগ না পাইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসজ্জকে
বসাইয়া ভিক্ষা দান করিল । চুলকালের দুই স্ত্রী, মধ্যমকালের চারিজন
ও মহাকালের আটজন স্ত্রী । যাহারা ভিক্ষুসজ্জের সহিত বসিয়া
ভোজন করিতে চাহিলেন তাঁহারা সেখানে বসিয়া ভোজন করিলেন ।
যাহারা বাহিরে যাইতে চাহিলেন তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া গেলেন ।

সখা পন নিসীদিহা ভত্তকিচ্চং করি । তন্ম ভত্তকিচ্চ পরিয়োসানে তা ইথিয়ো “ভন্তে, মহাকালো অমহাকং অনুমোদনং কহা আগচ্ছিঅতি, তুমেহ পুরতো গচ্ছথা”তি বদিংসু । সখা “সাধু”তি বহা পুরতো অগমাসি ।

৯ । গামধারং পহা ভিক্ষুসুজ্জো উক্কায়ি—“কিং নামেতং সখারা কতং, এত্তা নুখো কতং উদাহ অজ্ঞানিহাতি । হীয়ে্যা চুলকালম্ম পুরতো গতত্তা পববজ্জন্তুরায়ো জাতো, অজ্জ অশ্রেম্ম পুরতো গতত্তা অন্তুরায়ো নাহোসি, সখা মহাকালং নিবত্তেহা আগতো, সীলবা খো পন ভিক্ষু আচারসম্পন্নো, করিঅন্তি নুখো তন্ম পববজ্জন্তুরায়ং”তি ?

১০ । সখা তেসং বচনং সুত্তা ঠিতো “কিং কথেথ ভিক্ষবে ?”তি পুচ্ছি । তে তমথং আরোচেসুং ।

শান্তা সেখানে বসিয়াই ভোজনকৃত্য সমাপন করিলেন । তাঁহার ভোজন হইলে মহাকালের জীরা কহিল—“ভন্তে, মহাকাল স্থবির আমাদের দানানুমোদন করিয়া আসিবেন, আপনি আগে যান ।” শান্তা “সাধু” বলিয়া আগে চলিয়া গেলেন ।

৯ । ভিক্ষুগণ গ্রামদ্বারে উপনীত হইয়া কাণাঘুবা করিতে লাগিলেন—“শান্তা একি করিলেন ? জানিয়া করিলেন ? না, নাজানিয়া করিলেন ? গতকল্য আগে গিয়া চুলকালের প্রব্রজ্যার অন্তরায় হইরাছিল । অদ্য অথু ভিক্ষু আগে গিয়াছিল বলিয়া (মহাকালের) অন্তরায় হইতে পারে নাই । শান্তা মহাকালকে রাখিয়া আসিলেন । এই ভিক্ষু কিন্তু শীলবান, আচার সম্পন্ন, তাঁহার প্রব্রজ্যার অন্তরায় করিবে না কি কে জানে ?”

১০ । শান্তা তাহাদের কথা শুনিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভিক্ষুগণ, কি বলিতেছ ?” তাহারা তাহা বলিলে শান্তা কহিলেন :—

“কিং পন তুম্হে ভিক্ষ্বে চুলকালং বিয় মহাকালং সন্নস্বেথা”তি ?

“আম ভস্তু, তস্ম হি ধে পজাপতিয়ো, ইমস্ম অর্চঠ। অর্চঠহি পরিষ্খিপিত্বা গহিতো কিং করিষ্খতি ভস্তু”তি ?

সখা—“মা ভিক্ষ্বে, এবং অবচুখ, চুলকালো উর্চঠায় সমুর্চঠায় সুভারস্মগ বহলো বিহরতি, পপাততটে ঠিত দুবলরুস্বসদিসো। মযহং পন পুন্তো মহাকালো অস্তুভবিহারী ঘনসেলপববতো বিয় অচলো”তি বত্বা ইমা গাথা অভাসি :—

“সুভানুপদ্মিঃ বিহরন্তঃ ইন্দ্রিয়েসু অসংবৃতং,
ভোজনমিহ অমত্তপ্রুং কুসীতং হীনবীরিয়ং,
তং বে পসহতি মারো বাতো রুস্বঃব দুবলং।” ৭

“ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মহাকালকে চুলকালের স্থায় মনে কর ?”

“হাঁ ভস্তু, ওর দুই জী, এ’র আট জী। আটজন পরিবেষ্টন করিয়া ধরিলে কি করিবে ভস্তু ?”

শাস্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, এমন বলিও না। চুলকাল উঠিতে বসিতে সবসময়ে শোভনালঘন বহল হইয়া বিহার করে, সে প্রপাততটে স্থিত দুর্কল বৃক্ষ সদৃশ। আমার পুত্র মহাকাল অশোভনদর্শী ঘনশৈল পর্বতের স্থায় অচল।” ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাধাধ্বয় ভাষণ করিলেন :—

“বিহরণ করে যেবা বাহু শোভা করি নিরীক্ষণ,
ছয় ইন্দ্রিয়ে অসংযত,
মাত্রাহীন ভোজনে রত,
অলস উদ্ভমহীন যার আচরণ
বাত্যাহত তরু প্রায় মার তারে করে বিনাশন।” ৭

“অসুভানুপপ্পিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু সুসংবুতং,
ভোজনমিহ চ মত্তশ্রেণুং সদ্ধং আরদ্ধ বীরিয়ং,
তং বে নপ্পসহতি মারো বাতো সেলংব পকবতং”তি । ৮

১১ । তথ—“সুভানুপপ্পিং বিহরন্তং”ন্তি সুভং অনুপপ্পন্তং
ইট্টারম্মণে মানসং বিম্পজ্জেন্ত্বা বিহরন্তং’তি অথো । ষো হি পুগ্গলো
নিমিত্তগাহং অনুব্যঞ্জনগাহং গণহন্তো নখা সোভনাতি গণহাতি,
অঙ্গুলিয়ো সোভনাতি গণহাতি, হত্থপাদ, জজ্বা, উরু, কটি, উদরং,
থনা, গীবা, ওট্টা, দন্তা, মুখং, নাসা, অস্ব্থীনি, কপ্পা, ভমুকা, নলাটং,
কেসা, সোভনাতি গণহাতি ; কেসা লোমা নখা দন্তা তচো
সোভনাতি গণহাতি ; বপ্পো সুভোসণানং সুভস্তু গণহাতি ;

“বিহরণ করে যেবা বাহু শোভা না করি দর্শন,

ষড়’ন্দ্রিয়ে সুসংযত

শ্রদ্ধারক বীর্যযুত,

ভোজনেতে মাত্রাজ্ঞানী হয় সর্কক্ষণ ;

ঝঙ্কাবতে শিলাগিরি নরে না যেমন,

তেমন তাহাকে মার পরাজিতে পারে না কখন।” ৮

১১ । তথায়—“বিহরণ করে যেবা বাহু শোভা করি নিরীক্ষণ”—
যে শোভন বলিয়া দর্শন করিতে করিতে ইষ্টালম্বনে মনোনিবেশ করিয়া
বিহরণ করে । যে ব্যক্তি সাধারণ শারীরিক সৌন্দর্য্যে নিমিত্ত গ্রহণ
করে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠবে অমুব্যঞ্জন গ্রাহ বা মুগ্ধ হইয়া নখ ও অঙ্গুলি
সুন্দর বলিয়া মনে করে, হস্ত, পদ, জজ্বা, উরু, কটি, উদর, স্তন, গ্রীবা,
ওষ্ঠ, দন্ত, মুখ, নাসা, চক্ষু, কর্ণ, ভ্রু, ললাট ও কেশ সুন্দর বলিয়া
মনে করে ; কেশ, লোম, নখ, দন্ত ও স্বক সুন্দর বলিয়া মনে করে ;
বর্ণ ও সংস্থান (অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিস্থান) সুন্দর বলিয়া মনে করে ;

অয়ং সূভানুপঞ্জি নাম । তং এবং সূভানুপঞ্জিং বিহরন্তং ।

“ইন্দ্রিয়েসু অসংবৃতং”তি—চক্ষাদীসু ইন্দ্রিয়েসু অসংবৃতং, চক্ষুদ্বারা দীনি অরক্ষন্তং । পরিবেশনমত্তা পটিগহণমত্তা পরিভোগ-মত্তাতি ইমিদ্মা মত্তায় অজ্ঞাননতো ভোজনমিহ চ অমন্তপ্রুং । অপি চ পচবেক্ষণমত্তা বিদ্বজ্জনমত্তাতি ইমিদ্মাপি মত্তায় অজ্ঞাননতো অমন্তপ্রুং । ইদং ভোজনং ধম্মিকং ইদং অধম্মিকন্তিপি অজ্ঞানন্তং । কামব্যাপাদ বিহিংসাবিতক্ বসিকতায় কুসীতং । “হীন-বীরিয়ং”তি নিবিরিয়ং, চতুসু ইরিয়াপথেসু বিরিয়করণ রহিতং । “পসহতী”তি অভিভবতি, অক্ষোথরতি । “বাতো রুক্ষং ব দুবলং”তি—বলব বাতো ছিন্নতটে জাতং দুবল রুক্ষং বিয় । যথা হি

ইহার নামই শুভানুদর্শী । তাহা এইরূপ শুভমনে করিয়া অনুবিক্ষণ করিতে করিতে বাস করা ।

“হুয় ইন্দ্রিয়ে অসংবৃতং”— চক্ষুদি ষড় ইন্দ্রিয়ে অসংবৃত, অসংবৃত্তে-
ন্দ্রিয়, চক্ষুদ্বারা দি রক্ষা না করা ।

“মাত্রাহীন ভোজনে রতং”— পর্ধ্যেষণ মাত্রা, প্রতিগ্রহণ মাত্রা ও পরিভোগ মাত্রা জানে না বলিয়া অমাত্রজ্ঞ ; অপিচ প্রত্যবেক্ষণ মাত্রা ও বিদ্বজ্জন মাত্রাও জানে না বলিয়া অমাত্রজ্ঞ । এই ভোজন ধর্ম্মানুমোদিত, ইহা ধর্ম্মানুমোদিত নহে, ইহা জানে না বলিয়াও অমাত্রজ্ঞ ।

“অলসং”— কাম, ব্যাপাদ ও বিহিংসা বিষয়ক বিতর্কের দ্বারা অলস, কার্যকারীতা রহিত ।

“উত্তমহীনং”— হীনবীর্য্য ; গমন, দাঁড়ান, উপবেশন ও শয়ন এই চারি ইব্যাপথে বা অবস্থানে বীর্য্যরাহিত্য ।

“পর্য্যভব করে”— পরাজয় করে, নিমজ্জিত করে

“বাত্যাহত তরুপ্রায়ং”— ছিন্নতটে জাত দুর্বলীকৃত বৃক্ষকে যেমন

সো বাতো তজ্জ রুক্ষজ্ঞ পুষ্কপলাসাদিম্পি সাদেতি বিনাসেতি, খুদ্রকসাখাপি ভঞ্জতি, মহাসাখাপি ভঞ্জতি, সমূলকম্পি তং রুক্ষং উৰ্বভেদ্বা পাতেত্বা উৰ্দ্ধমূলং অধোশাখং কত্বা গচ্ছতি ; এবমেবং এবরূপং পুগলং অন্তো উল্লম্নো কিলেসমারো পসহতি, বলববাতো হুৰ্বল রুক্ষজ্ঞ পুষ্কপলাসাদীনং বিয় খুদানুখুদকাপত্তি আপজ্জনম্পি করোতি, খুদ্রকসাখাভঞ্জনং বিয় নিজ্জগিয়াদি আপত্তি আপজ্জনম্পি করোতি ; মহাসাখাভঞ্জনং বিয় তেরস সজ্জাদিসেসাপত্তি আপজ্জনম্পি করোতি । উৰ্বভেদ্বা উৰ্দ্ধমূলকং হেট্টা সাখং কত্বা পাতনং বিয় পারাজ্জিকাপজ্জনম্পি করোতি । স্বাচ্ছাতসাসনা নীহরিত্বা কতিপাহেনেব গিহীভাবং পাপেতীতি । এবং এবরূপং পুগলং কিলেসমারো অন্তনো বসে বভেতীতি অথো ।

১২ । “অন্তানুপত্তি”তি—দসসু অন্তেতসু অপ্রতরং অন্তভং

ঝঙ্কায়ু উৎপাটিত করে । যেমন ঝঙ্কায়ু সেই বৃক্ষের পত্র-পুষ্প বিনাশ করে, ক্ষুদ্রশাখা ভগ্ন করে, মহাশাখা ভগ্ন করে, বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপতন পূর্বক ভূমিতে পাতিত করিয়া উৰ্দ্ধমূল ও অধোশাখা করিয়া যায় ; তদ্রূপ যে ভিক্ষু সৌন্দর্য্যাসক্ত, অসংযতেন্দ্রিয়, হীনবীৰ্য্য ও আলম্বপরায়ণ তাহার অন্তরে উৎপন্ন ক্লেশমার তাহাকে পরাভব করে, ঝঙ্কায়ু হুৰ্বল বৃক্ষের পত্র-পুষ্প ছিন্ন করার শ্রায় ক্ষুদ্রানুকুদ্র ‘আপত্তি’ প্রাপ্ত করার ; ক্ষুদ্র শাখা ভগ্ন করার শ্রায় “নিসঙ্গিগিয়া”দি (নিঃসর্গীয়) আপত্তি প্রাপ্ত করার ; মহাশাখা ভগ্ন করার শ্রায় ত্রয়োদশ ‘সজ্জাদিশেষ’ আপত্তি প্রাপ্ত করার । উদ্বর্তন করিয়া উৰ্দ্ধমূল অধোশির করিয়া পতন করার শ্রায় ‘পারাজ্জিকা’ আপত্তি প্রাপ্তও করার । স্ত-আখ্যাত শাসন হইতে বহিষ্কৃত করাইয়া কিছুদিনের মধ্যে গৃহীভাব প্রাপ্ত করার । এইরূপে ক্লেশমার এমনতর ব্যক্তিকে নিম্নের বসে প্রবর্তিত করে ।

১২ । “অন্তভানুদর্শী”—দশবিধ অন্তভের মধ্যে অন্ততর যে কোন অন্তভ

পদ্মস্তুং পটিকুলমনসিকারে যুক্তং, কেসে অস্তুভতো পদ্মস্তুং লোমে
নখে দন্তে তচং বগ্নং সঠানং অস্তুভতো পদ্মস্তুং । “ইন্দ্রিয়েসু”তি
ছসু ইন্দ্রিয়েসু । “সুসংবৃতং”তি নিমিত্তাদিগাহরহিতং পিহিতদ্বারং ।
অমন্তপ্রুতাপটিপক্ষেন ভোজনমিহ চ মন্তপ্রুং । “সন্ধা”তি—কস্মদ
চেব ফলত্র চ সদহনলক্ষণায় লোকিকায় সন্ধায় চেব তীসু বথুসু
অবেচ্ছসাদসংখাতায় লোকুত্তরসন্ধায়চেব সমগ্নাগতং । “আরদ্ধ-
বীরিয়ং”তি—পগাহিত বিরিয়ং পরিপূর্ণবিরিয়ং । “তং বে”তি—
তং এবরূপং পুগলং যথা দুবলবাতো সনিকং পহরন্তো একঘনং
সেলং চালেতুং ন সন্ধোতি, তথা অত্রস্তরে উগ্নচ্ছমানোপি দুবল-
কিলেসমারো নগ্নসহতি, খোভেতুং চালেতুং নসন্ধোতীতি অথো ।

দেখিয়া ঘণা মনসিকার যুক্ত হইয়া বিহরণ করা; কেশ, লোম, নখ, দন্ত,
জ্বক, বর্ণ ও সংস্থান অশুভ মনে করিয়া বিহরণ করা ।

“ইন্দ্রিয়সমূহে”—ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়ে ।

“সুসংযত”—নিমিত্তাদি গ্রহণ রহিত, চক্ষুদ্বারা দি আবদ্ধ রাখা ।

“ভোজনে মাত্রজ্ঞ”—ভোজনে অমাত্রজ্ঞ না হওয়া ।

“শ্রদ্ধা”—কর্ষ ও তাহার ফলে বিশ্বাসরূপ লৌকিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং
বস্তুদ্বয়ে অধিগত অটল প্রসাদরূপ লোকোত্তর শ্রদ্ধা সমন্বিত ।

“আরদ্ধবীর্য”—প্রগৃহীত বীর্য, পরিপূর্ণ বীর্য ।

“একান্তই তাহা”—যেমন মন্দবায়ু শনৈঃ শনৈঃ আঘাত করিয়াও
সঘন শিলাময় পর্ষতকে চালিত করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ অশুভদর্শী,
সংযতেন্দ্রিয়, ভোজনমাত্রজ্ঞ, শ্রদ্ধা ও আরদ্ধবীর্য ব্যক্তিকে দুর্বল ক্রেশমার
অভ্যন্তরে উৎপন্ন হইলেও অভিভূত করিতে পারে না, সন্ধোভিত ও বিচলিত
করিতে পারে না ।

১৩। তাপি খো তন্ন পুরাণ ছুতিয়িকায়ো খেরং পরিবারেহা
 “হং কং আপুচ্ছিত্বা পৰ্বজিতো, ইদানি গিহী ভবিষসী”তি আদীনি
 বহা কাসাবং নীহরিতুকামা অহেহুং। খেরো তাসং আকারং
 সল্লম্ব্বেহা নিসিমা সনা বূর্টায় ইচ্ছিয়া উপ্তিত্বা কূটাগারকপ্লিকং
 ভিন্দিহা আকাসেনাগস্তা সখরি গাথা পরিয়োসাপেন্বেব সখুসুবল্ল-
 বল্লং সরীরং অভিখবন্তো ওতরিহা তথাগতন্ন পাদে বন্দি।

গাথা পরিয়োসানে সম্পত্তিস্বু সোতাপত্তি ফলাদীন্সু
 পতিট্টাহিংসু’তি।



১৩। এদিকে তাঁহার ভাৰ্য্যারা তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া বলিতে
 লাগিল—“তুমি কাহাকে বলিয়া প্রব্রজিত হইয়াছ? এখন তোমাকে গৃহী
 হইতে হইবে।” এভাবে তাহার নানা কথা বলিয়া কাষায় বজ্র কাড়িয়া
 লহিতে মনস্থ করিল। হুবির তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ঋদ্ধি
 বলে আসন হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া কূটাগার কর্ণিকা ভেদ করত আকাশপথে
 ছুটিয়া আসিয়া শান্তা গাথা শেষ করিবা মাত্র তাঁহার নুবর্ণবর্ণ শরীরের
 স্কৃতি করিতে করিতে অবতরণ করিয়া তথাগতের পদবন্দনা করিলেন।

গাথা অবসানে উপস্থিত ভিক্ষুগণ স্রোতাপত্তি ফলাদিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।



দেবদত্তস্ব-বধু । ৭

১ । “অনিষ্কমাবো”তি ইমং ধর্মদেসনং সখা জেতবনে বিহ-
রন্তো রাজগৃহে দেবদত্তস্ত্র কাসাবলাভং আরব্বু কথেসি ।

২ । একস্মিং হি সময়ে ষে অগমসাবকা পঞ্চসতে পঞ্চসতে
অন্তনো পরিবারে আদায় সখারং আপুচ্ছিত্বা জেতবনতো রাজগৃহং
অগমংসু, রাজগৃহবাসিনো ষেপি তয়োপি বহুপি একতো হত্বা আগন্তুক
দানং অদংসু । অথেক দিবসং আয়স্মা সারিপুত্তো অনুমোদনং
করোন্তো “উপাসকা, একো সয়ং দানং দ্বেতি পরং ন সমাদপেতি,
সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্টানে ভোগসম্পদং লভতি, নো পরিবার সম্পদং ।

দেবদত্তের উপাখ্যান । ৭

১ । “অনিষ্কমাব”—এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার
সময় রাজগৃহে দেবদত্তের কাষায় লাভের কথাপ্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

২ । এক সময়ে অগ্রশ্রাবকদ্বয় আপনাদের পাঁচশত পাঁচশত ভিক্ষু
পরিজন লইয়া শাস্তার সঙ্ঘতি ক্রমে জেতবন হইতে রাজগৃহে গমন করিয়া-
ছিলেন । রাজগৃহবাসীরা দুইজন, তিনজন বা বহুজন একত্র হইয়া তাঁহাদিগকে
আগন্তুক ভাবে ভিক্ষা দান করিয়াছিল । একদিন আয়ুস্মান সারিপুত্র
পুণ্যানুমোদন করিতে করিতে উপাসকদিগকে সোধোধন করিয়া বলিয়া-
ছিলেন—“হে উপাসকগণ, কেহ নিজের দান দেয় কিন্তু পরকে দানে
উৎসাহিত করে না; সে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে, সেখানে
সেখানে ভোগ-সম্পদ লাভ করে, কিন্তু পরিজন সম্পদ লাভ করে না ।

একো পরং সমাদপেতি সয়ং ন দেতি, সো নিব্বত্ত নিব্বত্ত-
ট্টানে পরিবার সম্পদং লভতি, নো ভোগসম্পদং । একো
সয়ম্পি ন দেতি পরম্পি ন সমাদপেতি সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্টানে
কঞ্জিকমত্তম্পি কুচ্ছিপূরং ন লভতি ; অনাথো হোতি নিপ্পচ্চয়ো ।
একো সয়ম্পি দেতি পরম্পি সমাদপেতি সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্টানে
অন্তভাবসতেপি অন্তভাবসহস্মেপি অন্তভাব সত সহস্মেপি ভোগ-
সম্পদং চেব পরিবারসম্পদঞ্চ লভতী”তি এবং ধম্মং দেসেসি ।

৩ । তমেকো পণ্ডিত পুরিসো স্তুত্বা “অচ্ছরিয়া বত ভো
ধম্মদেসনা, স্ফকারণং কথিতং, ময়া ইমাসং ঘিন্নং সম্পত্তীনং
নিপ্পাদকং কস্মং কাতুং বট্টতী”তি চিন্তেত্বা “ভস্মে, স্মে ময়হং ভিক্ষং
গগহথা”তি খেরং নিমন্তেসি ।

কেহ পরকে দানে উৎসাহিত করে, কিন্তু নিজে দেয় না; সে যেখানে যেখানে
জন্মগ্রহণ করে, সেখানে সেখানে পরিজন-সম্পদ লাভ করে, কিন্তু ভোগসম্পদ
লাভ করে না। কেহ নিজেও দান দেয় না, পরকেও উৎসাহিত করে
না, সে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানে সেখানে উদরপূর্ণ কাঁজি
মাত্রও পায় না, অনাথ ও মন্দভাগ্য হয়। আর কেহ নিজেও দান দেয়,
পরকেও উৎসাহিত করে, সে যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানে শতজন্মেও,
সহস্র জন্মেও, শতসহস্র জন্মেও ভোগ-সম্পদ ও পরিজন-সম্পদ দুই লাভ
করে।” তিনি এইরূপ ধর্মদেপনা করিলেন।

৩ । তাহা শুনিয়া একজন পণ্ডিত লোক ভাবিলেন—“আশ্চর্য্য এই
ধর্মদেশনা, বেশ কারণ বলা হইয়াছে। এই দুই সম্পত্তি যাহাতে লাভ
হয় আমাকে তেমন কর্ম করিতে হইবে।” ইহা চিন্তা করিয়া তিনি
অগ্রপ্রাবককে কহিলেন—“ভস্মে, আগামী কল্য আমার ভিক্ষা গ্রহণ করুন।”
এই বলিয়া স্থবিরকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

“কিন্তুকেহি তে ভিক্ষু হি অথো উপাসকা”তি ?

“কিন্তুকা পন বো ভন্তে, পরিবারা”তি ?

“সহস্রমত্তা উপাসকা”তি ।

“সবেবহেব সন্ধিং স্নে ভিক্ষং গণহথ ভন্তে”তি ।

খেরো অধিবাসেসি, উপাসকো নগরবীথিয়ং চরন্তো—“অস্ম, তাত, ময়া ভিক্ষুসহস্রং নিমস্তিতং, তুমহে কিন্তকানং ভিক্ষুং ভিক্ষং দাতুং সন্ধিগ্গথ, তুমহে কিন্তকানং”তি সমাদপেসি । মনুস্সা অন্তনো অন্তনো পহোনকনিয়ামেন “ময়ং দসন্নং দস্সাম”—“ময়ং বীসতিয়া”—“ময়ং সতস্সা”তি আহংসু । উপাসকো—“তেন হি একস্মিং ঠানে সমাগমং কত্তা একতোব পচিস্সাম, সবেব তিল তণ্ডুল সপ্পি ফাগিতাদীনী সমাহরথা”তি একটঠানে সমাহরাপেসি ।

“উপাসক, তোমার কল্পজন ভিক্ষু চাই ?”

“ভন্তে, আপনারা কতজন আছেন ?

“সহস্রজন উপাসক !”

“সকলকে নিয়া আগামী কল্য ভিক্ষা গ্রহণ করুন ভন্তে ।”

স্ববির সম্মত হইলেন । উপাসক নগরপথে বিচরণ করিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল—“বাবা গো, মা গো, আমি সহস্র ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনারা কতজন ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিতে পারিবেন ? আপনারা কতজনকে পারিবেন ?” এই বলিয়া সকলকে দান কার্যে উৎসাহিত করিলেন । লোকেরা যাহার যেমন সামর্থ্য, “আমরা দশজনকে দিব,” “আমরা বিশজনকে দিব,” “আমরা শতজনকে দিব,” এইরূপ বলিল । উপাসক বলিলেন—“তাহা হইলে এক জায়গায় মিলিত হইয়া একত্রে পাক করিব । সকলে ডাল, চাউল, তিল, সর্পি ও গুড়াদি নিয়া আন” এই বলিয়া সকলের জিনিষ একস্থানে আনয়ন করাইলেন ।

৪। অথচ একো কুটুম্বিকো সতসহস্রগণিকং গন্ধকাসাব বথং দত্ত্বা “সচে তে দানবট্টং পন নপ্নহোতি ইদং বিপ্লভ্জ্জ্জ্বা ষদূনং তং পুরেয়্যাসি। সচে পহোতি যপ্পিচ্ছসি তপ্প ভিন্ধুনো দদে-য়্যাসী”তি আহ। তপ্প সবং দানবট্টং পহোসি, কিঞ্চি উনং নহোসি। সো মনুস্জে পুচ্ছি “ইদং অয়্যা, কাসাবং একেন কুটুম্বিকেন এবং নাম বহ্বা দিম্মং, অতিরেকং জাতং, কথং নং দেমা”তি ? একচে “সারিপুত্তথেরজ্জা”তি আহংসু। একচে “থেরো সপ্পপাকসময়ে আগস্ত্বা গমনসীলো, দেবদত্তো অমহাকং মঙ্গলামঙ্গলেসু সহায়ো, উদকমণিকো বিয় নিচ্ছপ্পতিট্টঠিতো, তপ্প তং দেমা”তি আহংসু। সম্বালিকায় কথায়াপি “দেবদত্তপ্প দাতব্বং”তি বত্তারো বহত্তরা অহেসুং। অথ নং দেবদত্তপ্প অদংসু।

৪। অতঃপর একজন কুটুম্বিক শতসহস্র মূল্যের এক সুগন্ধ কাষায়-বস্ত্র দান করিয়া कहিলেন— “যদি আপনার দানীয় দ্রব্যের সঙ্কুলান না হয়, তবে ইহা বিক্রয় করিয়া, যাহা কম পড়ে তাহা পূরণ করিবেন। যদি কুলায় যে ভিক্ষুকে ইচ্ছা তাঁহাকে দান করিবেন।” তাঁহার সব দান-সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণ হইল। কিছুই কম পড়িল না। তিনি উপস্থিত লোক দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “মহাশয়েরা ! দেখুন, এই কাষায়বস্ত্র খানা একজন কুটুম্বিক এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন, ইহা এখন অতিরিক্ত হইয়াছে, কাহাকে দিব ?” কেহ কেহ বলিল— “সারিপুত্র স্ববিরকে।” কেহ কেহ বলিল— “সারিপুত্র স্ববির শস্ত্র পাকিলে [সুথের সময়] আসিয়া চলিয়া যান ; দেবদত্ত আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের সহায়, বৃহৎ উদক-কুণ্ডের ত্রায় তানত্যাপ্রতিষ্ঠিত, এইখানা তাঁহাকে দিব।” সকলের মত লইয়া দেখা গেল দেবদত্তকেই অধিক লোকের দিবার ইচ্ছা, কাজেই ইহা দেবদত্তকে দেওয়া হইল।

সো তং ছিন্দিত্বা সংবিদহিত্বা রজিত্বা নিবাসেত্বা পারুপিত্বা বিচরতি ।
তং দিশ্বা “নয়িদং দেবদত্ত অমুচ্ছবিকং, সারিপুত্রথেরদ্ব অমুচ্ছবিকং,
দেবদত্তো অন্তনো অনমুচ্ছবিকং নিবাসেত্বা পারুপিত্বা বিচরতী”তি
বদিংসু ।

৫ । অথকো দিসাবাসিকো ভিক্ষু রাজগহা সাবথিং গম্বা
সথারং বন্দিত্বা কতপটিসম্বারো সথারা দ্বিন্নং অগ্গসাবকানং ফাসু
বিহারং পুচ্ছিত্তো আদিত্তে পট্টায় সৰং তং পবত্তিং আরোচেসি ।
সথা—“নথো ভিক্ষু, ইদানেবেসো অন্তনো অনমুচ্ছবিকং বথং
ধারেতি পুচ্ছপি ধারেসি য়েবা”তি বত্তা অতীতং আহরি :—

৬ । অতীতে বারাণসিয়ং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেত্তে বারাণসী-
বাসী একো হত্তীমারকো হত্তী মারেত্বা মারেত্বা দত্তে চ নখে চ
অস্তানি চ ঘনমাংসঞ্চ আহরিত্বা বিক্কিগম্বো জীবিকং কপ্পেতি ।

তিনি তাহা ছিঁড়িয়া শেলাই ও রঞ্জিত করিয়া পরিধান পূর্বক
বিচরণ করিতে লাগিলেন । তাহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে লাগিল—
“ইহা দেবদত্তের যোগ্য নয়, সারিপুত্র স্থবিরেরই যোগ্য, দেবদত্ত আপনায়
অযোগ্য বস্ত্র পরিধান করিয়া বিচরণ করিতেছেন ।”

৫ । অনন্তর অগ্রস্থানের একজন ভিক্ষু রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে
গমন করিয়া শান্তাকে বন্দনা করিলেন । শান্তা তাঁহার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা
করিয়া অগ্রশ্রাবকদ্বয় কেমন আছেন জানিতে চাহিয়া, তিনি প্রথম হইতে
সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন । শান্তা কহিলেন— “ভিক্ষু, সে যে
এখন তাহার অযোগ্য বস্ত্র ধারণ করিতেছে তাহা নয়, পূর্বেও করিয়া-
ছিল ।” ইহা বলিয়া অতীতের কথা বলিতে লাগিলেন :—

৬ । পূর্বকালে ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীতে রাজত্ব করিতেছিলেন
বারাণসী বাসী জনৈক হস্তীমারক হস্তী মারিয়া দন্ত, নখ, অস্ত্র ও ঘনমাংস
লইয়া বিক্রয় করিত এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থে জীবিকা নির্বাহ করিত ।

অথেকশ্মিঃ অরণ্যে অনেকসহস্রা হৃথী গোচরং গহেত্বা গচ্ছন্তা
 পচ্ছেকবুদ্ধে দিস্বা ততো পট্টায় গচ্ছমানা গমনাগমনকালে জন্ম-
 কেহি নিপতিত্বা বন্দিত্বা পঙ্কমস্তি । একদিবসং হৃথিমারকো তং
 কিরিয়ং দিস্বা “অহং ইমে কিচ্ছেন মারেমি, ইমে চ গমনাগমন-
 কালে পচ্ছেকবুদ্ধে বন্দস্তি, কিন্নুখো দিস্বা বন্দস্তী”তি চিস্তেস্তো
 কাসাবস্তি সন্নশ্বেত্বা ময়াপিদানি কাসাভং লঙ্কুং বট্টতী”তি চিস্তেত্বা
 একস্ম পচ্ছেকবুদ্ধগ্ন জাতস্মরং ওরুযহ নহায়ন্তস্ম তীরে ঠপিতেসু
 কাসাভেহু চীবরং খেনেত্বা তেসং হৃথীনং গমনাগমনমগ্নে সন্তিঃ
 গহেত্বা সসীসং পারুপিত্বা নিসীদতি । হৃথী তং দিস্বা পচ্ছেক-
 বুদ্ধোতি সপ্রায় বন্দিত্বা পঙ্কমস্তি । সো তেসং সৰ্বপচ্ছতো
 গচ্ছন্তঃ সন্তিয়া পহরিত্বা মারেত্বা দস্তাদানি গহেত্বা সেসং ভূমিয়ং
 নিখনিত্বা গচ্ছতি ।

এক বনে বহু সহস্র হস্তী চরিতে যাইবার সময় এক পচ্ছেক বুদ্ধকে দেখিতে
 পাইল । সেদিন হইতে বরাবর গমনাগমনের সময় ভূমিতে জান্ন নত
 করিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিত । একদিন হস্তীমারক সেই ব্যাপার দেখিয়া
 ভাবিল—“আমি অনেক কষ্ট করিয়া এদের মারি, এরা দেখিতেছি আসিতে
 যাইতে পচ্ছেক বুদ্ধকে বন্দনা করে, কি দেখিয়া বন্দনা করে ?” সে
 ভাবিয়া স্থির করিল—“কাষায় বসন দেখিয়াই বন্দনা করে, আমাকেও
 কাষায় বস্ত্র যোগার করিতে হইবে ।” একদিন সে দেখিল জনৈক পচ্ছেক
 বুদ্ধ সরোবরের তীরে কাষায় বস্ত্র রাখিয়া ভলে নামিয়া অবগাহন করি-
 তেছেন । সে স্নযোগ পাইয়া চীবর চুরি করিল । অতঃপর হস্তী সকলের
 গমনাগমন পথে কাষায়বস্ত্রে মস্তক আবৃত করিয়া অস্ত্রহস্তে বসিয়া রহিল ।
 হস্তী তাহাকে দেখিয়া পচ্ছেক বুদ্ধ ভ্রমে বন্দনা করিয়া চলিতে লাগিল ।
 সে সেদলের সৰ্ব্বপশ্চাৎ গমনকারী হস্তীকে অস্ত্রের আঘাতে মারিয়া দস্তাদি
 গ্রহণ পূৰ্বক অবশিষ্ট ভূমিতে পুতিয়া চলিয়া যাইত ।

৭। অপরভাগে বোধিসত্তো হৃথিয়োনিয়ং পট্টিসঙ্কিং গহেহ্বা হৃথিজ্জেক্কা কো যুথপতি অহোসি। তদাপি সো তথেন করোতি। মহাপুরিসো অন্তনো পরিসায় পরিহানিং এহ্বা “কুহিং ইমে হৃথী গতা মন্দা জাতা”তি পুচ্ছিয়া —

“ন জানাম সামী”তি বুত্তে—

“কুহিং গচ্ছন্তা মং অনাপুচ্ছা ন গমিঙ্গন্তি, পরিপচ্ছেন ভবিতব্বং”তি চিন্তেহ্বা “একস্মিং ঠানে কাসাং পারুপিহ্বা নিসিন্ণ সন্তিকা পরিপচ্ছেন ভবিতব্বং”তি পরিসঙ্কিহ্বা “তং পরিগণিহ্বতুং বট্টতী”তি সবেহ হৃথী পুরতো পেসেহ্বা সয়ং পচ্ছতো বিলম্বমানো আগচ্ছতি। সো সেসহৃথীসু বন্দিহ্বা গতেসু মহাপুরিসং আগচ্ছন্তং দিস্বা চীবরং সংহরিহ্বা সত্তিং বিম্বজ্জি। মহাপুরিসো

৭। পরে এক সময় বোধিসত্ত্ব হস্তীঘোনিতে প্রতীসঙ্কি গ্রহণ করিয়া যুথপতি হস্তীশ্রেষ্ঠ হইল। সে তখনও তেমন ভাবে হস্তী মারিচ্ছ। মহাপুরুষ আপনার দল কমিয়া যাইতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“এই সব হাতী কোথায় গেল? কেন কম দেখাইতেছে?”

হাতীরাজ বলিল—“জানি না প্রভু!”

“কোথাও যাওয়ার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া যাইও না, বিপদের সম্ভাবনা হইয়া থাকিবে।” এরূপ চিন্তা করিয়া—“ঐ একস্থানে কাষায়বস্ত্র আবৃত উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকট ভয়ের কারণ হইয়া থাকিবে!” এই আশঙ্কায় যুথপতি স্থির করিল—“তাঁহাকে ধরিতে হইবে।” পরদিন বোধিসত্ত্ব সমস্ত হস্তীকে আগে পাঠাইয়া নিজে বিলম্ব করিয়া পশ্চাৎ আসিতে-ছিল। সকল হস্তী নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলে হস্তীমারক যুথপতিকে আসিতে দেখিয়া চীবর অপনয়ন করিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিল। মহাপুরুষ

সতিং উপর্চঠপেস্তো আগচ্ছন্তো পচ্ছতো পটিকমিত্তা সত্তিং বঞ্চেসি ।
অথ নং “ইমিনা ইমে হত্থী নাসিতা”তি গণিতুং পচ্ছন্দি । ইতরো
একং রুক্ষং পুরতো কত্থা নিলীয়ি ।

৮ । অথ নং রুক্ষেন সন্ধিং সোণায় পরিস্থিপিত্তা গহেত্তা
ভূমিয়ং পোথেআমী”তি তেন নীহরিত্তা দম্মিতং কাসাং দিম্মা
“সচাহং ইমস্মিং দুম্মিআমি অনেকসহস্সেন্ন মে বুদ্ধ পচ্ছেকবুদ্ধ
ক্ষীণাসবেস্স লজ্জা চ নাম ভিন্না ভবিম্মতী”তি অধিবাসেত্তা “তয়্যা
মে এত্তকা এণাতকা নাসিতা”তি পুচ্ছি ।

“আম সামী”তি বুত্তে—

“কম্মা এবং ভারিয়ং কম্মমকাসি ? অন্তনো অননুচ্ছবিকং
বীতরাগাণং অনুচ্ছবিকং বঞ্চং পরিদহিত্তা এবরুপং কম্মং করোন্তেন

সাবধানের সহিত আদিত্তেছিল, শক্তি নিক্ষেপ করিবা মাত্র পশ্চাৎ হট্টিয়া
শক্তি এড়াইল। অতঃপর “এ এসব হাতী নাশ করিয়াছে” বলিয়া ধরিবার
জ্ঞপ্ত অগ্রসর হইল। সে একটি বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইল।

৮ । অতঃপর হস্তী বৃক্ষের সহিত তাহাকে শুণ্ডের দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া
ভূমিতে প্রোথিত করিতে উদ্ভত হইল। সে কাষায় বাহির করিয়া দেখাইল।
তাহা দেখিয়া হস্তীরাজ ভাবিল—“যদি আমি ইহাকে দূষিত করি হাজার
হাজার বুদ্ধ, পচ্ছেকবুদ্ধ ও ক্ষীণাসবের প্রতি যে আমার লজ্জা-সম্মম আছে,
তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে।” এই চিন্তা করিয়া নিজের ক্রোধ সংবরণ করিয়া
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি আমার এতগুলি জাতি নাশ করিয়াছ ?”

“হাঁ প্রভু ।”

“কেন তুমি একরূপ গুরুতর কার্য্য করিলে ? নিজের অযোগ্য
বীতরাগগণের পরিধান যোগ্য কাপড় পরিয়া এমন কাজ করিয়া

ভারিয়ং তয়া কতং”তি এবঞ্চ পন বত্বা উত্তরিম্পি নিগ্গহন্তো—
“অনিক্সাবো কাসাবং—পে—স বে কাসাবমরহতী”তি বত্বা “অয়ু-
ত্তন্তে কতং”তি আহ ।

৯ । সখা ইমং ধম্মদেশনং আহরিত্বা—“তদা হথিমারকো দেব-
দত্তো অহোসি, তস্ম নিগ্গাহকো হথিনাগো অহমেবা”তি জাতকং
সমোধানেত্বা “ন ভিক্ষবে ইদানেব পুৰ্বেপি দেবদত্তো অত্তনো
অননুচ্ছবিকং বথং ধারেসিয়েবা”তি বত্বা ইমা গাথা অভাসি :—

“অনিক্সাবো কাসাবং যো বথং পরিদহেজ্জতি,
অপেতো দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি । ৯
যো চ বন্তকসাবজ্জ সীলেসু সুসমাহিতো,
উপেতো দমসচ্চেন স বে কাসাবমরহতী”তি । ১০

তুমি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছ ।” এইরূপ কহিয়া আরও উত্তরোত্তর
নিগৃহীত করিবার জন্ত—“সকসাব যেবা বাসে কাষায় ঢাকিতে গাত্র” ইত্যাদি
বলিয়া কহিল—“তুমি অযৌক্তিক কাজ করিয়াছ ।”

৯ । শাস্তা এই ধর্মদেশনা আহরণ করিয়া কহিলেন—“তখন দেবদত্ত
ছিল হস্তীমারক, তাহার নিগ্রহকারী হস্তীরাজ ছিলাম আমি ।” এই
বলিয়া জাতক সমাপ্ত করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত কেবল এখন
নয় পূর্বেও তাহার অযোগ্য বস্ত্রই ধারণ করিয়াছিল ।” এই বলিয়া এই
গাথারই ভাষণ করিলেন :—

“সকসাব’ যেবা বাসে কাষায় ঢাকিবে গাত্র,
দম-সত্য-পরিহীন সে কাষায়যোগ্য পাত্র । ৯
‘অ-কসাব’ যেইজন সুষ্ঠুশীলে সমাহিত,
কাষায়ের যোগ্য সেই দম-সত্য সমন্বিত ।” ১০

ছদ্মজাতকেনাপি চ অয়মথো দীপেতক্বেষাতি ।

১০ । তথ—“অনিবাসাবো”তি কামরাগাদীহি কসাবেহি সকা-
সাবো । “পরিদহেঙ্গতী”তি—নিবাসন পারুপন অথরুণবসেন পরি-
ভুঞ্জিঙ্গতি, পরিদহিঙ্গতীতি পি পাঠো ।

“অপেতো দমসচেনা”তি—ইন্দ্রিয় দমনেন চেব পরমথসচ্চ-
পক্ষিকেন বচীসচেন চ অপেতো বিয়ুত্তো পরিচ্ছত্তোতি অথো ।
“ন সো”তি—সো এবরুপো পুঙ্গলো কাসাবং পরিদহিতুং নারহতি ।

“বন্তকসাবঙ্গা”তি—চতুহি মগ্গেহি বন্তকসাবো ছডিডতকসাবো
পহীন কসাবো ৷

“সীলেসু”তি—চতুপারিসুচ্ছি সীলেসু ।

“সুসমাহিতো”তি—সুট্টু সমাহিতো সুট্ঠিতো ।

‘ছদ্ম’ জাতকের দ্বারা এই অর্থ আরও প্রকাশ করা উচিত ।

১০ । তথায়—“সকসাব”— কামরাগাদি কসাবের দ্বারা যুক্ত ।
“পরিধান করিবে”— নিবাসন ও পারুপনরূপে পরিধান করিবে ও আন্তরুণ-
রূপে ব্যাবহার করিবে ।

“দম-সত্য-পরিহীন”— ইন্দ্রিয় দমন ও পরমার্থসত্য পক্ষীয় সত্য বাক্
হইতে বিযুক্ত বা পরিত্যক্ত ।

“সে অযোগ্য”— এইরূপ পুঙ্গল কাষায় বস্ত্র পরিধান করিবার অযোগ্য ।

“অকসাব”— চতুস্মার্গ দ্বারা বাহার কসাব অপগত হইয়াছে, প্রহীন
কসাব [কামরাগাদি কসাবহীন] ।

“শীল সমূহে”— চারিপরিশুদ্ধি শীল সমূহে ।

“সুট্টু সমাহিত”— সুসমাহিত, সুস্থিত ।

“উপেতো”তি—ইন্দ্রিয়দমনেন চেব বুদ্ধপ্ৰকারেন সচ্চেন চ উপগতো। “স বে”তি সো এবক্রপো পুঙ্গলো, তং গন্ধকাসাববথং অরহতীতি।

গাথা পরিয়োসানে সো দিসাবাসিকো ভিক্ষু সোতাপন্নো জাতো। অশ্রেণপি বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপুণিংসূতি। দেশনা মহাজনস্স সাথিকা অহোসী”তি।



“সম্বিত”— ইন্দ্রিয় দমন ও চারি প্রকার সত্যের * দ্বারা উপগত।

“যোগ্য সেই”— সেই এইরূপ পুঙ্গল সেই সুগন্ধ কাবায় বজ্রের উপযুক্ত।

গাথা অবসানে আগন্তুক ভিক্ষু সোতাপন্ন হইয়াছিল। অপর বহু-জনও সোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেশনা বহুজনের সার্থক হইয়াছিল।



* হুংখ সত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য ও মার্গ সত্য।

অগ্গসাবক-বথু । ৮

১ । “অসারে সারমতিনো”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেলুবনে বিহরন্তো অগ্গসাবকেহি নিবেদিতং সঞ্জয়ঙ্গ অনাগমনং আরত্তু কথেসি । তত্রায়ং আনুপুৰ্ব্বীকথা :—

২ । অমহাকং হি সথা ইতো কল্পসতসহস্রাধিকানং চত্বন্নং অসঙ্খ্য্যানং মথকে অমরবতীনগরে স্ত্রমেধো নাম ব্রাহ্মণকুমারো হত্বা সৰ্ব্বসিপ্পেসু নিপ্পত্তিং পত্বা মাতাপিতৃন্নং অচ্চয়েন অনেক কোটিসঙ্খং ধনং পরিত্তজিত্বা ইসিপৰ্ব্বজ্জং পৰ্ব্বজিত্বা হিমবন্তে বসন্তো

অগ্রশ্রাবকের উপাখ্যান । ৮

১ । “অসারে সার মনে করে” এই ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে বাস করিবার সময় অগ্রশ্রাবকদ্বয় কথিত সঞ্জয়ের অনাগমন-কথা-প্রসঙ্গে বলিয়া-ছিলেন । তথায় এই আনুপূর্ব্বিক কথা :—

২ । আমাদের শাস্তা [গৌতম বুদ্ধ] লক্ষকল্পাধিক চারি অসংখ্য কল্প পূর্বে অমরবতী নগরে স্ত্রমেধ নামক ব্রাহ্মণ কুমার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি সর্ষ্পপ্রকার বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া মাতা পিতার মৃত্যুর পর অনেক কোটি ধন পরিত্যাগ করত ঋষি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিনি হিমালয়ে বাস করিবার সময়

ঝানাভিপ্রঃ নিব্বত্তেভা আকাসেন গচ্ছন্তো দীপঙ্কর দসবলজ্জ সুদঙ্গন
বিহারতো রম্মনগরং পবিসনথায় মগ্গং সোধয়মানং জনং দিস্বা
সয়ম্পি একং পদেসং গহেত্তা তস্মিং অসোধিতে য়েব আগতজ্জ
সথুনো অভানং সেতুং কত্তা কললে অথরিত্তা “সথা সসাবকসঙ্কেবা
কললং অনক্কমিত্তা মং অক্কমন্তো গচ্ছতু”তি নিপন্নো । সথারা
তং দিস্বাব “বুদ্ধক্কুরো এস অনাগতে কল্পসতসহস্রাধিকানং চতুন্নং
অসঙ্কেয়্যানং পরিয়োসানে গোতমো নাম বুদ্ধো ভবিম্মতী”তি
ব্যাকতো ।

৩ । তস্ম সথুনো অপরভাগে কোণ্ডশ্রেণা, মঙ্গলো, স্তম্নো,
রেবতো, সোভিতো, অনোমদঙ্গী, পঢ়মো, নারদো, পঢ়মুত্তরো,
স্বমেধো, সূজাতো, প্রিয়দঙ্গী, অর্থদঙ্গী, ধর্মদঙ্গী, সিদ্ধথো, তিস্সো,
ফুস্সো, বিপঙ্গী, শিখী, বেষ্খভু, ককুসক্কো, কোণাগম্নো, কল্পপোতি

ধানাভিজ্জা উৎপন্ন করিয়াছিলেন । একদিন তিনি আকাশপথে যাইবার সময়
দেখিলেন লোকেরা সুদর্শন বিহার হইতে রম্যানগরে দীপঙ্কর দশবলের গমনো-
পলক্ষে পথ সংস্কার করিতেছে । তাহা দেখিয়া তিনি নিজেও একখানে
গিয়া সংস্কার কার্যে যোগদান করিলেন । তাঁহার পথ-সংস্কার কার্য
সমাপ্ত না হইতেই শাস্তা আসিয়া পড়িলেন । তিনি তৎক্ষণাৎ বর্দ্ধমের
উপর সেতু হইয়া পতিত হইলেন । তিনি ইচ্ছা করিলেন— “শাস্তা ও
তাঁহার শ্রাবকসত্ত্ব বর্দ্ধম মর্দিত না করিয়া আমার উপর দিয়াই অগ্রসর
হইতে থাকুন ।” শাস্তা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন—“ইনি বুদ্ধাক্কুর, শত
সহস্র কল্পাধিক চারি অসংখ্যেয় কাল পরে ইনি গোতম নামক বুদ্ধ হইবেন ।”

৩ । সেই দীপঙ্কর বুদ্ধের পরে কোণ্ড্য, মঙ্গল, স্তম্ন, রেবত, শোভিত, অনোম-
দঙ্গী, পঢ়ম, নারদ, পঢ়মোত্তর, স্বমেধ, সূজাত, প্রিয়দঙ্গী, অর্থদঙ্গী, ধর্মদঙ্গী,
সিদ্ধার্থ, তিস্স, ফুস্স, বিপঙ্গী, শিখী, বেষ্খভু, ককুসক্ক, কোণাগম্ন, কল্পপ

লোকং ওভাসেজ্জা উপ্পন্নানং ইমেসম্পি তেবীসতিয়া বুদ্ধানং সন্তিক্কে
লঙ্কব্যাকরণে দসপারমিয়ো দসউপপারমিয়ো দসপরমথপারমিয়োতি
সমতিংসপারমিয়ো পুরেত্তা বেদসস্তরত্তভাবে ঠিতো পঠবিকম্পনানি
মহাদানানি দত্তা পুত্তদারং পরিচ্চজ্জিত্তা আয়ুপরিয়োসানে তুসিতপুরে
নিব্বত্তিত্তা তথ যাবতায়ুকং ঠত্তা দসসহস্র চক্রবাল্লদেবতাহি সন্নি-
পতিত্তা—

“কালোয়ং তে মহাবীর উপ্পজ্জ মা তু কুচ্ছিয়ং,
সদেবকং তারয়ন্তো বুদ্ধস্সু অমতং পদং”তি ।

এই ত্রয়োবিংশতি বুদ্ধ ত্রিলোক উদ্ভাসিত করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।
ঊহারো ও ঊহার সম্পর্কে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিয়াছিলেন । তিনি
দশপারমিতা †, দশ উপপারমিতা * ও দশ পরমার্থ পারমিতা ‡ এই ত্রিংশ
পারমিতা সমভাবে পূর্ণ করিয়া ‘বেদসস্তর’ ভন্নে পৃথিবী-বিকম্পী মহাদান
দিয়া, স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া আয়ুশেষে তুষিত পুরীতে উৎপন্ন হইয়া-
ছিলেন । সেখানে আয়ুষ্কাল থাকিবার পর দশসহস্র চক্রবাল দেবতা একত্রিত
হইয়া ঊহাকে কহিলেন—

“এই ত সময় হে মহাবীর, জননী জঠরে জনম নাও,
স্বরায় সদেব ভুবন জনে সকলে অমৃত-পদ বুঝাও ।”

† দান, দীল, নৈকুম্মা, প্রজ্জা, বীর্ঘা, ক্ষান্তি, সতা, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা
এই দশবিধ পারমিতা । ধন-সম্পত্তি দান করিয়া পূর্ণ করার নাম পারমিতা ।

* অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করিয়া পূর্ণ করার নাম উপপারমিতা ।

‡ জীবন দান করিয়া পূর্ণ করার নাম পরমার্থ পারমিতা ।

৪। বুভে পঞ্চমহাবিলোকনানি বিলোকেহা ততো চূতো সাক্যরাজ-
কুলে পটিসন্ধিং গহেহা তথ মহাসম্পত্তিয়া পরিহরিয়মানো অনু-
ক্লেমেণ ভদ্রয়োবনং পহা তিগ্নং উতুনং অনুচ্ছবিকেশু ভীষু পাসাদেশু
দেবলোকসিরিং বিয় রজ্জসিরিং অনুভবন্তো উয়্যানকীলায় গমন
সময়ে অনুক্লেমেণ জিগ্ন ব্যাধি মত সঙ্ঘাতে তয়ো দেবদূতে দিস্বা
সঞ্জাতসংবেগো নিবন্তিহা চতুর্থবারে পব্রজিতরূপং দিস্বা “সাধু
পব্রজ্জা”তি পব্রজ্জায় রুচিং উপ্লাদেহা উয়্যানং গন্তা তথ দিবসং
খেপেহা মঙ্গলপোঙ্করিণীতীরে নিসিম্নো কপ্লকবেসং গহেহা আগভেন
বিষ্মকম্মুনা দেবপুন্তেন অলঙ্কতপটিয়ন্তো রাহুলকুমারস্ম জাতসাসনং
সুহা পুন্তসিনেহস্ম বলবভাবং এহা “যাব ইদং বন্ধনং ন বড্ঢতি
তাবদেব নং ছিন্দিস্মামী”তি চিন্তেহা সায়ং নগরং পবিসন্তো—

৪। দেবতারা এইরূপ বলিলে তিনি পঞ্চমহা বিলোকিতব্য অবলোকন
করিলেন। অতঃপর সেইখান হইতে চ্যুত হইয়া তিনি শাক্যরাজ্য কুলে
জন্ম নিলেন। তথায় তিনি মহাসম্পত্তির মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ভদ্র-
যোবন প্রাপ্ত হইলেন। তিন ঋতুর উপযুক্ত তিনখানা প্রাসাদে দেবলোক
শ্রীর ঞায় রাজ্যশ্রী ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি উজ্জান ক্রীড়ায় যাইবার
সময় অনুক্লেমে জীর্ণ, পীড়িত ও মৃতরূপী তিনজন দেবদূত দেখিতে পাইয়া
সঞ্জাত সংবেগ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। চতুর্থবারে প্রব্রজিতরূপ
দেখিয়া “সাধু প্রব্রজ্জা” বলিয়া প্রব্রজ্যায় অভিক্ৰুচি উৎপন্ন করত উজ্জানে
প্রবেশ করিয়া সেখানে দিব্যভাগ ক্ষেপণ করিলেন। নাপিতরূপী বিশ্বকর্মা
দেবপুত্র আসিয়া মঙ্গলপুঙ্করিণীতীরে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্বের দেহ অলঙ্কত করি-
লেন। এমন সময় রাহুল কুমারের জন্ম সংবাদ তাঁহার শ্রবণ গোচর
হইল। তিনি পুত্র-স্নেহের বলবস্তাব বৃথিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন—
“এই বাঁধন শক্ত না হইতেই ছিঁড়িব।” এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্ধ্যার
সময় নগরে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন—

“নিব্বুতা নূন সা মাতা নিব্বুতো নূন সো পিতা,
নিব্বুতা নূন সা নারী যস্মায়ং ঈদিসো পতী”তি।

৫। কিসাগোতমিয়া নাম পিতৃচ্ছাধীতায় ভাসিতং ইমং
গাথং সূত্বা “অহং ইমায় নিব্বুতপদং সাবিতো”তি মুক্তাহারং ওমুঞ্চিস্বা
তস্মা পেসেত্বা অন্তনো ভবনং পবিসিস্বা সিরিসয়নে নিপন্নো নিদ্দু
পগতানং নাটকিখীং বিপ্লকারং দিস্বা নিব্বিন্নহদয়ো ছন্নং উট্টাপেত্বা
কন্ডকং আহরাপেত্বা কন্ডকং আরুযহ ছন্ন সহায়ো দসসহস্রচক্রবাল
দেবতাহি পরিবুতো মহাভিনিক্ষমণং নিক্ষমিস্বা অনোমা নাম
নদীতীরে পব্বজিস্বা অনুক্কেমেন রাজগহং গন্ত্বা তথ পিণ্ডায় চরিত্বা
পণ্ডবপব্বত পত্তারে নিসিন্নো মগধরঞ্জণ রঞ্জন নিমন্তিয়মানো

“নিশ্চয় নিব্বুতা সে মাতা,
নিশ্চয় নিব্বুত সে পিতা,
নিশ্চয় নিব্বুতা সে নারী,
এমন (তনয়) পতি বা যাহারি।”

৫। তাঁহার পিতৃত্বা ভগিনী কুশাগোতমী তাহাকে দেখিয়া এই গাথা
ভাষণ করিয়াছিলেন। তিনি এই গাথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—“অহো,
ইনি আমাকে নিব্বুতপদ শ্রবণ করাইলেন” এই বলিয়া নিজের মুক্তাহার
উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট উপঢৌকন পাঠাইলেন। তিনি নিজের ভবনে
প্রবেশ করিয়া শ্রীশয়নে শয়ন করিয়া নিদ্রিতা নর্তকিগণের বিকৃতাকার
দেখিয়া সংসারের প্রাণিত বীতরাগ হইলেন। ছন্নকে যুম হইতে জাগরিত
করিয়া কণ্টক নামক অশ্বকে আনাইলেন এবং তাহাতে আরোহণ করত
দশ-সহস্র চক্রবাল-দেবতার দ্বারা পরিবৃত হইয়া ছন্নের সাহায্যে মহা অভি-
নিক্ষমণ করিলেন। অনোম নামক নদীতীরে প্রব্রজিত হইয়া অনুক্কেমে
রাজগৃহে গমন করিলেন। সেখানে ভিক্ষা করিয়া পণ্ডব পব্বত-গহ্বরে
সমাসীন হইলে মগধরাজ গিয়া তাঁহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ

তং পটিঙ্খিপিত্বা সৰ্বশ্ৰুতং পত্না অন্তনো বিজিতং আগমনথায়
 তেন গহিতপটিশ্ৰেণা আলাৰঞ্চ উদ্দকঞ্চ উপসংকমিত্বা তেসং সন্তিকে
 অধিগত বিসেসং অদিস্বা অনলংকরিত্বা ছব্বাণি মহাপধানং পদহিত্বা
 বিসাখ পুণ্ণমদিবসে পাতোব স্ফুজাতায় দিন্নপায়াসং পরিভুঞ্জিত্বা নেরঞ্জ-
 রায় নদিয়া স্ফবলপাতিং পবাহেত্বা নেরঞ্জরায় নদিয়াতীরে মহাবনসণ্ডে
 নানা সমাপত্তীহি দিবসভাগং বীতিনামেত্বা সায়াহসময়ে সোথিয়েন
 দিন্নং তিগং গহেত্বা কালেন নাগরাজেন অভিখু তণ্ণো বোধিমণ্ডং
 আরুযহ্ তিণাণি সন্তুরিত্বা “ন তাবিমং পল্লঙ্কং ভিন্দিআমি যাব মে
 অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুচ্চতী”তি পটিশ্ৰেণং কত্বা পুরথা-
 ভিমুখে নিসীদিত্বা স্তুরিয়ে অনথমিতে য়েব মারবলং বিধমিত্বা পঠম-
 য়ামে পুৰ্বেনিবাসএগাং মঞ্জিময়ামে চুতুপপাতএগাং পত্না পচ্ছম-

করিলেন। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। মগধরাজ তাঁহাকে সৰ্ব্বজ্ঞতা
 প্রাপ্তির পরে তাঁহার রাজ্যে আসিতে প্রতিশ্রুতি করাইলেন। অনন্তর তিনি
 আলাৰ ও উদ্দকের নিকট গেলেন। তাঁহাদের নিকট শিখিবার বিশেষ
 কিছু না দেখিয়া, তাঁহাদের জ্ঞান অপৰ্যাপ্ত মনে করিয়া ছয় বৎসরকাল ধরিয়া
 কঠোর তপশ্চর্যা করেন। অতঃপর বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে প্রভাতে স্ফুজাতার
 প্রদত্ত পায়স ভোজন করিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীরে মহাবনাংশে নানা ‘সমাপত্তি’
 দ্বারা দিবাভাগ অতিক্রম করিলেন। সায়াহ সময়ে সোথিয়ের প্রদত্ত তৃণ
 গ্রহণ করিয়া কাল নামক নাগরাজের দ্বারা অভিস্তত হইয়া, বোধিমণ্ডপে
 আরোহণ পূৰ্বক তৃণ বিছাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—“আমাকে যাহাতে আর
 জন্ম নিতে না হয়, সেইরূপ ভাবে চিত্ত আশ্রব (তৃষ্ণা) হইতে মুক্ত না হওয়া
 পর্যন্ত আমি এই আসন ভাঙ্গিব না” সঙ্কল্প করিয়া তিনি পূৰ্ব্ভিমুখী হইয়া
 উপবেশন করিলেন। সূর্য্য অস্তমিত হইতেই মারদৈত্ত বিধবস্ত করিয়া ‘রাত্রির
 প্রথম যামে পূৰ্ব্বেনিবাস জ্ঞান, মধ্যম যামে চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন।

যামাবসানে পচ্ছয়াকারে এণাণং ওতারেহা দসবল চতুবেসারজ্জাদি সৰ্বগুণ পতিমণ্ডিতং সৰ্বশ্রেষ্ঠুত এণাণং পটিবিজ্জিহ্বা সত্তসত্তাহং বোধিমণ্ডে বীতিনামেহা অট্টমমে সত্তাহে অজ্জপালনিগ্রোধমূলে নিসিন্নো ধম্মগস্তীরতা পচ্ছবেক্ষণেন অল্পোঙ্গুক্কতং আপজ্জমানো দসসহস্র চক্রবাল মহাব্রহ্মপরিবারেন সহস্পতি ব্রহ্মুনো আয়াচিত ধম্মদেসনো বুদ্ধচক্ষুনো লোকং ওলোকেহা ব্রহ্মুনো চ অঙ্কেসনং অধিবাসেহা “কল্পমুখো অহং পঠমং ধম্মং দেসেয়্যং”তি ওলোকেন্তো আলা-রুদ্ধকানং কালকতভাবং এহা পঞ্চবগ্গিয়ানং ভিক্ষুনং বহুপকারতং অনুঞ্জরিহা উট্টায়াসনা কাসিপুরুং গচ্ছন্তো অন্তরামগে উপকেন সন্ধিং মন্তেহা আনালহপুণ্ণমদিবসে ইসিপতনে মিগদায়ে পঞ্চবগ্গিয়ানং

শেষ যামের অবসানে প্রত্যয়াকারে জ্ঞানের অবতারণা করিয়া দশবল-চতুর্বেশরজ্জাদি সৰ্বগুণ প্রতিমণ্ডিত সৰ্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর সাত সপ্তাহকাল বোধিমণ্ডে অভিবাহিত করিলেন। অষ্টম সপ্তাহে অজ্জপাল নিগ্রোধমূলে গমন করিলেন। সেখানে উপবেশন করিয়া ধর্মের গস্তীর-ভাব প্রত্যবেক্ষণ করত প্রচারে মন্দোৎসাহ হইলেন। ইহাতে দশসহস্র চক্রবালের মহাব্রহ্মাগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা সহস্পতি আসিয়া তাঁহাকে ধর্মদেশনা করিতে প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর তিনি বুদ্ধচক্ষুদ্বারা লোক অবলোকন করিয়া এবং ব্রহ্মার ইচ্ছায় সম্মত হইয়া— “আমি কাহাকে প্রথম ধর্মদেশনা করিব” এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানচক্ষু-দ্বারা অবলোকন করিলেন। দেখিলেন আলায় ও উদক কাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার পর পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে স্মরণ করিলেন। তাঁহা-দিগের বহু উপকারের কথা মনে করিয়া আসন হইতে উঠিয়া কাসীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে উপকের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে ঋষিপতনে মুগদায়ে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর

সয়ং উরুবেলং গচ্ছন্তো অন্তরামগে কপ্পাসিকবনসণ্ডে তিংসজনে ভদ্রবগ্গিয়কুমারে বিনেসি । তেসু সৰ্বপচ্ছিমকো সোতাপনো সৰ্ববৃত্তমো অনাগামী অহোসি, তেপি সৰ্ব্ব এহিভিক্ষু ভাবেনেব পৰ্ব্বাজেত্তা দিসাসু পেসেত্তা সয়ং উরুবেলং গন্তা অড্ডুড্ঢানি পাটিহারিয়সহস্শানি দম্মেত্তা উরুবেলকম্পাদয়ো সহস্শজটিলপরিবারে তেভাতিকজটিলে বিনেত্তা এহিভিক্ষু ভাবেনেব পৰ্ব্বাজেত্তা গয়াসীসে নিসীদাপেত্তা আদিত্তপরিয়ায়দেসনায় অরহত্তে পতিট্টাপেত্তা তেন অরহন্তুসহস্শেন পরিবৃত্তো বিম্বিসাররশ্ৰেণ দিন্নং পটিশ্ৰেণ মোচে-
 স্মামীতি রাজগহনগরুপচারে লট্ঠিবনুয়্যানং গন্তা সথা কির আগ-
 তোতি স্তত্তা দ্বাদসনহত্তেহি ব্রাহ্মণ গহপতিকেহি সন্ধিং আগত্তস্স
 রশ্ৰেণ মধুরধম্মকথং কথেন্তো রাজানং একাদসহি নহত্তেহি সন্ধিং

তিনি স্বয়ং উরুবেলার দিকে অগ্রসর হইলেন। পশ্চিমধ্যে কপ্পাসিক বনভাগে ত্রিশজন ভদ্রবর্গীয় কুমারকে বিনীত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বোত্তম জন অনাগামী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জন শ্রোতাপর হইলেন। তাঁহাদের সকলকে 'এস ভিক্ষু' ভাবে প্রব্রজিত ও নানাদিকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উরুবেলায় গমন করিলেন। সেখানে সাদ্ধ তিন সহস্র প্রাতিহার্য্য বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া উরুবেল কশ্যপ প্রভৃতি জটিল ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের অনুচর সহস্র জটিলের সহিত বিনীত করিয়া 'এস ভিক্ষু' ভাবে প্রব্রজিত করিলেন। তাহাদিগকে গুয়াশীর্ষে উপবেশন করাইয়া আদিত্য পর্য্যায় দেশনাথার অরহত্তে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অনন্তর সেই সহস্র অরহত্তের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিম্বিসার রাজার নিকট কৃত তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া রাজগৃহ নগরের সন্নীপবর্তী তাল উদ্যানে গমন করিলেন। শাস্তা আগমন করিয়াছেন শুনিয়া রাজা দ্বাদশ অযুত ব্রাহ্মণ গৃহপতির সহিত আগমন করিলেন। তাঁহাদিগকে মধুর ধর্ম্মকথা কহিতে কহিতে একাদশ অযুতের সহিত

সোতাপত্তিকলে পতিষ্ঠাপেহা একনহুতং সরণেসু পতিষ্ঠাপেহা
পুনদিবসে সঙ্কেন দেবরশ্রণা মাণবকবধঃ গহেহা অভিখুতগুণো
রাজ্জগহনগরং পবিসিত্বা রাজ্জনবেসনে কতভন্তকিচ্ছে। বেলুবনারামং
পটিগাহেহা তথৈব বাসং কল্পেসি। তথ নং সারিপুন্ত মোগল্লানা
উপসংকমিংসু।

৭। তত্রাপি অয়ং আনুপুন্বিবকথা— অনুপ্লম্বে য়েব হি বুদ্ধে
রাজ্জগহতো অবিদূরে উপতিগ্গামো কোলিতগামোতি য়ে ব্রাহ্মণ
গামা অহেসুং। তেসু উপতিগ্গামে রূপসারিয়া নাম ব্রাহ্মণিয়া
গবুজ্জ পতিষ্ঠিতদিবসে য়েব কোলিতগামে মোগলিয়া নাম
ব্রাহ্মণিয়াপি গত্তো পতিষ্ঠিত্হি।

রাজাকে সোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অবশিষ্ট এক অযুতকে শরণে
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরদিবস তিনি রাজ্জগহ নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরে
প্রবেশ করিবার সময়ে ব্রাহ্মণ যুবকরূপী দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার স্তুতিগান
করিতে লাগিলেন। রাজ-ভবনে ভোজন কৃত্য সমাপন করিয়া বেণুবনারামে
প্রবেশ করিয়া সেখানে বাস করিলেন। সেখানে সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ণ
তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন।

৭। সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ণের আগমনের পূর্বাপর কথা নিম্নে বর্ণিত
হইতেছে—বুদ্ধ উৎপন্ন হইবার পূর্বে রাজ্জগহের অদূরে † উপতিগ্গ গ্রাম
ও কোলিত গ্রাম নামে দুইখানি ব্রাহ্মণ গ্রাম ছিল। তন্মধ্যে উপতিগ্গ
গ্রামে রূপসারি নাম্নী ব্রাহ্মণীর গর্ভ প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন কোলিত গ্রামে
মৌদগলী ব্রাহ্মণীর গর্ভও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

† বর্তমান নালন্দার সমীপে উপতিগ্গ গ্রামের নাম সারীচক ও কোলিত গ্রামের
নাম কুলভাণ্ডারী।

৮। তিনি কির ঘেপি কুলানি ষাব সন্তমা কুলপরিবট্টা আবদ্ধপটিবদ্ধ সহায়কানেব। তাসং ঘিন্নম্পি একদিবসমেব গব্ধ পরিহারং অদংসু। তা উভোপি দসমাসচ্চয়েন পুত্তে বিজায়িংসু। নামগহণদিবসে সারিয়া ব্রাহ্মণিয়া পুত্তস্স উপতিস্সগামকে জেট্টকুলস্স পুত্তত্তা “উপতিস্সো”তি নামং করিংসু। ইতরস্স কোলিত-গামে জেট্টকুলস্স পুত্তত্তা “কোলিতো”তি নামং করিংসু। তে উভো বুদ্ধিমঘায় সৰ্বসিগ্নানং পারং অগমংসু। উপতিস্সমাগবস্স কীলনথায় নদিং বা উয়্যানং বা গমনকালে পঞ্চ স্তবগ্গ সিবিকা-সতানি পরিবারানি হোন্তি। কোলিত মাগবস্স পঞ্চ আজ্ঞা-রথসতানি। ঘেপি জনা পঞ্চ পঞ্চ মাগবকসত পরিবারা হোন্তি।

৯। রাজগহে চ অনুসংবচ্ছরং গিরগসমজ্জং নাম হোতি। তেসং

৮। সেই দুইটি পরিবার নাকি দপ্তম পুরুষ পর্যন্ত আত্মীয় ভাবের দ্বারা আবদ্ধ-পতিবদ্ধ। তাঁহাদের দুইজনকেই একদিনেই গর্ভ রক্ষার সুযোগ করিয়া দিল। তাঁহারা উভয়েই দশমাস পরে পুত্র প্রসব করিলেন। নাম করণ দিবসে, উপতিস্স গ্রামের প্রধান পরিবারের পুত্র বলিয়া সারি-ব্রাহ্মণীর পুত্রের নাম রাখা হইল উপতিস্স এবং কোলিত গ্রামের প্রধান পরিবারের পুত্র বলিয়া অপরের নাম রাখা হইল কোলিত। তাঁহারা উভয়েই বয়ো প্রাপ্তে সর্বপ্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। উপতিস্স ক্রীড়া করিবার জন্ত যখন নদী বা উদ্যানে যাইতেন পাঁচশত স্তবর্ণ সিবিকা তাঁহার সঙ্গে যাইত। কোলিতের সঙ্গে পাঁচশত শ্রেষ্ঠ অশ্বরথ যাইত। দুই জনের পাঁচ পাঁচ শত মাগবক পরিজন ছিল।

৯। রাজগৃহে প্রতি বৎসর গীতাভিনয়োৎসব হইত। তাঁহারা

দ্বিল্লম্পি একটীঠানে ষেব মঞ্চং বন্ধস্তি ষেপি একতোব
 নিসীদিহা সমজ্জং পম্মন্তা হসিতব্বটীঠানে হসন্তি, সংবেগটীঠানে
 সংবেগং জনয়ন্তি, দায়ং দাতুং যুত্তটীঠানে দায়ং দেন্তি । তেসং
 ইমিনাব নিয়ানেন একদিবসং সমজ্জং পম্মন্তানং পরিপাকগতত্তা
 এগাণস্স পুরিমেস্সু দিবসেস্সু বিয় হসিতব্বটীঠানে হাসো বা সংবেগ-
 টীঠানে সংবেগজননং বা দাতুং যুত্তটীঠানে দানং বা নাহোসি ।
 ষেপি পন জনা এবং চিন্তয়িংস্সু—“কিং এথ ওলোকেতব্বং অপি,
 সবেববিমে অল্পভে বম্মসতে অপল্পত্তিকভাবং গমিঅন্তি, অমেহহি
 পন একং মোক্ষধম্মং পরিয়েসিতুং বট্টভী”তি আরম্মণং গহেহা
 নিসীদিংস্সু । ততো কোলিতো উপতিম্মং আহ—“সম্ম উপতিম্ম,
 ন ব্বং অগ্গেস্সু দিবসেস্সু বিয় হট্টপহট্টো ; অনত্তমনধাতুকোসি,
 কিস্সে সল্লব্বিতং”তি ?

তুই জনেই একস্থানে মঞ্চ বাঁধিয়া বসিতেন, একত্রে বসিয়া তামাসা দেখিতে
 দেখিতে হাসিবার স্থানে হাসিতেন, সংবেগ স্থানে সংবিগ্ন হইতেন, মান
 (বাহাবা) দিবার স্থানে মান দিতেন । এই ভাবে তাঁহারা একদিন উৎসব
 দেখিতে দেখিতে জ্ঞান পরিপক হওয়ায় পূৰ্ণ পূৰ্ণ দিনের ঞ্চার হান্ত স্থানে
 হাসিলেন না, সংবেগ স্থানে সংবিগ্নও হইলেন না এবং মান দিবার স্থানে
 মানও দিলেন না, তুইজনেই চিন্তা করিতে লাগিলেন— “ইহাতে কি
 দেখিবার আছে ? শত বৎসর না বাইতেই এই সব অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইবে ।
 কোন এক মোক্ষধর্ম আমাদের খুঁজিতে হইবে ।” এই বিষয় ভাবিতে
 ভাবিতেই তাঁহারা বসিয়া রহিলেন । কোলিত উপতিম্মকে কহিলেন—
 বন্ধু উপতিম্ম, অল্পদিনের মত আজ তোমার হাসি-খুসী নাই কেন ? বিমর্ষ
 হইয়াছ কেন ? তোমার কি চিন্তা হইয়াছে ?”

“সম্ম কোলিত, এতেসং ওলোকনে সারো নাম নথি, নিরথকমেতং, অন্তনো মোক্ষধর্ম্যং গবেসিতুং বট্টীতি ইদং চিন্ত-
য়ন্তো নিসিন্নোমিহ । স্বং পন কস্মা অনন্তমনো”তি ? সোপি
তথৈব আহ ।

১০ । অথঙ্গ অন্তনা সন্ধিং একজ্ঞাসয়তং ঐঃত্বা উপতিজ্ঞো
আহ— “অমহাকং উভিন্নম্পি সূচিন্তিতং, মোক্ষধর্ম্যং পন গবে-
সন্তেহি একা পব্বজ্জা লদ্ধুং বট্টীতি, কঙ্গ সন্তিকে পব্বজামা”তি ?

১১ । তেন খো পন সময়েন সঞ্জয়ো পরিব্বাজকো রাজগহে
পট্টবসতি, মহতিয়া পরিব্বাজকপরিসায় সন্ধিং । তে তঙ্গ সন্তিকে
পব্বজ্জিঞ্জামাতি পঞ্চ মাণবক সতানি সিবিকা চ রথে চ গহেত্বা গচ্ছ-
থাতি উয়েয়োজ্জেত্বা পঞ্চহিপি সতেহি সন্ধিং সঞ্জয়ঙ্গ সন্তিকে পব্বজিংসু ।
তেসং পব্বজিতকালতো পট্টায় সঞ্জয়ো অতিরেক লাভগয়সগ্গপ্তো

বন্ধু কোলিত, এই সমস্ত দেখিয়া ফল কিছুই নাই, ইহা নিরর্থক,
নিজের মোক্ষধর্ম খুঁজিলেই ভাল হয় । ইহা চিন্তা করিয়াই বসিয়া
আছি । তোমাকে বিমর্ষ দেখাইতেছে কেন ?” তিনিও সেইরূপ বলিলেন ।

১০ । উপতিগ্ন্য নিজের সহিত উঁহার একমত জানিয়া কহিলেন—
“আমাদের উভয়ের ভাল চিন্তার উদ্দেশ্যে হইয়াছে । মোক্ষধর্মের গবেষণা
করিতে হইলে কোন একপ্রকার প্রব্রজ্যা নিতে হয়, কাহার নিকট
প্রব্রজিত হইব ?

১১ । সে সময় সঞ্জয় পরিব্রাজক রাজগৃহে এক মহা পরিব্রাজক দলের
সহিত বাস করিতেন । তাঁহার নিকট প্রব্রজিত হইবার মানসে
পাঁচশত লোককে সিবিকা ও রথ লইয়া যাইবার জন্ত বিদায় দিলেন
এবং অপর পাঁচশত লোকের সহিত সঞ্জয়ের নিকট প্রব্রজিত
হইলেন । তাঁহাদের প্রব্রজ্যা অবধি সঞ্জয় খুব যশস্বী ও লাভবান

অহোসি। তে কতিপাহেনেব সৰং সঞ্জয়স্স সময়ং পরিমদ্দিহা
“আচরিয় তুমহাকং জাননসময়ো এত্তকোব উদাহ উত্তরিম্পি
অথী”তি পুচ্ছংসু।

“এত্তকোব, সৰং তুম্হেহি এণাতং”তি বুত্তে চিস্তয়িংসু—

“এবং সতি ইমস্স সন্তিকে ব্রহ্মচরিয়বাসো নিরথকো,
ময়ং যং মোক্ষধম্মং গবেসিতুং নিস্সন্তা তং ইমস্স সন্তিকে
উপ্পাদেতুং ন সক্কোম, মহা খো পন জম্মদীপো, গামনিগমরাজধানিয়ো
চরন্তা অহা মোক্ষধম্মাদেসকং কঞ্চি আচরিয়ং লভিআমা”তি
ততো পট্টায় যথ যথ পণ্ডিত সমণ ব্রাহ্মণা অথীতি বদন্তি তথ
তথ গন্তা সাকচ্ছং কেরোন্তি। তেহি পুট্টপএঃহং অপ্রো কথেতুং
ন সক্কোন্তি। তে পন তেসং পএঃহং বিস্সজেন্তি।

হইলেন। কয়েক দিবসের মধ্যে তাঁহারা উভয়ে সঞ্জয়ের পরিজ্ঞাত ধর্ম অবগত
হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আচার্য্য, আপনার বিদিত ধর্ম কি এ
পর্য্যন্ত? না, আরও অধিক কিছু আছে?”

“এই পর্য্যন্ত, সমস্তই তোমরা জ্ঞাত হইয়াছ।” আচার্য্য এই কথা
কহিলে তাঁহারা চিস্তা করিলেন—“এইরূপ হইলে ইনির নিকট ব্রহ্মচর্য্য
বাস নিরর্থক। আমরা যে মোক্ষধর্ম অন্বেষণ করিতে নিস্কান্ত হইয়াছি
তাহা ইনির নিকট উৎপাদন করিতে পারিব না। এই জম্মদীপ মহং,
গ্রাম, নিগম ও রাজধানীতে পর্য্যটন করিতে করিতে নিশ্চয়ই মোক্ষধর্মের
উপদেষ্টা কোন আচার্য্য লাভ করিব।” ইহার পর হইতে তাঁহারা লোকে
যেখানে যেখানে পণ্ডিত শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন বলিয়া বলে সেখানে সেখানে
গিয়া আলাপ করেন। তাঁহাদের পৃষ্ট প্রশ্ন অত্বেরা উত্তর করিতে পারে
না। তাঁহারা কিন্তু তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর করিতেন।

১২। এবং সকলজন্মদ্বীপং পরিগণিত্বা নিবন্তিত্বা সৰ্গট্যানমেব আগস্ত্বা “সম্ম কোলিত, অমেহস্তু যো পঠমং অমতং অধিগচ্ছতি সো ইতরস্ম আরোচেতু”তি কতিকং অকংস্তু। এবং তেস্তু কতিকং কত্বা বিহরন্তেস্তু সপ্থা বৃত্তানুক্ৰমেণ রাজগহং পত্বা বেলুবনং পটিগাহেত্বা বেলুবনে বিহরতি, তদা “চরথ ভিক্ষবে, চারিকং বহুজনহিতায়া”তি রতনভয়গুণগ্লকাসনথং উয়োজিতানং একসট্টিয়া অরহন্তানং অন্তরে পঞ্চবঙ্গিমানং অরন্তরে অস্মজিমহাথেরো পটি-নিবন্তিত্বা রাজগহং আগতো পুন দিবসে পাতোব পন্তচীবরং আদায় রাজগহং পিণ্ডায় পাবিসি। তস্মিৎ সময়ে উপতিস্ম পরিব্রাজকে। পাতোব ভক্তকিচ্চং কত্বা পরিব্রাজকারামং গচ্ছন্তো থেরং দিস্মা চিন্তেসি— “ময়্যা এবরুপো নাম পব্বজিতো ন দিট্ঠপুৰেণা ষেব,

১২। এইরূপে তাঁহারা সমস্ত জন্মদ্বীপকে পরাস্ত করিয়া স্বস্থানে প্রত্য-গমন করিয়া উপতিস্ম কহিলেন— “বন্ধু কোলিত, আমাদের মধ্যে যে প্রথমে অমৃত লাভ করিবে সে অপরকে জানাইবে।” তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ কথা সাব্যস্ত হইল। তাঁহারা এইরূপ কথা করিয়া অবস্থান করিতেছেন এমন সময় শাস্তা উক্তানুক্ৰমে রাজগৃহে উপনীত হইয়া বেণুবন গ্রহণ করিয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় “ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের জ্ঞান পর্য্যটন কর,” এই কথা বলিয়া রত্নত্রয়ের গুণকীর্তনের জ্ঞা যে ষাট জন অর্হংকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যবর্তী পঞ্চবর্গীদি-ভিক্ষুগণের অগ্রতম অশ্বজিৎ মহাস্থবির প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজগৃহে আদিয়া-ছিলেন। তথায় আগমনের পরদিবস প্রাতেই পাত্ৰচীবর গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার জ্ঞান রাজগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে উপতিস্ম পরি-ব্রাজক প্রভাতে ভোজনকৃত্য সমাপন করিয়া পরিব্রাজকারামে যাইবার সময় স্থবিরকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন— “আমি পূর্বে একপুত্র প্রব্রজিত দেখি নাই।

যে লোকে অরহন্তো বা অরহন্তমগং বা সমাপন্ন, অয়ং তেসং ভিক্ষুং অপ্রতরো, যন্নুনাহং ইমং ভিক্ষুং উপসংকমিত্বা পুচ্ছে-
 য়ং “কংসি ত্বং আবুসো উদ্ভিন্ন পৰ্ব্বজিতো ? কো বা তে সখা ?
 কস্ম বা ত্বং ষম্মং রোচেসী”তি ? অথস্ম এতদহোসি—“অকালো
 খো ইমং ভিক্ষুং পঞংহং পুচ্ছিতুং, অন্তরঘরং পবিটেটো পিণ্ডায়
 চরতি । যন্নুনাহং ইমং ভিক্ষুং পিট্ঠিতো পিট্ঠিতো অনুবন্ধেয়াং,
 অথিকেহি উপপ্রোতং মগ্গন্তি ।”

১৩ । সো খেরং লদ্ধপিণ্ডপাতং অপ্রতরং ওকাসং গচ্ছন্তং দিস্বা
 নিসীদিতুকামতং চস্ম এত্বা অন্তনো পরিব্বাজকপীঠকং পপ্রোপেত্বা
 অদাসি । ভত্তকিচ্চপরিয়োসানে পিস্ম অন্তনো কুণ্ডিকায় উদকং
 অদাসি, এবং আচরিয়বত্তং কত্বা কত ভত্তকিচ্চেন খেরেন সন্ধিং
 মধুরপটিসম্বারং কত্বা এবমাহ— “বিপ্পসন্নানি খো পন তে আবুসো

হাঁহার জগতে অরহং বা অরহং মার্গ সমাপন্ন, ইনি তাঁহাদের
 একজন হইবেন । ইনির নিকট গিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিব— “বন্ধু,
 আপনি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছেন ? কেই বা আপনার শাস্তা ?
 কার ধর্মে আপনার রুচি হইয়াছে ?” তৎপর তাঁহার মনে হইল, “এই
 ভিক্ষুকে প্রশ্ন করার সময় এখন নয়, এখন তিনি লোকাবাসে পিণ্ডের জন্ত
 বিচরণ করিতেছেন । আমি এই ভিক্ষুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিব,
 অর্থাৎ মার্গের উপায় জ্ঞাত হইব ।”

১৩ । তিনি স্থবিরকে পিণ্ডপাত লাভ করিয়া অন্ততর অবকাশ যুক্ত
 স্থানে যাইতে দেখিয়া এবং তাঁহাকে বসিতে ইচ্ছুক জানিয়া নিজের পরি-
 ব্রাজক পীঠি পাতিয়া দিলেন । ভোজনকৃত্য সমাপ্ত হইলে তাঁহাকে
 আপনার কুণ্ডিকাতে করিয়া জল দিলেন । এইরূপে আচাৰ্যব্রত করিয়া
 ভোজন শেষে মধুর সস্তামণ পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন— “বন্ধু, আপনার

ইন্দ্রিয়ানি পরিস্কন্ধো ছবিবর্ণো পরিয়োদাতো, কংসি ত্বং আবুসো উদ্ভিঙ্গ পবজিতো ? কোবা তে সথা ? কঙ্গ বা ত্বং ধম্মং রোচেসী”তি পুচ্ছি ।

১৪ । খেরো চিস্তেসি“ইমে পরিব্বাজকা নাম সাসনঙ্গ পটিপক্কভূতা, ইমঙ্গ সাসনে গন্তীরতং দম্মেঙ্গামী”তি অন্তনো নবক-ভাবং দম্মেন্তো আহ—“অহং খো আবুসো নবো, অচিরপবজিতো, অধুনাগতো ইমং ধম্মবিনয়ং, ন তাবাহং সঙ্ঘিঙ্গামি বিখারেন ধম্মং দেসেতুং”তি । পরিব্বাজকো—“অহং উপতিম্মো নাম, ত্বং যথা-সন্তিয়া অঙ্গং বা বহং বা বদতু, এতং নয়সতেন নয়সহম্মেন পটিবিঙ্খিতুং ময়ুহং ভারো”তি চিস্তেহা আহ—

ইন্দ্রিয় সমূহ প্রসন্ন, প্রতিকৃতি (ছবিবর্ণ) পরিস্কন্ধ, উজ্জ্বল ; আপনি কাহাকে উদ্দেশ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন ? আপনার শাস্তা কে ? কার ধর্ম্মে আপনি অভিরুচি সম্পন্ন ?”

১৪ । স্থবির চিন্তা করিলেন—“এ সকল পরিব্রাজক শাসনের প্রতি-পক্ষভূত, ইহাকে শাসনের গন্তীরতা প্রদর্শন করিব ।” এই সঙ্কল্প করিয়া নিজের নবীনত্ব প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—“বন্ধু, আমি নবীন, প্রব্রজিত হইয়াছি বেশীদিন হয় নাই, সম্প্রতি এ ধর্ম্ম-বিনয়ে আসিয়াছি, সবিস্তার ধর্ম্ম দেশনা করিতে আমি পারিব না ।”

পরিব্রাজক বলিলেন—“আমার নাম উপতিম্ম, আপনি যথা শক্তি অল্প হউক বা বহু হউক বলুন, ইহাকে শত প্রকারে কি সহস্র প্রকারে বিশ্লে-ষণ করিয়া বুঝিবার ভার আমার উপর ।” এই ভাবে চিন্তা করিয়া গাথাৎ কহিলেন—

“অগ্নং বা বহং বা ভাসগ্নু অথশ্রেণব মে ক্রহি,
অথেনেব মে অথো কিং কাহসি ব্যঞ্জনং বহং”তি ।

১৫ । এবং বুতে থেরো “যে ধম্মা হেতুপ্পভবা”তি গাথং আছ ।
পরিব্রাজকো পঠমপদদ্বয়মেব স্তত্ত্বা সহস্সনয়সম্পন্নো সোতাপত্তি কলে
পতিট্টাহি, উত্তরং পদদ্বয়ং সোতাপন্ন কালে নিট্টাপেদি । সোপি
সোতাপন্নো ছত্ত্বা উপরিবিসেসে অগ্নবত্তন্তে “ভবিম্মতি এথ
কারণং”তি সন্নক্কেত্ত্বা থেরং আহ—“ভন্তে, মা উপরি থম্মদেশনং
বড্ঢয়িথ, এত্তকমেব হোতু, কুহিং অম্মহাকং সথা মসতী”তি ?

“বেলুবনে আবুসো”তি ।

“তেন হি ভন্তে, তুমেহ পুরত্তো যাথ, ময়হং একো মহায়কো

“অগ্ন বা বহ বা কহ, অর্থ কহ আনারে

অর্থে মোর প্রয়োজন, বর্ণ বহ কি করে ?”

১৫ । তিনি ইহা বলিলে স্থবির “যে ধম্ম হেতুপ্রভব” ইত্যাদি গাথা
কহিলেন । পরিব্রাজক প্রথম পদদ্বয় শুনিয়া সহস্স ত্রায় সম্পন্ন শ্রোতাপত্তি
কলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; অপর পদদ্বয় তাঁহার শ্রোতাপত্তি কালে সমাপ্ত
হইল । তিনি শ্রোতাপন্ন হইয়া উত্তরিতর মার্গ-ফলাদির অপ্রাপ্তে চিন্তা
করিলেন— “ইহার কোন কারণ থাকিবে” এই চিন্তা করিয়া স্থবিরকে
কহিলেন—“ভন্তে, এত দূরই হোক, এর অধিক ধম্মদেশনা লাড়াইবেন
না ; আমাদের শাস্তা কোথায় বাদ করেন ?”

“বেণুবনে আবুদ ।”

“তবে ভন্তে, আপনি আগে যান, আমার একজন বন্ধু আছেন,

অথি, অমেহহি চ অপ্রমপ্রং কতিকা কতা—‘ষো পঠমং অমতং অধি-
পচ্ছতি সো আরোচেতু’তি ; অহং তং পটিপ্রং মোচেত্বা মম
সহায়কং গহেত্বা তুমহাকং গতমগেনেব সথু সন্তিকং আগমিআমী’তি
পঞ্চপতিট্ঠিতেন খেরঙ্গ পাদেসু নিপতিত্বা তিক্কত্তুং পদক্কিণং কত্বা
খেরং উয়্যোজেত্বা পরিব্বাজকারামাভিমুখে অগমাসি ।

১৬। কোলিতপরিব্বাজকো তং দূরতোবাগচ্ছন্তং দিস্বা “অচ্ছ
ময়্হং সহায়কঙ্গ মুখবণ্ণো ন অপ্রদিবসেসু বিয়, অন্ধা নেন অমতং
অধিগতং ভবিম্মতী”তি অমতাধিগমং পুচ্ছি । সো পিঙ্গ “আমাবুসো
অমতমধিগতং”তি পটিজানিত্বা তমেব গাথং অভাসি । গাথা
পরিয়োসানে কোলিতো সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠিত্বা আহ—
“কুহিং কির সম্ম অমহাকং সথা বসতী”তি ? “বেলুবনে কির
সম্ম, এবং নো আচরিয়েন অঙ্গজিথেরেন কথিতং”তি ।

আমাদের দুইজনের মধ্যে কথা হইয়াছে—‘যে প্রথমে অমৃত পায় সে অপরকে
বলিবে।’ আমি সেই প্রতিজ্ঞা মোচন করিয়া আমার বন্ধুকে লইয়া
আপনার গমন পথেই শাস্তার নিকট আসিব।” ইহা বলিয়া স্থবিরের
পাদমূলে নিপতিত হওত পঞ্চাঙ্গ প্রণতি করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন
এবং স্থবিরকে বিদায় দিয়া পরিব্বাজকারাম অভিমুখে গমন করিলেন ।

১৬। কোলিত পরিব্বাজক তাঁহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া মনে
মনে কহিলেন—“আজ আমার বন্ধুর মুখবর্ণ অঞ্জ দিবসের ছায় নহে,
নিশ্চয়ই ইনি অমৃত পাইয়া থাকিবেন।” তিনি তাঁহাকে অমৃত প্রাপ্তির
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনিও “হাঁ আবুদ, অমৃত পাইয়াছি।”
বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়া সেই গাথাই কহিলেন । গাথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে
কোলিত সোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কহিলেন—“সৌম্য, আমাদের
শাস্তা কোথায় বাস করিতেছেন ?” “বেণু বনেই সৌম্য, আমাদের আচার্য্য
অঙ্কজিৎ স্থবির একরূপ কহিলেন ।”

“তেন হি সন্ম আয়াম সথারং পঙ্গিআমা”তি ।

১৭ । সারিপুত্রথেরো চ নামেস সদাপি আচরিয়পূজকোব, তন্মা সহায়কং এবমাহ— “সন্ম, অমেহহি অমতং অধিগতং অমহাকং আচরিয়ঙ্গ সঞ্জয়পরিব্রাজকঙ্গাপি কথেঙ্গাম বুদ্ধমানো পটিবিঙ্কিঅতি, অপটিবিঙ্কিস্তো অমহাকং সদহিত্বা সথুসন্তিকে গমিঅতি, বুদ্ধানং দেসনং স্তুত্বা মঙ্গফলপটিবেধং করিঅতী”তি । ততো ঘেপি জনা সঞ্জয়ঙ্গ মন্তিকং অগনংস্তু । সঞ্জয়ো তে দিস্বাব “কিং তাতা ! কোচি বো অমতমঙ্গদেসকো লন্ধো ?”তি পুচ্ছি ।

“আম আচরিয়, লন্ধো । বুদ্ধো লোকে উগ্নমো, ধম্মো উগ্নমো, সঞ্জো উগ্নমো, তুমেহ তুচ্ছে অসারে বিচরথ, এথ সথুসন্তিকং গমিআমা”তি ।

“গচ্ছথ তুমেহ অহং ন সঙ্কিআমী”তি ।

“তাহা হইলে সৌম্য, চল যাই, শাস্ত্রকে দেখিগে ।”

১৭ । এই সারিপুত্র স্থবির সৰ্বদা আচার্য্য পূজক ছিলেন, সেই ভক্ত বন্ধুকে এরূপ কহিলেন—“সৌম্য, আমরা অমৃত পাইয়াছি, আমাদের আচার্য্য সঞ্জয় পরিব্রাজককেও বলিব, বুঝাইলে তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । না পারিলে আমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রের নিকট যাইবেন । বৃদ্ধের দেশনা শুনিয়া মার্গফল লাভ করিবেন ।” তাহার পর দুই জনেই সঞ্জয়ের নিকট গমন করিলেন । সঞ্জয় তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“বৎসগণ, কোন অমৃতোপদেষ্টা পাইয়াছ কি ?”

“হাঁ আচার্য্য, পাইয়াছি । জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন, ধৰ্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছেন, সজ্ব উৎপন্ন হইয়াছেন । আপনি তুচ্ছ অসারে বিচরণ করিতেছেন ; আসন্ন, শাস্ত্রের নিকট যাই ।”

“তোমরা যাও, আমি যাইতে পারিব না ।”

“কিং কারণ”তি ?

“অহং মহাজনঙ্গ আচরিয়ো হুত্বা বিচরিং, তঙ্গ মে অন্তেবাসি
ভাবো চাটিয়া উদধনভাবগ্গতি বিয় হোতি, ন সঙ্খিঙ্গামহং অন্তে-
বাসিকবাসং বসিতুং”তি ।

১৮ । “মা এবং করিথ আচরিয়া”তি ।

“হোতু তাতা, গচ্ছথ তুম্হে নাহং সঙ্খিঙ্গামী”তি ।

“আচরিয়, লোকে বুদ্ধঙ্গ উগ্গলকালতো পট্টায় মহাজনো
গন্ধমালাদিহথো গন্ডা তমেব পূজ্জঙ্গতি, ময়ম্পি তথ্বেব গমিঙ্গাম
তুম্হে কিং করিঙ্গথা”তি ?

“তাতা, কিম্মুখো ইমস্মিং লোকে দন্ধা বহু উদাহ পণ্ডিতা”তি ?

“দন্ধা আচরিয়, বহু, পণ্ডিতা নাম কতিপয়া এব হোন্তী”তি

“তেনহি তাতা, পণ্ডিতা পণ্ডিতসমগঙ্গ গোতমঙ্গ সঙ্খিকং গমি-

“কারণ কি ?”

“আমি বহুজনের আচার্যা হইয়া বিচরণ করিতেছি ; আমাকে তাঁহার
শিষ্য হইতে যাওয়া জালার হাঁড়িকড়ি হওয়ার ঝাদ্ব হয় । আমি শিষ্য
ভাবে থাকিতে পারিব না ।”

১৮ । “আচার্যা, একুপ করিবেন না ।”

“থাক্ ! থাক্ ! বাছারা ! তোমরা যাও, আমি পারিব না ।”

“আচার্যা, সংসারে বুদ্ধোৎপত্তির কাল হইতে জনগণ গন্ধমালাদি হস্তে
যাইয়া তাঁহাকেই পূজা করিবে, আমরাও সেখানে যাইব, আপনি কি
করিলেন ?”

“প্রিয় বৎসগণ, এ সংসারে মূর্খ অধিক না পণ্ডিত অধিক ?”

“আচার্যা, মূর্খই অধিক, পণ্ডিত কয়েক জন মাত্রই ।”

“তবে পণ্ডিতেরা— পণ্ডিত-শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইবে ;

অস্তি, দক্ষা দক্ষ্য মম সস্তিকং আগমিঅস্তি, গচ্ছথ তুম্হে নাহং গমিআমী”তি ।

তে “পপ্রাণয়িঅথ তুম্হে আচরিয়া”তি পক্খমিংসু ।

১৯ । তেষু গচ্ছন্তেষু সঞ্জয়ন্ন পরিসা ভিজ্জি । তস্মিং খণে আরামো তুচ্ছো অহোসি । সো তুচ্ছং আরামং দিস্বা উগহং লোহিতং চডেডসি । তে হি পি সন্ধিং গচ্ছন্তেষু পঞ্চসু পরিব্বাজক-সতেসু সঞ্জয়্যানি অডতেয়্যসতানি নিবত্তিংসু । তে অন্তনো অন্তে-বাসিকেহি অডতেয়্যেহি পরিব্বাজকসতেহি সন্ধিং বেলুবনং অগমংসু । নথা চতুপারিস মচ্ছৈ নিসিন্নো ধম্মং দেসেন্তো তে দূরতোব দিস্বা ভিক্ষু আমন্তেসি “এতে ভিক্ষবে, ধে সহায়কা আগচ্ছন্তি কোলিতো চ উপতিস্সো চ, এতং মে সাবকয়ুগং ভবিঅতি অগাং ভদয়ুগং”তি ।

মূর্খেরা—মূর্খ আমার নিকট আসিবে । তোমরা যাও, আমি বাইব না ।”

“আচাৰ্ঘ্যা, আপনি বুঝিবেন ।” এই বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন ।

১৯ । তাঁহারা চলিয়া গেলে সঞ্জয়ের দল ভাঙ্গিয়া গেল । সেই ক্ষণে আরাম শূত্র হইল । তিনি শূত্র আরাম দেখিয়া উত্তপ্ত রক্ত বমি করিলেন । তাঁহাদের সহিত যে পাঁচশত পরিব্রাজক বাইতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সঞ্জয়ের নিজ শিষ্য আড়াই শত নিবৃত্ত হইলেন । তাঁহারা নিজেদের আড়াই শত পরিব্রাজক শিষ্যের সহিত বেণুবনে গমন করিলেন । শাস্তা পরিষদ চতুষ্ঠয়ের মধ্যে আসীন থাকিয়া ধর্ম্ম দেশনা করিবার সময় তাঁহাদিগকে দূর হইতে দেখিয়া ভিক্ষুদিগকে সঙ্ঘোধন করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, কোলিত ও উপতিস্স নামক এই দুইজন বন্ধু আসিতেছে, ইহারা আমার শ্রাবক যুগল হইবে, শ্রেষ্ঠ, তদ্র শ্রাবক যুগল ।”

২০। তে সথারং বন্দিহা একমন্তং নিসীদিংসু, তে ভগবন্তং এতদ-
বোচুং—“লভেয়্যাম ময়ং ভন্তে, ভগবতো সন্তিকে পব্বজ্জং লভে-
য়্যাম উপসম্পদং”তি ।

“এথ ভিক্ষুবো”তি ভগবা অবোচ—“স্বাক্ষাতো ধম্মো,
চরথ ব্রহ্মচরিয়ং সম্মা দুস্কম্ম অন্তুকিরিয়ায়া”তি । সবেব ইন্ধি-
ময় পত্তচীবরধরা বঙ্গসতিকথেরা বিয় অহেতুং ।

২১। অথ নেসং পরিসায় চরিতবসেন সথা ধম্মদেসনং বড্‌ডেসি
ঠপেহা ধে অগ্গসাবকে অবসেসা অরহন্তং পাপুণিংসু । অগ্গসাবকানং
পন উপরি মগ্গভয়কিচ্চং ন নিট্‌ঠাসি । কিং কারণা ? সাবক-
পারমীঞাণম্ম মহন্ততায় । অথায়স্মা মহামোগ্গল্লানো পব্বজ্জিত
দিবসতো সত্তমে দিবসে মগধরটেঠ কল্লবাল্‌ গামকং উপনিম্মায়
বিহরন্তো খীনমিদ্ধে ওঙ্কমন্তে সথারা সংবেজ্জিতো খীনমিদ্ধং বিনো-

২০। তাঁহারা ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করি-
লেন । তাঁহারা ভগবানকে এইরূপ বলিলেন—“ভন্তে, আমরা ভগবানের
সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা নিব ।”

“এস ভিক্ষুগণ,” বলিয়া ভগবান কহিলেন—“ধম্ম সু-ব্যখ্যাত.
ছংখের অন্ত করিবার জ্ঞে সম্যকরূপে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর ।” ইহা
বলিতেই সকলে ঋদ্ধিময় পাত্রেচীবর ধারী শতবর্ষ স্থবিরের স্থায় হইলেন ।

২১। অনন্তর তাঁহাদের পরিষদে শাস্তা শ্রোতাদের চরিতানুযায়ী
ধম্মদেশনা বাড়াইয়া বলিতে লাগিলেন । ছই অগ্রশ্রাবক ব্যতীত আর
সকলে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন । অগ্রশ্রাবকদের উদ্ধতন মার্গত্রয়কৃত্য তখনও
শেষ হয় নাই । কারণ, শ্রাবক পারমী জ্ঞান মহন্তর । অনন্তর আয়ুয়ান
মহামৌদগল্যায়ণ প্রব্রজ্যার দিন হইতে সপ্তম দিবসে মগধরাজ্যে কল্লবাড-
গ্রামের উপনিশ্রয়ে বাস করিবার কালে তাঁহাকে স্ত্যানমিদ্ধ আক্রমণ করিলে
শাস্তার দ্বারা লংবেগ প্রাপ্ত হইয়া স্ত্যানমিদ্ধ অপনোদন করিলেন ।

দেহা তথাগতেন দিগ্নং ধাতুকস্মর্টানং স্তুগন্তোব উপরি মগ্গভয়-
কিচ্চং নির্টাপেত্তা সাবকপারমীঞাণস্স মথ্কং পত্তো ।

২২ । সারিপুত্তথেরোপি পরব্বজিতদিবসতো অন্ধমাসং অতিক্কমিত্তা
সথারী সন্ধিং তমেব রাজ্জগহং উপনিআয় সূকরখতলেনে বিহরন্তো
অন্তনো ভাগিনেয়্যস্স দীঘনখ পরিব্বাজকস্স বেদনাপরিগ্গহস্তুত্তন্তে
দেসিয়মানে স্তুভানুসারেণ এণং পেসেত্তা পরস্স বডিচতং ভত্তং
ভুজ্জন্তো বিয় সাবকপারমীঞাণস্স মথ্কং পত্তো । ননু চায়স্সা
মহাপপ্ৰো ? অথ কস্সা মহামোগ্গল্লানতো চিরতরেন সাবকপারমী
ঞাণং পাপুণীতি ? পরিকস্মমহন্ততায় ।

২৩ । যথা হি দুগ্গতমনুজ্জা যথ কথচি গম্বুকামা খিল্লমেব
নিস্কমন্তি, রাজ্জুং পন হথিবাহনকপ্পনাদি মহন্তং পরিকস্মং

তাহার পর তথাগতের প্রদত্ত ধাতু-কস্মস্থান শুনিতে শুনিতেই উর্দ্ধতন মার্গত্রয়
রুত্য দমাপন করিয়া তিনি শ্রাবক পারমীজ্ঞানের পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ।

২২ । সারিপুত্র স্ববিরও প্রব্রজ্যা দিবস হইতে অর্দ্ধমাদ অতিক্রম
করিয়া শাস্তার সহিত সেই রাজগৃহের উপনিশ্রয়ে শূকরক্ষত লেনে যখন
বান করিতেছিলেন তখন তাঁহার ভাগিনেয় দীর্ঘনখ পরিব্রাজককে “বেদনা
পরিগ্রহ সূত্র” দেশনা করিবার সময় স্ত্রাবানুযায়ী জ্ঞান বাড়াইয়া পরের
জন্ম বাড়া-ভাত খাওয়ার ছায় শ্রাবক পারমীজ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ।
আনুগ্গান সারিপুত্র না. মহাপ্রোক্ত ? তবে কেন মহামৌদাল্যারণ হইতে
দীর্ঘতর কাল পরে শ্রাবক পারমী জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ? পরিকস্ম-
মহন্তহেতু ।

২৩ । যেমন দুর্গত মনুষ্যেরা কোথাও যাইতে হইলে শীঘ্র বাহির
হয়, রাজাকে কিন্তু হস্তী বাহনাদির সাজসজ্জা প্রভৃতি মহা আয়োজন

লঙ্কুং বট্টতীতি, এবং সম্পদমিদং বেদিতব্বং । তং দিবসমেব পন সখা
 বড্ঠমানকচ্ছায়ায় বেলুবনে সাবক সন্নিপাতং কস্সা দ্বিন্নং থেরানং
 অগ্গসাবকট্টানং দস্সা পাতিমোক্কং উদ্দিসি । ভিক্ষু উজ্জাষিংসু—“সখা
 মুখোলোকেনে ভিক্ষুং দেতি, অগ্গসাবকট্টানং দেন্তেন নাম পঠমং
 পব্বজিত্যানং পঞ্চবগ্গিয়ানং দাতুং বট্টতি, এতে অনোলোকেন্তেন যসথের
 -পমুখানং পঞ্চপগ্গাসায় ভিক্ষুং দাতুং বট্টতি, এতে অনোলোকেন্তেন
 যসথেরপমুখানং পঞ্চপগ্গাসায় ভিক্ষুং দাতুং বট্টতি, এতে অনো-
 লোকেন্তেন ভদ্রবগ্গিয়ানং, এতে অনোলোকেন্তেন উরুবেল কস্সপাদীনং
 তেভাতিকানং দাতুং বট্টতি ; এত্তকে পহায় সৰ্বপচ্ছা পব্বজিত্যানং
 অগ্গসাবকট্টানং দেন্তেন মুখং ওলোকেত্বা দিন্নং”তি বদিংসু । সখা “কিং
 কথেথ ভিক্ষবে”তি পুচ্ছিত্বা ইদং নামাতি বুত্তে “নাহং ভিক্ষবে, মুখং
 ওলোকেত্বা ভিক্ষুং দেমি, এতেসং পন অভনা অভনা পথিত পথিতমেব

করিতে হয়, ইহা তজপ জানিতে হইবে । শাস্তা সেই দিবসেই অপরাহ্নে
 বেণুবনে শ্রাবকগণকে একত্রিত করিয়া স্থবিরদ্বয়কে অগ্রশ্রাবক পদ দিয়া
 প্রাতিমোক্ক উদ্দেশ করিলেন । ভিক্ষুরা কাণাঘৃষা করিতে লাগিলেন—
 “শাস্তা দেখিতেছি মুখ দেখিয়াই ভিক্ষা দেন ! অগ্রশ্রাবক স্থান দিলে পঞ্চ-
 বগীয়েরা আগে প্রব্রজিত হইয়াছেন তাঁহাদের দিতে হয়, তাঁহাদের বিষয়
 বিবেচনা না করিলে যশস্থবির প্রমুখ পঞ্চান জন ভিক্ষুকে দিতে হয়.
 তাঁহাদেরও বিবেচনা না করিলে ভদ্রবগীয়দের, তাঁহাদিগকে না করিলে
 উরুবেলা কস্প প্রমুখ ত্রাত্ত্রয়কে দিতে হয় ; ইহাদিগকে বাদ দিয়া সৰ্ব-
 শেষ প্রব্রজিতদের অগ্রশ্রাবক স্থান দেওয়াতে মুখ দেখিয়া দিয়াছেন বলিতে
 হয় ।” শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন— “কি বলিতেছ ভিক্ষুগণ ?” ভিক্ষুরা
 তাঁহাদের অনুযোগের কথা বলিলে, শাস্তা কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, আমি
 মুখ দেখিয়া ভিক্ষা দিই না, ইহাদের আপন আপন প্রার্থিত বিষয়ই

দেমি । অপ্রাকোণ্ডপ্রোণ হি একস্মিং সন্নে নববারে অগসস-
দানানি দেশ্তো ন অগসাবকট্টানং পথেহা অদাসি, অগধস্মং
পন অরহত্তং সৰ্বপঠমং পটবিজ্জিতুং পথেহা অদাসী”তি ।

“কদা ভগবা”তি ?

“সুগিন্ধথ ভিক্ষবে”তি ?

“আম ভন্তে”তি ।

২৪ । ভগবা অতীতং আহরি—“ভিক্ষবে, ইতো একনবুতি-
কল্পে বিপঙ্গী ভগবা লোকে উদপাদি তদা মহাকালো চুল-
কালোতি বে ভাতিকা কুটুম্বিকা মহন্তং সালিক্ষেত্তং বপাপেসুং ।
অথেকদিবসং চুলকালো সালিক্ষেত্তং গম্বা একং সালিগবুং ফালেহা
খাদি, তং অতিমধুরং অহোসি । সো বুদ্ধপমুখস্স ভিক্ষু সজ্জস্স

দিয়াছি । অর্হৎ কোণ্যা এক ফসলের সময় নয়বার অগ্রশস্ত দান দিবার
সময় অগ্রশ্রাবক স্থান প্রার্থনা করিয়া দেয় নাই, অগ্রধর্ম্ম অর্হৎ সর্বপ্রথম
বুঝিবার জগ্গ প্রার্থনা করিয়া দান দিয়াছিল ।”

“কখন ভগবান ?”

“ভুনিবে ভিক্ষুগণ ?”

“ই ভন্তে ।”

২৪ । ভগবান অতীতের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন— “হে ভিক্ষু-
গণ, এখন হইতে একানকই কল্পে বিপস্বদী ভগবান সংসারে উৎপন্ন
হইয়াছিলেন । তখন মহাকাল আর চুলকাল নামে দুই ভাই
কুটুম্বিক মহা এক ধাতুক্ষেত্র বপন করিয়াছিল । একদিন চুলকাল
ধাতুক্ষেত্রে গিয়া একটা ধান-খোর চিরিয়া খাইল, তাহা খাইতে
খুব মিষ্টি লাগিল । তাহার ইচ্ছা হইল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘে

সালিগব্ৰুদানং দাতুকামো হত্বা জ্জেট্টকভাতিকং উপসংকমিত্বা
“ভাতিক, সালিগব্ৰুং ফালেত্বা বুদ্ধানং অমুচ্ছবিকং কত্বা পচাপেত্বা
দানং দেমা”তি আহ।

“কিং বদেসি তাত, সালিগব্ৰুং ফালেত্বা দানং নাম নেব
অতীতে ভূতপুৰ্ব্বং, ন অনাগতে ভবিষ্যতি, মা সঙ্গং নাসয়ী”তি।
সো পুনপ্পুনং যাচিয়েব।

২৫। অথ নং ভাতা “তেন হি খেত্তং বে কোট্টাসে কত্বা
মম কোট্টাসং অনামসিত্বা অন্তনো খেত্তকোট্টাসে যং ইচ্ছসি তঃ
করোহী”তি আহ। সো “সাম্বু”তি খেত্তং বিভজিত্বা বহু মনুস্বে
হথকম্মং যাচিত্বা সালিগব্ৰুং ফালেত্বা নিরুদকে খীরে পচাপেত্বা সপ্পি-
মধুসঙ্খরাহি যোজ্জত্বা বুদ্ধপমুখস্স ভিক্ষুসুজ্জস্স দানং দত্বা ভত্তকিচ্চ
পরিয়োসানে “ইদং ভন্তে, মম অগদানং অগাধস্সস্স সৰ্ব্বপঠমং

ধান-খোর দান করে। সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট যাইয়া বলিল—“দাদা,
ধান-খোর চিরিয়া বুদ্ধের যোগ্যমত পাক করাওয়া দান দিব।”

“কি বলিতেছ ভাই, ধান-খোর চিরিয়া দান অতীতেও কেহ
কখনও দেয়নাই, ভবিষ্যতেও কেহ দিবে না, ফসল নষ্ট করিওনা।” সে
বারবার দাদার মত চাহিল।

২৫। দাদা শেষকালে বলিল—“তাহা হইলে ধানের ক্ষেতকে দুই
ভাগ করিয়া আমার ভাগ না ছুঁইয়া নিজের ভাগ যাহা ইচ্ছা তাহা
কর।” সে “উত্তম!” বলিয়া ক্ষেত বিভাগ করিল এবং বহু মজুর
ডাকিয়া আনিয়া ধান-খোর চিরিয়া জলছাড়া শুধু ছধ দিয়া পাক
করাইল। তাহাতে স্বত, মধু ও গুড় নিশাইয়া বুদ্ধকে আর
ভিক্ষুসংঘকে দান দিল। ভোজন কার্য শেষ হইলে এই প্রার্থনা
করিল—“ভন্তে, আমার এই অগ্রদান আমার অগ্রধর্ম্ম সৰ্ব্বপ্রথম

পট্টিবেধায় সংবভূতু”তি আহ।

২৬। সখা “এবং হোতু”তি অনুমোদনং অকাসি। সো পচ্ছা খেত্তং গম্বা ওলোকেষ্টো সকলক্ষেত্তে কল্পিকবন্ধেহি বিয় সালিসীসেহি সঞ্জমং দিয়া পঞ্চবিধপীতিং পটিলভিত্বা “লাভা বত মেতি” চিস্তেত্বা পুথুককালে পুথুকগং নাম অদাসি, গামবাসীহি সন্ধিং অগ্গসম্মদানং নাম অদাসি, দায়নে দায়গং, বেণিকরণে বেণগং, কলাপাদীম্ব কলাপগং, খল্গং, খল্ভগুগং, কোট্টগম্বিস্তি এবং একসম্মে নববারে অগ্গদানং অদাসি। ভম্ম সব্ববারে গহিত গহিতট্টানং পরিপূরি। সম্ম অতিরেকং উট্টানসম্পন্নং অহোসি। ধম্মোহি নামেস অন্তানং রক্ষন্তং রক্ষতি। তেনাহ ভগবা—

জাত হইবার কারণ হউক।”

২৬। শাস্তা— “এইরূপই হউক” বলিয়া অনুমোদন করিলেন। পরে সে ক্ষেত্রে গিয়া দেখে কুণ্ডলী কৃত হইয়া ধানের শীষ সারাক্ষেত ছাইয়া বাহির হইয়াছে। তাহা দেখিয়া পঞ্চ প্রীতি * লাভ করিয়া চিন্তা করিল— “অহো, আমার কি লাভ !” সে তাহার ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া পুথুককালে বা চিড়ার উপযুক্ত সময়ে পুথুকাগ্রদান দিল, গ্রামবাসীদের সঙ্গে নবান্ন দান করিল, ধান কাটিবার সময় দায়নাগ্রদান, আঁটি বাঁধিবার সময় বেণী-অগ্রদান, ‘পালা মারিবার’ সময় কলাপাগ্রদান, মাড়াইবার সময় খলাগ্রদান, মাড়াইয়া খোলায় নিয়া খলভণ্ডাগ্রদান ও গোলায় তুলিবার সময় কোষ্ঠাগ্রদান এইরূপে এক ফসলে নয়বার অগ্রদান দিয়াছিল। প্রত্যেক বারই তাহার গৃহীত স্থান পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শস্ত অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মকে বে রক্ষা করে ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করে। তজ্জন্ম ভগবান বলিয়াছেন—

* ক্ষুদ্রিকা, ক্ষণিকা, অবক্রান্তিকা, উদ্ধোত্তলিকা ও ক্ষুবধাপ্রীতি।

“ধম্মো হবে রক্ষতি ধম্মচারিঃ,
 ধম্মো স্ফুচিল্লো স্ফুখনাবহাতি ,
 এসানিসংসো ধম্মে স্ফুচিল্লো,
 ন দুগ্গতিং গচ্ছতি ধম্মচারী”তি ।”

২৭ । এবমেস বিপন্নী সন্মাসম্বুদ্ধকালে অগ্গধম্মং পঠমং পটিবিজ্জিতুং পথেন্তো নববারে অগ্গদানানি অদাসি । ইতো সতসহস্র-কল্পমথকে পন হংসবতী নগরে পহুমত্তর বুদ্ধকালেপি সত্তাহং মহা-দানং দত্ত্বা তস্ম ভগবতো পাদমূলে নিপজ্জিত্বা অগ্গধম্মজ পঠমং পটিবিজ্জানথমেব পথনং ঠপেসি । ইতি ইমিনা পথিতমেব ময়া দিন্নং, নাহং মুখং ওলোকেত্ত্বা দম্মী”তি ।

২৮ । “যসকুলপুত্তপমুখা পঞ্চপঞেঞাসজ্জনা কিং কস্মং করিংসু ভন্তে”তি ?

“ধম্মে রক্ষে যেনা ধম্মং করে আচরণ,
 ধম্ম-চারী যথা স্ফুখে করে বিচরণ ।
 ধম্ম-চারী দুর্গতিতে কখন না যায়,
 ধম্মাচরণে একল ভানিও নবায় ॥”

২৭ । একুপে সে বিপন্নী সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে অগ্রধম্ম প্রথম বৃঝিবার জন্ত প্রার্থনা করিয়া নববার অগ্রদান দিয়াছিল । এখন হইতে শতসহস্র কল্প পূর্বে হংসবতী নগরে পহুমত্তর বুদ্ধের সময়েও সপ্তাহকাল মহাদান দিয়া সেই ভগবানের পাদমূলে পড়িয়া অগ্রধম্ম প্রথম বৃঝিবার জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিল । কাজেই তাহার প্রার্থিত বস্তুই তাহাকে দিয়াছি, মুখ দেখিয়া দ্বিই নাই ।”

২৮ । “যশ প্রমুখ পঞ্চান জন ভিক্ষু কি কস্ম করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“এতেপি একস্ম বুদ্ধস্ম সন্তিকে অরহন্তঃ পথেন্তা বহঃ
 পুত্রকস্মং কস্মা অপরাভাগে অনুস্মে বুদ্ধে সহায়কা হস্তা বঙ্গ-
 বন্ধনেন পুত্রানি কেরোস্তা অনাথমতসরীরানি পটিজ্জগস্তা বিচরিংসু ।
 তে একদিবসং সগত্রং ইথিং কালকতং দিস্বা “ঝাপেআমা”তি
 সূসানং হরিংসু । এতেসু পঞ্চজনে “তুমেহ ঝাপেথা”তি সূসানে
 ঠপেত্তা সেসা গামং পবিট্ঠা যসদারকো তং সরীরং সূলেহি
 বিস্মিত্তা পরিবত্তেত্তা পরিবত্তেত্তা ঝাপেস্তো অসুভসপ্রং পটিলভি ।
 ইতরেসম্পি চতুস্মং জনানং “পজ্জথ ভো ইমং সরীরং তথ তথ
 বিদ্ধস্তচস্মং কবরগোরুপং বিয় অসুচিং দুগ্গকং পাটিকুলং”তি দস্সেসি ।
 তেপি তথ অসুভসপ্রং পটিলভিংসু তে পঞ্চপি জনা গামং গস্তা
 সেস সহায়কানং কথয়িংসু । যসো পন দারকো গেহং গস্তা

তাহারাও একজন বুদ্ধের নিকট অরহন্ত প্রার্থনা করিয়া বহু পুণ্য
 কৰ্ম করিয়াছিল। এক সময় বুদ্ধোৎপত্তির পূর্বে সকলে বন্ধু হইয়া জন্মিয়া-
 ছিল এবং তাহারা দল বাধিয়া নিরাশ্রয় লোকের শবদাহনাদি পুণ্য কাজে
 লাগিয়া গিয়াছিল। একদিন তাহারা এক গভিনী জীলোকের মৃত্যু হইয়াছে
 দেখিয়া দাহ করিবার জন্ত ঋশানে নিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে
 পাঁচজনকে মরা পোড়ার জন্ত ঋশানে রাখিয়া বাকী সব গ্রামে চলিয়া
 গিয়াছিল। যশকুমার সেই মৃত শরীর শূলদ্বারা বিদ্ধ করিয়া উন্টাইয়া
 পান্টাইয়া পোড়াইবার সময় ‘অন্তত সংজা’ লাভ করিল। অপর চারিজনকেও
 সে “দেখ গো, এ শরীর স্থানে স্থানে বিধ্বস্ত চৰ্ম হইয়া চিত্র-বিচিত্র
 গন্ধর আয় হইয়াছে; দেখ, কি দুর্গন্ধ! কি অশুচি! কি প্রতিকূল”
 ইত্যাদি বলিয়া দেখাইল। তাহারাও তাহাতে অশুভ-সংজা লাভ করিল।
 তাহারা পাঁচজনই গ্রামে গিয়া অস্ত্রাশ্র বন্ধুগণকে বলিল। যশকুমার ঘরে গিয়া

মাতাপিতৃশ্রদ্ধা ভরিয়ায় চ কথেসি । তে সবেষপি অসুভং ভাব-
য়িংসু । ইদমেতেসং পুৰ্ব্বকস্মং । তেনেব ষসঙ্গ ইথাগারে সুসান-
সঞ্জা উপলজ্জি । তায় চ উপনিষয় সম্পত্তিয়া সবেসং বিসেসাধি-
গমো নিব্বত্তি । এবং ইমেপি অন্তনা পথিতমেব লভিংসু, নাহং
মুখং ওলোকেষা দস্মী”তি ।

২৯ । “ভদ্রবগ্গিয় সহায়কা পন কিং কস্মং করিংসু ভন্তে”তি ?

“এতেপি পুৰ্ব্ববুদ্ধানং সন্তিকে অরহন্তং পথেহা পুঞ্জানি
কহা অপরাভাগে অনুপ্লেমে বুদ্ধে তিঃসধুত্তা হহা তুণ্ডিলোবাদং সূহা
সট্ঠিবঙ্গ সহস্মানি পঞ্চসীলানি রক্ষিংসু । এবং ইমেপি অন্তনা
পথিতমেব লভিংসু, নাহং মুখং ওলোকেষা দস্মী”তি ।

৩০ । “উক্বেলকঙ্গপাদয়ো পন ভন্তে কিং করিংসু”তি ?

পিতা, মাতা ও স্ত্রীকে বলিল । তাহারা সকলেই অশুভ ভাবনা
ভাবিয়াছিল । এই হইল তাহাদের পূৰ্ব্বকর্ম্ম । সেই জন্তই স্ত্রী-আগারে
বংশের শ্মশান জ্ঞান হইয়াছিল । সেই উপনিষয় সম্পত্তির বলে সকলের
অরহন্ত লাভ হইয়াছে । এইরূপে ইহারাও নিজেদের প্রার্থিত বিষয়ই লাভ
করিয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিষ্ট নাই ।”

২৯ । “ভদ্রবগ্গীয় বদ্ধুরা কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“ইহারাও পূৰ্ব্ব বুদ্ধগণের নিকট অরহন্ত প্রার্থনা করিয়া পুণ্য কর্ম্ম
করিয়াছিল ; পরে এক সময়ে বুদ্ধোৎপত্তির পূৰ্বে ত্রিশজন ধূর্ত (পাশা
খেলোয়ার) হইয়া জন্মিয়াছিল এবং তুণ্ডিল মুনির উপদেশ শুনিয়া বাটি
হাজার বৎসর পঞ্চশীল রক্ষা করিয়াছিল । কাজেই ইহারাও নিজেদের
প্রার্থিত বিষয়ই পাইয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিষ্ট নাই ।”

৩০ । “উক্বেল কঙ্গপ প্রভৃতি কি করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“তেপি অরহন্তমেব পথেন্না পুত্রাণি করিংশু । ইতো হি দে
নবৃত্তিকপ্পে তিস্সো ফুস্সোতি দে বুদ্ধা উপ্পজ্জিংশু । ফুস্স বুদ্ধস্স
মহিন্দো নাম রাজা পিতা অহোসি । তস্মিং পন সন্সোধিং পত্তে
রপ্পেণ কণিট্টপুত্তো অগসাবকো, পুরোহিতপুত্তো দুত্তিয়সাবকো
অহোসি । রাজা সথুসস্তুিকং গত্ত্বা “জেট্টপুত্তো মে বুদ্ধো, কণিট্ট
পুত্তো অগসাবকো, পুরোহিতপুত্তো দুত্তিয়সাবকো”তি তে
ওলোকেত্ত্বা “মমেব বুদ্ধো, মমেব ধম্মো, মমেব সজ্জো”তি “নমো
তস্স ভগবতো অরহতো সস্মাসস্বুদ্ধস্সা”তি তিস্সত্তুং উদানং উদা-
নেত্ত্বা সথুপাদমুলে নিপজ্জিত্বা “ভন্তে, ইদানি মে নবৃত্তিবস্সসহস্স
পরিমাণস্স আয়ুনো কোট্টিয়ং নিসসৌদিত্ত্বা নিদ্দায়নকালো বিয় ,
অপ্পেঃসং গেহস্সারং অগত্ত্বা যাবাহং জীবামি তাব মে চত্তারো পচ্চয়ে

“তাহারাও অরহন্ত প্রার্থনা করিয়া বহু পুণ্য কাজ করিয়াছিল । এখন
হইতে বিরানব্বই কল্প পূর্বে তিস্স ও ফুস্স নামক দুইজন বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন ।
ফুস্স বুদ্ধের পিতা ছিলেন মহেন্দ্র নামে এক রাজা । তিনি সন্সোধি প্রাপ্ত
হইলে রাজার ছোট ছেলে হইল অগ্রশ্রাবক, পুরোহিতের ছেলে হইল
দ্বিতীয় শ্রাবক । রাজা শাস্তার নিকট যাইয়া চিন্তা করিল—“আমার জ্যেষ্ঠ
পুত্র বুদ্ধ, কনিষ্ঠ পুত্র অগ্রশ্রাবক, পুরোহিত পুত্র দ্বিতীয় শ্রাবক,” এই
চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া “বুদ্ধ আমারই, ধর্ম আমারই,
সংঘ আমারই” এই ভাবে গদগদ হইয়া তিনবার উদান স্বরে “সেই ভগবান,
অরহৎ, সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার” বলিয়া শাস্তার পায়ে পড়িয়া কহিল—
“ভন্তে, এখন আমার নব্বই হাজার বৎসর আয়ুষ্কালের প্রান্ত সীমায় বসিয়া
নিদ্রা যাওয়ার সময়ের মতই হইয়াছে ; যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন
অন্তের গৃহ দ্বারে না যাইয়া আমার গৃহেই আপনার খাওয়া পরাদি চারি প্রত্যয়েব

অধিবাসেথা”তি পটিশ্ৰেং গহেত্তা নিষক্কং বুদ্ধুপট্টানং করোতি।

৩১। রপ্ৰেণা পন অপরেপি তয়ো পুত্তা অহেত্তং। তেসু জেট্টম্ম পঞ্চয়োধসতামি পরিবারা, মঞ্জিম্ম জীনি, কণিট্টম্ম বে। তে “ময়ম্পি ভাতিকং ভোজেম্মামা”তি পিতরং ওকাসং যাতিত্তা অলভমানা পুনপ্পুনং ষাচন্তাপি অলভিত্তা পচ্চন্তে কুপিতে তম্ম বূপসমনথায় পেসিতা পচ্চন্তং বূপসমেত্তা পিতুসন্তিকং আগমিংসু। অথ তে পিতা আলিস্সিত্তা সীসে চুসিত্তা “বরং বো তাতা! দম্মী”তি আহ। তে “সাধু দেবা”তি বরং গহিতকং কত্তা পুন কতিপাহচ্চয়েন পিতরা “গণহথ তাতা, বরং”তি বুদ্ধে—

“দেব, অমহাকং অশ্ৰেণন কেনচি অথো নথি, ইতো পট্টায়

ব্যবস্থা হইবে, আপনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। বুদ্ধ রাজি হইলে তিনি নিত্যই বুদ্ধের সেবা করিতে লাগিলেন।

৩১। রাজার আবণ্ড তিন ছেলে ছিল। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের পাঁচশত, মধ্যমের তিনশত, কনিষ্ঠের দুইশত করিয়া যোদ্ধা পরিজন ছিল। তাহাদেরও ইচ্ছা হইল দাদাকে ভোজন করাইবে। পিতার নিকট গিয়া অনুমতি চাহিল কিন্তু পাওয়া গেল না। বারবার চাহিয়াও পাইল না। এমন সময় সীমান্ত প্রদেশে অশান্তি হইল। শান্তি স্থাপনের জন্ত তাহারা প্রেরিত হইল। সীমান্তে শান্তি স্থাপন করিয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল। পিতা পুত্রদের আলিস্সন করত শির চুষন করিয়া বলিলেন—“বৎসগণ, তোমাদের বর দিব।” তাহারা “সাধু দেব,” বলিয়া বর নিতে রাজি হইল। আর কিছু দিন পরে পিতা ছেলেদের বলিলেন—“বাবা, বর নাও।”

তাহারা বলিল—“দেব, আমাদের অস্ত কিছুত দরকার নাই, এই হইতে

ময়ঃ ভাতিকং ভোজেন্নাম, ইমং নো বরং দেহী”তি আহংসু

“ন দেমি ভাতা”তি ।

“নিচকালং অদেশ্তা সন্তসংবচ্ছরানি দেখা”তি ।

“ন দেমি ভাতা”তি ।

“তেনহি ছ, পঞ্চ, চত্তারি, তীণি, ষ্বে, একং সংবচ্ছবং, সন্ত মাসে, ছমাসে, পঞ্চ মাসে, চত্তারো মাসে, তয়ো মাসে দেখা”তি ।

“ন দেমি ভাতা”তি ।

“হোতু দেব, একেকস্স নো একেকং মাসং কহা তয়ো-
মাসে দেখা”তি ।

“সাদু ভাতা, তেনহি তয়ো মাসে ভোজেন্না”তি ।

৩২ । তেসং পন তিগ্গম্পি একোব কোট্টাগারিকো, একো
আযুত্তকো, তস্স দ্বাদস নহুতং পুরিসপরিবারো । তে তে পক্কোসাপেত্তা

আমরা দাদাকে ভোজন করাইব, আমাদিগকে এই বর দিন ।”

“না বাবা, তাহা দিব না ।”

“বরাবরের জন্ত না দেন ত সাত বছরের জন্ত দিন ।”

“না বাবা, দেব না ।”

“তাহা হইলে ছয়, পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক বৎসর, সাতমাস,
ছয় মাস, পাঁচ মাস, চারি মাস, তিন মাসের জন্ত দিন ।”

“না বাবা, দেব না ।”

“তবে বাবা, আমাদের এক এক জনকে এক এক মাস করিয়া তিন
মাস দিন ।”

“আচ্ছা বাবা, তাহা হইলে তিন মাস ভোজন করাও ।”

৩২ । তাহাদের তিন জনেরই এক ভাগ্যগারিক, এক কোষাধ্যক্ষ
এবং দ্বাদশ অযুত পরিষদ । তাহারা তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলিল—

“ময়ং ইমং তেমাংসং দসসীলানি গহেত্বা কাসায়ানি নিবাসেত্বা সখারা সহবাসং বসিঙ্গাম । তুমেহ এত্তকং নাম দানবট্টং গহেত্বা দেবসিকং নবুতি সহজ্ঞানং ভিক্ষুং যোধসহস্স চ নো সৰ্বং খাদনীয়ং ভোজনীয়ং সংবভেয়্যাথ । ময়ং হি ইতো পট্টায় ন কিঞ্চি বস্সামা”তি বদিংসু । তে তয়োপি জনা পরিবারক পুরিস সহস্সং গহেত্বা দসসীলানি সমাদায় কাসাবনিবথা বিহারে য়েব বসিংসু ।

৩৩ । কোট্টাগারিকো চ আয়ুত্তকো চ একতো হত্বা তিগ্গং ভাতিকানং কোট্টাগারেহি বারেন বারেন দানবট্টং গহেত্বা দানং দেস্তি । কস্মকরানং পন পুত্তা যাগুত্তভাদীনং পন অথায় রোদন্তি, তে তেসং ভিক্ষুসুজ্জে অনাগতেয়েব যাগুত্তভাদীনি দেস্তি । ভিক্ষুসুজ্জস্স ভত্তকিচ্চাবসানে কিঞ্চি অতিরেকং ন ভুতপুৰ্বং । তে অপৰভাগে “দারকানং দেমা”তি অন্তনাপি গহেত্বা খদিংসু ।

“আমরা এই তিন মাস দশশীল নিয়া, কাষায় বস্ত্র পরিয়া শাস্তার সঙ্গে থাকিব । তোমরা এ পরিমাণ দানসামগ্রী নিয়া নব্বইহাজার ভিক্ষুর ও হাজার ষোদ্ধার খাণ্ড-ভোজ্যের বন্দোবস্ত কর । আমরা ইহার পর আর কিছু বলিব না।” তাহারা তিনজনই হাজার পরিজনের সহিত দশশীল গ্রহণ করিয়া, কাষায়বস্ত্র পরিহিত হইয়া বিহারেই বাস করিতে লাগিল ।

৩৩ । ভাণ্ডারাদ্যক্ষ ও কোষাদ্যক্ষ একত্র হইয়া তিন ভ্রাতার ভাণ্ডার গহিত্তে বারে বারে দান-সামগ্রী নিয়া দান দিতে লাগিল । কার্য্য কারকদের ছেলেরা যাণ্ড-ভাতাদির জন্ত রোদন করিত ; তাহারা ভিক্ষুসংঘ না আসিতেই তাহাদের খাওয়াইয়া দিত । ভিক্ষুসংঘের ভোজনের পর অতিরিক্ত কিছুই থাকিত না । পরে পরে তাহারা ছেলের দিতে গিয়া নিজেদের নিয়া খাইতে লাগিল ।

মনুশ্রেণী আহারং দিস্বা অমিবাসেতুং নাসস্বিঃসু । তে পন চতুরাসীতি
সহস্রা অহেঃসুং । তে সঞ্জস্ব দিন্দানবট্টং খাদিত্বা কায়স্ব ভেদা
পরম্মরণা পেত্তিবিসয়ে নিব্বত্তিঃসু ।

৩৪ । তেভাতিকা পন পুরিসসহস্রেন সন্ধিং কালং কহা
দেবলোকে নিব্বত্তিত্বা দেবলোকা দেবলোকং সংসরন্তা ধ্বে নবুতি
কপ্পে খেপেঃসুং । এবং তে তয়ো ভাতরো অরহত্তং পথেন্তা তদা
কল্যাণ কস্মং করিঃসুং । তে অস্তুনা পথিতমেব লভিঃসুং, নাহং
মুখং ওলোকেহ্বা দস্মী”তি । তদা পন তেসং আয়ুত্তকো বিম্বি-
সারো অহোসি, কোট্টাগারিকো বিসাত্থো উপাসকো, তয়ো
রাজকুমারা তয়ো জটিল অহেঃসুং । তেসং কস্মকরা তদা পেতেসু
নিব্বত্তিত্বা স্তুগতি দুগ্গতিবসেন সংসরন্তা ইমস্বিঃ কপ্পে চত্তারি
বুদ্ধান্তরানি পেতলোকেয়েব নিব্বত্তিঃসু ।

ভাল ভাল আহার দেখিয়া লোভ সামলাইতে পারিল না । তাহারা সংখ্যায়
চুরাশী হাজার । তাহারা সংঘকে দেওয়া দানসামগ্রী খাইয়া মৃত্যুর পর
প্রেতলোকে গিয়া উৎপন্ন হইল ।

৩৪ । তিন ভাই রাজপুত্র সঙ্গী সহস্রের সহিত কালপ্রাপ্ত হইয়া দেব-
লোকে গিয়া উৎপন্ন হইল । তাহারা দেবলোক হইতে দেবলোকে সঞ্চারণ
করিতে করিতে বিরানব্বই কল্প ক্ষেপণ করিল । এইরূপে তাহারা তিন
ভাই অরহত্ত্ব প্রার্থনা করিয়া তখন কল্যাণ কৰ্ম্ম করিয়াছিল । তাহারা
নিজেদের প্রার্থিত বিষয়ই পাইয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই । তখন
তাহাদের কোবাধ্যক্ষ ছিলেন বিম্বিসার, ভাণ্ডাগারিক বিশাখ উপাসক, তিন
রাজকুমার ছিলেন তিন জটিল । তাহাদের কৰ্ম্মচারীরা তখন প্রেতলোকে
উৎপন্ন হইয়া স্তুগতি দুর্গতি অল্পসারে সঞ্চারণ করিয়া এই কল্পে চারি
বুদ্ধান্তর প্রেতলোকেই উৎপন্ন হইল ।

৩৫। তে ইমস্মিং কপ্পে সৰবপঠমঃ উপ্পন্নঃ চত্তালীসসহস্সায়ুকং ককুসস্কং ভগবস্তুং উপসংকমিত্তা “অমহ্লাকং আহাৰং লভনকালং আচিক্কখা”তি পুচ্ছিংসু ।

সোপি— “মম তাব কালে ন লভিঅথ, মম পচ্ছতো মহাপঠবিয়া যোজনমত্তং অভিরুল্লাহায় কোণাগমনবুদ্ধো নাম উপ্পজ্জিঅতি, তং পুচ্ছয়্যাথা”তি আহ । তে তত্তকং কালং খেপেত্তা তস্মিং উপ্পন্নে তং পুচ্ছিংসু ।

সোপিচ— “মম তাব কালে ন লভিঅথ, মম পন পচ্ছতো মহাপঠবিয়া যোজনমত্তং অভিরুল্লাহায় কল্পপবুদ্ধো উপ্পজ্জিঅতি, তং পুচ্ছয়্যাথাতি আহ । তেন বুদ্ধকালং খেপেত্তা তস্মিং উপ্পন্নে তং পুচ্ছিংসু ।

সোপি— “মম তাবকালে ন লভিঅথ, মম পন পচ্ছতো মহাপঠবিয়া যোজনমত্তং অভিরুল্লাহায় গোতমো নাম বুদ্ধো উপ্পজ্জিঅতি ।

৩৫। তাহারা এই কল্পের সৰ্ব প্রথমে উৎপন্ন চল্লিশ হাজার বছর আয়ুক ককুসক্ক ভগবানের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“আমাদের আহাৰ লাভের সময় কেবে বলুন।”

তিনি বলিয়াছিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন মহাপৃথিবী যোজন মাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে, তখন কোণাগমন বুদ্ধ জন্মিবেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।” তাহারা ততদিন অতিবাহিত করিয়া কোণাগমন বুদ্ধ উৎপন্ন হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

তিনিও বলিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন মহাপৃথিবী যোজন মাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে তখন কল্পপ বুদ্ধ জন্মিবেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।” তাহারা ততকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি উৎপন্ন হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

তিনিও বলিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন মহাপৃথিবী যোজন মাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে তখন গৌতম নামক বুদ্ধ জন্ম হইবেন।

তদা তুমহাকং এগাতকো বিম্বিসারো নাম রাজা ভবিম্বতি, সো সখু-
দানং দত্ত্বা তুমহাকং পত্তিং পাপেত্ততি, তদা লভিম্বথা”তি আহ ।

৩৬ । তেসং একং বুদ্ধস্তরং শ্বে দিবসসদিসং অহোসি ।
তে তথাগতে উল্পন্নে বিম্বিসাররপ্রণ পঠমদ্বিবসং দানে দিল্লে পত্তিং
অলভিত্বা রত্তিভাগে ভেরবসদং কত্ত্বা রপ্রণে অন্তানং দত্ত্বয়িংসু ।
সো পুনদ্বিবসে বেলুবনং আগত্ত্বা তথাগত্ত্ব তং পবত্তিং অরোচেসি ।
সথা— “মহারাজ, ইতো ঘেনবুতিকল্পমথকে ফুঙ্গবুদ্ধকালে এতে
তব এগাতকা, ভিক্কু সংঘম্ম দিল্লদানবট্টং খাদিত্বা পেতলোকে
নিব্বত্তিত্বা সংসরন্তা ককুসঙ্কাদয়ো বুদ্ধে পুচ্ছিত্বা তেহি ইদঞ্চিদঞ্চ
বুত্তা এত্তকং কালং তব দানং পচ্চাসিংসমানা হীয়ে্যা তয়া
দানে দিল্লে পত্তিং অলভমানা এবমকংসু”তি আহ ।

তখন তোমাদের জাতি বিম্বিসার নামক রাজ্য হইবেন। তিনি শাস্তাকে দান
দিয়া পুণ্যফল তোমাদের প্রাপ্তি করাইবেন। তখন তোমরা আহার পাইবে।

৩৬ । এক বুদ্ধান্তর তাহাদের পক্ষে আগামী কল্যের ছায় হইল।
তথাগত উৎপন্ন হইলে বিম্বিসার রাজ্য যখন প্রথম দিবস দান দিলেন,
সেই দিন পুণ্য প্রাপ্তি না হওয়ায় রাত্রিভাগে তাহারা ভৈরব রব করিয়া
নিজকে রাজার নয়ন গোচর করাইল। তিনি পরদিবস বেণুবনে আসিয়া
তথাগতকে সেই বৃত্তান্ত শুনাইলেন। শাস্তা কহিলেন—“মহারাজ, এখন
হইতে বিরানকই কল্প পূর্বে ফুঙ্গবুদ্ধকালে ইহারা আপনার জাতি ছিল।
ভিক্কুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান-সামগ্রী খাইয়া প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে।
সেখানে সঞ্চরণ করিতে করিতে ককুসঙ্কাদি বুদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া
তাহাদের মুখে এরূপ এরূপ শুনিয়া এতকাল আপনার দান প্রত্যাশায়
ছিল। গতকল্য আপনি দান দিলেও তাহাদের পুণ্যফল প্রাপ্তি না হওয়ায়
এইরূপ করিয়াছে।

“কিং পন ভন্তে, ইদানিপি দিনে লভিস্বন্তী”তি ?

“আম মহারাজা”তি ।

৩৭ । রাজা বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং নিমন্তেত্বা পুন দিবসে মহাদানং দত্ত্বা “ভন্তে, ইতো তেসং পেতানং দিববন্নপানং সম্পজ্জতু”তি পত্তিং অদাসি । তেসং তথৈব নিব্বত্তি । পুন দিবসে নগ্গা হত্ত্বা অভানং দস্সেসুং । রাজা— “অজ্জ ভন্তে, নগ্গা হত্ত্বা অভানং দস্সেসুং”তি পুচ্ছি ।

“বথানি’ তে ন দিন্নানি মহারাজা”তি ।

পুন দিবসে বুদ্ধপমুখস্স সঙ্ঘস্স চীবরানি দত্ত্বা “ইতো তেসং দিব্ববথানি হোন্তু”তি পাপেসি । তং খণ্ণেত্ব তেসং দিব্ববথানি উপ্পজ্জিসু । পেতত্তভাবং বিজ্জহিত্বা দিব্বত্তভাবে সণ্ঠহিসু ।

“ভন্তে, এখন দিলে পাইবে কি ?”

“হঁা মহারাজ !”

৩৭ । রাজা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরদিবস মহাদান দিয়া কহিলেন—“ভন্তে, এই পুণ্যের ফলে সেই প্রেতগণ দিব্য অন্ন-পানীয় প্রাপ্ত হউক ।” এই বলিয়া পুণ্য প্রদান করিল । তাহাদের সেইরূপই লাভ হইল । পরদিবস নগ্নাবস্থায় নিজকে রাজার নয়ন গোচর করাইল । রাজা ভগবানের নিকট গিয়া কহিলেন—“ভন্তে, আজ নগ্ন হইয়া দেখা দিয়াছিল ।”

“মহারাজ, আপনি বস্ত্র দেন নাই ।” পরদিবস বুদ্ধপ্রমুখ সংঘকে চীবর দান করিয়া কহিলেন—“ইহাতে তাহাদের দিব্য বস্ত্র লাভ হউক,” এই বলিয়া পুণ্য প্রদান করিল । সেইক্ষণেই তাহাদের দিব্য বস্ত্র উপন্ন হইল । তাহারা প্রেতাশ্রম্যভাব ত্যাগ করিয়া দিব্যাশ্রম্যভাবে সংস্থিত হইল ।

সখা অনুমোদনং করোস্তো “তিরোকুডেডসু তিট্টস্তী”তি আদিনা তিরোকুড্ডানুমোদনং অকাসি । অনুমোদনাবসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহস্রানং ধম্মাভিসময়ো অহোসি । ইতি সখা তেভাভিক-জটিলানং বথুং কথেন্না ইম্পি ধম্মদেশনং আহরি ।

৩৮ । “অগ্গসাবকা পন ভন্তে, কিং করিসু”তি ?

অগ্গসাবকভাবায় পথনং করিসু । ইতো কল্পসতসহ-স্রাধিকস্র হি কল্পানং অসংখ্যেয়স্র মথকে সারিপুত্তো ব্রাহ্মণ মহাসালকুলে নিববন্তি । নামেন সরদমানবো নাম অহোসি । মোগল্লানো গহপতি মহাসারকুলে নিববন্তি । নামেন সিরিবজ্জ কুটুম্বিকো নাম অহোসি । তে উভোপি সহপংসুকীলায় সহায়কা অহেসুং । তেসু সরদমানবো পিতৃঅচ্চয়েন কুলসন্তকং মহাধনং পাটিপজ্জিহ্বা একদিবসং রহোগতো চিন্তেসি— “অহং

শাস্তা পুণ্যানুমোদন করিবার সময় “দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকে” ইত্যাদি বাক্যে ‘তিরোকুড’ স্ত্র কহিয়া অনুমোদন করিলেন । অনুমোদনাবসানে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধর্ম্মাববোধ হইল । শাস্তা জটিল ভ্রাতৃত্বয়ের কাহিনী কহিয়া এই ধর্ম্মদেশনাও (প্রেতগণের বর্ণনা) করিয়াছিলেন ।

৩৮ । “ভন্তে, অগ্রশাবকেরা কি করিয়াছিলেন ?”

“অগ্রশাবকস্ব প্রার্থনা করিয়াছিল । এই হইতে লক্ষাধিক এক অসংখ্য কল্প পূর্বে সারিপুত্র ব্রাহ্মণ মহাশাল কুলে উৎপন্ন হইয়াছিল । তাহার নাম ছিল শরদ মানব । মৌদগল্যায়ন গৃহপতি মহাশাল কুলে, তাহার নাম হইয়াছিল শ্রীবর্দ্ধ কুটুম্বিক । তাহারা দুইজনে খেলাধুলার সাথী । তাহাদের মধ্যে শরদ মানব পিতার মৃত্যুর পর বহু পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া একদিন নির্জনে চিন্তা করিতে লাগিল— “আমি

ইধলোকভাবমের জানামি নো পরলোকভাবং, জাতসভানং চ মরণং নাম ধুবং । ময়া একং পববজ্জং পববজ্জিত্বা মোক্ষধম্ম-গবেসনং কাতুং বট্টতী”তি । সো সহায়কং উপদংকমিত্বা আহ—“সম্ম সিরিবডক, অহং পববজ্জিত্বা মোক্ষধম্মং গবেসিঙ্গামি, ত্বং ময়া সন্ধিং পববজ্জিত্বুং সন্ধিঙ্গসি ন সন্ধিঙ্গসী”তি ?

ন সন্ধিঙ্গামি সম্ম, ত্বং য়েব পববজ্জাহী”তি ।

৩৯ । সো চিন্তেসি—“পরলোকং গচ্ছন্তো সহায়কে বা ঞ্জাতিমিত্তে বা গহেত্বা গতো নাম নথি ; অন্তনা কতং অন্তনোব হোতী”তি । ততো রতনকোটাংগারং বিবরাপেত্বা কপণ-ক্লিক বণিবক যাচকানং মহাদানং দত্ত্বা পববতপাদং পবিসিত্বা ইসিপববজ্জং পববজ্জি । তঙ্গ একো ধে তয়োতি এবং অনু-পববজ্জং পববজ্জিত্বা চতুসত্ততিসহস্সমত্তা জটীলা অহেত্বং ।

ইহজন্মের কথা জানি, পর জন্মের কথা জানি না ; যে দব প্রাণী জন্মগ্রহণ করিগাছে তাহাদের মরণ ধ্রুব । কোন রকমের প্রব্রজ্যা নিয়া আমার মোক্ষধর্ম অবেষণ করাই শ্রেয়ঃ ।” সে সহায়কের কাছে গিয়া বলিল—“বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক, আমি প্রব্রজ্যা নিয়া মোক্ষধর্মের অবেষণ করিব, তুমি আমার সঙ্গে প্রব্রজিত হইতে পারিবে কি-না ?”

“না বন্ধু, পারিব না ; তুমিই প্রব্রজিত হও ।”

৩৯ । শরদ মানব চিন্তা করিল—“পরলোকে যাওয়ার সময় সহায়ক বা জ্ঞাতি-মিত্র কাহাকেও কেহ নিয়া যায় না ; নিজের কৃত কর্মই নিজের হয় ।” তৎপর সে রত্ন কোষাগার খোলাইয়া দীন ভিক্ষারীদিগকে বহুদান দিয়া পর্বত পাদমূলে গিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল । অতঃপর একজন দুইজন করিয়া প্রব্রজ্যা নিয়া চুয়াত্তর হাজার জটিল হইল ।

সো পঞ্চ অভিশ্রুণা অর্ট চ সমাপত্তিয়ো নিব্বত্তেহা তেসং জটিলানং কসিনপরিকম্মং আচিস্বি । তে সবেব পঞ্চ অভিশ্রুণা অর্টসমাপত্তিয়ো নিব্বত্তেসুং ।

৪০ । তেন সময়েন অনোমদঙ্গী নাম বুদ্ধো লোকে উদপাদি । নগরং বন্ধুমতী নাম অহোসি, পিতা যসবন্তো নাম খত্তিয়ো, মাতা যসোপরা নাম দেবী, বোধি অজ্জুনরুক্ষো, নিসভো চ অনোমো চ বে অগ্গসাবকা, বরণো নাম উপর্টঠাকো, স্তন্দরা চ স্তমনা চ বে অগ্গসাবিকা, আয়ু বস্সসতসহস্সং অহোসি, সরীরং অর্ট-পশ্রাসহথুবেবধং, সরীরপ্পতা দ্বাদসয়োজনং ফরি, ভিক্ষুসতসহস্স-পরিবারো অহোসি ।

সে পঞ্চ অভিজ্জা + ও অষ্ট সমাপত্তি * উৎপন্ন করিয়া দেই জটিলদের 'কুংস পরিকম্ম' নামক ধ্যানাঙ্গ সম্বন্ধে উপদেশ দিল। তাহারা সকলে পঞ্চ অভিজ্জা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিল।

৪০ । সেই সময় অনোমদঙ্গী নামক বুদ্ধ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। বন্ধুমতী নগর তাঁহার জন্ম স্থান, যশোবন্ত নামক ক্ষত্রিয় তাঁহার পিতা, যশোধরাদেবী মাতা, অজ্জুন বৃক্ষ বোধিদ্ৰুম, নিসভ ও অনোম দুই অগ্রশ্রাবক, বরণ উপস্থাপক, স্তন্দরা ও স্তমনা দুই অগ্রশ্রাবিকা, আয়ুপ্রমাণ ছিল লক্ষ বৎসর, শরীর ছিল আটান্ন হস্ত দীর্ঘ, শরীরের প্রভা দ্বাদশ যোজন ক্ষুরিত হইত। শতসহস্র ভিক্ষু তাঁহার পরিজন ছিল।

+ স্বদ্ধি বিধ জ্ঞান, দিবা শ্রোত্র জ্ঞান, পরচিত্ত বিজ্ঞান জ্ঞান, পূর্বনিবানামুশুত্তি জ্ঞান ও দিব্যচক্ষু জ্ঞান ।

* রূপাবচর (১) প্রথম ধ্যান, (২) দ্বিতীয় ধ্যান, (৩) তৃতীয় ধ্যান, ও (৪) চতুর্থ ধ্যান এবং (১) আকাশ অনন্ত (২) বিজ্ঞান অনন্ত, (৩) আকিঞ্চন আয়তন, (৪) না সংজ্ঞা না অসংজ্ঞা আয়তন এই চারি অরূপাবচর ধ্যান। চারি রূপাবচর ধ্যান ও চারি অরূপাবচর ধ্যান এই দোট অষ্টবিধ ধ্যানকে অষ্ট সমাপত্তি বলে ।

৪১। সো একদিবসং পচ্ছসল্লালে মহাকরুণা সমাপত্তিতো
 বুট্টায় লোকং ওলোকেন্তো সরদ তাপসং দিস্বা “অজ্জ মযহং
 সরদতাপসস্স সন্তিকং গতপচ্চয়েন ধম্মদেসনা চ মহত্তী ভবিম্মতি,
 সো চ অগ্গসাবকট্টানং পথেম্মতি তস্স সহায়কো সিরিবড্ঢক
 সেট্টিকুটুম্বিকো দুতিয়সাবকট্টানং পথেম্মতি, দেসনাপরিয়োসানেব
 চস্স পরিবারা চতুসত্তিসহস্সা জটিলা অরহত্তং পাপুণিম্মন্তি ।
 ময়া তথ গম্মং বট্টতী”তি । অন্তনো পত্ততীবরং আদায় অশ্রুং
 কিঞ্চি অনামম্ভেত্বা সীহো বিয় একচরো হত্ত্বা সরদতাপসস্স
 অন্তেবাসিকেস্স ফলাফলথায় গতেস্স “বুদ্ধভাবং জানাতু”তি
 অধিট্টাহিত্বা পস্সন্তম্বেব সরদতাপসস্স আকাসতো ওতরিত্বা পঠবিয়ং
 পতিট্টাসি ।

৪১। তিনি একদিন প্রত্যুষে মহাকরুণাসমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া
 বুদ্ধ-চক্ষুতে ত্রিলোক অবলোকন করিতে করিতে শরদ তাপসকে দেখিতে
 পাইলেন। দেখিলেন—“অন্ত আমি শরদ তাপসের নিকট গেলে মহাধর্ম
 দেশনা হইবে, সে অগ্রশ্রাবকের স্থান প্রার্থনা করিবে, তাহার বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক
 কুটুম্বিক দ্বিতীয় শ্রাবকের স্থান প্রার্থনা করিবে, দেশনা অবসানে তাহার
 অন্তর চুয়ত্তর হাজার জটিল অরহত্ত্ব পাইবে। আমাকে তথায় যাইতে
 হইবে।” এই চিন্তা করিয়া নিজের পাত্র-চীবর নিলেন এবং অল্প আর
 কাহাকেও না ডাকিয়া সিংহের ছায় একাকী চলিলেন। শরদ তাপসের
 শিষ্যেরা ফল-মূল আহরণ করিতে গেলে “সে বুদ্ধভাব জানুক” এই অধিষ্ঠান
 করিয়া শরদ তাপসের নয়ন পথবর্ত্তী হইয়া আকাশ হইতে নামিয়া ভূমিতে
 দাঁড়াইলেন ।

৪২। সরদতাপসো বুদ্ধানুভাবঞ্চৈব সরীরনিষ্ফলিঞ্চ দিস্মা
লক্ষণমন্তে সম্মসিত্বা ইমেহি লঙ্ঘণেহি সমন্নাগতো নাম অগার-
মঞ্চে বসন্তো রাজাহোতি চক্রবন্তি, পবজন্তো লোকে বিবভচ্ছদো
সব্বশ্রেণু বুদ্ধো হোতি, অয়ং পুরিসো নিয়ংসয়ং বুদ্ধোতি জানিত্বা
পচ্চুগামনং কহ্বা পঞ্চপতিট্ঠিতেন বন্দিহ্বা আসনং পপ্রোপেহ্বা
অদাসি। নিসীদি ভগবা পপ্রোভাসনে। সরদ তাপসোপি অন্তনো
অনুচ্ছবিকং আসনং গহেহ্বা একমন্তং নিসীদি।

৪৩। তস্মিং সময়ে চতুসত্ততিসহস্রা জটিলানি পণী-
তানি ওজবন্তানি ফলাফলানি গহেহ্বা আচরিয়স্তু সন্তিকং সম্পভা
বুদ্ধানং চেব আচরিয়স্তু চ নিসিন্নাসনং ওলোকেহ্বা আহংস্তু—
“আচরিয় ময়ং ইমস্মিং লোকে তুমেহহি মহন্ততরো নখীতি
বিচরাম, অয়ং পন পুরিসো তুমেহহি মহন্ততরো মশ্রেণ”তি !

৪২। শরদ তাপস বুদ্ধানুভাব ও শরীরের লক্ষণ দেখিয়া লক্ষণ শাস্ত্রের
সঙ্গে মিলাইয়া ঠিক করিল—এমন লক্ষণ বাঁহার তিনি গৃহবাসে থাকিলে
চক্রবর্তী রাজা হন, প্রব্রজিত হইলে তৃষ্ণাক্ষয় করিয়া সর্কজ বৃদ্ধ হন,
এই পুরুষ নিশ্চয়ই বৃদ্ধ, সংশয় নাই; ইহা জানিয়া প্রত্যাগমন করিল
এবং পঞ্চাঙ্গ বন্দনা করিয়া আসন পাতিয়া দিল। ভগবান তাহার দেওয়া
আদানে বসিলে, শরদ তাপস ও আপনার যোগ্য আদান নিয়া এক পাশে
বসিল।

৪৩। সে সময়ে চুয়াত্তর হাজার জটিল সরস ওজ্জ্বল বিশিষ্ট ফল-মূল
আহরণ করিয়া আচার্যের নিকট উপস্থিত হইল। তাহার বুদ্ধের ও আচার্যের
বসার আসন দেখিয়া বলিল—“আচার্য্য, আমরা মনে করিয়াছিলাম,
এই সংসারে আপনার চেয়ে বড় কেহই নাই, কিন্তু এই মহাপুরুষ আপ-
নার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে হয়।”

“তাতা, কিং বদেথ ? সাসপেন সন্ধিং অর্টসট্ঠিয়োজনসত-
সহস্সুব্বেধং সিনেরুং সমং কাতুং ইচ্ছথ ? সব্বশ্শুবুদ্ধেন সন্ধিং
মমং উপমং মা করিথ পুত্তকা”তি ! অথ তে তাপসা “সচায়ং
পুরিসো ইত্তরসত্তো অভবিস্স ন অমহাকং আচরিয়ো এবরুপং উপমং
আহরিস্সতি, যাব মহা বতায়ং পুরিসো”তি, সবেব্ব পাদেহু
নিপতিহ্বা সিরসা বন্দিংসু ।

৪৪ । অথ তে আচরিয়ো আহ— “তাতা, অমহাকং বুদ্ধানং
অনুচ্ছবিকো দেয়্যধম্মো নথি, সথা চ ভিচ্ছাচারবেলায়ং ইধাগতো,
ময়ং যথাবলং দেয়্যধম্মং দম্মাম, তুম্হে যং যং পণীতং ফলাফলং তং
তং আহরথা”তি । আহরাপেহ্বা হথে ধোবিহ্বা সয়ং তথাগতস্স পত্তে
পতিট্ঠাপেসি । সথারা ফলাফলং পটিগ্গাহিতমত্তেয়েব দেবতা দিব্বোজ্জং
পক্ষিপিংসু । সো তাপসো উদকস্পি সয়মেব পরিস্সাবেহ্বা অদাসি ।

“কি বলিতেছ বৎসগণ ! আটবট্ঠিত যোজন উচ্চ সিনেরুর সঙ্গে সরিয়ার
তুলনা করিতে ইচ্ছা কর ? বাছাগণ, সৰ্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের সঙ্গে আমার উপমা
করিও না।” অতঃপর সেই তাপসেরা ভাবিল—“যদি এই লোকটি সামান্য
হইতেন আমাদের আচার্য্য এইরূপ উপমা সংগ্রহ করিতেন না ; ইনি
মহাপুরুষই হইবেন । তাহার সকলে তাঁহার পায়ে মাথা নত করিয়া
বন্দনা করিল ।

৪৪ । অতঃপর আচার্য্য তাহাদিগকে বলিল—“বৎসগণ, বুদ্ধের যোগ্য
আমাদের দেয় কিছু নাই, শাস্তাও ভিক্ষার সময় এখানে আসিয়াছেন,
আমরা যাহা পারি দিব, তোমরা যেসব ভাল ফল-মূল আনিয়াছ তাহা
নিয়া আস ।” তাহা আনাইয়া হাত ধুইয়া নিজে তথাগতের
পাত্রে রাখিল । শাস্তা ফল-মূল প্রতিগ্রহণ করিবা মাত্রই দেবতার
দ্বিব্য ওজ প্রক্ষেপ করিল । সে তাপস জলও নিজে ছাঁকিয়া দিল ।

সো ততো ভক্তকিচ্চং কহা নিসিন্বে সথরি সবেৰ অন্তেবাসিকে পকোসিহা সথু সস্তিকে সারাণীয়কথং কথেন্তো নিসীদি । সথা“বে অগাসাবকা ভিক্সুসংঘেন সন্ধিং আগচ্ছন্তু”তি চিস্তেসি । তে সথু চিত্তং এঃহা সতসহস্রাণীণাসবপরিবারা আগন্ত্বা সথারং বন্দিহা একমন্তং অর্টংসু ।

৪৫ । ততো সরদতাপসো অন্তেবাসিকে আমন্তেসি—
“তাতা, বুদ্ধানং নিসিন্না দনম্পি নীচং, সমগসতসহস্রানম্পি আসনং নথি, তুমেহহি অজ্জ উলারং বুদ্ধসঙ্কারং কাতুং বটুতীতি । পব্বতপাদতো বগ্গগন্ধসম্পন্নানি পুফ্ফানি আহরথা”তি । কখন-কালো পপকো বিয় হোতি, ইন্ধিমতো পন ইন্ধিবিসয়ো অচিন্তেয়্যোতি । মুহন্তেনেব তে তাপসা বগ্গগন্ধসম্পন্নানি পুফ্ফানি আহরিহা বুদ্ধানং যোজনপ্লামাণং পুফ্ফানং পঞাপেত্তুং ।

তৎপর শাস্তা ভোজন সমাপন করিয়া বসিলে শিষ্যগণকে ডাকিয়া শাস্তার নিকট বদিয়া স্মরণীয় (সারবান) কথা বলিতে লাগিল । শাস্তা মনে মনে চিন্তা করিলেন—“অগ্রশ্রাবক দ্বয় ভিক্ষুসংঘ সহ আসুক ।” তাহার শাস্তার মনোভাব জানিয়া শতসহস্র ক্ষীণাসবে পরিবৃত হইয়া আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করতঃ একপাশে দাঁড়াইল ।

৪৫ । অতঃপর শরদ তাপস শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিল—“বাবারা ! বুদ্ধের বসিবার আসনও নীচ হইয়াছে, শতসহস্র শ্রমণদের বসিবার আসনও নাই, তোমাদের আজ জাঁকালো রকমের বুদ্ধপূজা করিতে হইবে । পাহাড়ের তলদেশ হইতে সুন্দর সুন্দর সুগন্ধ ফুল নিয়া আস ।” বলিতে যাহা সময় লাগিল তাহা যেন বিলম্বই করা হইল, ঋদ্ধিমানদের ঋদ্ধির বিষয় অচিন্তনীয় । মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে তাপসেরা সুন্দর ও সুগন্ধ পুষ্পরাশি আনিয়া বুদ্ধকে যোজন প্রমাণ পুষ্পান রচনা করিয়া দিল ।

উভিন্নং অগ্গসাবকানাং তিগাবুতং, সেসভিক্ষু নং অড্ঢয়োজনিকাদিভেদং, সজ্জনবকস্স উসভমত্তং অহোসি। কথং একস্মিং অস্মমপদে তাব মহন্তানি আসনানি পঞত্তানীতি ন চিন্তেত্তব্বং, ইন্ধিবিসয়ো হেস।

৪৬। এবং পঞত্তেসু আসনেসু সরদতাপসো তথাগতস্স পুরতো অঞ্জলিং পগ্গয়হ ঠিতো “ভন্তে, ময়হং দীঘরত্তং হিতায় সুখায় ইমং পুক্ষাসনং অভিরুযহথা”তি আহ। তেন বৃত্তং :—

“নানা পুক্ষঞ্চ গন্ধঞ্চ সন্নিপাতেহা একতো,
পুক্ষাসনং পঞপেহা ইদং বচনমব্রুবি।

ইদং মে আসনং বীর পঞত্তং তবমুচ্ছবিং,
মম চিত্তং পসাদেত্তো নিসীদ পুক্ষাসনে।

অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের ত্রি-গব্যুতি * প্রমাণ, অবশিষ্ট ভিক্ষুদের অর্ধ বোজন হইতে আরম্ভ করিয়া সজ্জনবকের উসভ † মাত্র পর্য্যন্ত আসন রচিত হইল। এক আশ্রমে দেই মহা মহা আসন রচিত হইল কি করিয়া, তাহা চিন্তা করিও না; এই সব ঋদ্ধির বিষয়।

৪৬। এইরূপে আসন রচিত হইলে শরদ তাপস তথাগতের সম্মুখে কুতাজ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া কহিল—“ভন্তে, আমার চিরদিনের হিতের ও সুখের জন্ত এই পুক্ষাসনে উঠিয়া বসুন।” তাই বলা হইয়াছে—

“নানা গন্ধ পুস্প করি’ একস্থানে সমাবেশ,
পুক্ষাসন রচি এই বাক্য বলিল যোগেশ,

‘ওহে বীর! রচিয়াছি তবযোগ্য এ আসন,
পুক্ষাসনে বস মোর চিত্ত করি প্রদান।’

* পোণে দশ মাইল। † ১৪০ হাত।

সত্তরভিন্দিবং বুদ্ধো নিসীদি পুফ্ফমাসনে,
মম চিত্তং পসাদেহ্না হাসয়িত্তা সদেবকে”তি ।

৪৭ । এবং নিসিন্লে সথরি ঙে অগ্নসাবকা সেসভিঙ্খু চ
অত্তনো অত্তনো পত্তাসনে নিসীদিংসু । সরদতাপসো মহস্তুং
পুফ্ফচ্ছত্তং গহেহ্না তথাগতস্ম মথকে ধারেত্তো অর্ট্টাসি । সথা—
“জটিলানং অয়ং সন্ধারো মহপ্ফলো হোতু”তি নিরোধসমাপত্তিঃ
সমাপত্তিঃ । সথু সমাপত্তিঃ সমাপত্তভাবং ঞ্ণেহ্না ঙে অগ্নসাবকাপি
সেসভিঙ্খু পি সমাপত্তিঃ সমাপত্তিঃসু । তথাগতো সত্তাহং নিরোধ-
সমাপত্তিঃ সমাপত্তিত্তা নিসিন্লে অন্তেবাসিকা ভিঙ্খাচারকালে
সম্পত্তে বনমূলফলাফলং পরিভুঞ্জিত্তা সেসকালে বুদ্ধানং অঞ্জলিঃ
পগাযহ তির্ট্টাস্তি । সরদতাপসো পন ভিঙ্খাচারম্পি অগন্তা পুফ্ফ-
ছত্তং ধারয়মানোব সত্তাহং পীতিসুথেন বীতিনামেসি ।

বুদ্ধ সপ্ত অহোরাত্র চিত্ত আমার তুষ্টিয়া,
পুস্পাসনে বসেছিল নর-নেবে উল্লাসিয়া ।”

৪৭ । ঁইরূপে শাস্তা বসিলে দুই অগ্রশ্রাবক ও অপর ভিক্ষুরা আপন
আপন আসনে গিয়া বসিল । শরদ তাপস এক খানা বড় ফুলের ছাতা
তথাগতের মাথার উপর ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল । শাস্তা— “জটিলদের
ঁই সংকার মহা ফল দায়ক হউক” ঁই মনে করিয়া নিরোধ সমাপত্তি
ধ্যানে মগ্ন হইলেন । শাস্তা সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হইয়াছেন জানিয়া দুই
অগ্রশ্রাবক ও অপর ভিক্ষুরা সমাপত্তি ধ্যানে মগ্ন হইল । তথাগত সপ্তাহ
নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হইয়া থাকিলে শরদের শিষ্ণেরা ভিক্ষার সময়
উপস্থিত হইলে বনের ফল মূল খাইয়া আর বাকী সময় বুদ্ধের সম্মুখে
কৃতাজলি হইয়া থাকিত । শরদ তাপস কিন্তু ভিক্ষায়ও না যাইয়া ফুলের
ছাতা ধরিয়াই সপ্তাহ প্রীতি স্মখে অতিবাহিত করিল ।

৪৮। সখা নিরোধা বুর্টায় দক্ষিণপাশে নিসিন্নঃ অগসাৱকঃ নিসভথেরঃ আমন্তেসি— “নিসভ, সক্ষরকারকানঃ তাপসানঃ পুক্ষাসনানুমোদনং করোহী”তি । থেরো চক্রবস্তিরশ্রেণা সন্তিকা পটিলন্ধ মহালাভো মহায়োধো বিয় তুর্টমানসো সাবকপারমীঞাপে ঠত্বা পুক্ষাসনানুমোদনং আরতি । তন্ম দেসনাবসানে দুতিয়-সাবকঃ আমন্তেসি— “ত্বম্পি ভিক্ষু, ধম্মং দেসেহী”তি । অনোম-থেরো তেপিটকং বুদ্ধবচনং সম্মসিত্বা ধম্মং কথেসি । দ্বিম্নং সাবকানং দেসনায় একআপি অভিসময়ো নাহোসি । অথ সখা অপরিমাণে বুদ্ধবিসয়ে ঠত্বা ধম্মদেসনং আরভি । দেসনাবসানে ঠপেত্বা সরদতাপসং সবেষপি চতুসত্ততিসহস্র জটীলা অরহত্তঃ পাপুণিংসু । সখা— “এথ ভিক্ষবে”তি হংসং পসারেসি ।

৪৮। শাস্তা নিরোধ সমাপত্তি হইতে উঠিয়া দক্ষিণ পাশে উপবিষ্ট অগ্রশ্রাবক নিসভ স্থবিরকে নমোখন করিয়া বলিলেন—“নিসভ, সংকার-কারী তাপসদের পুক্ষাসন অনুমোদন কর ।” রাজচক্রবর্তী হইতে মহা-পুরস্কার লাভী মহাযোধের গায় স্থবির সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া শ্রাবক পারমী-জ্ঞানে স্থিত হওতঃ পুক্ষাসন অনুমোদন করিতে আরম্ভ করিল । তাহার দেশনা শেষ হইলে শাস্তা দ্বিতীয় শ্রাবককে ডাকিয়া বলিলেন— “ভিক্ষু, তুমিও ধর্মদেশনা কর ।” অনোম স্থবির ত্রিপিটক বুদ্ধবচন অবলম্বন করিয়া ধর্ম ব্যাখ্যা করিল । শ্রাবকদ্বয়ের দেশনায় একজনেরও জ্ঞানোন্মেষ হইল না । অতঃপর শাস্তা অপরিমাণ বুদ্ধ বিষয়ে স্থিত হইয়া ধর্ম দেশনা করিতে আরম্ভ করিলেন । দেশনা শেষ হইলে শরদ তাপস ছাড়া চুয়ান্তর হাজার জটী-লের সকলেই অর্হত্ত পাইল । “এস ভিক্ষুগণ !” বলিয়া শাস্তা হাত বাড়াইলেন ।

তেসং তাবদেব কেসমঙ্গ্ণি অন্তরধায়িংসু, অর্টপরিষ্কারা কায়ে পটিমুক্কা চ অহেত্তং ।

৪৯ । সরদতাপসো কস্মা অরহত্তং ন পত্তোতি ? বিস্খিত্ত-
চিত্তত্তা । তস্ম কির বুদ্ধানং দুত্তিয়াসনে নিসীদিহা সাবকপারমী
এণে ঠহা ধম্মং দেসয়তো অগ্গসাবকস্ম ধম্মদেসনং সোতুং
আরদ্ধকালতো পট্টায় “অহো ! বতাহম্পি অনাগতে উপ্পজ্জনকস্ম
বুদ্ধস্ম সাসনে ইমিনা সাবকেন পটিলঙ্কং ধুরং পটিলভেয়ান্তি”
চিত্তং উপ্পজ্জি । সো ভেন পরিবিতক্কেন মগ্গফলপটিবেধং কাতুং
নাসম্মি । তথাগতং পন বন্দিহা সম্মুখে ঠহা আহ— “ভন্তে,
তুমহাকং অন্তরাসনে নিসিম্মো ভিক্কু তুমহাকং সাসনে কো নাম
হোতী”তি ?

তখনই তাহাদের কেশ-শম্ভ্র অন্তর্হিত হইল, অষ্ট পরিষ্কার * শরীরে
আদিয়া লাগিল ।

৪৯ । শরদ তাপস কেন অর্হত্তু পাইল না ? তাহার মন বিস্কিস্ত
হইতছিল বলিয়া । বুদ্ধের দ্বিতীয় আসনে বসিয়া শ্রাবকপারমী জ্ঞানে
স্থিত হইয়া অগ্রশ্রাবক যে ধর্ম্ম দেশনা করিয়াছিল তাহা শুনিতে আরম্ভ
করিবার কাল হইতে তাহার মন হইল—“অহো ! নিশ্চয়ই আমি ভবিষ্যতে
যে বুদ্ধ হইবেন তাহার শাসনে এই শ্রাবকের প্রাপ্ত ধুর পাইতাম !” সে
এই পরিবিতর্কের জন্ত মার্গফল বৃদ্ধিতে পারে নাই । সে তথাগতকে
বন্দনা করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—“ভন্তে, আপনার নিকটবর্ত্তী আসনে
ঐ যে ভিক্কু বসিয়া আছেন. উনি আপনার শাসনে কে হন ?

* ত্রিচীবর [(১) একখানি সংঘাটি বা ছুই পাটা চীবর, (২) একখানি উত্তরা-
দঙ্গ বা গায়ে একপাটা চীবর, (৩) একখানি পরিধানের চীবর], (৪) ভিক্ষাপাত্র,
(৫) খুর বা ছুরি, (৬) সঁচ, (৭) স্কোমর বন্ধনী, (৮) জল ছাঁকিবার বন্ধ খণ্ড ।

“ময়া পবত্তিতং ধম্মচক্রং অনুপবত্তেন্তো সোপি সাবক-
পারমী ঞ্জাণস্স কোটিল্লভো সোল্লসপঞা পটিবিজ্জিত্তা ঠিতো মযহং
সাসনে অগ্গসাবকো নাম এসো”তি ।

“ভন্তে, য্বায়ং ময়া সত্তাহং পুস্পছত্তং ধারেত্তেন সকারো
কতো, অহং ইমস্স ফলেন অঞং সন্ধত্তং বা বুদ্ধত্তং বা ন
পথেমি, অনাগতে পন অয়ং নিসত্তথেরো বিয় একস্স বুদ্ধস্স
অগ্গসাবকো ভবেয়্যং”তি পথনং অকাসি ।

৫০ । সথা— “সমিঞ্জিত্ততি নুখো ইমস্স পুরিসস্স পথনা”তি
অনাগতংসঞাণং পেসেত্তা ওলোকেন্তো কল্পসতসহস্সাধিকং একং
অসংখ্যেয়্যং অতিক্কমিত্তা সমিঞ্জানভাবং অদস । দিস্সা সরদ-
তাপসং আহ— “ন তে অয়ং পথনা মোঘা ভবিত্ততি । অনাগতে
পন কল্পসতসহস্সাধিকং একং অসংখ্যেয়্যং অতিক্কমিত্তা গোতমো নাম

“সে আমার শাসনে অগ্রশ্রাবক, সে আমার প্রবর্তিত ধর্মচক্রের অল্প-
প্রবর্তক ও শ্রাবক পারমী জ্ঞানের চরম সীমা প্রাপ্ত, ষোড়শ প্রজ্ঞা
তাহার পরিক্রান্ত হইয়াছে ।”

“ভন্তে, আমি যে সপ্তাহ পুস্পছত্র ধরিয়া সংকার করিয়াছি, আমি
ইহার ফলে ইন্দ্রস্ব বা ব্রহ্মস্ব কিছই চাহিনা, এই নিসত্ত স্থবিরের ত্যয়
ভবিষ্যতে কোন এক বুদ্ধের যেন অগ্রশ্রাবক হই ।” এই বলিয়া প্রার্থনা
করিল ।

৫০ । শাস্তা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের পরিচালনা করিয়া “এই ব্যক্তির
প্রার্থনা সফল হইবে কি-না দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন— শত
নহস্স কল্পাধিক এক অসংখ্য অতিক্রমের পর সফল হইবে । তাহা
দেখিয়া শরদ তাপসকে কহিলেন— “তোমার এই প্রার্থনা ব্যর্থ হইবে
না । ভবিষ্যতে লক্ষাধিক এক অসংখ্য কল্প পরে গোতম নামে

বুদ্ধো লোকে উল্লঙ্ঘিত্তি, তন্ন মাতা মহামায়া নাম দেবী
ভবিষ্যতি, পিতা স্ক্ছোদনো নাম রাজা ভবিষ্যতি, পুন্তো রাহুলো
নাম, উপর্টঠাকো আনন্দো নাম, দুতিয়সাবকো মোগল্লানো নাম,
ত্বং পনন্ অঙ্গসাবকো ধম্মসেনাপতি সারিপুত্তো নাম ভবি-
ষ্যত্তী”তি । এবং তাপসং ব্যাকরিত্বা ধম্মকথং কথেন্না ভিক্ষুসঙ্ঘ-
পরিবৃত্তো আকাসং পঙ্খন্দি ।

৫১ । সরদতাপসোপি অন্ত্বেবাসিকথেরানং সন্তিকং গত্ত্বা
সহায়কন্স সিরিবজ্জক কুটুশ্বিকন্স সাসনং পেসেসি— “ভন্তে,
ময়্হং সহায়কন্স বদেথ, সহায়কেন তে সরদতাপসেন অনোমদসী
বুদ্ধন্স পাদমূলে অনাগতে উল্লঙ্ঘনকন্স গোতমবুদ্ধন্স সাসনে
অঙ্গসাবকর্টঠানং পথিতং, ত্বং দুতিয় সাবকর্টঠানং পথেহী”তি ।

এক বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইবেন । তাঁহার মাতা হইবেন মহামায়া নামী দেবী,
পিতা হইবেন স্ক্ছোদন নামক রাজা, পুত্র হইবে রাহুল, সেবক আনন্দ
নামক ভিক্ষু, দ্বিতীয় শ্রাবক মহামৌদগল্যায়ণ, তুমি তাঁহার ধর্ম-সেনাপতি
সারিপুত্র নামক অগ্রশ্রাবক হইবে ।” শাস্তা তাপসকে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী
প্রকাশ করিয়া, ধর্ম কথা বলার পর ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত্ত হইয়া আকাশ
পথে গমন করিলেন ।

৫১ । শরদ তাপসও শিষ্য হুবিরদের নিকট গিয়া বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক
কুটুশ্বিকের নিকট এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইল—“ভন্তে, আপনারা আমার
বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক কুটুশ্বিককে বলুন যে—তোমার বন্ধু শরদ তাপস ভবিষ্যদ্বুদ্ধ
গোতমের শাসনে অগ্রশ্রাবক হইবার জন্ত অনোমদশী বুদ্ধের পাদ-
মূলে প্রার্থনা করিয়াছে, তুমি দ্বিতীয় শ্রাবকের স্থান প্রার্থনা কর ।”

এবং পন বত্তা খেরেহি পুরেতরমেব একপম্মেন গত্ত্বা সিরিবজ্জকম্ম নিবেসনদ্বারে অট্টাসি । সিরিবজ্জকো— “চিরম্মং বত মে অয়ে্যা আগতো”তি আসনে নিসীদাপেত্তা অন্তনো নীচতরে আসনে নিসিন্নো “অন্তেবাসিকপরিমা পন বো ভন্তে, ন পশ্চায়ন্তী”তি পুচ্ছি ।

“আম সম্ম, অমহাকং অম্মমং অনোমদসীবুদ্ধো আগতো, ময়ং তম্ম অন্তনো বলেন সন্ধারে অকরিমহ । সখা সবেবসং ধম্মং দেসেসি । দেসনা পরিয়োাসানে ঠপেত্তা মং সেসা অরহত্তং পত্তা পব্বজ্জিঃসু । অহং সখু অগ্গসাবকং নিসভথেরং দিম্বা অনাগতে উল্লঙ্কনকম্ম গোতমবুদ্ধম্ম নাম সাসনে অগ্গসাবকট্টানং পথেসিং । ত্বম্পি তম্ম সাসনে দুতিয়সাবকট্টানং পথেহী”তি ।

“ময়হং বুদ্ধেহি সন্ধিং পরিচয়ো নথি ভন্তে”তি ।

এইরূপ বলিয়া পাশ কাটিয়া স্থবিরদের আগে গিয়া শ্রীবর্দ্ধকের গৃহদ্বারে দাঁড়াইল । শ্রীবর্দ্ধক “বহুদিন পরে আমার আর্ধ্য আসিয়াছেন” বলিয়া আসনে বসাইয়া স্বয়ং নীচতর আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ভন্তে, আপনার শিষ্য-দিগকে যে দেখা যাইতেছেন ?”

“হাঁ বহু, আমাদের আশ্রমে অনোমদসী বুদ্ধ আসিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে আমাদের বখাশক্তি সংকার করিয়াছিলাম । শাস্তা সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন । দেশনা অবসানে আমি ছাড়া অপর সকলে অর্হত্ত পাইয়া প্রব্রজিত হইয়াছে । আমি শাস্তার অগ্রশ্রাবক নিসভ স্থবিরকে দেখিয়া ভবিষ্যবুদ্ধ গোতমের শাসনে অগ্রশ্রাবক স্থান প্রার্থনা করিয়াছি । তুমিও তাঁহার শাসনে দ্বিতীয় শ্রাবক স্থান প্রার্থনা কর ।”

“বুদ্ধের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই ভন্তে !”

“বুদ্ধেহি সন্ধিং কথনং ময়হং ভারো হোতু, ত্বং মহন্তং
অধিকারং সঞ্জ্জহী”তি ।

৫২ । সিরিবড়ো তস্ম বচনং স্তুত্বা অন্তনো নিবেসনদ্বারে
রাজমানেন অর্টকরীসমত্তং ঠানং সমতলং কারেত্বা বালিকং
ওকিরাপেত্বা লাজপঞ্চমানি পুপ্ফানি বিকিরাপেত্বা নীলুপ্পলচ্ছদনং
মণ্ডপং কারেত্বা বুদ্ধাসনং পশ্রাপেত্বা সেসভিক্ষুন্ম্পি আসনানি
পটিয়াদেত্বা মহন্তং সন্ধারসম্মানং সঞ্জ্জত্বা বুদ্ধানং নিমন্তণথায়
সরদতাপসস্ম সশ্রং অদাসি । তাপসো বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসংঘং
গহেত্বা তস্ম নিবেসনং অগমাসি । সিরিবড়োপি পচ্ছুগ্গমনং
কত্বা তথাগতস্ম হথতো পত্তং গহেত্বা মণ্ডপং পবেসেত্বা পশ্রভা-
সনেসু নিসিন্নস্ম বুদ্ধপমুখস্ম ভিক্ষুসঙ্ঘস্ম দক্ষিণোদকং দত্বা
পণীতভোজনেন পরিবিসিত্বা ভত্তকিচ্চপরিয়োসানে বুদ্ধপমুখং

“বুদ্ধের সঙ্গে কথা বলার ভার আমার উপর রহিল, তুমি সংকার
কার্যের বিপুল আয়োজন কর ।”

৫২ । শ্রীবর্দ্ধ তাহার বচন শুনিয়া নিজের গৃহদ্বারে আট করীয় পরি-
মাণ স্থান সমতল করাইল, বালি ছড়াইয়া দিল, খেঁ সহ পঞ্চপুষ্প ছড়াইয়া
দিল, নীল পদ্মে আচ্ছাদন করিয়া মণ্ডপ করিল, বুদ্ধাসন প্রস্তুত করত
অপর ভিক্ষুদেরও আসন দিয়া মহা সংকার-পূজা সাঁজাইল ; তৎপর বুদ্ধকে
নিমন্ত্রণ করিবার জগ্ন শরদ তাপসকে ইঙ্গিত করিল । তাপস বুদ্ধ প্রমুখ
ভিক্ষু সঙ্ঘকে নিয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল । শ্রীবর্দ্ধকও আগু-
বাড়াইয়া তথাগতের হাত হইতে পাত্র নিয়া তাঁহাকে মণ্ডপে নিয়া
গেল । বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘ নির্দিষ্ট আসনে বসিলে তাঁহাদের দক্ষিণো-
দক দিয়া উত্তম ভোজ্য পরিবেশন করিল । ভোজন শেষ হইলে বুদ্ধ প্রমুখ

ভিক্ষুসংঘং মহারহেহি বথেহি অচ্ছাদেহা—“ভন্তে, নায়ং আরন্তো অল্পমন্তকর্ত্তানথায়, ইমিনাব নিয়ামেন সত্তাহং অনুকম্পং করোথা”তি আহ । সথা অধিবাসেসি ।

৫৩ । সো তেনেব নিয়ামেন সত্তাহং মহাদানং পবন্তেহা ভগবন্তং বন্দিত্বা অঞ্জলিম্পগয়্হ ঠিতো আহ—“ভন্তে, মম সহায়ো সরদতাপসো যম্ম সথুঅ অগ্গসাবকো ভবেয়্যাংতি পথেসি, অহং তম্বেব দুতিয়সাবকো ভবেয়্যাংতি । সথা অনাগতং ওলোকেহা তম্ম পথনায় সমিদ্ধানভাবং দিস্বা ব্যাকাসি—“হুং ইতো কল্প-সতসহস্রাধিকং অসজ্জৈয়ং অতিকমিত্বা গোতমবুদ্ধম্ম দুতিয়সাবকো ভবিম্মসী”তি ।

বুদ্ধানং ব্যাকরণং সুহা সিরিবডঢকো হর্ট্টপহর্ট্টো অহোসি । সথা ভুত্তানুমোদনং কহা সপরিবারো বিহারমেব গতো “অয়ং ভিক্ষবে,

ভিক্ষু সজ্জকে মহার্ষ বস্ত্র দান করিল এবং শাস্তাকে কহিল—“ভন্তে, এই ঝারোজন সামান্ত স্থানের জন্তু নহে, এই নিয়মে সত্তাহ আমাকে অনুগ্রহ করিবেন ।” শাস্তা সম্মত হইলেন ।

৫৩ । সে সেই নিয়মেই সত্তাহ মহাদান দিয়া ভগবানকে বন্দনা করতঃ কুতাঞ্জলি পুটে বলিল—“ভন্তে, আমার বন্ধু শরদ তাপস যেই শাস্তার অগ্রশ্রাবক হইবেন বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, আমি যেন তাঁহার দ্বিতীয় শ্রাবক হই ।” শাস্তা ভবিষ্যৎ অবলোকন করিয়া তাহার প্রার্থনা দফল হইবে দেখিয়া প্রকাশ করিলেন—“তুমি এখন হইতে এক অসংখ্য লক্ষাধিক কল্প অতিক্রম করিয়া গোতম বুদ্ধের দ্বিতীয় শ্রাবক হইবে ।

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া শ্রীবদ্ধক হৃষ্টপ্রহৃষ্ট হইল । শাস্তা ভুত্তানুমোদন করিয়া ভিক্ষুগণ দহ বিহারে গেলেন । “হে ভিক্ষুগণ, ইহা

মম পুন্তেহি তদা পথিত পথনা, তে ষথাপথিতমেব লভিংসু,
নাহং মুখং ওলোকেস্বা দেমী”তি ।

৫৪ । এবং বুন্তে ধ্বে অগ্গসাবকা ভগবন্তং বন্দিহ্বা— “ভন্তে,
ময়ং অগারিয়ভুতা সমানা গিরগাসমজ্জং দস্সনায গতা”তি ষাব
অস্সজিথেরস্স সন্তিকা সোতাপত্তিকলপটিবেধা সৰ্বং পচ্চুপ্পন্নবথুং
কথেহ্বা তে “ময়ং ভন্তে আচরিয়স্স সন্তিকং গন্ত্বা তং তুমহাকং
পাদমূলং আনেতুকামা তস্স লদ্ধিয়া নিস্সারভাবং কথেহ্বা ইধাগমনে
আনিসংসং কথয়িমহ । সো “ইদানি ময়ুহং অন্তেবাসিবাসো নাম
চাটিয়া উদক্খনভাবপ্পত্তিসদিসো, ন সস্সিআমি অন্তেবাসিবাসং
বসিতুং”তি বহ্বা “আচরিয়, ইদানি মহাজ্জেনো গন্ধমালাদিহথো
গন্ত্বা সথারমেব পূজেস্সতি, তুমেহ কথং ভবিস্সথা”তি বুন্তে—

আমার পুত্রদের প্রার্থিত পদ; তাহারা যেমন প্রার্থনা করিয়াছিল তেমনই
পাইয়াছে; আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই ।”

৫৪ । শাস্তা এইরূপ কহিলে অগ্রশ্রাবকদ্বয় ভগবানকে বন্দনা করিয়া—
“ভন্তে, আমরা যখন গৃহী ছিলাম তখন গীতাভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম”
ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া অশ্বজিৎ স্ববিরের নিকট স্রোতাপত্তি ফল
লাভ করা পর্যন্ত তাহাদের জীবনের সমস্ত অতীত কথা কহিয়া ভগবানকে
বলিল— “ভন্তে, আমরা আচার্য্যের নিকট গিয়াছিলাম । তাঁহাকে আপ-
নার পাদমূলে আনিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার মতের অসারত্ব সঙ্কে বলিয়া-
ছিলাম এবং এখানে আসার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম । তিনি
বলিলেন— “এখন আমার পক্ষে শিষ্যরূপে থাকা জলের জালার হাঁড়িকুঁড়ি
হওয়ার ত্রায় হইবে, শিষ্যভাবে থাকিতে পারিব না ।” আমরা বলিলাম—
“আচার্য্য, এখন দলে দলে সকলে গন্ধমালাদি হস্তে গিয়া শাস্তাকে পূজা করিবে,
আপনি কেমন হইবেন ।” আমরা এই কথা বলিলে তিনি জবাব দিলেন—

“কিং পন ইমস্মিং লোকে পণ্ডিতা বহু উদাহ দক্ষা”তি ?

“দক্ষা আচরিয়, বহু, পণ্ডিতা কতিপয়া”তি কথিতে—

“তেনহি পণ্ডিতা পণ্ডিতস্ম সমগস্ম গৌতমস্ম সন্তিকং
গমিস্মন্তি, দক্ষা দক্ষস্ম মম সন্তিকং আগমিস্মন্তি, গচ্ছথ তুম্হে”তি
বহা আগস্মং নয়িচ্ছি ভস্মে”তি ।

৫৫ । তং সূত্বা সথা “ভিক্ষবে, সঞ্জয়ো অন্তনো মিচ্ছাদিট্ঠিতায়
অসারং সারোতি সারঞ্চ অসারোতি গণিহি । তুম্হে পন অন্তনো
পণ্ডিততায় সারং সারতো অসারং চ অসারতো এত্বা অসারং
পহায় সারমেব গণিহ্থা”তি বহা ইমা গাথা অভাসি —

“অসারে সারমতিনো সারে চাসারদস্মিনো,

তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসঙ্কল্পগোচরা । ১১

“এই সংসারে পণ্ডিত বেশী না মূর্খ বেশী ?”

“আচার্য্য, মূর্খ বেশী, পণ্ডিত কম ।” এইরূপ বলিলে তিনি
কহিলেন—“তাহা হইলে পণ্ডিতেরা পণ্ডিত শ্রমণ গৌতমের নিকট
যাইবে, মূর্খেরা আমি যে মূর্খ আমার নিকট আসিবে, তোমরা যাও ।”
এই বলিয়া তিনি আসিতে চাহিলেন না ।”

৫৫ । তাহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, সঞ্জয় নিজের
মিথ্যা দৃষ্টিতার জন্ত অসারকে সার আর সারকে অসার বলিয়া গ্রহণ করি-
য়াছে । তোমরা নিজেদের পাণ্ডিত্যের কারণে সারকে সার এবং অসারকে
অসাররূপে জানিয়া অসার ছাড়িয়া সারই গ্রহণ করিয়াছ ।” এই বলিয়া
শাস্তা এই গাথা দ্বয় কহিলেন :—

“অসারেতে সারজ্ঞানী সারে ভাবে যে অসার,

সে মিথ্যা-সঙ্কল্পকারী পেতে নাহি পারে সার । ১১

সারঞ্চ সারতো এত্বা অসারঞ্চ অসারতো,
তে সারং অধিগচ্ছন্তি সম্মাসঙ্কল্পগোচরা”তি । ১২

৫৬ । তথ “অসারে সারমতিনো”তি— চত্তারো পচ্চয়া, দস-
বথুকা মিচ্ছাদিট্ঠি, তন্না উপনিশ্রয়ভূতা ধম্মদেসনাতি, অয়ং অসারো
নাম, তস্মিং সারদিট্ঠিনোতি অথো ।

“সারে চাসারদস্মিনো”তি— দসবথুকা সম্মাদিট্ঠি, তন্না
উপনিশ্রয়ভূতা ধম্মদেসনাতি, অয়ং সারো নাম, তস্মিং নায়ং
সারোতি অসারদস্মিনো ।

“তে সারং”তি— তে পন তং মিচ্ছাদিট্ঠিগহণং গহেত্বা
ঠিতা কামবিতঙ্কাদীনং বসেন মিচ্ছাসঙ্কল্পগোচরা হত্বা সীলসারং,
সমাধিসারং, পঞ্জাসারং, বিমুক্তিসারং, বিমুক্তিঞাণদস্মনসারং, পরমথ-
সারং, নিব্বাণঞ্চ নাধিগচ্ছন্তি ।

সারে জেনে সারে ব’লে অসারকে যে অসার,
সে সাধু-সঙ্কল্পকারী নিশ্চয় পাইবে সার ।” ১২

৫৬ । তথায় “অসারেতে সার-মতি”— চারি ‘প্রত্যয়’ * ও দশবিষয়িনী
মিথ্যাভূতির উপনিশ্রয়ভূত ধর্ম্মদেশনারূপ অসার বিষয়কে যে সার বলিয়া
মনে করে ।

“সারে যে অসারদর্শী”— দসবিষয়িনী সম্যক্ভূতির উপনিশ্রয়ভূত
ধর্ম্মদেশনারূপ সারবিষয়কে যে অসার বলিয়া জ্ঞান করে ।

“সে মিথ্যা-সঙ্কল্পকারী পেতে নাহি পারে সার”— সে মিথ্যাভূতি
পরারণ হইয়া কামবিতর্কাদির বশে মিথ্যাসঙ্কল্প কারী হইয়া সীলসার,
সমাধিসার, প্রজ্ঞাসার, বিমুক্তিসার, বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন সার ও পরমার্থসার
নিব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারে না ।

* (১) চীবর, (২) পিওপাত, (৩) রোগীর পথ্য, ও (৪) ঔষধ ।

“সারংচা”তি— তমেব সীলসারাদি সারং সারো নাম অয়ং
বুত্তপ্পকারং চ অসারং অসারো অয়ন্তি এত্বা ।

“তে সারং”তি— তে পণ্ডিতা এবং সম্মাদম্মনং গহেত্বা
ঠিতা নেস্বম্মসক্কপ্পাদীনং বসেন সম্মাসক্কপ্পগোচরা হত্বা তং বুত্তপ্প-
কারং সারং অধিগচ্ছন্তীতি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপুণিংসু ।
সন্নিপতিতানং সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসী’তি ।



“নারে জেনে সার ব’লে অসারকে যে অসার”—সীল সারাদিকে সার,
উক্ত প্রকার মিথ্যাট্টিকে অসার বলিয়া জানিয়া ।

“সে সাধু-সক্কলকারী নিশ্চয় পাইবে সার”—সেই পণ্ডিত ব্যক্তি
সম্যক দর্শন পরারণ হইয়া নৈক্রম্য সক্কলাদির বশে সম্যক-সক্কলকারী হইয়া
উক্ত প্রকার সার প্রাপ্ত হয় ।

গাথা অবসানে বহুলোক সোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল ।
সমবেত জনগণের পক্ষে ধর্ম্ম দেশনা সার্থক হইয়াছিল ।



নন্দথোর বথু । ৯

১। “যথাগারং”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেত্তবনে বিহ-
রন্তো আয়স্মন্তং নন্দং আরত্তু কথেসি ।

সথা হি পবত্তিত বরধম্মচক্কো রাজগহং গত্ত্বা বেলুবনে
বিহরন্তো “পুত্তং মে আনেত্তা দম্মেথা”তি সুদ্ধোদন মহারাজেন
পেসিতানং সহস্স সহস্স পরিবারানং দসম্মং দূতানং সৰ্ব্বপচ্ছতো
গত্ত্বা অরহত্তপ্পত্তেন কালুদায়িক্খেরেন গমনকালং ঞ্জহ্বা মগ্গবপ্পনং

নন্দ স্থবিরের উপাখ্যান । ৯

১। “যথাগার” এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেত্তবনে বাস করিবার সময়
আয়ুস্মান নন্দের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

শাস্তা শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবার পর রাজগৃহে গিয়া বেণুবনে
বাস করিতেছিলেন । সুদ্ধোদন মহারাজা সে সংবাদ শুনিয়া “আমার
ছেলেকে আনিয়া আমাকে দেখাও” এই বলিয়া দশজন দূত পাঠাইয়া-
ছিলেন । প্রত্যেক দূত হাঁজার জন অজুচয়ের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া গিয়া-
ছিল । কিন্তু তাহারা কেহ ফিরিয়া না আসাতে সর্বশেষে কালুদায়ী গেলেন ।
তিনিও প্রব্রজিত হইয়া অর্হৎ প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর তিনি সময় বুঝিয়া
শাস্তার কপিলপুরে গমনের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্ত কপিলবাস্তুর মার্গশোভা

বল্লেখ্য বীসতিসহস্র খীণাসবপরিবুতো কপিলপুরং নীতো ঞ্জাতি-
সমাগমে পোন্ধরবজ্জং অর্টুপ্পত্তিং কহা বেঙ্গসুরজাতকং কথেন্না
পুনদিবসে পিণ্ডায় পবির্টেঠা “উত্তির্টেঠে নল্পমজ্জেন্না”তি গাথায়
পিতরং সোতাপত্তিকলে পতির্টেঠাপেহ্না “ধম্মং চরে”তি গাথায়
মহাপজাপতিং সোতাপত্তিকলে রাজানঞ্চ সক্রদাগামিকলে পতির্টেঠা-
পেসি । ভত্তিকিচ্চাবসানে পন রাহুল-মাতুগুণকথং নিজ্জায় চন্দকিন্নর-
জাতকং কথেন্না ততো ত্তুতিয়দিবসে নন্দকুমারজ্জ অভিসেক-
গেহপ্পবেসন বিবাহমজ্জলেন্নু বত্তমানেন্নু পিণ্ডায় পবিসিহ্না নন্দকুমারজ্জ
হথেন্নে পত্তং দত্তা মজ্জলং বত্তা উর্টেঠায়াসন। পক্কমত্তো কুমারজ্জ
হথত্তো পত্তং নগগিহ্ন ।

বর্ণনা করিতে লাগিলেন । তাঁহার চেষ্টায় ভগবান বিংশতি সহস্র অর্হৎ পরিবৃত
হইয়া কপিলপুরে গমন করিলেন । তথায় জ্ঞাতি সমাগমে ভগবান পুঙ্কর বৃষ্টি *
সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিয়া ‘বেসসন্তর’ জাতক কহিলেন । পরদিবস ভিক্ষার
জুহু কপিল নগরে প্রবেশ করিয়া “উঠ, প্রমত্ত হওয়া অকর্তব্য” ইত্যাদি গাথায়
পিতাকে শ্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । “ধম্মাচরণ করিবে” ইত্যাদি
গাথায় মহাপ্রজাপতি গোতমীকে শ্রোতাপত্তি ফলে এবং রাজাকে সক্রদাগামী
ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । ভোজন সমাপন করিয়া ভগবান রাহুল-মাতার গুণ-
কথা প্রসঙ্গে ‘চন্দকিন্নর জাতক’ বলিলেন । ইহার পর দিবস রাজকুমার
নন্দের অভিষেক, গৃহপ্রবেশ ও বিবাহ মজ্জল ছিল । সে দিন ভগবান
ভিক্ষার জুহু রাজপুরীতে গমন করিয়াছিলেন । তিনি মজ্জল সম্বন্ধে বলিয়া
কুমার নন্দের হস্তে পাত্র দিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন ।
তিনি কুমারের হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন না ।

* বোধিসত্ত্ব অথবা বুদ্ধের কোন বিশেষ কারণ বশতঃ এই পুঙ্কর বৃষ্টি হইয়া থাকে ;
এই বৃষ্টিতে যে ইচ্ছা করে সে সিজ্জ হয়, যে ইচ্ছা না করে সে সিজ্জ হয় না ।

২। সোপি তথাগতে গারবেন পতং বো ভন্তে, গণহথাতি বভুং নাসন্ধি, এবং পন চিন্তেসি—“সোপানসীসে পতং গণিহ-অতী”তি। সথা তস্মিন্পি ঠানে ন গণিহ। ইতরো—“সোপান-পাদমূলে গণিহঅতী”তি চিন্তেসি, সথা তথাপি ন গণিহ। ইতরো—“রাজ্ঞনে গণিহঅতী”তি চিন্তেসি, সথা তথাপি ন গণিহ। কুমারো নিবন্তিতুকামো অরুচিয়া গচ্ছন্তো সথুগারবেন “পতং গণহথা”তি বভুং ন সঙ্কোতি। “ইধ গণিহঅতি, এথ গণিহঅতী”তি চিন্তেস্তো গচ্ছতি। তস্মিং খণে জনপদকল্যাণিয়া আচিঙ্খিৎসু—“অয়ো, ভগবা নন্দরাজানং গহেহ্বা গতো, তুমেহি তং বিনা করি-অতী”তি। সা উদকবিন্দু হি পগ্বরন্তেহেব অভ্জুল্লিখিতেহি কেসেহি বেগেন গন্তা—“তুবটং খো অয়্যাপুত্ত, আগচ্ছয়্যাসী”তি আহ।

২। কুমারও তথাগতের প্রতি গৌরব করিয়া “ভন্তে, আপনার পাত্র গ্রহণ করুন” এই কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন—“সোপান শীর্ষে গিয়া ভগবান পাত্র গ্রহণ করিবেন।” কিন্তু ভগবান সেখানেও তাহা গ্রহণ করিলেন না। কুমার অতঃপর ভাবিলেন—“সোপান পাদমূলে গ্রহণ করিবেন, শান্তা সেখানেও নিলেন না। কুমার ভাবিলেন—“রাজ্ঞ-নে নিবেন, শান্তা সেখানেও নিলেন না। কুমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক হইয়া, অনিচ্ছাসঙ্কেও বাইতে লাগিলেন, কিন্তু শান্তার প্রতি গৌরব ভাব প্রযুক্ত “পাত্র গ্রহণ করুন” এই কথা বলিতে পারিলেন না। “এখানে নিবেন, ওখানে নিবেন” এরূপ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। সে সময়ে জনপদ কল্যাণীকে কে একজন গিয়া বলিল—“আর্ষে, ভগ-বান নন্দরাজাকে নিয়া গেলেন, আপনা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিবেন।” তিনি অর্ধ অঁচড়ান বা আল্লায়িত কেশে ছুটিলেন, সিক্তচুল হইতে জলবিন্দু ক্ষতিত হইতে লাগিল, বেগে গিয়া বলিলেন—“আর্ধ্য পুত্র, স্বরায় আসিবেন।”

তং তস্মা বচনং তস্ম হৃদয়ে তিরিয়ং পতিত্বা বিয় ঠিতং ।

৩। সথাপি তস্ম হৃথতো পন্তং অগণিহৃদ্বাব তং বিহারং নেহা
— “পব্বজ্জিঅসি নন্দা”তি আহ । সো বুদ্ধগারবেন “ন
পব্বজ্জিঅামী”তি অবহা “আম পব্বজ্জিঅামী”তি আহ । সথা—
“তেন হি নন্দং পব্বাজ্জেথা”তি আহ । সথা কপিলপুরং গম্বা
ততিয়দিবসে নন্দং পব্বাজ্জেসি । সপ্তমে দিবসে রাহুলমাতা
কুমারং অলঙ্করিত্বা ভগবতো সস্তিকং পেসেসি, “পস্ম তাত এতং
বীসতিনহস্ম সমণপরিবুতং স্তবপ্পবপ্পং বুদ্ধরূপিবপ্পং সমণং, অয়ং
তে পিতা, এতস্ম মহন্তা নিধয়ো অহেসুং, ত্যস্ম নিস্কমণতো
পট্টায় ন পস্মাম । গচ্ছ, তং দায়জ্জং যাচ”— “অহং তাত,
কুমারো অভিসেকং পস্মা চক্কবন্তি ভবিঅামি, ধনেন মে অথো,

ঠাহার সে বচন ঠাহার হৃদয়ে যেন প্রস্ফাকারে পতিত হইয়া রহিল ।

৩। এদিকে ভগবানও ঠাহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ না করিয়াক্রমে
ঠাহাকে বিহারে নিয়াগেলেন । বিহারে নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “নন্দ,
প্রব্রজিত হইবে ?” তিনি বুদ্ধের প্রতি গৌরব ভাব প্রযুক্ত “প্রব্রজিত
হইব না” না বলিয়া কহিলেন— “হাঁ, প্রব্রজিত হইব ।” ভগবান তিক্ষু-
দিগকে কহিলেন— “তাহা হইলে নন্দকে প্রব্রজিত কর ।” ভগবান কপিল-
পুরে গমনের তৃতীয় দিবসে নন্দকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন । সপ্তম দিবসে
রাহুলমাতা রহুলকুমারকে অলঙ্কৃত করিয়া ভগবানের নিকট পাঠাইয়া
দিলেন, বলিয়া দিলেন— “বৎস দেখ, বিশ হাজার শ্রমণের মধ্যে স্তবর্ণ-
বর্ণ, ব্রহ্মরূপী-বর্ণ ঐ শ্রমণ তোমার পিতা, ঠাহার যে বৃহৎ নিধিকুন্ত
নকল ছিল, ঠাহার সংসার ত্যাগ করার পর ওসব আর দেখিতেছি না ।
যাও, এই বলিয়া তোমার সেই পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হইতে চাও—
পিতা, আমি এখন কুমার, অভিষিক্ত হইয়া চক্রবর্তী হইব, আমার ধনের দরকার,

ধনং মে দেহি, সামিকো হি পুত্রো পিতৃসন্তকন্মা”তি ।

৪ । কুমারো ভগবতো সন্তিকং গন্ত্যাব পিতৃসিনেহং পটিলভিত্বা হৃষ্টচিন্তো—“সুখা তে সমগ ছায়া”তি বত্বা অশ্রুস্পি বহং অন্তনো অনুরূপং বদন্তো অর্টাসি । ভগবা কতভতকিচ্চো অনুমোদনং কত্বা উর্টায়াসনা পঙ্কামি । কুমারোপি—“দায়জ্জং সমগ, মে দেহি ; দায়জ্জং সমগ, মে দেহী”তি ভগবন্তং অনুবন্ধি । ভগবা কুমারং ন নিবত্তাপেসি, পরিজনোপি ভগবতা সন্ধিং গচ্ছন্তং নিবন্তেতুং নাসন্ধি । ইতি সো ভগবতা সন্ধিং আরামমেব অগমাসি । ততো ভগবা চিন্তেসি—“যং অয়ং পিতৃসন্তকং ধনং ইচ্ছতি তং বট্টানুগতং, সবিসাতং । হন্দ্রা বোধিতলে পটিলদ্ধং সন্তবিধং অরিয়ধনং দেমি, লোকুত্তর দায়জ্জন্তনং সামিকং করোমী”তি ।

আমাকে ধন দাও, পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী ।”

৪ । কুমার ভগবানের নিকট গিয়াই পিতৃস্নেহে হৃষ্টচিত্ত হইয়া কহিলেন—“শ্রমণ, আপনার ছায়া স্পর্শ !” আরও তদনুরূপ বালক-মূলত আলাপ করিয়া কুমার ভগবানের নিকট রহিয়া গেলেন । আহাৰ কাৰ্য্য শেষ হইলে ভগবান দানানুমোদন পূৰ্বক আসন ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন । “শ্রমণ, আমাকে পৈতৃক সম্পত্তি দিন ,” (শ্রমণ, আমাকে পৈতৃক সম্পত্তি দিন)” বলিতে বলিতে কুমার ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন । ভগবান কুমারকে নিবৃত্ত করিলেন না । পরিজনরাও তাঁহাকে ভগবানের সঙ্গে যাইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না । তিনি ভগবানের সঙ্গে বিহারেই গমন করিলেন । তৎপর ভগবান চিন্তা করিলেন—“এ’ বালক পিতার নিকট বেই পৈতৃক ধন যাজ্জা করিতেছে, তাহা আবর্তাবহ ও দুঃখদায়ক । বোধিতলে প্রাপ্ত সন্তবিধ আৰ্য্যধনই ওকে দিব, লোকোত্তর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিব ।”

আয়স্মন্তং সারিপুত্রং আমন্তেসি— “তেন হি ভুং সারিপুত্র, রাহুল
কুমারং পক্বাজ্জেহী”তি । থেরো কুমারং পক্বাজ্জেসি ।

৫ । পক্বজ্জিতে চ পনি কুমারে রশ্ৰেণা অধিমন্তং দুস্বং
উপ্পজ্জি, তং অধিবাসেতুং অসক্কোন্তো ভগবতো নিবেদেহা— “সাধু
ভন্তে অম্মা, মাতাপিতুহি অননুশ্ৰেণাতং পুত্রং ন পক্বাজ্জেয়ুং”তি
বরং ষাটি । ভগবা তস্ম তং বরং দত্ত্বা পুনেকদিবসং রাজ্জ-
নিবেসনে কতপাতরাসো একমস্তুং নিসিল্লেন রশ্ৰেণা— “ভন্তে,
ভুম্মহাকং দুস্করকারিককালে একা দেবতা মং উপসংকমিত্বা ‘পুন্তো
তে কালকতো’তি আহ । অহং তস্মা বচনং অসদহন্তো—
‘ন ময়হং পুন্তো বোধিঃ অল্পত্ত্বা কালং করোতী’তি পটিক্ষি-
পিং”তি বুন্তে—

তিনি আয়ুস্মান সারিপুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন— “তাচা হইলে সারিপুত্র,
তুমি রাহুল কুমারকে প্রব্রজিত কর ।” সারিপুত্র স্ববির কুমারকে প্রব্রজ্যা
প্রদান করিলেন ।

৫ । রাহুল কুমার প্রব্রজিত হইলে রাজা অতীব হঃখতি হইলেন ।
রাজা তাহা সহ করিতে অক্ষম হইয়া ভগবানের নিকট তাঁহার মর্শাস্তিক
হঃখের কথা বলিয়া বর প্রার্থনা করিলেন— “ভন্তে অর্গা, পিতা-মাতার
অনুমতি জ্ঞাত না হইয়া পুত্রকে প্রব্রজিত করাইবেন না ।” ভগবান
তাঁহাকে সেই বর দিলেন । অল্প একদিন রাজ-প্রাসাদে তাঁহার প্রাতঃরাশ
ভোজনের পর রাজা একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিলেন— “ভন্তে, আপনি
যখন চক্ষুর তপশ্চর্য্যায় রত ছিলেন, তখন একজন দেবতা আমার নিকট
আসিয়া বলিয়াছিলেন— ‘আপনার পুত্র কাল প্রাপ্ত হইয়াছে ।’ আমি
তাঁহার কথা বিশ্বাস না করিয়া বলিয়াছিলাম— ‘আমার পুত্র বোধি না
পাইয়া মরিতে পারে না ।’ এই বলিয়া তাঁহার বাক্য অগ্রাহ করিয়াছিলাম ।”
রাজা এইরূপ বলিলে ভগবান কহিলেন—

“ইদানি কিং সন্দহিত্ব, পুত্রোপি অর্টিকানি দদেহ্য
‘পুত্রো তে মতো’তি বুভে ন সন্দহিত্বা”তি । ইমিত্তা অর্টুপ্তিত্তিয়া
মহাধর্মপাল জাতকং কথেসি । কথা পরিয়োসানে রাজা অনাগামি-
ফলে পতির্টাইহি ।

৬ । ইতি ভগবা পিতরং ভীসু ফলেসু পতির্টাপেহা ভিক্ষু-
সঙ্ঘপরিবৃত্তো পুনদেব রাজগহং গন্ত্বা ততো অনাথপিণ্ডিকেন
সাবথিং আগমনথায় গহিতপটিশ্রেণা নিট্ঠিতে জেতবন মহাবিহারে
তথ গন্ত্বা বাসং কপ্পেসি । এবং সথরি জেতবনে বিহরন্তে
আয়স্মা নন্দো উক্কট্ঠিত্ত্বা ভিক্ষুং এতমথং আরোচেসি—
“অনতিরতো অহং আবুসো, ব্রহ্মচারিয়ং চরামি, ন সঙ্কোমি
ব্রহ্মচারিয়ং সন্ধারেতুং, সিঙ্খং পচ্চঙ্খায় হীনায়াবত্তিগামী”তি ।

“এখন কি বিশ্বাস করিবেন ? পূর্বে একজন অস্থি দেখাইয়া
যখন বলিয়াছিল— ‘আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তখনও আপনি বিশ্বাস
করেন নাই ।’” এই কথার অর্থ বুঝাইতে গিয়া তিনি মহাধর্মপাল
জাতক কহিলেন । কথা শেষ হইলে রাজা অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত
হইলেন ।

৬ । এই প্রকারে ভগবান পিতাকে ‘ফলদ্রয়ে’ প্রতিষ্ঠিত করিয়া
ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত্ত হইয়া পুনরায় রাজগৃহনগরে গমন করিলেন । ইতিমধ্যে
জেতবন বিহারের নিৰ্মাণ কার্য শেষ হইল । অনাথপিণ্ডিক তাঁহাকে
শ্রাবস্তীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন । তিনি তাঁহার পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনু-
সারে রাজগৃহ হইতে জেতবন মহা বিহারে গমন করিয়া গন্ধকুটীতে বাস
করিতে লাগিলেন । এইরূপে ভগবান যখন জেতবনে বাস করিতেছিলেন তখন
আয়ুস্মান নন্দ উৎকণ্ঠিত হইয়া ভিক্ষুদিগকে এইরূপ কহিলেন— “বন্ধুগণ, আমি
অনিচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে আমি পারিব না,
শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া আমি হীন গৃহবাদেই আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিব ।”

ভগবা তং পবন্তিঃ সুভা আয়ুস্মন্তঃ নন্দং পক্কোসাপেভা এতদবোচ—
 “সচ্চং কির ত্বং নন্দ, সন্তুলানং ভিক্ষুং এতমথং আরোচেসি—
 “অনভিরতো অহং আবুসো, বুদ্ধচরিয়ং চরামি, নসক্কোমি বুদ্ধ-
 চরিয়ং সন্ধারেতুং, সিন্ধং পচ্চক্ষায় হীনায়াবত্তিসামী”তি ?

“এবং ভন্তে”তি ।

“কিন্ম পন ত্বং নন্দ, অনভিরতো বুদ্ধচরিয়ং চরসি,
 ন সক্কোসি বুদ্ধচরিয়ং সন্ধারেতুং, সিন্ধং পচ্চক্ষায় হীনায়া বত্তি-
 সামী”তি ?

“সাকিয়ানী মং ভন্তে, জনপদকল্যাণী ঘরা নিস্কমন্তুঅ অড্ঢুল্লি-
 খিতেহি কেসেহি অপলোকেভা এতদবোচ— “তুবটং খো অয়্যপুত্ত,
 আগচ্ছেয়্যাসী”তি । সো খো অহং ভন্তে, তদনুসরমানো অনভি-
 রতো বুদ্ধচরিয়ং চরামি, ন সক্কোমি বুদ্ধচরিয়ং সন্ধারেতুং,

ভগবান সে বৃত্তান্ত শুনিয়া আয়ুয়ান নন্দকে ডাকাইয়া এইরূপ বলিলেন—
 “সত্য নাকি নন্দ ! তুমি ভিক্ষুদিগকে বলিয়াছ— “বুদ্ধগণ, আমি অনিচ্ছায়
 ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি, বরাবর পালন করিতে পারিব না, শিক্ষা ছাড়িয়া
 দিয়া হীন গৃহবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিব ?”

“হঁা ভন্তে ।”

“কি জন্তু নন্দ, তুমি অনিচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছ,
 ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবে না, শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া হীন
 গৃহবাসে ফিরিয়া যাইবে ?”

“ভন্তে, আমি যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলাম,
 তখন শাক্যকুমারী জনপদকল্যাণী অর্দ্ধ আনুলায়িত কেশে আসিয়া
 আমার দিকে ডাকাইয়া এইরূপ বলিয়াছিল— “আর্য্যপুত্র, ত্বরায় আসিবেন ।”
 সে কথা ভন্তে, আমার মনে সব সময় জাগিতেছে । তাই আমি অনিচ্ছায়
 ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিব না ।

সিস্কঃ পচক্ষায় হীনয়া বন্তিআমী”তি ।

৭ । অথ খো ভগবা আয়স্বন্তং নন্দং বাহায় গহেহা ইন্ধি-
বলেন ভাবতিঃসদেবলোকং নেন্তো অন্তরামগে একস্মিং ঝামস্কেভে
ঝামখাগুকে নিসিন্নং ছিন্নকর্ণনাসানস্কুট্টং একং পলুট্টমক্কটিং
দস্মেহা ভাবতিঃসভবনে সক্কম্ম দেবরপ্ৰেণ উপট্টানং আগতানি
ককুটপাদানি পঞ্চ অচ্ছরা সতানি দস্মেসি ।

ককুটপাদানীতি রন্তবগ্নতায় পারাপতপাদসদিস পাদানি ।
দস্মেহা চ পনাহ— “তং কিং মপ্ৰসি নন্দ, কতমা মুখো অভিরূপ-
তরা চ দস্মনীয়তরা চ পাসাদিকতরা চ সাকিয়ানী বা জনপদকল্যাণী
ইমানি বা পঞ্চ অচ্ছরাসতানি ককুটপাদানী”তি ?

শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া হীন গৃহবাসে ফিরিয়া যাইব ।”

৭ । অনন্তর ভগবান আয়ুস্থান নন্দকে বাহুতে ধরিয়া ঋদ্ধিবলে ত্রয়ো-
ত্রিংশৎ দেবলোকের দিকে নিয়া গেলেন । পথিমধ্যে কোন এক দৃষ্ট ক্ষেত্রে
দক্ষীভূত বৃক্ষকাণ্ডের ধ্বংশাবশেষে উপবিষ্ট ছিন্ন কর্ণ-নাসা-লাঙ্গুল বিশিষ্টা
এক জীর্ণ বানরীকে দেখাইয়া ত্রয়োত্রিংশৎ দেবভবনে উপনীত হইলেন
এবং সেখানে দেবরাজ ইন্ড্রের পরিচর্য্যার জন্ত আগত পঞ্চশত কপোত
চরণা অঙ্গরাকে দেখাইলেন ।

কপোত চরণা অর্থ— পারাবতের পায়ের ছায় রক্তিমবর্ণ বিশিষ্টা ।
অঙ্গরাদিগকে দেখাইয়া ভগবান নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “নন্দ, কাহাকে
তুমি অভিরূপতরা, দর্শনীয়তরা, প্রাসাদিকতরা মনে কর ? শাক্যুমারী
জনপদ কল্যাণীকে, না এই পঞ্চশত কপোত চরণা অঙ্গরাকে ?

“সেয়্যথাপি সা ভন্তে, ছিন্নকল্পনাসানঙ্গুর্টী। পলুর্টীমকটী,
এবমেব খো ভন্তে, সাকিয়ানী জনপদকল্যাণী ইমেসং পঞ্চল্পং
অচ্ছরাসতানং উপনিধায় সঙ্খম্পি ন উপেতি কলম্পি ন উপেতি
কলভাগম্পি ন উপেতি । অথ খো ইমানেব পঞ্চ অচ্ছরাসতানি
অভিরূপতরানি চেব দঙ্গনীয়তরানি চ পাসাদিকতরানি চা”তি ।

“অভিরম নন্দ, অহং তে পাটিভোগো পঞ্চল্পং অচ্ছরা
সতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং”তি ।

“সচে মে ভন্তে ভগবা, পাটিভোগো পঞ্চল্পং অচ্ছরাসতানং
পটিলাভায় ককুটপাদীনং, অভিরমিঙ্গামি অহং ভন্তে, ভগবা বৃদ্ধ-
চরিয়ে”তি ।

৮ । অথ খো ভগবা আয়স্মন্তং নন্দং গহেত্বা তথ অন্তরহিতো

“ভন্তে, শাক্যকুমারী জনপদ কল্যাণীর কাছে কাণ কাটা, নাক
কাটা, ল্যাজ ছেঁড়া, সেই জীর্ণ বানরী যেমন, এই পঁচশত পায়রা-পাদ
অঙ্গরাদের কাছে জনপদকল্যাণীও তেমন । ইহাদের কাছে তাহার
উপমা করা হয় না, সে ইহাদের এক আনাও হয় না, এক আনার ভগ্নাংশও
না । এই পঁচশত অঙ্গরাই নিশ্চয় সুন্দরতরা, দর্শনীয় তরা, প্রাদাদিক তরা ।”

“নন্দ, তুমি ব্রহ্মচর্য্যে রত হও, পঁচশত পায়রা-পা অঙ্গরা পাইবে,
তজ্জন্ম আমি প্রতিভূ থাকিলাম ।”

“ভন্তে ভগবন, আপনি যদি পঁচশত পায়রা-পাদ অঙ্গরা লাভে
আমার জামিন হন, তাহা হইলে ভন্তে, আমি ভগবানের বিধান অনু-
সারে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব ।”

৮ । অতঃপর ভগবান আয়ুয়ান নন্দকে লইয়া সেখান হইতে অন্তরহিত হইয়া

জেতবনে য়েব পাতুরহোসি । অশ্নোন্সুং খো ভিক্ষু “আয়স্মা
কির নন্দো ভগবতো ভাতা মাতুচ্ছাপুত্তো অচ্ছরানং হেতু
বুদ্ধচরিয়ং চরতি, ভগবা কিরস্স পাটিভোগো পঞ্চমং অচ্ছরাসতানং
পটিলাভায় ককুটপাদীনং”তি । অথ খো আয়স্মতো নন্দস্স
সহায়কা ভিক্ষু আয়স্মন্তং নন্দং ভতকবাদেন চ উপক্কিতকবাদেন
চ সমুদাচরন্তি— “ভতকো কিরায়স্মা নন্দো, উপক্কিতকো কিরা-
য়স্মা নন্দো, অচ্ছরানং হেতু বুদ্ধচরিয়ং চরতি, ভগবা কিরস্স
পাটিভোগো পঞ্চমং অচ্ছরাসতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং”তি ।

৯ । অথ খো আয়স্মা নন্দো সহায়কানং ভিক্ষুন্সং
ভতকবাদেন চ উপক্কিতকবাদেন চ অট্টিয়মানো হরায়মানো
জিগুচ্ছমানো একো বৃপকটেঠা অল্পমত্তো আতাপী পহিতত্তো

জেতবনে প্রাহুভূত হইলেন । ভিক্ষুরা শুনিতো পাইলেন যে—
“ভগবানের ভাতা মাতৃস্বনাপুত্র আয়ুস্মান্ নন্দ কপোত-চরণা অপর্যাপ্তভের
জগ্গ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন; ভগবান্ নাকি তাঁহার পাঁচশত কপোত-
চরণা অপর্যাপ্তভের প্রতিভূ হইয়াছেন ।” অতঃপর আয়ুস্মান্ নন্দের
সহায়ক ভিক্ষুরা বেতনভোগী ও উপক্ৰীতবাদে তাঁহার সহিত আলাপ
করিতে লাগিলেন । তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—“ও ! ও ! আয়ুস্মান্
নন্দ মজুর ! আয়ুস্মান্ নন্দ ভাড়াটে ! তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য দেখিতেছি অপর্যাপ্তভের
জগ্গ, ভগবান্ তাঁহার পাঁচশত পায়রা-পাদ অপর্যাপ্তভের পাওয়ার পক্ষে প্রতিভূ
হইয়াছেন ।”

৯ । অনন্তর আয়ুস্মান্ নন্দ ভিক্ষু বন্ধুদের ভূত্যাধিদে ও উপক্ৰীতবাদে
নিজকে মিন্দিত, অবজ্ঞাত ও ঘৃণিত মনে করিয়া বস্ত্রকাম ও ক্লেশকাম
হইতে পৃথক হইয়া একাকী অপ্রমত্ত ভাবে, উত্তমের সহিত, তন্নয় চিত্তে

বিহরশ্চো ন চিরশ্চৈব যম্মথায় কুলপুত্রা সন্মদেব অগারস্মা
 অনগারিয়ং পরবজ্জন্তি তদনুত্তরং ব্রহ্মচরিয়পারিয়োসানং দিটেঠবধম্মে
 সয়ং অভিঞা সচ্ছিকত্তা উপসম্পজ্জ বিহাসি, খীণা জাতি, বৃসিতং
 ব্রহ্মচরিয়ং, কতং করণীয়ং, নাপরং ইথত্তায়ান্তি অন্ত্রঞাসি, অঞ-
 তরো চ খো পনায়স্মা অরহতং অহোসি ।

১০ । অথেকা দেবতা রক্তিভাগে সকলং জেতবনং ওভাসেহা
 সথারং উপসংকমিত্তা বন্দিত্তা আরোচেসি— “আয়স্মা ভন্তে, নন্দো
 ভগবতো মাতুচ্ছাপুত্তো আসবানং খয়া অনাসবং চেতোবিমুক্তিং পঞা-
 বিমুক্তিং দিটেঠবধম্মে সয়ং অভিঞা সচ্ছিকত্তা উপসম্পজ্জ বিহরতী”তি ।
 ভগবতো পি খো এঞং উদপাদি— নন্দো আসবানং খয়া অনাসবং

শ্রমণ-ধর্ম পালনে নিরত হওত অচিরেই, যাহার জন্ম কুলপুত্রেরা আগার
 ত্যাগ করিয়া সম্যকরূপে অনাগারিক ভাবে প্রব্রজিত হয়, সেই ব্রহ্মচর্যের
 অনুত্তর পর্যাবসান বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া
 ও সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন । তাঁহার জন্ম ক্ষয় হইয়াছে,
 ব্রহ্মচর্য্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে, পুনর্জন্ম গ্রহণের জন্ম
 আর যে কিছু বাকী রহিল না তাহা বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইলেন । ভগ-
 বানের অর্হৎ শ্রাবকদের মধ্যে আয়ুয়ান নন্দও একজন অর্হৎ হইলেন ।

১০ । অতঃপর এক দেবতা রাক্তিভাগে সকল জেতবন আলোকিত
 করিয়া ভগবানের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দনা করিয়া কহিলেন—
 “ভন্তে! ভগবানের মাসতুতো ভাই আয়ুয়ান নন্দ আশ্রবের [তৃষ্ণার]
 ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব, মুক্ত-চিন্ততা ও মুক্ত-প্রজ্ঞা বর্তমান-শরীরে স্বয়ং
 অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছেন।”
 ভগবানও জ্ঞানচক্ষে দেখিলেন— নন্দ আশ্রবের ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব,

চেতোবিমুক্তিং পঞ্জাবিমুক্তিং দিষ্টেব ধম্মে সয়ং অভিঞ্জা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরতী”তি ।

১১। সোপায়স্মা নন্দো তস্মা রত্তিয়া অক্কয়েন ভগবন্তং উপসংকমিত্বা বন্দিত্বা এতদবোচ—“যং মে ভন্তে, ভগবা পাটিভোগো পঞ্চন্নং অচ্ছরাসতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং; মুঞ্চামহং ভন্তে, ভগবন্তং এতস্মা পটিস্ববা”তি ।

“ময়াপি খো নন্দ, চেতসা চেতো পটিচ্চ বিদিতো—‘নন্দো আসবানং খয়া অনাসবং চেতো বিমুক্তিং পঞ্জা বিমুক্তিং দিষ্টেব ধম্মে সয়ং অভিঞ্জা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরতী’তি ; দেবতাপি মে এতমথং আরোচেসি—‘আয়স্মা ভন্তে, নন্দো—পে—বিহরতীতি ।’ যদেব খো তে নন্দ, অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুক্তং, অথাহং মুত্তো এতস্মা পটিস্ববা”তি । অথ খো ভগবা এতমথং বিদিত্বা

মুক্ত-চিত্ততা মুক্ত-প্রজ্ঞা বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছে ।”

১১। আয়ুয়ান নন্দও রাত্রিশেষে ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া কহিলেন—“ভন্তে, ভগবান যে পাঁচশত কপোত চরণা অপ্সরা লাভের জন্ত আমার প্রতিভূ হইয়াছেন, ভগবানকে আমি দে প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্তি দিলাম ।”

“নন্দ, আমিও [আমার] চিত্তের দ্বারা [তোমার] চিত্ত অবলম্বন করিয়া জানিয়াছি—‘নন্দ আশ্রবের ক্ষয় হেতু অনাশ্রব ভাব, মুক্তচিত্ততা, মুক্তপ্রজ্ঞা বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, সম্পন্ন করিয়া বিহরণ করিতেছে ।’ দেবতাও আমাকে তাহা বলিয়া গিয়াছে । নন্দ, [তুমি আসক্তি বশে কিছু] গ্রহণ না করাতে আশ্রব হইতে খে তোমার চিত্ত বিমুক্ত হইয়াছে, তাতেই আমি জামিনের দাবী হইতে মুক্ত হইয়াছি ।” অতঃপর ভগবান নন্দের অর্হক প্রাপ্তির বিষয় জানিয়া

তায়ং বেলায়ং ইমং উদানং উদানেসি—

“যত্র নিক্টিগ্নো পক্ষো চ মদ্বিতো কামকণ্টকো,
মোহক্షয়ং অনুপ্লভো স্তথদুষ্কে ন বেদতী”তি ।

১২ । অথেক দিবসং ভিক্ষু তং আয়স্মন্তং নন্দং পুচ্ছিংসু—
“আবুসো নন্দ, ইং উক্খণ্টিতোমহীতি পবেদেসি, ইদানি তে
কথং”তি ?

“নখি মে আবুসো, গিহীভাবায় আলয়ো”তি । তং
সুহ্মা ভিক্ষু— “অভূতং আয়স্মা নন্দো কথেনি, অপ্রং ব্যাক-
রোতি, অতীতদিবসেসু উক্খণ্টিতোমহীতি বহ্মা ইদানি নখি মে
গিহীভাবায় আলয়োতি কথেনী”তি । গস্তা তে ভগবতো তমপং
আরোচেসং ।

সেই সময় এই প্রীতি গাথা উচ্চারণ করিলেন—

“অতিক্রান্ত-পঙ্কদম মদ্বিত কাম-কণ্টক যার,
সুখে হুঃখে সে জন অচল কয় প্রাপ্ত মোহ তার ।”

১২ । অনন্তর একদিন ভিক্ষুরা আয়ুস্মান্ নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
“বন্ধু নন্দ, তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলে বলিয়া বলিয়াছিলে, এখন তুমি
কেমন আছ ?”

“বন্ধু, গৃহী হইবার জন্ম আমার আর ইচ্ছা নাই।” তাহা শুনিয়া
ভিক্ষুরা কহিলেন—“আয়ুস্মান্ নন্দ অভূত কথাই বলিতেছে, অর্হঙ্ক ভাবের
কথাই প্রকাশ করিতেছে । পূর্বে মন ছট্ফট করিতেছে বলিয়া এখন
বলিতেছে গৃহী হইবার জন্ম আমার ইচ্ছা নাই।” তাহারা গিয়া ভগবানকে
সে কথা কহিলেন ।

ভগবান— “ভিক্ষবে, অতীত দিবসেস্ত নন্দম্ম অন্তভাবো দুচ্ছন্ন
গেহসদিসো অহোসি, উদানি সুচ্ছন্নগেহ সদিসো জাতো । অয়ং
দিবসচ্ছন্নানং দিট্ঠকালতো পট্টায় পব্বজিতকিচ্ছন্ন মথকং পাপেতুং
বায়মন্তো তং কিচ্ছং পন্তো”তি বহা ইমা গাথা অভাসি °—

“যথাগারং দুচ্ছন্নং বুট্ঠি সমতিবিজ্জতি,
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্জতি । ১৩
যথাগারং সুচ্ছন্নং বুট্ঠি ন সমতিবিজ্জতি,
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্জতী”তি । ১৪

১৩ । তথ— “অগারং”তি— যং কিঞ্চিৎ গেহং । “দুচ্ছ-
ন্নং”তি— বিরলচ্ছন্নং, ছিদ্রাবচ্ছিদ্রং । “সমতিবিজ্জতী”তি—
বস্ত্রবুট্ঠি বিনিবিজ্জতি । “অভাবিতং”তি— তং অগারং বুট্ঠি বিয়
ভাবনারহিতত্বা অভাবিতং চিত্তম্পি রাগো সমতিবিজ্জতি ;

ভগবান কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, পূর্বে নন্দের আশ্রমভাব দুচ্ছন্ন গৃহের
গ্রায় ছিল, এখন সুচ্ছন্ন গৃহের গ্রায় হইয়াছে । সে দিব্য অঙ্গরাদিগকে
দেখিয়া অবধি প্রব্রজিত কার্যের সাফল্যের জন্ত যত্নপর হইয়া তাহা পাই-
য়াছে ।” এই কথা বলার পর ভগবান এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

“যথা বৃষ্টি বিঁধে অতি চুরাচ্ছন্ন আগারে,
তথা রাগ বিঁধে অতি অভাবিত মনরে । ১৩
যথা বৃষ্টি বিঁধে নাক সু-আচ্ছন্ন আগারে,
তথা রাগ বিঁধে নাক সুভাবিত মনরে ।” ১৪

১৩ । তথায়— “আগারং”—যে কোন গৃহ । “চুরাচ্ছন্নং”—বিরল আচ্ছন্ন,
ছিদ্র বিচ্ছিদ্র । “বিঁধে অতি”—বৃষ্টির জলে অত্যন্ত বিদ্ধ করে [বৃষ্টির জল পড়ে] ।
“অভাবিতং”—দুচ্ছন্ন গৃহকে বিদ্ধ করিয়া যেমন বৃষ্টির জল পড়ে, তদ্রূপ
ভাবনা বিরহিত হেতু অভাবিত চিত্তকে কামরাগে বিশিষ্টরূপে বিদ্ধ করে ;

ন কেবলং রাগোব দোস মোহ মানাদয়ো সৰ্বকিলেসা তথাকপং চিন্তং অতিবিয় বিঙ্কস্তিয়েব। “সুভাবিতং”তি—সমথ-বিপন্ননা ভাবনাহি সুভাবিতং ; এবরুপং চিন্তং স্কুল্লগেহং বুট্ঠি বিয় রাগাদয়ো কিলেসা অতিবিঙ্কিতুং ন স্কোস্তী”তি ।

গাথা পরিয়োসানে বহু সোতাপত্তিকলাদীনি পাপুণিংসু । মহাজনজ সাথিকা দেসনা অহোসি ।

১৪ । অথ ভিক্ষু ধর্মসভায়ং কথং সমুট্ঠাপেসুং— “আবুসো, বুদ্ধা নাম অচ্ছরিয়া, জনপদকল্যাণীং নিম্মায় উক্খত্তিতো নামা-য়স্মা নন্দো সথারা দেবচ্ছরা আমিসং কত্তা বিনীতো”তি ।

সথা আগস্তা—“কায়নুথ ভিক্ষবে, এতরাহি কথায় সন্নিসিন্না”তি পুচ্ছিত্তা ইম্মায় নামাতি বুত্তে—“ন ভিক্ষবে, ইদানেব পুকেপেস ময়া মাতুগামেন পলোভেত্তা বিনীতো য়েবা”তি বত্তা অতীতং আহরি :—

কৈবল রাগ নহে, ঘেব, মোহ ও মানাদি সকল ক্লেশ তজ্রপ চিন্তকে অতীব বিদ্ধ করে। “সুভাবিত”—শমথ-বিদর্শন ভাবনাদ্বারা সুভাবিত ; সু-আক্লর গৃহকে বিদ্ধ করিয়া যেমন বৃষ্টির জল পড়িতে পারে না, তজ্রপ সুভাবিত চিন্তকে রাগাদি ক্লেশ অতি বিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না ।

গাথা অবসানে বহুলোক স্রোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল । সমবেত জনগণের পক্ষে ধর্মদেশনা গার্থক হইয়াছিল ।

১৪ । অনন্তর ভিক্ষুরা ধর্মসভায় কথা তুলিলেন— “বজ্জু, বুদ্ধের আশ্চর্যা ক্ষমতা, আয়ুস্মান্ নন্দ জনপদ কল্যাণীর জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, শাস্তা তাঁহাকে দেবাপরার প্রলোভন দেখাইয়া সংযত করিলেন ।”

ভগবান আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভিক্ষুগণ, কি কথার জন্ত তোমরা এখানে সমাসীন হইয়াছ ?” তাঁহারা তাঁহাদের আলোচনার বিষয় বলিলে তিনি কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, শুধু এখন নয়, পূর্বেও একে জ্ঞার প্রলোভন দেখাইয়া সংযত করিয়াছি ।” ইহা বলিয়া অতীতের কথা কহিলেন—

১৫। “অতীতে বারাগসিয়ং ব্রহ্মদন্তে রজ্জং কারেন্তে বারাগসিবাসি কপ্পটো নাম বাগিজো অহোসি। তৎকো গদ্রভো কুন্তভারং বহতি, একদিবসেন সন্তয়োজনানি গচ্ছতি। সো একস্মিং সময়ে গদ্রভ ভারকেহি সন্ধিং তকসিলং গম্বা যাব ভগুঙ্গ বিঙ্গজ্জনং গদ্রভং চরিতুং বিঙ্গজ্জেসি। অথঙ্গ সো গদ্রভো পরিথাপিঠে চরমানো একং গদ্রভিং দিম্বা উপসংকমি। সা তেন সন্ধিং পটিসম্বারং করোন্তি আহ—“কুতো আগতোসী”তি?”

“বারাগসিতো”তি।

“কেন কস্মেনা”তি ?

“বগিজ্জকস্মেনা”তি।

“কিন্তকং ভারং বহসী”তি ?

১৫। “পুরাকালে বারাগসীতে যখন ব্রহ্মদন্ত রাজা রাজ্য শাসন করিতেছিলেন তখন সে নগরে ‘কপ্পট’ নামে এক বগিক্ বাস করিত। তাহার এক গাধা ছিল। সে তাহার মাটির কলসী হাঁড়িকুঁড়ি বহিয়া নিয়া যাইত। গাধাটি একদিনে সাত যোজন যাইত। বগিক্ একদিন গাধার পিঠে মাল বোঝাই করিয়া দিয়া তক্ষশিলায় গেল। তথায় গিয়া মাল বিক্রী না হওয়া পর্যন্ত গাধাটিকে চরিত্বার জন্ত ছাড়িয়া দিল। অতঃপর গাধা পরিথা পার্শ্বে চরিতে চরিতে এক গাধী দেখিল। দেখিয়া সে তাহার কাছে গেল। গাধী তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলিল—

“কোথায় হইতে আসিয়াছ ?”

“বারাগসী হইতে।”

“কি কাজে আসা হইয়াছে ?”

“বাবসা উপলক্ষে।”

“কি বোঝা বহ গা ?”

“কুম্ভভারং”তি ।

“এত্তকং ভারং বহস্শো কতিয়োজনানি গচ্ছসী”তি ?

“সত্তয়োজনানী”তি ।”

“প্পতট্টানো কাচি তে পাদপরিকম্ম পিট্টিপারিকম্মকরা
অথী”তি ?

“নথী”তি ।”

“এবং সন্তে মহাদুস্খং নাম অনুভোসী”তি ।

১৬ । কিঞ্চাপি হি তিরচ্ছানগতানং পাদপরিকম্মাদিকারকো
নাম নথি, কামসংযোজনঘট্টনখং এবরুপং কথতি । সো তস্মা
কথায় উক্খতি । কল্পটোপি ভণ্ডং বিজ্জজ্জত্বা তস্ম সন্তিকং আগত্তা—
“এহি তাত, গমিঙ্গামা”তি আহ ।

“গচ্ছথ তুমহে, নাহং গমিঙ্গামী”তি ।

“ইাড়িকুঁড়ির বোঝাই ।

“এই ভার নিয়া কত বোজন যাও ?”

“সাত বোজন ।”

“যেখানে যাও সেখানে পা-পিটু টিপিকার কোন দরদী আছে কি ?”

“না ।”

“তাহা হইলে বড়ই কষ্ট পাইতে হয় !”

১৬ । তিষ্যক্ প্রাণীর আবার পাদসেবাদি করিকার কেহ থাকে না,
কাম-সন্তোগ ঘটাইবার জন্য একরুপ বলিতেছে । গাধা গাধীর কথা
কামাকুল চিন্ত হইল । কল্পট পণ্য বিক্রয় করিয়া তাহার কাছে আসিয়া
বলিল— “এস বাছা, এখন যাই ।”

“তুমি যাও, আমি যাব না ।”

অথ নং পুনপ্নুনং যাচিহ্না অনিচ্ছন্তঃ ‘ভায়েহ্না নং নেহ্নামী’তি
চিস্তেহ্না ইমং গাথমাহ :—

“পতোদং তে করিহ্নামি সোলসঙ্গুল কণ্টকং,
সঙ্ঘিন্দিহ্নামি তে কায়ং এবং জানাহ্নি গদ্রভা”তি ।

১৭ । তং স্তহ্না গদ্রভো— “এবং সন্তে অহম্পি তে কন্তকং
জানিহ্নামী”তি বহ্না ইমং গাথমাহ :—

“পতোদং মে করিহ্নাসি সোলসঙ্গুল কণ্টকং,
পুরতো পতির্ট্যহ্নিহ্নান উদ্ধরিহ্নান পচ্ছতো ;
দন্তং তে সাবয়িহ্নামি এবং জানাহ্নি কপ্পটা”তি ।

তং স্তহ্না বাণিজ্জো “কেন নুখো কারণেন এস এবং বদতী”তি
চিস্তেহ্না ইতো চিতো চ ওলোকেন্তো তং গদ্রভিং দিস্বা “ইম্মায়েস

অতঃপর তাহাকে বার বার বলিলেও যখন সে বাইতে রাজি হইল
না, তখন তাহাকে ‘ভয় দেখাইয়া নিয়া বাইব’ ভাবিয়া বলিল—

“ষোল আঙ্গুল কাঁটা দিয়্যে করব রে তোর পাচন বারি,
জানরে গাথা একপেতে লইব গো তোর চানড়া ছিঁড়ি ।”

১৭ । তাহা শুনিয়া গাথা বলিল— “তাহা যদি হয়, আমিও তোমার
কর্তব্য জানিব ।” এই বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিল—

“ষোল আঙ্গুলকাঁটা দিয়্যে পাচন আমার করবে ?
সামনের পায়ে ভর করিয়ে
পিছনের ছই পা উত্তোলিয়ে
ঝাড়ব তোমার দাঁত ক’পাটি এ’ কপ্পট, জান্বে ।”

তাহা শুনিয়া বেপারী ভাবিল— “কেন সে এমন বলিতেছে ?”
এদিক সেদিক দেখিতে দেখিতে সে গাধীকে দেখিতে পাইল । সে মনে

এবং সিদ্ধাপিতো ভবিষ্যতি, ‘এবরুপিং নাম তে গদ্রভিং আনে-
আমী”তি মাতুগামেন নং পলোভেহা নেআমী”তি ইমং গাথমাহ—

“চতুপ্পদিং সঙ্ঘমুখিং নারিং সৰ্বঙ্গ সোভিনিং,
ভরিয়ং তে আনয়িআমি এবং জানাহি গদ্রভা”তি ।

তং স্তুহা তুট্টচিত্তো গদ্রভো ইমং গাথমাহ—

“চতুপ্পদিং সঙ্ঘমুখিং নারিং সৰ্বঙ্গ সোভিনিং,
ভরিয়স্মে আনয়িআসি কপ্পট ভিয়ে্যা গমিআমি—
যোজ্ঞনানি চতুদ্দসা”তি ।

১৮ । অথ নং কপ্পটো—“তেন হি এহী”তি গহেহা সৰ্বকটানং
অগমাসি । সো কতিপাহচ্চয়েন তং আহ—“ননু মং তুমেহে ‘ভরিয়ন্তে
আনয়িআমী”তি অবোচুখা”তি ?

করিল—“এই গাধীই তাহাকে এগন বলিতে শিখাইয়া থাকিবে । সে
বুদ্ধি আঁটিল—‘তোমার জন্ত এইরূপ একটি গাধী আনিব’ এইরূপে জী-
লোভ দেখাইয়া তাহাকে নিয়া যাইব ।” এই ভাবিয়া এই গাথাটি বলিল—

“চার পেয়ে এক শঙ্ঘমুখী ফিট্‌ফিটে-গা বৌ চেয়ে,
এনে গাধা বে দিব তোমর জানিসরে তা’ আয় খেয়ে ।”

তাহা শুনিয়া গাধা সন্তুষ্ট চিত্তে এই গাথা বলিল—

“চার পেয়ে এক শঙ্ঘমুখী ফিট্‌ফিটে-গা বৌ চেয়ে,
এনে আমার বে দিবে, হাঁ! চল কপ্পট, যাই খেয়ে ;
যেতাম দাত যোজ্ঞন, এখন যাব চৌদ্দ যোজ্ঞন ।”

১৮ । অতঃপর কপ্পট তাহাকে বলিল—“তাহা হইলে আস ।” তাহাকে
নিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল । গাধা কিছুদিন পরে তাহাকে বলিল—
“তুমি না আমার জন্ত বৌ আনিবে বলিয়াছিলে ?”

“আম বুভং, নাহং অন্তনো কথং ভিন্দিআমি, ভরিয়ন্তে আনেআমি, বট্টং পন তুয়হং এককস্বেব দস্মামি, তুয়হং পন অন্তদুতিয়স্স পহোতু বা মা বা স্বমেব জানেয়্যাসি, উভিন্নং বো সংবাসমস্বায় পুত্তাপি জায়িস্সন্তি, তেহি বহুহি সন্ধিং তুয়হং তং পহোতু বা মা বা স্বমেব জানেয়্যাসী”তি । গদ্রভো তস্মিং কথেন্তে কথেন্তে য়েব অনপেক্ষো অহোসি ।

সখা ইমং দেসনং আহরিত্বা— “তদা ভিক্ষবে, গদ্রভী জনপদকল্যাণী অহোসি, গদ্রভো নন্দো, বানিজো অহমেব । এবং পুৰ্বেপেস ময়া মাতুগামেন পলোভেত্তা বিনীতো”তি জাতকং নিট্ঠা-পেসী”তি ।



“ই! বলিয়াছিলাম, আমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিব না, তোমার জন্ত বো আনিব, কিন্তু তোমাকে খোরাক দিব একজনের, ইহাতে তোমাদের কুলাইবে কি না তাহা তুমিই জানিবে । তোমাদের উভয়ের সংসর্গে ছেলে মেয়েও হবে, তাহাদের শুদ্ধ এতগুলির ঐ এক খোরাকে হইবে কি না তাহা তুমিই বুঝিবে ।” সে তাহা বলিতে বলিতেই গাধা বিয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করিল ।

ভগবান এই দেশনা আহরণ করিয়া কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, তখন গাধী ছিল জনপদকল্যাণী, গাধা নন্দ, বেপারী ছিলাম আমি । এইরূপে পূর্বেও আমি ইহাকে স্ত্রীর প্রলোভন দেখাইয়া সংঘত করিয়াছিলাম ।” এই বলিয়া জাতক শেষ করিলেন ।



চুন্দসূকরিক বণ্ডু । ১০

১ । “ইধ সোচতী”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেলবনে বিহরন্তো চুন্দসূকরিকং নাম আরবু কথেসি ।

সো কির পঞ্চপল্লাস বজ্জানি সূকরে বধিহা খাদন্তো চ বিক্কিণন্তো চ জীবিকং কল্পেসি । জাতকালে সকটেন বীহিং আদায় জনপদং গন্ত্বা নালিঘেনালিমভেন গামসূকরপোতকে কিণিহা সকটং পুরেহা আগন্ত্বা পচ্ছানিবেসনে বজ্জং বিয় একং ঠানং পরিচ্ছিন্দিহা তথেব তেসং নিবাপং রোপেহা তেস্তু নানাগছে চ সরী-মলঞ্চ খাদিহা বড্ডিতেস্ত । যং যং মাৰেতুকামো হোতি তং তং

শৌকরিক চুন্দের উপাখ্যান । ১০

১ । “ইহলোকে করে শোক” এই ধম্মদেশনা ভগবান বেণুবনে বাস করিবার সময় শৌকরিক চুন্দের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

চুন্দ পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ শূকর হত্যা করিয়া মাংস বিক্রয় করত জীবিকা নির্বাহ করিত । শূকরদের বাচ্চাদেওয়ার সময় সে গাড়ী করিয়া ধান লইয়া গ্রামে যাইত এবং সেসে দুইসের হিসাবে ধান দিয়া গ্রাম্য শূকরের ডানা কিনিয়া গাড়ী ভরিয়া লইয়া আসিত । বাড়ীর পিছনে একটা স্থান ঠিক করিয়া ব্রহ্মের মত করিয়া সে শূকরের ভক্ষ্য [কচু ইত্যাদি গাছ-গুল্ম] লাগাইয়া রাখিত । শূকর শাবকেরা তাহা ও মলমূত্র খাইয়া বাড়িয়া উঠিত । যেটা যেটা মারিতে তাহার ইচ্ছা হইত সেটা সেটা

আলাহনে নিচ্চলং বন্ধিত্বা সরীরমংসঙ্গ উদ্ধুমায়িত্বা বহলভাবথং চতুরঙ্গরমুগারেন পোথেত্বা বহলমংসো জাতোতি এত্বা মুখং বিব-
 রিত্বা অন্তরে দণ্ডকং দত্বা লোহথালিয়া পকট্ঠিতং উণেহাদকং
 মুখে আসিঞ্চতি ।

২ । তং কুচ্ছিং পবিসিত্বা পকট্ঠিতং করীসং আদায় অধো-
 ভাগেন নিচ্ছমতি । যাব থোকম্পি করীসং অথি তাব আবিলং
 হত্বা নিচ্ছমতি, স্ত্বে উদরে অচ্ছং অনাবিলং নিচ্ছমতি । অথস্ম
 অবসেসং উদকং পিট্ঠিয়ং আসিঞ্চতি । তং কালচস্মং উপ্পাটেত্বা
 গচ্ছতি । ততো তিগুঙ্কায় লোমানি ঝাপেত্বা তিণেহন অসিনা
 সীসং চিন্দতি । পগ্বরগকং লোহিতং ভাজনেন পটিগাহেত্বা মংসং
 লোহিতেন বডেচত্বা পচিত্বা পুন্ডদারমঞ্জে নিসিন্নো ঋদিত্বা সেসং
 বিক্টিগতি ।

শ্মশানে নিয়াগিয়া যাহাতে নড়িতে চড়িতে না পারে এমন ভাবে
 বাঁধিত । শরীরমাংস ফুলিয়া বৃদ্ধি পাইবার জন্ত চৌপাট মুণ্ডর দিয়া প্রহার
 করিত । মাংসের বৃদ্ধিভাব জানিয়া মুখ মেলিয়া মুখের ভিতরে এক খানা কাঠ
 লাগাইয়া দিত । উত্তপ্ত গরম জল লোহথালয় করিয়া মুখে ঢালিয়া দিত ।

২ । তাহা পেটের ভিতর গিয়া পরিপক মল সহ গুহপথে বাহির হইত ।
 পেটের সামান্য মল থাকিলেও জল মলিন হইয়া বাহির হইত, পেটের
 সব পরিপক হইয়া গেলে পরিষ্কার নিশ্চল জল বাহির হইত । অতঃপর
 অবশিষ্ট গরমজল পিঠে ঢালিয়া দিত । তাহাতে কালচস্ম উঠিয়া বাহিত ।
 তারপর খড়ের মশাল জালিয়া লোমগুলি পুড়িয়া ফেলিত । পোড়া হইলে
 ধারাল অস্ত্র দিয়া মাথা কাটিয়া ফেলিত । ধারা বহিয়া যে রক্ত পড়িতে
 থাকিত তাহা সে একটা পাত্রে ধরিয়া রাখিত । তাহা মাথাইয়া মাংস
 বাড়াইয়া লইত, কতক পাক করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া ভোজন করিত, বাকী
 যাহা বিক্রয় করিত ।

৩। তদ্ব ইমিনাব নিয়ামেন জীবিকং কল্পেত্ত্ব পঞ্চপল্পাস
বজ্জানি অতিকল্পানি, তথাগতে ধুরবিহারে বসন্তে একদিবসম্পি
পুক্ষুমুট্টিমন্তেন পূজা বা কটচ্ছুমত্তং ভিক্ষাদানং বা অপ্রঃ বা কিঞ্চি
পুপ্রঃ নাম নাহোসি। অথস্ম সরীরে রোগো উপ্পজ্জি, জীবন্ত-
স্মেব অবীচি মহানিরয়সন্তাপো উট্টহি। অবীচিসন্তাপো নাম
ষোজনসতে ঠহা ওলোকেত্ত্ব অস্বীনং ভিজ্জনসমখো পরিলাহো।
বুত্তম্পিচেতং—“সমন্তা যোজনসতং করিত্বা তিট্ঠতি সৰ্বদা”তি।
নাগসেনথেরেন পনস্ম পাকত্তিকঙ্গিসন্তাপতো অধিমত্ততায় অয়ং
উপমা বুত্তা—“যথা মহারাজ কূটাগারমন্তো পাসাগোপি নেরয়ি-
কঙ্গিমিহ খণেন বিলয়ং গচ্ছতি, নিকবত্ত সন্তা পনেথ কস্মবলেন
মাতুকুচ্ছিগতা বিয় ন বিলীয়ন্তী”তি।

৩। সে এভাবে জীবিকা নির্বাহ করিয়া পঞ্চাশ বৎসর কাটাইয়াছিল।
ভগবান তথাগত তাহার পথের ধারের বিহারে থাকিলেও সে কোন দিন
তাঁহাকে এক মুষ্টি পুষ্প দেয় নাই, এবং এক চামচ ভাত দান করে নাই,
কিংবা আর কিছু পুণ্যকাজ করে নাই। অনন্তর তাহার শরীরে রোগ
হইল। জীবিতাবস্থাতেই সে অবীচি মহানরকের জ্বালা অনুভব করিতে
লাগিল। অবীচি নরকের নাকি এমনি দাহিকা শক্তি, শতযোজন দূরে
থাকিয়া যদি কেহ ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে তাহার চক্ষু
জলিয়া যায়। ইহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“চারিদিকে শত যোজন বিস্তৃত
হইয়া ইহা সৰ্বদা অবস্থিত। নাপসেন স্থবির সাধারণ অগ্নি হইতে ইহার
তাপাধিক্য বুঝাইবার জন্ত এই উপমা দিরাছেন—“যথা, মহারাজ! কূটা-
গার প্রমাণ পায়ণ ও নৈরয়িক অগ্নিতে ক্ষণকাল মধ্যে বিলীন হয়, কিন্তু
ইহাতে জাত প্রাণী কৰ্ম্ববলে মাতৃ জঠরের স্থায় অবস্থান করে; বিলীন
হয় না।”

৪। তদ্ব তস্মিৎ সস্তাপে উপর্টিষ্ঠিতে কস্মসরিঙ্খকো আকারো উল্লজ্জি । গেহমঙ্ঘেয়েব সূকররবং রবিজ্জা জল্পুক্কেহি বিচরন্তো পুরথিমবন্ধুস্পি পচ্ছিমবন্ধুস্পি গচ্ছতি । অথজ্জ গেহমানুসকা তং দলহং গহেহ্বা মুখং পিদহন্তি । কস্মবিপাকো নাম ন সকা কেনচি পটিবাহিতুং । সো বিরবতেব, সমস্তা সন্তত্ত্ব ঘরেসু মনুস্সা নিদ্রং ন লভন্তি । মরণভয়েন তজ্জিত্তজ্জ তদ্ব বহি নিঙ্খমনং বারেতুং সবেষা গেহপরিজনো যথা অস্তো ঠিতো বিচরিতুং ন সঙ্কোতি, তথা গহেহ্বা ধারানি থকেহ্বা বহি গেহং পরিবারেহ্বা রঙ্খন্তো অচ্ছতি ।

৫। ইতরো অস্তো গেহেয়েব নিরয়সস্তাপেন বিরবন্তো ইতো চিতো চ বিচরতি । এবং সত্তদিবসানি বিচরিহ্বা সত্তমে দিবসে

৪। সেই সস্তাপ উপস্থিত হইলে তাহার কস্মীভূরূপ আকার উৎপন্ন হইল। সে বাড়ীর মধ্যেই শূকরের খায় রব করিয়া হাঁটুতে হামাণ্ডি দিয়া পূর্ক পশ্চিমে যাতায়াত করিতে লাগিল। বাড়ীর লোকেরা শব্দ করিয়া মুখ বাঁধিয়া দিল [যাহাতে শব্দ না হইতে পারে]। কস্মের বিপাক কেহ রোধ করিতে পারে না। সে শূকরের খায় শব্দ করিতেই লাগিল। তাহার শব্দে চারিদিকে সাত বাড়ীর লোক ঘুমাইতে পারিত না। সে মরণ ভয়ে ভীত হইয়াছিল। গৃহপরিজনেরা সে যাহাতে বাহিরে আসিতে ও শব্দ করিতে না পারে, সে ভাবে তাহাকে ঘরের মাঝে পুরিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের চারিদিক ঘিরিয়া চৌকী দিতে লাগিল।

৫। সে ঘরের মাঝেই নরকের সস্তাপে তপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। একপে সাতদিন বিচরণ করার পর সপ্তম দিবসে

কালং কহ্মা অবীচি মহানিরয়ে নিব্বত্তি । অবীচিমহানিরয়ো দেবদূতসুত্তেন্তেন বপ্পেত্তব্বো । ভিক্ষু তস্মৈ ঘরদ্বারেণ গচ্ছন্তা তং সদং স্তহ্মা সূকরসদ্বোতি সপ্রিণনো হহ্মা বিহারং গন্তা সথু সস্তিকে নিসিন্না এবমাহংসু— “ভন্তে, চুন্দসূকরিকস্ম গেষদ্বারং পিদহিহ্মা সূকরানং মারিয়মানানং অস্স সত্তমো দিবসো, গেহে কাচি মঙ্গলকিরিয়া ভবিস্সতি মশ্রে । এত্তকে নাম ভন্তে, সূকরে মারেত্তস্ম একম্পি মেত্তচিত্তং বা কারুণ্ণং বা নথি, ন বত এবরুপো কস্সলো ফরুসো সত্তো দিট্টপুৰো”তি ।

৬ । সথা— “ন ভিক্ষবে, সো ইমে সত্তদিবসে সূকরে মারেতি, কস্মসরিস্সকং পনস্ম বিপাকং উদপাদি, জীবন্তস্মেব অবীচি মহানিরয়সন্তাপো উপট্টাসি । সো তেন সন্তাপেন সত্তদিবসানি সূকররবং রবন্তো অস্তোনিবেসনে বিচরিহ্মা অস্স কালং কহ্মা

প্রাণত্যাগ করিয়া অবীচি মহানরকে জন্মগ্রহণ করিল । অবীচি মহানিরয় ‘দেবদূত স্ত্রোক্ত’ অনুসারে বর্ণিতব্য । ভিক্ষুগণ তাহার ঘরের ছয়ার দিয়া যাইতে তাহার সেই শব্দকে শূকর-শব্দ মনে করিয়া বিহারে গিয়া ভগবানের নিকট বসিয়া কহিলেন— “ভন্তে, আজ সাতদিন যাবৎ শূকর ওয়ালা চুন্দ ঘরের ছয়ার বাঁধিয়া শূকর মারিতেই আছে ; তাহার বাড়ীতে বোধ হয় কোন মঙ্গল উৎসব আছে । ভন্তে, এতগুলি শূকর মারিতেছে তবু তাহার একটুও মৈত্রী চিন্তা বা করুণার সঞ্চার হইল না ! এমনতর কঠোর, নির্ধূর লোক ত আর কখনও দেখি নাই !”

৬ । ভগবান কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, সে সাতদিন ধরিয়া শূকর মারে নাই । তাহার কস্মানুরূপ অবস্থা হইয়াছে, জীবিতাবস্থাতেই অবীচি মহানরকের সন্তাপ অনুভব করিয়াছে । সে সেই সন্তাপের দ্বারা সাতদিন যাবৎ শূকরের ছায় শব্দ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজ মরিয়া

অবীচিমিহ্ নিব্বত্তো”তি বহ্বা—

“ভন্তে, ইধ লোকে এবং সোচিত্তা পুন গত্ত্বা সোচনট্টা-
নেয়েব নিব্বত্তো ?”তি বুন্তে—

“আম ভিক্ষবে, পমত্তো নাম গহট্টো বা হোতু পব্বজিতো
বা উভয়থ সোচতি য়েবা”তি বহ্বা ইমং গাথমাহ :—

“ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উভয়থ সোচতি,

“সো সোচতি সো বিহঞতি দিস্বা কস্মকিলিট্টমত্তনো”তি । ১৫

৭ । তথ “পাপকারী”তি—নানপ্পকারয় পাপকস্ময় কারকো
পুগলো—‘অকতং বত মে কল্যাণং, কতং পাপং’তি একংসেনেব
মরণসময়ে ইধ সোচতি, ইদময় কস্মসোচনং । বিপাকং অনুভোন্তো

অবীচি নরকে জন্ম নিয়াছে ।”

ভিক্ষুরা বলিলেন—“ভন্তে, ইহলোকে সে এত অনুশোচনা করিয়া
আবার গিয়া অনুশোচনার স্থানেই জন্ম লইল ?”

“হাঁ ভিক্ষুগণ, যে প্রমত্ত সে গৃহস্থই হউক আর প্রব্রজিতই হউক
উভয় স্থানেই শোক করে ।” ইহা বলিয়া ভগবান এই গাথাটি বলিলেন—

“ইহলোকে করে শোক, শোক পরলোকে,

পাপকারী করে শোক এ’উভয় লোকে ;

কলুষিত কস্মই সে দেখি আপনার,

করে শোক, হত হয়, [করে হাহাকার] । ১৫

৭ । তথায় “পাপকারী”—নানা প্রকার পাপকস্মকারী ব্যক্তি—‘কল্যাণ
কস্ম করি নাই, পাপ কস্ম করিয়াছি’ বলিয়া একান্তই মরণ-সময়ে ইহলোকে
শোক করে, ইহা তাহার কস্মশোচনা । পরে পাপকস্মের বিপাক অনুভব

পন পেচ্চ সোচতি, ইদমন্ম পরলোকে বিপাকসোচনং । এবং
সো উভয়থ সোচতি য়েব । তেনেব কারণে জীবমানো য়েব
সো চুন্দসুকরিকোপি “দিস্সা কস্মকিলিট্ঠং”তি—অন্তনো কিলিট্ঠকস্মং
পঞ্জিহা সোচতি, নানপ্পকারকং বিলপন্তো বিহঞত্তী,তি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেহুং । মহাজনন্ম
সাপ্পিকা দেসনা জাতাতি ।



করিতে করিতে শোক করে, ইহা তাহার পরলোকে বিপাক শোচনা । এই-
রূপে সে উভয় স্থানেই শোক করে । সেই কারণে শৌকরিক চুন্দও
জীবন্ত থাকিতেই “কলুষিত কস্ম দেপি”— আপনার কলুষিত কস্ম দেপিহা
শোক করিতেছে, নানা প্রকার বিলাপ করিতে করিতে ছঃখ পাইতেছে ।

গাথা অবসানে অনেকে স্রোতাপনাদি হইল । দেশনা জনগণের
সার্থক হইয়াছিল ।



ধর্মিক উপাসকস্ব বন্ধু । ১১

১ । “ইধ মাদতী”তি ইমং ধর্মদেসনং সখা জ্ঞেতবনে বিহ-
রন্তো ধর্মিকং উপাসকং আরত্ব কথেসি ।

সাবন্ধিং কির পঞ্চসতা ধর্মিকউপাসকা নাম অহেসুং ।
তেসু একেকস্ব পঞ্চ পঞ্চ উপাসক সতানি পরিবারা । যো
তেসং জেটঠকো তস্ব সন্ত পুত্রা সন্ত ধীতরো । তেসু একেকস্ব একেকা
সলাকয়াগু সলাকভত্তং পক্ষিকভত্তং নবচন্দভত্তং বর্ষাবাসিকং ।

ধর্মিক উপাসকের উপাখ্যান । ১১

১ । “ইহ লোকে প্রমোদিত হয়” ভগবান জ্ঞেতবনে বাস করিবার
সময় ধর্মিক উপাসকের কথা প্রসঙ্গে এই ধর্মদেশনা কহিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীতে পাঁচশত ধর্মিক উপাসক ছিলেন । তাঁহাদের প্রত্যেকের
অবার পাঁচশত পাঁচশত উপাসক লইয়া এক একটি দল ছিল । তাঁহাদের
মধ্যে বিনি প্রধান, তাঁহার সাতপুত্র ও সাতকণা । তাহাদের প্রত্যেকের
এক এক বার পালায়ক্রমে যাগু, পালায়ক্রমে ভাত, পাক্ষিক ভাত,
[নুতন চন্দ্র উদিত হইলে] নবচন্দ্র ভাত ও বর্ষাবাসিক ভাত দিত ।

তেপি সবেব অনুজাতপুত্রা নাম অহেসুং । ইতি চুদসন্নং
পুত্রানং ভরিয়ায় উপাসকস্মাতি সোলস সলাকয়াণ্ড আদীন
পবভন্তি । ইতি সো সপুত্রদারো সীলবা কল্যাণধম্মো দানসংবি-
ভাগরতো অহোসি ।

২ । অথঙ্গ অপরভাগে রোগো উপঞ্জি, আয়ুসস্মারো পরি-
হায়ি । সো ধম্মং সোতুকামো অর্ট বা সোলস বা ভিক্কু পেসে-
থাতি সথুসন্তিকং পহিণি । সথা পেসেসি । তে গত্তা তঙ্গ মঞ্চং
পরিবারেত্তা পঞ্জন্তেসু আসনেসু নিসিন্না । “ভন্তে, অয়্যানং মে
দঙ্গনং দুন্নভং ভবিঙ্গতি, দুব্বলোমিহ, একং মে স্তত্তং সঙ্খায়থা”তি
বুত্তে—

“কত্তরং স্তত্তং সোতুকামো উপাসকা”তি ?

“সব্ববুদ্ধানং অবিজ্জহিতং সতিপট্টান স্তত্তং”তি বুত্তে—

তাহারা সকলেই অনুজাত পুত্র [বাপ্কা বেটা] হইয়াছিল । উপাসকের
নিজের, স্ত্রীর ও ছেলে মেয়ে চৌদ্দটির দান লইয়া ষোলটি পালাভুক্তনে-
বাণ্ডদান ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইত । এইরূপে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণ সহ তিনি
শীলবান, কল্যাণধর্ম ও দাননিরত হইয়াছিলেন ।

২ । অনন্তর এক সময় তাঁহার রোগ হইল, আয়ু ফুরাইয়া আদিল ।
তিনি ধর্ম গুণিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভগবানের নিকট আটজন কি
ষোলজন ভিক্কু চাহিয়া পাঠাইলেন । ভগবান ভিক্কু পাঠাইলেন । তাঁহার
গিয়া তাঁহার মঞ্চ ঘিরিয়া প্রদত্ত আসনে বসিলেন ।

উপাসক বলিলেন— “ভন্তে, আপনাদের দর্শন আমার পক্ষে দুন্নভ
হইবে, দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি, একটি স্ত্র পাঠ করিয়া আমাকে গুনান ।”

“কোন্ স্ত্র গুণিতে ইচ্ছা করেন উপাসক ?”

“সকল বুকের অপরিহার্য্য ‘সতিপট্টান’ স্ত্র ।”

বুভে “একায়নো অয়ং ভিক্ষবে, মঙ্গো সতানং বিস্কিয়া”তি স্তবন্তং পট্টপেশং ।

৩ । তস্মিং খণে ছহি দেবলোকেহি সর্বালঙ্কারপতিমণ্ডিতা সহস্রসিন্ধবযুতা দিয়ডয়োজনসতিকা ছ রথা আগমিংসু । তেসু ঠিতা দেবতা আমহাকং দেবলোকং নেস্মাম অমহাকং দেবলোকং নেস্মামাতি — “অন্তো, মন্তিকভাজনং ভিন্দিত্বা সুবল্লাভাজনং গণহন্তো বিয় অমহাকং দেবলোকে অভিরমিতুং ইধ নিব্বভাহী”তি বদিংসু । উপাসকো ধম্মসবণন্তুরায়ং অনিচ্ছন্তো—“আগমেথ, আগমেথা”তি আহ । ভিক্ষু ‘অমেহ বারেতী’তি সংঞায় তুণ্ণিহ অহেসুং । অথস্স পুত্তধীতরো— “অমহাকং পিতা ধম্মসবণেন অতিন্তো অহোসি, ইদানি পন ভিক্ষু পক্কোসাপেত্বা সঙ্ঘায়ং কারেত্বা সয়মেব বারেতি । মরণস্স অভায়ন্তো

ভিক্ষুরা— “এই এক অয়ন ভিক্ষুগণ, এই এক মার্গ, সত্ত্বদিগের বিস্কন্ধির” ইত্যাদি বলিয়া ‘সতিপট্টান’ সূত্রান্ত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

৩ । সে সময় ছয় দেবলোক হইতে সর্বালঙ্কার-প্রতিমণ্ডিত, সহস্র অক্ষয়ুত, দেড়শত যোজন প্রমাণ ছয় খানি রথ আসিল । রথে স্থিত থাকিয়া দেবতারা নিজ নিজ দেবলোকে নিয়া যাইবার জন্ত তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন । তাঁহারা কহিলেন— “ওহে, মাটির পাত্র ভাঙ্গিয়া সোণার পাত্র গ্রহণের ছায় আমাদের দেবলোক উপভোগ করিতে এখানে আস ।” উপাসক ধর্মশ্রবণ কালীন তাঁহাদের এভাবে বাধা দেওয়া পছন্দ না করিয়া কহিলেন— “আপনারা এখন অপেক্ষা করুন, এখন অপেক্ষা করুন ।” ভিক্ষুরা “আমাদিগকে বারণ করা হইতেছে” এই মনে করিয়া নীরব হইলেন । তাঁহার পুত্রকন্তারা এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল— “আমাদের পিতা ধর্ম শ্রবণ করিয়া কোন দিন তৃপ্তি হয় নাই [অর্থাৎ ধর্ম যত শুনিতেন, তত শুনিবার ইচ্ছা করিতেন], এখন ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া সূত্র পাঠে প্রবৃত্ত করাইয়া আবার নিজেই বারণ করিতেছেন, মরণকে ভয় করে না

নাম নখী”তি বিরবিংসু । ভিক্ষু ইদানি অনোকাসোতি উট্টায় পক্কমিংসু ।

৪ । উপাসকো থোকং বীতিনামেহা সতিং লভিত্বা পুত্তে পুচ্ছি— “কস্মা কন্দথা”তি ?

“তাত, তুম্হে ভিক্ষু পক্কোসাপেহা ধম্মং স্তুগন্তো সয়মেব বারয়িত্থ, অথ ময়ং মরণম্ অভায়নকসন্তো নাম নখী”তি কন্দিমহা”তি ।

“অয়্যা পন কুহিং”তি ?

“অনোকাসোতি উট্টয়াসনা পক্কস্তা”তি ।

“তাতা, নাহং অয়ে্যেহি সন্ধিং কথেমী”তি ।

“অথ কেন সন্ধিং কথেসি তাতা”তি ?

“ছহি দেবলোকেহি দেবতা ছ রথে অলঙ্করিত্বা আদায় আকাসে ঠত্বা ‘অমহাকং দেবলোকে অভিরম, অমহাকং দেবলোকে

এমন কেহই নাই ।” ভিক্ষুগণ অসময় মনে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন ।

৫ । উপাসক অলক্ষণ পরে সজাগ হইয়া ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন—
‘তামরা কাঁদিতেছ কেন ?’

“বাবা, আপনি ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া ধর্ম্ম শুনিতে শুনিতে নিজেই আবার তাহাদিগকে বারণ করিলেন, মরণকে ভয় করে না এমন কেহ নাই, এই মনে করিয়া আমরা কাঁদিতেছি ।”

“আর্থ্যেরা কোথায় ?”

“অসময় বুঝিয়া তাঁহার উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন ।”

“বাবারা, আমি ত আর্থ্যদের সঙ্গে কথা কহি নাই !”

“তবে বাবা, কাহার সঙ্গে কহিয়াছেন ?”

“ছয় দেবলোক হইতে অলঙ্কৃত ছয়খানি রথে দেবতারা আসিয়া আকাশে থাকিয়া ‘আমাদের দেবলোকে অভিরমিত হও, আমাদের দেবলোকে

অভিরমা”তি সদং করোন্তি, তাহি সন্ধিং কথেমী”তি ।

“কুহিং তাত, রথা, ন ময়ং পজ্জামা”তি বুভে—

“অথি পন ময়হং গম্বিতানি পুফ্ফানী”তি ?

“অথি তাতা”তি ।

“কতর দেবলোকো রমণীয়ো”তি ?

“সব্ববোধিসত্তানং বুদ্ধমাতাপিতুল্লঞ্চ বসিত্তর্ট্যানং তুসিতভবনং
বমণীয়ং তাতা”তি ।

“তেনহি ‘তুসিতভবনতো আগতরথে লগ্গতু’তি পুফ্ফদামং
থিপথা”তি ।

৫ । তে থিপিংসু । তং রথধুরে লগ্গিত্বা আকাসে ওলম্বি ।
মহাজ্জনো তদেব পস্সতি, রথং ন পস্সতি ।

উপাসকো—“পস্সথেষং পুফ্ফদামং”তি বত্তা—

অভিরমিত হও ।’ এই বলিয়া শব্দ করিতেছেন, তাহাদের সঙ্গে কহিয়াছি ।”

“রথ কোথায় বাবা, আমরা ত দেখিতেছি না !”

“আমার জন্ত ফুলের মালা গাঁথিয়াছিলে, তাহা আছে ?”

“আছে বাবা !”

“কোন দেবলোক রমণীয় ?”

“বাবা, তুমিত দেবলোকই সুন্দর, সেখানে সকল বোধিসত্ত্ব আর
বোধিসত্ত্বের পিতামাতা বাস করেন ।”

তাহা হইলে ‘তুমিত স্বর্গ হইতে যেই রথ আসিয়াছে তাহাতে লগ্ন
হউক’ এই বলিয়া ফুলের মালা ছোড় ।”

৫ । তাহার ছাড়িল । মালা রথের চাকায় লাগিয়া আকাশে ঝলিতে
লাগিল । সমবেত লোকেরা মালাটিই দেখিতে পাইল, রথ দেখিতে পাইল না ।

উপাসক জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমরা ফুলের মালা দেখিতেছ কি ?”

“আম পঞ্জামা”তি বুভে—

“এতং তুসিতভবনতো আগতরথে ওলম্বতি, অহং তুসিতভবনং গচ্ছামি, তুমেহ মা চিন্তয়িথ, মমসন্তিকে নিব্বন্তিতুকামা হুত্বা ময়া কতনিয়ামেনেব পুত্রগানি কেরোথা”তি বহ্না কালং কহ্না রথে পতিট্টাসি । তাবদেবম্ন তিগাবুতপ্পমাণো সট্টিসকটভারালঙ্কার পতিমণ্ডিতো অন্তভাবো নিব্বন্তি । অচ্ছরা সহস্রং পরিবারেসি, পঞ্চ-বীসতি যোজনিকং কনকবিমানং পাতুরহোসি ।

৬ । তে ভিক্ষু বিহারং অনুপ্লভে সথা পুচ্ছি—“সুতা ভিক্ষবে, উপাসকেন ধর্মদেশনা”তি ?

“আম ভন্তে, অন্তরায়েব পন আগমেথাতি বারেসি । অথম্ন পুন্তধীতরো কন্দিংসু । ময়ং ইদানি অনোকাসোতি

“ইা দেখিতেছি ।”

“ইহা তুষিত ভবন হইতে যেই রথ আসিরাছে, তাহাতেই ঝুলিতেছে, আমি তুষিত ভবনে যাইব, তোমরা চিন্তা করিও না। তোমরা আমার নিকট উৎপন্ন হইবার সঙ্কল্প করিয়া আমি যেই ভাবে পুণ্যকার্য্য সমূহ করিয়াছি সেই ভাবে পুণ্যকার্য্য করিতে থাক ।” উপাসক এই বলিয়া কাল প্রাপ্ত হইলেন এবং তুষিত দেবলোকের রথে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । তখনই তাহার ষাট গাড়ীর বোঝাই অলঙ্কারে প্রতিমণ্ডিত ত্রি-গবুতি প্রমাণ শরীর উৎপন্ন হইল । তিনি সহস্র অপ্সরা পরিবৃত হইলেন । তাহার জন্ত পঁচিশ যোজন প্রমাণ এক কনক বিমান প্রাহুভূত হইল ।

৬ । এদিকে ভিক্ষুগণ, বিহারে প্রত্যাবর্তন করিলে শান্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভিক্ষুগণ, উপাসক ধর্মদেশনা শুনিয়াছে ত ?”

“ইা ভন্তে, শুনিয়াছেন কিন্তু শুনিতে শুনিতে মান্থানে ‘আপনারা অপেক্ষা করুন’ বলিয়া বারণ করিলেন । তারপর তাহার ছেলে-মেয়েরা কাঁদিতে লাগিল । আমরা তখন অসময় বুঝিয়া

উর্টায়াসনা নিষ্কল্লা”তি ।

“ন সো ভিক্ষবে, তুম্হেহি সন্ধিঃ কথেসি, ছহি পন দেব-
লোকেহি দেবতা ছ রথে অলঙ্করিত্বা আহরিত্বা তং উপাসকং
পক্কোসিংসু, সো ধম্মদেশনায় অন্তরায়ং অনিচ্ছন্তো তেহি সন্ধিঃ
কথেসী”তি ।

“এবং ভন্তে”তি ?

“এবং ভিক্ষবে”তি ।

“ইদানি ভন্তে, সো কুহিং নিব্বত্তো”তি ?

“তুসিত ভবনে ভিক্ষবে”তি ।

“ভন্তে, ইদানি ইধ এণাতিমজ্জে মোদমানো বিচবিত্বা
ইদানেব গল্লা পুন মোদনর্টানে য়েব নিব্বত্তো”তি ?

“আম ভিক্ষবে, অপ্রমত্তা হি গহর্ট্যা বা পব্বজিতা বা সব্বথ

আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছি ।”

“ভিক্ষুগণ, সে তোমাদের সঙ্গে কথা কহে নাই । ছয় দেবলোক
হইতে দেবতারা ছয়খানি রথ সাজাইয়া নিয়া আসিয়াছে, তাঁহারা উপা-
সককে ডাকিতেছিল, সে ধর্মদেশনায় দাধা দেওয়া পছন্দ না করিয়া দেব-
তাদের সঙ্গেই কথা কহিয়াছিল ।”

“তাই নাকি ভন্তে ?”

“তাই ভিক্ষুগণ !”

“ভন্তে, এখন তিনি কোথায় জন্মিলেন ?”

“তুসিত ভবনে ভিক্ষুগণ !”

“এখনি ভন্তে, জাতিগণ মাঝে আমাদের সহিত থাকিয়া, আবার
এখনি গিয়া পুনঃ আমোদ স্থানেই জন্মিলেন ?”

“হঁা ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্তেরা গৃহস্থই হউক বা ভিক্ষুই হউক সবস্থানেই

মোদন্তি য়েবা”তি বহ্না ইমং গাথমাহ :—

“ইধ মোদতি পেচ মোদতি কতপুত্রো উভয়থ মোদতি,
সো মোদতি সো পমোদতি দিস্বা কস্মবিস্তুদ্ধিমত্তনো”তি । ১৬

৭। তথ “কতপুত্রো”তি—নানপ্লকারজ কুসলজ কারকো পুগলো, ‘অকতং বত মে পাপং কতং কল্যাণং’তি ইধ কস্ম-মোদনেন পেচ বিপাক মোদনেন মোদতি, এবং উভয়থ মোদতি নাম ।

“কস্মবিস্তুদ্ধিঃ”তি—ধর্মিক উপাসকোপি অন্তনো কস্মবিস্তুদ্ধিঃ পুত্রকস্ম সম্পত্তিং দিস্বা কালকিরিয়তো পুবে ইহলোকেপি মোদতি,

তাহারা আমোদিত হয়। এই বলিয়া এই গাথাটি কহিলেন—

“ইহলোকে পরলোকে কৃতপুণ্য জন,
উভয় লোকেতে হয় প্রমোদিত মন ।
বিস্তুদ্ধি দেখিয়া নিজ কর্ম অতিশয়;
আমোদিত হয় রে সে প্রমোদিত হয় ।” ১৬

৭। তথায় “কৃতপুণ্য”—নানাপ্রকার কুশল কর্মের কারক । কৃতপুণ্য ব্যক্তি ‘আমি পাপ করি ~~না~~ পুণ্যই করিয়াছি’ বলিয়া ইহলোকে কর্মের আনন্দ এবং পরলোকে পুণ্যকর্মের ফলভোগের আনন্দ পায়; এইরূপে সে উভয়ত্র আনন্দিত হয়

“কস্ম-বিস্তুদ্ধিঃ”—ধর্মিক উপাসক আপনার কর্ম-বিস্তুদ্ধি পুণ্য-কর্ম সম্পত্তি দেখিয়া মৃত্যুর পূর্বে ইহলোকে আনন্দিত হইয়াছে,

কালং কল্প ইদানি পরলোকেপি অতিমোদতি য়েবাতি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেন্সং, মহাজনজ
সাপ্তিকা ধম্মদেসনা জাতাতি ।



মৃত্যুর পর এখন পরলোকেও স্বর্ভীব আনন্দ পাইতেছে ।

গাথা অবসানে বহুলোক স্রোতাপন্ন ইত্যাদি হইয়াছিলেন, দেশনা
জনগণের সার্থক হইয়াছিল ।



দেবদত্তস্য বধু । ১২

১ । “ইধ তপ্ততী”তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহ-
রন্তো দেবদত্তং আরত্তু কথেসি ।

দেবদত্তস্য বধু পব্বজিতকালতো পট্টায় যাব পঠবিপ্লবেসনা
দেবদত্তং আরত্তু ভাসিতানি সৰ্বানি জাতকানি বিখারেত্ত্বা কথি-
তং, অয়ং পনেথ সংখেপো । সখরি অনুপিয়ং নাম মল্লানং
নিগমো তং নিম্মায় অনুপিয়ম্ববনে বিহরন্তে য়েব তথাগতম্ লক্ষণ-
পটিগাহণ দিবসে য়েব অসীতি সহম্মেহি এণাতিকুলেহি রাজা বা
হোতু বুদ্ধো বা, খত্তিয়পরিবারোব বিচরিম্মতীতি অসীতি সহম্মপুত্তা
পটিপ্রণাতা । তেসু য়েভুয়োন পব্বজিতেসু ভদ্বিয় রাজানং

দেবদত্তের উপাখ্যান । ১২

১ । “ইহ লোকে পায় তাপ” এই ধম্মদেশনা ভগবান জেতবনে বাস
করিবার সময় দেবদত্তের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।
দেবদত্তের প্রব্রজ্যাকাল হইতে পৃথিবী প্রবেশ পর্য্যন্ত তাহার জীবনের
ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে বর্ণিত সমস্ত জাতক বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে ।
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই— অনুপ্রিয় ছিল মল্লদের নগর । ভগবান
সেই অনুপ্রিয় নগর আশ্রয় করিয়া অনুপ্রিয় আশ্রম বনে বাস করিতেছিলেন ।
তথাগতের জন্মের পর তাঁহার শরীর-লক্ষণ বিচারের দিন তাঁহার আশি
হাজার জাতির চিন্তা করিলেন— “ইনি রাজা হউন অথবা বুদ্ধই হউন,
ক্ষত্রিয় পরিবৃত্ত হইয়াই বিচরণ করিবেন ।” এই চিন্তা করিয়া তাঁহাদের
আশি হাজার ক্ষত্রিয় কুমার দিবার প্রস্তাব করিলেন । যথা সময়ে সেই
ক্ষত্রিয় কুমারদের অনেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন । কিন্তু ভদ্বিয় রাজাদের মধ্যে

অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভণ্ড, কিষ্কিন্দ, দেবদত্তস্বয়ম্ ইমে ছ সন্ধে অপক্ক-
জন্তে দিস্বা “ময়ং অন্তনো পুত্তে পব্বাজ্জেম, ইমে ছ সন্ধা ন
এগাতকা মপ্পে, তস্সা ন পব্বজন্তী”তি কথং সমুর্ট্ঠাপেসুং ।

২ । অথ খো মহানাংমো সন্ধো অনুরুদ্ধং উপসক্কমিত্তা—
“তাত, অমহাকং কুলে পব্বজিত্তো নথি, ঙ্গ বা পব্বজ অহং বা
পব্বজিঙ্গামী”তি আহ ।

সো পন সুকুমালো হোতি সম্পন্নভোগো, নথীতি বচনম্পি
তেন ন সুতপুৰ্ব্বং । এক দিবসং হি তেসু ছসু ষড়্ভিয়েসু গুল-
কীলং কীলন্তেসু অনুরুদ্ধো পূবেন পরাজিত্তো, পূবথায় পহিণি ।
অথস্স মাতা পূবে সজেজ্জহা পহিণি । তে খাদিহা পুন কীলিংসু ।

অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভণ্ড, কিষ্কিন্দ ও দেবদত্ত এই ছয়জন শাক্যপুত্র তখনও
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নাই । তাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছেন না দেখিয়া
লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল— “আমরা আপন পুত্রদের প্রব্রজ্যা
দিয়া দিলাম, এই ছয়জন শাক্য-ত দেখিতেছি এখনও প্রব্রজ্যা নিল না,
বোধ হয় তাহারা বৃদ্ধের জ্ঞাতি নয় ।”

২ । অনন্তর মহানাম শাক্য অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—
“ভাই, আমাদের কুলের মধ্যে কেহই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে নাই ; তর
ভূমি প্রব্রজ্যা নাও, না হয় আমি নিই ।”

অনুরুদ্ধ ভিলেন সুকোমল, ভোগ বিলাসী । ‘নাই’ এই শব্দও কোন
দিন শুনে নাই । এক দিবস তাঁহাদের ছয় ক্ষত্রিয়ের মধ্যে গুটুখেলা
হইতেছিল । খেলার সময় অনুরুদ্ধ পিঠার দ্বারা দাজ্জী রাখিল, সে পরাজয়
হইলে পিঠা খাওয়াইবে । খেলা করিতে করিতে অনুরুদ্ধের পরাজয় হইল ।
তিনি পিঠার জন্ত পাঠাইয়া দিলেন । তাঁহার মাতা পিঠা সাঁজাইয়া
পাঠাইলেন । তাঁহারা তাহা খাইয়া পুনরায় খেলিতে আরম্ভ করিলেন ।

পুনঃপুনঃ তন্মৈব পরাজয়ো হোতি । মাতা পনন্স পহিতে তিস্কন্তুং
পূবে পহিণিত্বা চতুথে বারে পূবং নথীতি পহিণি । সো নথীতি
বচনন্স অস্তুতপুঙ্কভা “এসাপেকা পূববিকতি ভবিম্বতী”তি মপ্রমাণো
“নথিপূবং মে আহরথা”তি পেসেসি ।

৩ । মাতা পনন্স “নথিপূবং পন অয়ে, দেথা”তি বুভে
“মম পুন্তেন নথীতি পদং ন স্তুতপুঙ্কং, ইমিনা পন উপায়েন
এতমথং জানাপেয়ামী”তি তুচ্ছং স্তবঙ্গপাতিং অপ্রায় স্তবঙ্গপাতিয়া
পটিকুঞ্জিত্বা পেসেসি । নগর পরিগ্গাহিকা দেবতা চিস্তেস্তুং
“অনুরুদ্ধসক্কেন অন্তভার কালে অভনো ভাগভত্তং উপরিট্টপচেক
বুদ্ধন্স দত্তা ‘নথীতি মে বচনন্স সবণং মা হোতুতি, ভোজমুপ্ততিয়া

বার বার তাঁহারই পরাজয় । তিনিও পুনঃপুনঃ মাতার নিকট পিঠার জন্ত
প্রেরণ করিলেন । মাতাও নাকি তিনবার পাঠাইয়া, চতুর্থ বারে পিঠা
নাই বলিয়াই ফিরাইয়া দিলেন । সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল ‘পিঠা নাই ।’
তিনি যে ‘নাই’ শব্দ কোন দিন শুনে নাই, তাই তাহাও একপ্রকার
পিঠা বিশেষ মনে করিলেন । তাহাকে পুনরায় এই বলিয়া পাঠাইয়া
দিলেন— “যাও, আমার জন্ত ‘নাইপিঠা’ নিয়া আস ।”

৩ । সেও বাইয়া বলিল— “আর্ঘ্যে, ‘নাইপিঠা’ দেন ।” অনুরুদ্ধের
মাতা এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন— “আমার ছেলে ‘নাই’ শব্দ কোন
দিন শুনে নাই, তাহাকে এই উপায়ে ‘নাই’ শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দিব”
এই চিন্তা করিয়া, শূন্য এক সোণার ভাজন অথবা এক সোণার ভাজনের
দ্বারা চাকিয়া পাঠাইয়া দিলেন । তখন নগর রক্ষক দেবতা চিন্তা করি-
লেন— “অনুরুদ্ধ শাক্য পূর্ক্কন্মে অন্তভার নাম ধারণ করিয়া যখন জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন নিজের অংশের ভাত উপরিট্ট নামক ‘পচেক’
বুদ্ধকে দান দিয়াছিলেন । দান দিয়া এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—
‘কখনও ‘নাই’ শব্দ যেন আমি না শুনি, আর আহার উৎপন্নের

জ্ঞাননং মা হোতু'তি পথনা কতা; সচায়ং তুচ্ছপাতিং পশ্মিঙ্গতি
দেবসমাগমং পবিসিতুং ন লভিঙ্গাম; সীসম্পি নো সন্তধা ফলেয়্যাতি ।

৪ । অথ নং পাতিং দিবরপূবেহি পুঞ্জং অকংস্ত । তজ্জা গুল-
মণ্ডলে ঠপেত্বা উপ্বাটিত মন্তায় পূবগন্ধো সকল নগরে ছাদেত্বা
ঠিতো, পূবখণ্ডং মুখে ঠপিতমন্তমেব সন্ত রসহরণীসহস্রানি অমু-
করি । সো চিন্তেসি—“নাহং মাতু পিয়ো, এত্তকং মে কালাং
ইমং নথিপূবং নাম ন পচি । ইতো পট্টায় অঞ্জং পূবং নাম
ন খাদিঙ্গামী”তি । গেহং গঙ্ঘাপি মাতরং পুচ্ছি—“অস্ম, তুমহাকং
অহং পিয়ো অঙ্গিয়ো”তি ?

“তাত, একস্মিনো অস্মি বিয় চ হৃদয়ং বিয় চ অতিপিয়ো
মে”তি ।

কারণং যেন আমাকে জ্ঞানিতে না হয় ।” তিনি যদি এই শূন্য পাত্র দেখেন,
তাহা হইলে আমি আর দেব সমাগমে প্রবেশ করিতে পারিব না; মাথাও
আমার সাতভাগে ফাটিয়া যাইবে ।”

৪ । অতঃপর দেবতা সেই পাত্রটি দিব্য পিঠায় পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন ।
পাত্রটি গুল-মণ্ডলে রাখিয়া ঢাকনি উন্টাইবামাত্রই পিঠার স্রুগন্ধে সমস্ত
নগর স্রুগন্ধময় হইল । পিঠাখণ্ড মুখে দেওয়া মাত্রই সাতহাজার রস-
হরণীতে বিস্তার লাভ করিল । তখন অনুরুদ্ধ চিন্তা করিলেন—“আমি
মাতার প্রিয় নহি, এতদিন যাবৎ আমার জন্য এই ‘নাইপিঠা’ পাক
করে নাই । এই হইতে আমি আর অন্য পিঠা খাইব না ।” তিনি
গৃহে বাইয়াও মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা, আমি কি তোমার প্রিয়,
না অপ্রিয় ?”

“বাবা, একচক্ষু বিশিষ্ট লোকের পক্ষে তাহার একচক্ষু যেমন প্রিয়,
হৃদয় যেমন প্রিয়, সেইরূপ তুমিও আমার অতি প্রিয় ।”

“অথ কন্যা এতরুং কালং ময়হং নথিপূবং ন পচিথ
অন্যা”তি ?

সঃ চুরুপর্টাকং পুচ্ছি— “অথি কিঞ্চি পাতিয়ং তাতা”তি ?

“পরিপুত্রা অয়ে, পাতি পূবেহি, এবরুপং পূবং নাম মে
ন দির্টপুব্বং”তি ।

সঃ চিন্তেসি— “ময়হং পুত্রো পুত্রবা কতাভিনীহারো ভবি-
অতি, দেবতাহি পাতিং পূরেহা পূবা পহিতা ভবিন্তী”তি ।

অথ নং পুত্রো— “অন্য, ইতো পর্টায়াহং অপ্রং পূবং
নাম ন খাদিঙ্গামি, নথিপূবমেব পচেয়্যাসী”তি ।

৫ । সাপিঙ্গ ততো পর্টায় “পূবং খাদিতুকামোগ্হী”তি বুভে
তুচ্ছপাতিমেব অপ্রায় পাতিয়া পটিকুঞ্জিত্বা পেসেতি ।

“তাহা হইলে কেন মা, এতদিন যাবৎ তুমি আমার জন্য এই
‘নাইপিঠা’ পাক কর নাই ?”

তিনি সেই ছোট চাকরটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “বাবা, পাত্রে
কিছু ছিল কি ?

“আর্য্যে, পাত্র পিঠায় পরিপূর্ণ ছিল, এমন পিঠা আমি পূর্বে
দেখি নাই ।”

ইহা শুনিয়া তিনি চিন্তা করিলেন— “আমার ছেলে পুণ্যবান, পূর্ব-
রূত প্রার্থনা থাকিতে পারে, বোধ হয় দেবতারাই পাত্র পূর্ণ করিয়া পিঠা
পাঠাইয়া থাকিবেন ।”

অতঃপর অম্বরুদ্ধ মাতাকে কহিলেন— “মা, এই হইতে আমি আর
অন্য পিঠা খাইব না ; এই ‘নাইপিঠা’ই আমার জন্ম পাক করিও ।”

৫ । সেই হইতে অম্বরুদ্ধ পিঠা খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনিও
এক শূত্র পাত্র অত্র এক পাত্রের দ্বারা ঢাকিয়া পাঠাইয়া দিতেন ।

যাব অগারমন্ডে বসি ভাবস্ব দেবতা দিবসপূবে পহিণিংসু । সো
এতকম্পি অজানন্তোব পব্বজ্জং নাম কিং জানিঅতি, তস্মা
“কা এসা পব্বজ্জা নামা”তি ভাতরং পুচ্ছিহা “ওহারিত কেস-
মঙ্গুনা কাসাব নিবথেন কচ্ছথরকে বা বিদলমঞ্চকে বা নিপ-
জ্জিহা পিণ্ডায় চরন্তেন বিহাতবং, এসা পব্বজ্জা নামা”তি বুদ্ধে—

“ভাতিক, অহং সুকুমালো, নাহং সন্ধিঅামি পব্বজ্জিতুং”
তি আহ ।

“তেনহি ভাত, কস্মন্তং উগহেহা ঘরাবাসং বস, ন হি সকা
অমেহসু একেন অপব্বজ্জিতুং”তি ।

অথ নং—“কো এস কস্মন্তো নামা ?”তি পুচ্ছি ।

ভত্তুট্টানট্টানম্পি অজানন্তো কুলপুত্তো কস্মন্তং নাম কিং
জানিঅতি ?

অনুরুদ্ধ যতদিন গৃহবাসে ছিলেন ততদিন দেবতা তাঁহার অল্প দিব্য পিঠা
পাঠাইয়াছিলেন । তিনি এতদূরও জানেন না, প্রব্রজ্যার বিষয় আর কি
জানিবেন ! তাই ভ্রাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই প্রব্রজ্যা কি ?”
ততত্তরে তিনি বলিলেন—“চুল ও গোঁপদাড়ী ছেদন করিতে হয়, কাষায়
বস্ত্র পরিধান করিতে হয়, কাষ্ঠান্তরণে অথবা বেত্রমঞ্চে শুইতে হয়, পিণ্ডা-
চরণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়, এই হইল প্রব্রজ্যা ।”

তিনি এইরূপ বলিলে অনুরুদ্ধ কহিলেন—“দাদা, আমি সুকোমল,
আমি প্রব্রজ্যা নিতে পারিব না ।”

“তাহা হইলে তাই, কাজকর্ম্ম শিখিয়া গৃহবাসে থাক, আমাদের
একজনও প্রব্রজ্যা না নিয়া পারিব না ।”

অতঃপর অনুরুদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই কাজকর্ম্ম কেমন ?”

যেই কুলপুত্র ভাত উৎপন্নের স্থানও জানেন না, তিনি আবার কাজ-
কর্ম্মের বিষয় কি জানিবেন ?

৬। একদিবসং হি তিগ্নং খন্ডিয়ানং কথা উদপাদি—“ভক্তং নাম কুহিং উর্টহতী”তি ?

কিঞ্চিলো আহ—“কোর্টকে উর্টহতী”তি ।

অথ নং ভদ্বিয়ো—“ভং ভক্তুর্টানর্টানং ন জানাসি, ভক্তং নাম উঞ্চলিয়ং উর্টহতী”তি আহ ।

অনুরুদ্ধো—তুমেহি ছেপি ন জানাথ, ভক্তং নাম বতন মকুলায় স্তবগ্নপাতিয়ং উর্টহতী”তি আহ ।

তেস্ত কির কিঞ্চিলো এক দিবসং কোর্টকতো বীহিং ওতরিয়মানে দিস্বা ‘এতে কোর্টকেব জাতা’তি সপ্রিঃ অহোসি । ভদ্বিয়ো একদিবসং উঞ্চলিতো ভক্তং বডিয়মানং দিস্বা ‘উঞ্চলিয়শ্রেব উগ্নমন্তি’ সপ্রিঃ অহোসি । অনুরুদ্ধেন পন নেব বীহিং কোর্টেস্তা,

৬। এক দিবস তিন ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কথা উত্থাপিত হইল—“ভাত কোথায় উৎপন্ন হয় ?”

“কিঞ্চিল কহিলেন—“গোলায় উৎপন্ন হয় ।”

ভদ্বিয় কহিলেন—“তুমি-ত ভাত উৎপন্নের স্থান জান না, ভাত উৎপন্ন হয় পাত্রে ।”

অনুরুদ্ধ কহিলেন—“তোমরা চই জনেই জ্ঞান না, ভাত উৎপন্ন হয় রক্ত মুকুল সদৃশ সোণার খালায় ।”

ঐহাদের মধ্যে কিঞ্চিল একদিন দেখিয়াছিলেন— গোলা হইতে ধান পাড়িতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন— ইহা গোলা-তেই উৎপন্ন হইয়াছে ।’ ভদ্বিয় একদিন দেখিয়াছিলেন— পাতিল হইতে ভাত ঢালিয়া লইতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন— ‘ভাত পাতীলাতেই উৎপন্ন হয় । অনুরুদ্ধ কিঞ্চি ধান ভানিতে.

ন ভক্তং পচন্তা, ন বডেচন্তা দির্ঘপুষ্কা, বডেচহা পন পুরতো
ঠপিতমেব পশ্নতি; সো 'ভুঞ্জিতুকামকালে ভক্তং পাতিয়ং
উর্টহতীতি সপ্রমকাসি ।'

৭। এবং তয়োপি ভতুর্টানট্টানং ন জানন্তি। তেনায়ং
কো এস কশ্মন্তো নামাতি পুচ্ছিত্বা পঠমং খেত্তং কসাপেত-
ব্বন্তি। আদিকং সংবচ্ছরে সংবচ্ছরে কত্তব্বকিচ্চং সূহা “কদা
কশ্মন্তানং অন্তো পপ্রণায়িত্তি, কদা ময়ং অল্পোপ্পুঙ্কো ভোগে
ভুঞ্জিআমা”তি বহা কশ্মন্তানং অপরিয়ন্ততায় অস্মাতায় “তেন হি
ত্প্রেষব ঘরাবাসং বস, ন ময়হং এতেনথো”তি মাতরং
উপসংকমিত্বা “অনুজানাহি অস্ম মং পব্বজিআমী”তি বহা
তায় তিস্কহুং পটিস্কিপিত্বা “সচে তে সহায়কো ভদীয় রাজা

ভাত রাধিতে অথবা ভাত ঢালিতে কোনদিন দেখেন নাই; কেবল
দেখিয়াছেন—ভাত ঢালিয়া সম্মুখে স্থাপন মাত্রই, ইহাতে তিনি মনে
করিলেন—‘ভোজনের ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে, ভাত পাত্রে উৎপন্ন হয়।’

৭। এইরূপ তিন জনেই ভাত উৎপন্নের কারণ জানেন না। তাই
অনুরুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কাজকর্ম কেমন?’ তদন্তরে ‘প্রথম ক্ষেত্র
কর্ষণ করিতে হইবে’ ইত্যাদিরূপে বৎসরে বৎসরে কর্তব্য কর্মের কথা
উনিয়া কহিলেন—“কখন এইসব কাজের অন্ত দেখা যাইবে? আর
কখন বা আমরা কাজ হইতে অবসর লাভ করিয়া সুখে ভোগ সম্পত্তি
পরিভোগ করিব।” এই বলিয়া কশ্মান্তের অদমাশ্চি ও অক্ষয়তা ভাব
দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভাইকে বলিলেন—“তাহা হইলে আপনিই ঘরে থাকুন,
আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই।” এই বলিয়া তিনি মাতার নিকট
উপস্থিত হইয়া কহিলেন—“মা, অমুমতি দাও, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।”
মাতা তিনবার অস্বীকার করিয়া অবশেষে কহিলেন—“তোমার বন্ধু ভদ্রিয় রাজা

পবনজিহ্বতি তেন সন্ধিং পবনজাহ্নী”তি বৃশ্চে তং উপসংকমিত্বা “মম
খো সন্ম পবনজ্জা তব পটিবন্ধা”তি বজ্রা তং নানপ্লকারেহি সপ্তগাপেহা
সত্তমে দিবসে অন্তনা সন্ধিং পবনজনথার্য পটিপ্রং গণিহ্ন ।

৮ । ততো ভদ্রিয়ো সাক্যরাজা অমুরুদ্ধো, আনন্দো, ভণ্ড, কিশ্বিলো, দেবদত্তোতি ইমে ছ খতিয়া উপালিকপ্লকসত্তমা দেবা
বিয় দিবকসম্পত্তিঃ সত্তাহং অমুভবিত্বা উয়্যানং গচ্ছন্তা বিয়
চতুরঙ্গিণিয়া সেনায় নিষ্কমিত্বা পরবিসয়ং পত্তা রাজাগায়
সেনং নিবত্তেহা পরবিসয়ং ওকমিংসু । তথ ছ খতিয়া অন্তনো
অন্তনো আভরণানি ওমুধিত্বা ভণ্ডিকং কত্তা “হন্দ ভনে উপালি
নিবত্তসু, অলং তে এত্তকং জীবিকায়্যা”তি তস্ম অদংসু ।

সদি প্রব্রজিত হয়, তবে তাহার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিও !”
মাতা এইরূপ বলিলে তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—
“বন্ধু, আমার প্রব্রজ্যা তোমার সহিত প্রতিবদ্ধ” এই বলিয়া তাঁহাকে
নানা প্রকারে বুঝাইয়া সপ্তম দিবসে তাঁহার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্ত
প্রতিজ্ঞা করাইলেন ।

৮ । তৎপর শাক্যরাজ-কুলের ভদ্রিয়, অমুরুদ্ধ, আনন্দ, ভণ্ড, কিশ্বিল
ও দেবদত্ত এই ছয় ক্ষত্রিয় এবং নাপিতপুত্র উপালি সহ এই সাতজন
সপ্তাহ কাল দেবতার ন্যায় দিব্য সম্পত্তি অনুভব করিলেন । সপ্তম
দিবসে উদ্যানে ষাণ্ডয়ার ত্রায় চতুরঙ্গিনী সেনার সহিত বাহির হইলেন ।
তাঁহারা অপন্নরাজ্য সম্ভ্রান্ত হইলে সত্ত্রগণকে নিবৃত্ত করিয়া পররাজ্যে
প্রস্থান করিলেন । তথায় ছয় ক্ষত্রিয় আপন আপন আভরণ সমূহ
খুলিয়া লইয়া পুটলি বাঁধিলেন এবং তাহা উপালিকে দিয়া কহিলেন—
“ওহে উপালি, তুমি বিরত হও, ইহাতেই তোমার জীবিকার জন্ত যথেষ্ট হইবে।”

মো তেসং পাদমুলে পবট্টেয়া পরিদেবিয়া আংগ অতিক্রমিতুং অসক্কোত্তো উট্টায় নিবস্খি । তেসং দ্বিধা জাতকালে বনং আরোদনপ্লভং বিয় পঠবী কল্পমানাকারপ্লভা বিয় অহোসি । উপালি খোকং নিবস্খি “চণ্ডা খো সাকিয়া, ‘ইমিনি কুমারা নিপ্পাতিতা’তি যাতেয়্যাম্পি মং, ইমে ই নাম সাক্যকুমারা এবরুপং সম্পত্তিং পছায় ইমানি অনগ্গানি আভরণানি খেলপিণ্ডং বিয় ছেডেত্ত্বা পবজ্জিহ্মন্তি, কিমঙ্গপনাহং”তি ভণ্ডিকং ওমুঞ্চিহ্মা তানি আভরণানি রুঙ্খে লগ্গেহ্মা “অথিকা গণহন্তু”তি বহ্মা তেসং সস্তিকং গন্ত্বা তেহি “কস্মা ন নিবভোসী”তি পুট্টেয়া তমংগং আরোচেসি ।

এই কথা শুনিয়া উপালি তাঁহাদের পায়ের উপর পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের আদেশ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিয়া নিবৃত্ত হইলেন । তাঁহাদের বিদায় কালীন বন যেন রোদম করিতেছে, পৃথিবী যেন কম্পিত হইতেছে এইরূপ মনে হইল । উপালি অল্পক্ষণ নিবৃত্ত থাকিয়া চিন্তা করিলেন— “শাক্যগণ উগ্র, হয়তঃ তাঁহারা ইহাও মনে করিতে পারেন— ‘ইহাৱারা কুমারগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ।’ এই মনে করিয়া আমাকে বধও করিতে পারেন । এই শাক্য-কুমারেরা যদি এমনতর সম্পত্তি ত্যাগ করিতে পারেন, আর এই সমস্ত বহুমূল্য আভরণ সমূহ খুথুর গ্রায় ছাড়িয়া প্রব্রজিত হইতে পারেন, আমার আর কথাই বা কি !” এই মনে করিয়া পুটলি খুলিয়া “যাহাদের প্রয়োজন তাহার গ্রহণ করুক” এই বলিয়া আভরণ সমূহ বৃক্ষে লাগাইয়া রাখিলেন । অতঃপর তিনি যাইয়া তাঁহাদের সহিত একত্রিত হইলেন । তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন— “কি হে, ফিরিয়া আসিলে যে ?” এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই বিষয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন ।

৯। অথ নং তে আদায় সখু সন্তিকং গস্তা “ময়ং ভন্তে, সাকিয়া নাম মাননিঙ্গিতা, অয়ং অমহাকং দীঘরত্তং পরিচারকো, ইমং পঠমতরং পব্বাজেথ, ময়মঙ্গ পঠমতরং অভিবাদনাদীনি করি-
আম ; এবং নো মানো নিস্মানয়িঙ্গতী”তি বহ্বা তং পঠমতরং পব্বা-
জেহ্বা পচ্ছা সয়ং পব্বজিঙ্গু ।

১০। তেহু আয়স্মা ভদিস্সো তেনেব অন্তরবজ্জেন তেবিজ্জো
অহোসি ; আয়স্মা অনুরুদ্ধো দিব্বচক্ষুকো হহ্বা পচ্ছা মহাপুরিস
বিতক্কসুত্তং সূত্বা অরহত্তং পাপুণি, আয়স্মা আনন্দো সোতাপত্তি
ফলে পতিট্ঠহি ; ভগুথেরো চ কিম্বিলথেরো চ অপরভাগে বিপঙ্গনং
বডেত্বা অরহত্তং পাপুণিঙ্গু, দেবদত্তো পোথু জ্জনিকং ইঙ্কিং পত্তো ।

৯। অতঃপর তাঁহারা উপালিকে লইয়া ভগবান সমীপে উপস্থিত
হইলেন। বাইয়া ভগবানকে কহিলেন— “ভন্তে, আমরা শাক্য মাত্রই
অভিমानी, এ আমাদের বহুদিনের পরিচারক, প্রথমতর ইহাকে প্রব্রজ্যা
প্রদান করুন, আমরা প্রথমেই ইহাকে অভিবাদনাদি করিব; এইরূপ হই-
লেই আমাদের অভিমান ধ্বংস হইবে।” এই বলিয়া প্রথমতর তাঁহাকে
প্রব্রজ্যা দেওয়াইয়া পরে নিজেরা প্রব্রজিত হইলেন।

১০। তাঁহাদের মধ্যে আয়ুস্মান ভদ্রিয় সেই বর্ষাবাসের মধ্যেই ত্রিবিঘ্না
লাতী হইলেন; আয়ুস্মান অনুরুদ্ধ দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া পরে ‘মহাপুরুষ
বিতর্ক সূত্র’ গুনিয়া অর্হত্ত লাভ করিলেন; আয়ুস্মান আনন্দ সোতাপত্তি
ফল লাভ করিলেন; অত্র সময় ভগু স্ববির ও কিম্বিল স্ববির বিদর্শন
ভাবনা বর্জিত করিয়া অর্হত্ত লাভ করিলেন; দেবদত্ত পৃথগ্জন ঋদ্ধি
পাইলেন।

১১। অপরভাগে সখরি কোসশ্বিয়ং বিহরন্তে সসাবক-
সঙ্ঘস্ত তথাগতস্ত মহন্তো লাভসঙ্কারো নিব্বত্তি—বথভেসজ্জাদি-
হথা মনুস্সা বিহারং পবিসিত্তা “কুহিং সথা, কুহিং সারিপুত্তথেরো,
কুহিং মোঙ্গল্লানথেরো, কুহিং মহাকল্পথেরো, কুহিং ভদ্বিয়থেরো,
কুহিং অনুরুদ্ধথেরো, কুহিং আনন্দথেরো, কুহিং ভগুথেরো, কুহিং
কিম্বিলথেরো”তি অসীতি মহাসাবকানং নিসিন্নট্টানং ওলোকেহা
বিচরন্তি । “দেবদত্তথেরো কুহিং নিসিন্নো বা ঠিত্তো বা”তি
বত্তাপি নপ্পি । সো চিন্তেসি—“অহং এতেহি সন্ধিং য়েব পব্বজিত্তো,
এতেপি খত্তিয়পব্বজিত্তা, অহম্পি খত্তিয়পব্বজিত্তো, লাভসঙ্কারহথা
মনুস্সা এতে পরিয়েসন্তি, মম নামং গহেতাপি নথি ; কেন নুখো
সন্ধিং একত্তো হহা কং পসাদেহা মম লাভসঙ্কারং নিব্বত্তেয়্যন্তি ।”

১১। অনন্তর ভগবান যখন কৌশলিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন
ভগবান ও তাঁহার শ্রাবক সংঘের মহা লাভ সংকার উৎপন্ন হইয়াছিল ।
লোকেরা বস্ত্র-ভৈষজ্যাদি হস্তে বিহারে যাইতেন । তাঁহারা বিহারে প্রবেশ
করিয়া— “ভগবান কোথায়, শারিপুত্র স্ববির কোথায়, মোদগল্যান্ন স্ববির
কোথায়, মহাকল্প স্ববির কোথায়, ভদ্বিয় স্ববির কোথায়, অনুরুদ্ধ স্ববির
কোথায়, আনন্দ স্ববির কোথায়, ভগু স্ববির কোথায়, কিম্বিল স্ববির কোথায় ?”
এইরূপ বলিতে বলিতে অশীতি মহাশ্রাবক দিগের বাসস্থান সমূহ দেখিতে
দেখিতে বিচরণ করিতেন । “দেবদত্ত স্ববির কোথায় উপবিষ্ট বা স্থিত ”
এই কথা বলিবারও কেহ ছিল না । তিনি চিন্তা করিলেন— “আমি ইহাদের
সঙ্গেই প্রব্রজিত হইয়াছি ; ইহারাও ক্ষত্রিয় প্রব্রজিত, আমিও ক্ষত্রিয় প্রব্র-
জিত । মনুষ্যেরা দানীয় বস্তু হাতে করিয়া ইহাদিগকে তালাস কয়ে,
আমার নাম মুখে লইবারও কেহ নাই ; আমি কাহার সহিত একত্র হইয়া,
কাহাকে সন্দেহ করিয়া আমার লাভ সংকার উৎপাদন করি ।”

১২। অথঙ্গ এতদহোসি— “অয়ং খো রাজ্জা বিম্বিসারো পঠম
দাঁজনেবে একাদসহি নহুতেহি সন্ধিং সোতাপত্তিকলে পতিট্ঠিতো, ন
সন্ধা এত্তেন সন্ধিং একতো ভবিতুং। কোসলরশ্রেণ চ সন্ধিং
ন সন্ধা। অয়ং খো পন রশ্রেণ পুত্তো অজাতসত্তু কুমারো কঙ্গচি
শুণদোসে ন জানাতি, এত্তেন সন্ধিং একতো ভবিম্মামী”তি।

১৩। সো কোসম্বিতো রাজগহং গম্বা কুমারবল্লং অভিনিম্মি-
ণিত্বা চত্তারো আসিবিসে চতুস্স হত্থপাদেস্সু, একং গীবায় পিলক্কিত্বা,
একং সীসে চুম্বটকং কত্ত্বা, একং একংসং করিত্বা ইমায় অহি-
মেখলায় আকাসতো ওরুযহ অজাতসত্তুস্স উচ্ছজে নিসীদিত্বা
তেন ভীতেন “কোসি ত্বং”তি বুত্তে “অহং দেবদত্তো”তি বত্তা
তস্স ভয়বিনোদনথায় তং অন্তভাবং পটিসংহরিত্বা সজ্জাটিপত্ত-
চীবরধরো পুরতো ঠত্ত্বা তং পসাদেত্ত্বা লাভসঙ্কারং নিব্বত্তেসি।

১২। অতঃপর তিনি এই চিন্তা করিলেন— “এই বিম্বিসার রাজা
ভগবানের প্রথম দর্শনেই এগার অযুত লোকের সহিত শোতাপত্তি ফল
লাভ করিয়াছেন, ইনি সহিত মিলিতে পারিব না। কোশলরাজের সহিতও
পারিব না। এই রাজপুত্র কুমার অজাতশত্রু কাহারও দোষগুণ সম্বন্ধে
জানেন না, তাঁহার সহিত একত্র হইব।”

১৩। এই মনে করিয়া দেবদত্ত কৌশম্বি হইতে রাজগৃহে গমন করি-
লেন। তথায় যাইয়া কুমার-বর্ণ ধারণ করিলেন, চারিটি বিষধর সর্প চারি
হস্ত-পদে ও একটি গ্রীবাতে বেষ্ঠন করিলেন, একটি মস্তকে পাগড়ীর ত্রায়
বেষ্ঠন করিলেন, একটি শরীরে একাংশ করিলেন। এইরূপে তিনি সর্পের
দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আকাশ পথে গমন করতঃ অজাতশত্রুর কোলের উপর
গিয়া বসিলেন। অজাতশত্রু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “আপনি কে?”
“আমি দেবদত্ত” এই বলিয়া তাঁহার ভয়বিনোদনের জন্ম সেই বেশ পরিবর্তন
করিয়া সংঘটিত পাত্র চীবর ধারী ভিক্ষুরূপে কুমারের পুরোভাগে স্থিত হইলেন।
এইরূপে তাঁহাকে প্রসাদিত করিয়া লাভ সংকার উৎপাদন করাইলেন।

সো লাভসক্কারাভিভূতো “অহং ভিক্ষুসঙ্ঘং পরিহরিষ্যামি”তি পাপকং
 চিন্তং উপ্পাদেহা সহ চিন্তুপ্পাদেন ইন্ধিতো পরিহায়িত্বা সখারং
 বেলুবনবিহারে সরাজিকায় পরিসায় ধম্মং দেসেন্তুং বন্দিত্বা
 উট্টায়াসনা অঞ্জলিং পগয়্হ— “ভগবা ভন্তে, এতরহি জিণ্ণো বুদ্ধো
 মহল্লকো অপ্পোঅুঙ্কো দিট্টধম্মসুখবিহারং অনুযুজ্জতু, অহং ভিক্ষু-
 সঙ্ঘং পরিহরিষ্যামি, নীয়াদেথ মে ভিক্ষুসঙ্ঘং”তি বত্তা সখারা
 খেলাসিকাবাদেন অপসাদেহা পটিক্ষিত্তো অনত্তমনো ইমং পঠমং
 তথাগতে আঘাতং বন্ধিত্বা পক্কমি ।

১৪ । অথস্ম ভগবা রাজগৃহে পকাসনীয়কস্মং
 কারেসি । সো “পরিচ্ছত্তোদানি অহং সমণেন গোতমেন,

দেবদত্ত লাভ সংকার দ্বারা অভিভূত হইয়া চিন্তা করিলেন— “আমি
 ভিক্ষুসংঘ পরিচালনা করিব ।” এই পাপ-চিন্তা উৎপাদনের সঙ্গে
 সঙ্গেই তাঁহার ঋদ্ধি পরিহীন হইল । অনন্তর একদিবস ভগবান
 বেণুবন বিহারে পৃথগ্জন পরিষদের মধ্যে বসিয়া ধর্ম দেশনা করিতে-
 ছিলেন । সেই ধর্মদেশনার সময় দেবদত্ত ভগবানকে বন্দনা করিয়া
 আসন হইতে উঠিলেন এবং অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া কহিলেন— “তন্তু ভগবন্,
 আপনি এখন জীর্ণ, বৃদ্ধ ও বয়সান্বিত্য হইয়াছেন ; এই হইতে আপনি
 নিরিবিলি চিন্তে অবশিষ্ট জীবন সুখে বাস করুন, আমি ভিক্ষুসংঘ পরি-
 চালনা করিব, ভিক্ষুসংঘের ভার আমাকে প্রদান করুন । ভগবান তাঁহাকে
 শ্রেয় বাক্যে তিরস্কার করিয়া তাঁহার কথা প্রতিক্ষেপ করিলেন । দেবদত্ত
 তিরস্কৃত হইয়া দুঃখিত মনে ভগবানের প্রতি এই প্রথম শত্রুতা পোষণ
 করিয়া প্রস্থান করিলেন ।

১৪ । অতঃপর ভগবান রাজগৃহে তাঁহাকে ‘প্রকাশনীয়’ নামক দণ্ডকর্ম প্রদান
 করিলেন । তিনি ভাবিলেন— “শ্রমণ গোতম আমাকে পরিত্যাগ করিলেন,

ইদানিঅ অনথং করিআমী”তি অজাতসত্ত্বং উপসংকমিত্বা আহ--“পুৰ্বে
খো কুমার, মনুজ্জা দীঘায়ুকা, এতরহি অল্পায়ুকা, ঠানং খো পনেতং
বিজ্জতি ষং ত্বং কুমারোব সমানো কালং করেয়্যাসি, তেন হি ত্বং
কুমার পিতরং হস্ত্বা রাজা হোহি, অহং ভগবন্তং হস্ত্বা বুদ্ধো ভবি-
আমী”তি বহ্না তস্মিং রজ্জে পতিট্ঠিতে তথাগতম্ বধায় পুরিসে
পয়োজ্জেন্না তেহু সোতাপত্তিকলং পহ্না নিবন্তেহু সয়ং গিঞ্জকূটং অভি-
রুহিত্বা “অহমেব সমণং গোতমং জীবিতা বোরোপেআমী”তি সিলং
পবিজ্জিত্বা রুধিরুপ্পাদকম্মং কহ্না ইমিনাপি উপায়েন মারেতুং
অসক্কোন্তো পুন নালাগিরিং বিঅজ্জাপেসি । তস্মিং আগচ্ছন্তে
আনন্দথেরো অন্তনো জীবিতং সথু পরিচ্ছজিত্বা পুরতো অট্ঠাসি ।

এখন তাঁহার অনর্থ করিব ।” এই চিন্তা করিয়া দেবদত্ত অজাতশত্রুর
নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন— “কুমার, পূর্বে ছিল মানুষের
দীর্ঘায়ু, এখন হইয়াছে অল্পায়ু, হয়তঃ এমন কোন কারণও বিদ্যমান থাকিতে
পারে, যে হেতু নাকি আপনার কুমার অবস্থাতেই মৃত্যু ঘটিতে পারে ।
তাই বলিতেছি কুমার, আপনার পিতাকে বধ করিয়া আপনি রাজা
হউন, আর আমি বুদ্ধকে হত্যা করিয়া বুদ্ধ হইব ।” অজাতশত্রু
রাজা হওয়ার পর তথাগতকে বধ করিবার জন্ত দেবদত্ত কয়েকজন লোক
নিযুক্ত করিলেন । তাঁহারা সকলেই স্রোতাপত্তিকল প্রাপ্ত হইয়া সেই হত্যা
কাণ্ড হইতে বিরত হইলেন । দেবদত্ত “আমিই শ্রমণ গোতমের জীবন
নাশ করিব” এই মনে করিয়া স্বয়ং গৃধ্রকূট পর্বতে আরোহণ পূর্বক শিলা
নিষ্ক্রেপ করিলেন । [শিলার ক্ষুদ্র কণার আঘাতে] ভগবানের পা হইতে
[একবিন্দু] রক্ত বিগলিত হইল । এই উপায়েও বুদ্ধকে বধ করিতে না
পারিয়া পুনরায় নালাগিরি হস্তী ছাড়িয়া দেওয়াইলেন । হস্তী আসিবার
কালীন আনন্দ স্থবির নিজের জীবন বুদ্ধের জন্ত বিসর্জন দিয়া বুদ্ধের
পুরোভাগে স্থিত হইলেন ।

১৫। সখা নাগং দমেত্রা নগরা নিষ্কমিত্বা বিহারং আগস্তা
 অনেকসহস্ৰেহি উপাসকেহি অভিহট মহাদানং পরিভুক্তিত্বা তস্মি
 দিবসে সন্নিপতিতানং অষ্ঠারসকোটিসম্ভাতানং রাজগৃহবাসীনাং আনু-
 পূর্বিকথং কথিত্বা চতুরাসীতিয়া পাণসহস্রানং ধম্মাভিসময়ে জাতে,
 “অহো, মহাগুণো আয়স্মা আনন্দো তথাক্রমে নাম হস্থিনাগে
 আগচ্ছন্তে অন্তনো জীবিতং পরিচজিত্বা সখু পুরতো অষ্ঠাসী”তি
 খেরস্স গুণকথং স্ত্বত্বা “ন ভিক্ষবে, ইদানেব পুবেবপেস মমথায়
 জীবিতং পরিচজিয়েবা”তি বত্তা ভিক্ষুহি যাচিতো চুলহংস মহা-
 হংস ককটকজাতকানি কথেসি ।

১৫। বুদ্ধ হস্তীকে দমন করিলেন এবং নগর হইতে বাহির হইয়া
 বিহারে চলিয়া আসিলেন । বিহারে বহু সহস্র উপাসকেরা যে সমস্ত দানীয়
 বস্তু নিয়া আসিয়াছেন, ভগবান সেই মহাদান পরিভোগ করিলেন ।
 সেই দিবসে রাজগৃহবাসী আঠার কোটি লোক সমবেত হইয়াছিলেন ।
 ভগবান তাঁহাদিগকে আনুপূর্বিক ভাবে ধর্মদেশনা করিলেন । ধর্ম গুনিয়া
 চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্মজ্ঞান হইয়াছিল । ভিক্ষুরা আনন্দ স্থবিরের গুণ
 কীর্তন করিতে লাগিলেন— “অহো, আয়স্মান্ আনন্দ মহাগুণ সম্পন্ন, এমনতর
 প্রকাণ্ড হাতী আদিবার কালীন নিজের জীবন পরিত্যাগ করিয়া
 ভগবানের পুরোভাগে স্থিত হইলেন !” স্থবিরের এই গুণ-কথা গুনিয়া
 ভগবান কহিলেন— “হে ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্বেও সে আমার
 জন্ত জীবন ত্যাগ করিয়াছিল ।” সেই অতীত কাহিনী প্রকাশ করিয়া
 বলিবার জন্ত ভিক্ষুগণ প্রার্থনা করিতে ভগবান চুলহংস, মহাহংস ও ককট
 জাতকাদি কহিলেন ।

১৬। দেবদন্ত্যাপি কন্মং নেব প্মকটং অহোসি তথা রশ্ৰেণা
 মারাপিতভা, ন বধকানং পয়োজিতভা, ন সিলায় পবিদ্ধভা ;
 পাকটং অহোসি যথা নালাগিরি হথিনো বিজ্জিতভা, তদা হি
 মহাজনো— “রাজ্যাপি দেবদন্তেনেব মারাপিতো, বধকা পয়োজিতা,
 সিল্যাপি অপবিদ্ধা । ইদানি পন তেন নালাগিরি বিজ্জ্যাপিতো
 এবরুপং নাম পাপকং গহেত্ত্বা রাজা বিচরতী”তি কোলাহলমকাসি ।
 রাজা মহাজনজ্ঞ কথং স্তুত্বা পঞ্চথালিপাকসতানি নীহরাপেত্ত্বা ন
 পুন তঙ্গুপট্টানং অগমাসি । নাগরাপিজ্ঞ কুলং উপগতজ্ঞ ভিক্ষ্যা-
 মন্তম্পি ন তদংস্তু ।

১৭। সো পরিহীন লাভসঙ্কারো কোহশ্ৰেণ জীবিতুকামো

১৫। দেবদন্ত রাজার প্রাণবধ করাইল, ভগবানের প্রাণ নাশের জন্ত
 বধক নিয়োজিত করিল, শিলা ক্ষেপণ করিল ; এইসব করাতেও জন-সমাজে
 তাহার কৰ্ম্ম সম্বন্ধে তত প্রকাশ পায় নাই ; কিন্তু যখন নালাগিরি হস্তী
 ছাড়িয়া দেওয়াইল, তখনই তাহার কৰ্ম্ম সমূহ বিশেষ ভাবে প্রকাশ হইয়া
 পড়িল । তখন সকলেই এই বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল—
 “দেবদন্ত রাজাকেও বধ করিয়াছে, ভগবানের জন্ত বধক নিয়োজিত করি-
 য়াছে, শিলাও ক্ষেপণ করিয়াছে, এখন আবার নালাগিরি ছাড়িয়া দিয়াছে.
 এরূপ পাপীকে লইয়াও নাকি রাজা বিচরণ করে !” রাজা লোকজনের
 এইসব কথা শুনিয়া, মঙ্গলাদি দিবসে দেবদন্তের জন্ত যেই পাঁচশত পাতিল
 ভাত দেওয়া হইত, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন । পুনরায় তিনি আর
 তাঁহার সেবার্থ আদিলেন না । ভিক্ষার জন্ত উপস্থিত হইলেও নগরবাসীরা
 তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন না ।

১৭। দেবদন্তের লাভসংকার পরিহীন হইল । অগত্যা কুহক
 ভানের দ্বারা [বক-ধার্মিকের স্থায়] জীবিকা নির্বাহ করিবার মানসে

সংস্কার উপসংকমিত্বা পঞ্চবন্ধুনি যাচিহ্না ভগবতা—“অলং দেবদত্ত, যো ইচ্ছতি সো আরশ্রুকো হোতু”তি পটিশ্চিত্তো । “কদ্মাবুসো বচনং সোভনং, কিং তথাগতস্ত উদাহ মম বাতি ? অহং হি উক্কট্টবসেন এবং বদামি—‘সাধু ভন্তে, ভিক্ষু যাবজ্জীবং আরশ্রুকা অস্মু, পিণ্ডপাতিকা, পংস্কুলিকা, কুস্কমুলিকা, মচ্ছ-মংসং ন খাদেয়ুস্তি’ যো দুস্সা মুঞ্চিতুকামো সো ময়া সন্ধিং আগচ্ছতু”তি বহ্বা পক্কামি । তস্ত বচনং সূহ্বা একস্চে নবক-পববজ্জিতা মন্দবুদ্ধিনো—“কল্যাণং দেবদত্তো আহ, এতেন সন্ধিং বিচরিস্সামা”তি তেন সন্ধিং একতো অহেসুং ।

ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া পঞ্চ বিষয় যাচ্ছা করিলেন । ভগবান কহিলেন—“দেবদত্ত, নিশ্চয়োক্তন, যে ইচ্ছা করে সে অরণ্যবাসী হউক ।” এই বলিয়া প্রতিক্ষেপ করিলেন । তখন দেবদত্ত ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“আবুস, কাহার কথা মনোজ্ঞ, কি তথাগতের, না আমার ? আমি উৎকৃষ্ট বশে এরূপ বলিতেছি—‘ভাল ভন্তে, (১) ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন অরণ্যে বাস করিবেন, (২) ভিক্ষা করিয়া খাইবেন; (৩) পাংশুকুল বা ধূলা মাটিতে যেই কাপড় কুড়াইয়া পাইবেন কেবল তাহাই পরিধান করিবেন; (৪) বৃক্ষমূলে বাস করিবেন; (৫) কখনও মাছ-মাংস খাইবেন না ।’ যে চঃখ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, সে আমার সঙ্গে আস ।” এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন । দেবদত্তের কথা শুনিয়া নূতন প্রব্রজ্যা লব্ধ কোন কোন মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন ভিক্ষুরা এইরূপ চিন্তা করিলেন—“দেবদত্ত ভালইত বলিতেছেন, আমরা ইনিহ সহিত বিচরণ করিব ।” এই বলিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন ।

১৮। ইতি সো পঞ্চসতেহি ভিক্ষুহি সন্ধিং তেহি পঞ্চহি বখুহি লুখল্পসন্নং জনং সঞ্জাপেস্তো কুলেস্থ বিপ্রাপেত্তা বিপ্রাপেত্তা ভুঞ্জন্তো সঞ্জাভেদায় পরকমি । সো ভগবতা—“সচ্চং কির ত্বং দেবদত্ত, সঞ্জাভেদায় পরকমসি চক্রভেদায়”তি পুটেটা “সচ্চং”তি বত্তা “গরুকো খো দেবদত্ত, সঞ্জাভেদো”তি আদীহি ওবদিতোপি সপ্পু বচনং অনাদিয়িত্তা পঞ্চন্তো আয়স্মন্তং আনন্দং রাজগহে পিণ্ডায় চরন্তং দিস্বা—“অজ্জতগ্গে জানাহং আবুসো আনন্দ অপ্রত্তেব ভগবতা অপ্রত্তে ভিক্ষুসুজ্জেন উপোসথং করিআমি সঞ্জকস্মং করি-আমী”তি আহ ।

১৯। থেরো তমথং ভগবন্তং আরোচেসি । তং বিদিয়া সথা উল্পন্ন ধ্মসংবেগো তত্তা “দেবদত্তো সদেবকস্স লোকস্স অনথ-

১৮। এইরূপে দেবদত্তের পাঁচশত ভিক্ষু জুটিয়া গেল । তিনি সেই পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত সেই পাঁচটি বিষয় সম্বন্ধে মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন লোক গুলাকে বুঝাইয়া তাহাদের হইতে যাচ্ছা করিয়া করিয়া থাইতে লাগিলেন । সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংঘ-ভেদের জন্তও পরাক্রম করিলেন । ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন—“সত্য নাকি দেবদত্ত, তুমি সংঘভেদ, চক্রভেদের জন্ত পরাক্রম করিতেছ ?” দেবদত্ত উত্তর দিলেন—“হাঁ, সত্য ।” ভগবান কহিলেন—“দেবদত্ত, সংঘভেদ গুরুতর কাজ ।” ইত্যাদিরূপে উপদেশ দিলেও ভগবানের বাক্য অগ্রাহ করিয়া চলিয়া গেলেন । যাইবার সময় রাজগৃহে আয়ুয়ান্ আনন্দকে পিণ্ডাচরণে দেখিতে পাইয়া কহিলেন—“আবুস আনন্দ, অথ হইতে জানিয়া রাখ ভগবান ও ভিক্ষুসংঘকে বাদ দিয়া উপো-সথ করিব ও সংঘকস্ম করিব ।”

১৯। স্থবির সেই কথা ভগবানকে জানাইলেন । তাহা জ্ঞাত হইয়া ভগবানের ধ্ম সংবেগ উৎপন্ন হইল । “দেবদত্ত দেব-মহুম্মালোকের এই অনর্থ

নিজিতং অন্তনো অবীচিমিহ পচ্চনক কস্ম্যং করোতী”তি পরিবিতক্কেভা—

“স্করানি অসাধুনি অন্তনো অহিতানি চ,
যং চে হিতঞ্চ সাধুঞ্চ তং বে পরমদুষ্করং”তি ।

ইমং গাথং বহ্না পুন ইমং উদানং উদানেসি :—

“স্করং সাধুনা সাধু সাধু পাপেন দুষ্করং,
পাপং পাপেন স্করং পাপমরিয়েহি দুষ্করং”তি ।

২০ । অথ খো দেবদত্তো উপোসথদিবসে অন্তনো
পরিসায় সন্ধিঃ একমন্তুং নিসীদিহা— “যজ্ঞিমানি পঞ্চবথু নি

করার দরুণ নিজকে অবীচিতে পক করার কারণ করিতেছে।” এই চিন্তা
করিয়া ভগবান সংবেগ চিন্তে এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন :—

“আপন অহিত অন্ত যাহা
করম করিতে স্কর তাহা ;
মঙ্গল কুশল করম যাহা
সাধিতে পরম দুষ্কর তাহা ।”

এই গাথা কহিয়া পুনরায় এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন :—

“সাধুজনে সাধুকাজ করিতে স্কর,
পাপীজনে সাধুকাজ করিতে দুষ্কর ;
পাপীজনে পাপকাজ করিতে স্কর,
আর্য্যগণে পাপকাজ করিতে দুষ্কর ।”

২০ । অতঃপর দেবদত্ত উপোসথ দিবসে আপন পরিষদের সহিত কোনও
এক স্থানে উপবেশন করিয়া কহিলেন— “যাহার এই পাঁচটি বিষয়

খমস্তি সো সলাকং গণহতু”তি বহ্না পঞ্চসতেহি বজ্জিপুত্তকেহি নবকেহি
অল্পকতপ্রুহি সলাকায় গহিতায় সজ্জং ভিন্দিহা তে ভিক্ষু আদায়
গয়াসীসং অগমাসি । তন্ন তথ গতভাবং সুহ্মা সথা তেসং ভিক্ষুং
আনয়নথায় ধে অগ্গসাবকে পেসেসি । তে তথ গল্লা
আদেসনা পাটিহারিয়ানুসাসনিয়া চ ইন্ধি পাটিহারিয়ানুসাসনিয়া
চ অনুসাসস্তা তে অমতং পায়েহা আদায় আকাসেনাগমিংসু ।

২১ । কোকালিকো পিখো—“উটেঠেহি আবুসো দেবদত্ত, নীতা
তে ভিক্ষু সারিপুত্তমোগ্গল্লানেহি, নমু ভং ময়া বুত্তো ‘মা আবুসো,
সারিপুত্তমোগ্গল্লানে বিজ্জাসী”তি । পাপিচ্ছা সারিপুত্তমোগ্গল্লানা
পাপিকানং ইচ্ছানং বসং গতা”তি বহ্না জন্মুকেন হদয়মজ্জে পহরি ।

মনোনীত হয় সে শলাকা [টিকেট] গ্রহণ কর।” নূতন প্রব্রজিত অল্পবুদ্ধি
সম্পন্ন পাঁচশত বজ্জিপুত্র শলাকা গ্রহণ করিলেন। দেবদত্ত সেই ভিক্ষু-
গণকে লইয়া সংঘভেদ করিয়া গয়াশিরে আগমন করিলেন। তিনি তথায়
গিয়াছেন শুনিয়া সেই ভিক্ষুগণকে আনিবার জন্ত ভগবান অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে
পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা তথায় যাইয়া প্রাতিহার্য্য বৃত্ত দেশনা অনুশাসন
দ্বারা ও ঋদ্ধি প্রাতিহার্য্য অনুশাসন দ্বারা অনুশাসন করতঃ ভিক্ষুগণকে
অর্হত্ত্বপদ প্রাপ্তি করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আকাশ মার্গে
আগমন করিলেন।

২১ । তখন কোকালিক * যাইয়া দেবদত্তকে সংবাদ দিল— “আবুস
দেবদত্ত, শয্যা ভাগ কর, শারিপুত্র-মৌদগল্যায়ন তোমার ভিক্ষুগণকে লইয়া
যাইতেছে ; আমি নাকি তোমাকে বলিয়াছিলাম— ‘আবুস, শারিপুত্র-মৌদগ-
ল্যায়নকে বিশ্বাস করিও না ; তাহারা পাপ ইচ্ছা পরায়ণ, পাপ ইচ্ছার
বশীভূত।” এই বলিয়া সে জাহুরদ্বারা দেবদত্তের হৃদয়ে প্রহার করিল ।

* দেবদত্তের অগ্রশ্রাবক ।

তন্ন তথৈব উগ্ৰং লোহিতং মুখতো উগ্গঞ্জি । অয়স্মন্তুঃ পন
সারিপুত্রং ভিক্ষুসঙ্গপরিবৃতং আকাসেনাগচ্ছন্তুঃ দ্বিস্বা ভিক্ষু
আহংসু— “ভস্বে, আয়স্মা সারিপুত্রো গমনকালে অন্তহুতিয়ো
গতো, ইদানি মহাপরিবারো আগচ্ছন্তো সোভতী”তি ।

সথা— “ন ভিক্ষবে, ইদানেব, তিরচ্ছানয়োনিয়ং নিব্বন্ত-
কালেপি মম পুত্রো মম সন্তিকং আগচ্ছন্তো সোভতি য়েবা”তি
বহা—

“হোতি সীলবতং অশো পটিসম্ভারবুত্তিনং,
লক্ষণং পন্ন আয়স্তুং এগাত্তিসঙ্গ পুরস্কতং ;
অথ পন্নসিমং কালং স্তুবিহীনং ব'এগাত্তিহী”তি ।

সেখানেই দেবদত্তের মুখ দিয়া গরম রক্ত বমি হইল । ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত
হইয়া আয়স্মান্ শারিপুত্রকে আকাশ মার্গে আসিতে দেখিয়া ভিক্ষুগণ
ভগবানকে কহিলেন— “ভস্বে, আয়স্মান্ শারিপুত্র যাইবার সময় সঙ্গে
করিয়া একজন মাত্র নিষ্টিতিলেন, কিন্তু এখন বহুজন পরিবৃত হইয়া আসি-
বার কালীন শোভা পাইতেছে ।”

ভগবান কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পশুকুলে উৎপন্ন
হইয়াও আমার পুত্র আমার নিকট আসিবার কালীন শোভা পাইয়াছিল ।”
এই বলিয়া লক্ষণমৃগ জাতক বর্ণনার পর এই গাথাটি কহিলেন :—

“সদাচারী সদালাপী উপদেষ্টা জন,
ইহ-পর লোকে হয় কল্যাণ ভাজন ।
লক্ষণ ফিরিছে, হের, জ্ঞাতিগণ সাথে,
হয়নি বিনষ্ট কেহ পথে যাতায়াতে ।
কিন্তু কালমৃগে লবে কর ধরশন,
আসিতেছে পরিহীন হয়ে জ্ঞাতিগণ ।”

ইদং জাতকং কথেসি ।

২২ । পুন ভিক্ষুহি—“ভন্তে, দেবদত্তো কির ঘে অগসাবকে উভোসু পম্মেসু নিসীদাপেত্তা ‘বুদ্ধলীলায় ধম্মং দেসিআমী’তি তুমহাকং অমুকিরিয়ং করী”তি বুন্তে—

“ন ভিক্ষবে, ইদানেব, পুবেপেস মম অমুকিরিয়ং কাতুং বায়মি, ন পন সঙ্খী”তি বত্তা—

“অপি বীরক পম্মেসি সকুনং মঞ্জুভাগকং,
ময়ুরগীরসংকাসং পতিং ময়হং সবিট্টকং ।”

“উদক খল চরস্স পস্বিনো নিচ্চং আমক মচ্ছ ভোজ্জিনো,
তস্সানুকরং সবিট্টকো সেবালে পল্লিগুত্তিতো মতো”তি

২২ । পুনরায় ভিক্ষুগণ কহিলেন—“ভন্তে, দেবদত্ত ‘বুদ্ধলীলায় ধম্ম-
দেশনা করিব’ এই মনে করিয়া অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে তাহার উত্তর পার্শ্বে
বসাইয়া আপনার অনুকরণ করিয়াছিল ।” ভিক্ষুরা এইরূপ বলিলে ভগবান
বলিলেন :—

“ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্বেও সে আমার অনুকরণ করি-
বার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই ।” এই বলিয়া সেই পুরাতন
কাহিনী বীরক জাতক কহিলেন এবং অবসানে এই গাথা দুইটি কহিলেন :—

“নধুর ভাষী ময়ুর-গ্রীব পতি মম সবিট্টক,
দেখেছ যদি, বলগো মোরে, কোথা তিনি হে বীরক !”

বীরক কহিল :— “ভলে স্থলে বিচরে পাখী,
সর্বদা কাঁচা মংস্ৰ ভোজী ।

সবিট্টক অনুকরণ করিয়া তাহার মতন,
শৈবালে জড়িয়া তার ঘটল মরণ ।”

আদিনা জাতকং কথেন্না অপরাপরেসুপি দিবসেসু তথারুপি-
মেব কথং আরবু :—

“অচরি বতায়ুং বিতুদং বনানি
কট্টঙ্গরুশ্বেসু অসারকেসু,
অথাসদা খদিরং জাতসারং
যথব্রিহা গরুলো উত্তমঙ্গং”তি ।

“লসী চ তে নিপ্ফলিতা মথকো চ বিদালিতো,
সব্বা তে কামুকা ভগ্গা অজ্জ খো স্বং বিরোচসী”তি চ ।

এবমাদীনি জাতকানি কথেসি ।

২৩ । পুন অকতগ্রু দেবদত্তোতি কথং আরবু :—

এই জাতক কহিয়া পরে পরে অশ্রান্ত দিবসেও সেইরূপ কথা
প্রসঙ্গেই কন্দগলক জাতক ও বিরোচন জাতক বর্ণনা করিয়া এই গাথাদ্বয়
কহিলেন :—

“অসার কাষ্ঠের বনে করি বিচরণ,
চঞ্চুদিয়া করিয়াছে তাহা বিদারণ;
কিন্তু যবে সারবান খদিরে ঘা দিল,
গরুড়ের তুণ্ড-শির বিচূর্ণ হইল ।”

“মস্তক তব বিদলিত, মস্তিষ্ক হল বিগলিত,
সকল অস্থি চূর্ণীকৃত, আজ হলেবে বিরোচিত ।”

২৩ । পুনরায় দেবদত্তের অকৃতজ্ঞতা সধক্কে জবশকুন জাতকটি কহিয়া
এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন :—

“অকরমহস তে কিচঃ ষং বলং অহবমহসে,
মিগরাজ নমোত্যথু অপি কিঞ্চি লভামসে।”

“মম লোহিত ভস্ক্রম্ নিচঃ লুদানি কুব্বতো,
দন্তস্তরগতো সন্তো তং বহং যমিহ জীবসী”তি।

আদীনি জাতকানি কথেসি। পুন বধায় পরিসক্কনং পনজ
আরত্তু :—

“এণাতমেতং কুরুঙ্গম্ যং ত্বং সেপল্লি সেয়াসি,
অপ্রঃ সেপল্লিং গচ্ছামি ন মে তে রুচ্চতে ফলং”তি।

আদীনি জাতকানি কথেসি।

“নমস্কার মৃগরাজ, যথাশক্তি তবকাজ
করেছিনু, ত্রয় কি স্মরণ ?
প্রতিদান কিছুতার ভাগ্যে আছে কি আমার
জানিতে উৎসুক বড় মন।”

মৃগরাজ কহিল :— “নিত্য করি পশুবধ রক্তপান তরে,
প্রবেশিয়া তুই মম দন্তের ভিতরে ;
তবুও তুই যে ওহে, আছিস্ বাঁচিয়া,
এই বহু প্রতিদান, দ্বাথরে ভাবিয়া।”

পুনরায় বধের উপক্রম করার কথা শ্রবণে কুরঙ্গমৃগ জাতক কহিয়া
এই গাথাটি বলিলেন :—

“ওহে সপ্তপর্ণী, আজি ফেলিতেছ ফল যাহা,
কুরঙ্গ মৃগের কাছে অবিদিত নহে তাহা ;
সেই হেতু চলিলাম অস্ত্র সপ্তপর্ণী তলে,
কিছু মাত্র রুচি মম নাহি তব এই ফলে।”

২৪ । এবং রাজগহে বিহরন্তো পুন উভতো পরিহীনো
দেবদত্তো লাভসন্ধারতো চ সামশ্ৰতো চাতি কথাসু পবত্তমানাসু—
“ন ভিক্ষবে, ইদানেব পুৰ্বেপেস পরিহীনো য়েবা”তি বহ্না—

“অন্ধি ভিন্না পটো নটেটা সখীগেহে চ ভগ্নং,
উভতো পদুট্টকম্মন্তো উদকমিহ খলমিহ চা”তি ।

আদীনি জাতকানি কথেসি । এবং রাজগহে বিহরন্তো
দেবদত্তং আরবু বহ্নিনি জাতকানি কথেস্বা রাজগহতো সাবখিং
গন্তু জেতবনবিহারে বাসং কল্পেসি ।

২৪ । এইরূপে ভগবান রাজগৃহে অবস্থান কালীন দেবদত্তের লাভ-
সংকার ও শ্রামণ্যধর্ম এই উভয়ের পরিহীন হওয়াতে সেই কথা লইয়া
ভিক্ষুদের মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল । তখন ভগবান কহিলেন—
“ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে পূর্বেও তাহার এইরূপ পরিহীন হইয়াছিল ।”
এই বলিয়া সেই পূর্ব কাহিনী উভতোব্রষ্ট জাতক কহিলেন । জাতক
বলার পর এই গাথাটি কহিলেন :—

“পতির গেল চক্ষুযুগল, বস্ত্রচুরী আর,
সখীর ঘরে বিবাদ করি পত্নী খায় মার;
বড়শী জীবী প্রহুষ্ঠ মনে অন্ধ্যায় আচারী,
জলে স্থলে দুই দিকেতে বিপত্তি হল ভারি ।

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান কালীন দেবদত্ত সম্বন্ধে এইরূপ অনেক-
গুলি জাতক কহিয়া রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে গেলেন । তথায় তিনি
জেতবন বিহারে বাস করিতে লাগিলেন ।

২৫। দেবদত্তোপি খো নবমাসে গিলানো, পচ্ছিনে কালে
সথারং দর্শুকামো হুহা অন্তনো সাবকে আহ— ‘অহং সথারং
দর্শুকামো, তং মে দজেথা’তি বুত্তে—

“হুং সমথকালে সথারা সন্ধিং বেরী হুহা অচরি, ন ময়ং
তং তথ নেআমা”তি বুত্তে—

“মা মং নাসেথ, ময়া সথরি আঘাতো কতো সথু পন
ময়ি কেসগ্গমত্তোপি আঘাতো নথি। সো হি ভগবা—

“বধকে দেবদত্তমিহ চোরে অঙ্গুলি মালকে,
ধনপালে রাহলে চেব সববথ সম মানসো”তি।

২৫। দেবদত্তও নাকি নয়মাস যাবৎ পীড়িত অবস্থায় থাকিয়া অন্তিম
কালে ভগবানকে তাঁহার দেখিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। তিনি তাঁহার
শ্রাবকগণকে কহিলেন— “আমি ভগবানকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তাঁহাকে
আমায় দেখাও।”

তাঁহার কথা শুনিয়া শ্রাবকেরা কহিল— “তোমার বধন শক্তি ছিল,
তখন ভগবানের সহিত শক্রতা আচরণ করিয়াছ; আমরা তোমাকে তথায়
নিবনা।”

“আমাকে নাশ করিও না, আমি ভগবানের প্রতি শক্রতা পোষণ
করিলেও, ভগবান কিন্তু আমার প্রতি কেশাগ্রমাত্রও শক্রতা পোষণ করেন
নাই। সেই ভগবানই একসময় বলিয়াছিলেন :—

“বধক দেবদত্ত যেমন,
চোর অঙ্গুলীমালা তেমন ;
ধনপাল, রাহুলও আর,
সর্বত্র সম চিত্ত আমার।”

“দম্বে মে তং ভগবন্তং”তি পুনঃপুনং য়াচি ।

২৬ । অথং নং তে মঞ্চকেনাদায় নিষ্কমিংসু । তন্ম আগ-
মনং স্ত্বা ভিক্ষু সখু আরোচেসুঃ— “ভন্তে, দেবদত্তো কির
তুমহাকং দম্ভনথায় আগচ্ছতী”তি ।

“ন ভিক্ষবে, সো তেনত্তভাবেন মং পম্মিতুং লভিম্মতী”তি ।

ভিক্ষু কির পঞ্চমং বধুং আয়াচিতকালতো পট্টায় পুন
বুদ্ধে দট্টং ন লভন্তি, অয়ং ধম্মতা ।

“অস্ককট্টানং চ অস্ককট্টানং চ আগতো ভন্তে”তি ।

“য়ং ইচ্ছতি তং করোতু ; ন সো মং ভিক্ষবে, পম্মিতুং
লভিম্মতী”তি ।

“ভন্তে, ইতো যোজনমত্তং আগতো, অড্ঢয়োজনং,

“আমায় সেই ভগবানকে দেখাও ।” এই বলিয়া তিনি পুনঃপুন
যাজ্ঞা করিতে লাগিলেন ।

২৬ । অতঃপর তাহারা তাঁহাকে মঞ্চকের উপর লইয়া বাহির হইল ।
দেবদত্ত আসিতেছেন, এই সংবাদ শুনিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন—
“ভন্তে, দেবদত্ত না-কি আপনাকে দেখিবার জ্ঞাত আসিতেছে ।”

“ভিক্ষুগণ, তাহার এ জীবনে আমাকে দেখিতে পাইবে না ।”

ভিক্ষুরা পাঁচটি বিষয় যাজ্ঞা করা অবধি পুনঃ আর বুদ্ধের দর্শন
পায় না ; এইটা ধর্মতঃ নিয়ম ।

“ভন্তে, সে অমুক অমুক স্থানে আসিয়াছে ।”

“ভিক্ষুগণ, ওর যাহা ইচ্ছা তাহা করুক ; সে কিন্তু আমার দর্শন
লাভ পাইবে না ।”

“ভন্তে, সে জেতবন হইতে এক যোজন ব্যবধানে আসিয়াছে, অর্দ্ধ যোজন,

গাবুতং, জেতবন পোন্ধরগী সমীপং আগতো”তি ।

“সচে অস্তো জেতবনংপি পবিসতি নেব মং পম্মিতুং
লভিস্সতী”তি ।

২৭ । দেবদত্তং গহেত্বা আগতা জেতবনপোন্ধরগীতীরে
মঞ্চং ওতারেত্বা পোন্ধরগিং নহাম্মিতুং ওতরিংসু । দেবদত্তোপি
খো মঞ্চতো বুট্টায় উভো পাদে ভূমিয়ং ঠপেত্বা নিসীদি । পাদা
পঠবিং পবিসিংসু । সো অনুকমেন যাব গোক্ষকা, যাব জল্পুকা,
যাব কটিতো, যাব খনতো, যাব গীবতো পবিসিহ্বা হনুকট্টিকম্ম
ভূমিয়ং পতিট্টিত কালে :—

এক গম্বুতি *, জেতবন পুঙ্করিণীর সমীপে আসিয়াছে ।”

যদিও বা সে জেতবন অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে, তথাপি সে আমার
দর্শন লাভ পাইবে না ।”

২৭ । দেবদত্তকে লইয়া যাহারা আসিয়াছে, তাহারা জেতবন পুঙ্করিণীর
তীরে মঞ্চ নামাইয়া রাখিয়া স্নান করিবার জন্ত পুঙ্করিণীতে অবতরণ
করিল । দেবদত্তও নাকি মঞ্চ হইতে উঠিয়া পাদদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া
বসিলেন । তখন তাহার পাদদ্বয় পৃথিবীতে প্রবেশ করিল । অনুক্ৰমে
তাহার পায়ের গোড়ালি, জালু, কটি, স্তন ও গ্রীবা পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া
যখন হনুকাস্থি ভূমিতে সংলগ্ন হইল তখন এই গাথাটি বলিয়া বুদ্ধের
শরণাপন্ন হইলেন :—

* তিন মাইল ।

“ইমেহি অট্টীহি তমঙ্গপুগলং
 দেবাতিদেবং নরদস্য সারথিং,
 সমন্তচক্ষুং সতপুত্রলক্ষণং
 পাণেহি বুদ্ধং সরণং গতোস্মী”তি ।

ইমং গাথমাহ ।

২৮ । ইদং কির ঠানং দিস্বা তথাগতো দেবদত্তং পব্বাজেসি ।
 সচে হি সো ন পব্বজিঙ্গ গিহী হত্তা কস্মঞ্চ ভারিয়ং অকরিঙ্গ,
 আয়তিভবঙ্গ চ পচ্চয়ং কাতুং ন সঙ্খিঙ্গ । পব্বজিত্বা পন কিঞ্চাপি
 কস্মং ভারিয়ং করিঙ্গতি, আয়তিভবঙ্গ পচ্চয়ং কাতুং সঙ্খিঙ্গ-
 তীতি । তেন তং সথা পব্বাজেসি । সো হি ইতো সতসহস্র-
 কল্পমথকে অট্টীঙ্গরো নাম পচ্চেক বুদ্ধো ভবিঙ্গতি ।
 সো পঠবিং পবিসিহা অবীচিমহ নিব্বত্তি । নিচ্চলে বুদ্ধে

“দেবাতিদেব, সমন্তচক্ষু, নরদম্য সারথি,
 এই কঙ্কালে শ্রীপদে তব করিতেছি প্রণতি;
 অগ্রপুঙ্গল ওহে বুদ্ধ, শত পুণ্য লক্ষণ,
 জীবন ব্যাপী শরণে তব করিতেছি গমন ।”

২৮ । এই কারণ দেখিয়া তথাগত দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন ।
 যদি সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিত, তবে সে গৃহী হইয়াও শুরতর কস্ম
 করিত, আর ভবিষ্যৎ জন্মেরও উদ্ধারের কোন কারণ করিতে পারিত না ।
 কিন্তু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া শুরকস্ম করিলেও ভবিষ্যৎ জন্মে উদ্ধারের
 কারণ করিতে পারিবে । তাই ভগবান তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন ।
 তিনি এই হইতে লক্ষকল্প পরে ‘অট্টীঙ্গর’ নামক ‘পচ্চেক’ বুদ্ধ হইবেন ।
 তিনি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া অবীচি নরকে উৎপন্ন হইলেন । নিশ্চল বুদ্ধের প্রতি

অপরুদ্ধভাবে পন নিচ্চলো হুয়া পচ্চতুতি যোজনসতিকে অস্তো
 অবিচিমিহ যোজন সতুব্বেধমেবজ্জ সরীরং নিব্বত্তি । সীসং যাব কল্প-
 সঙ্খলিতো উপরি অয়কপালং পাবিসি, পাদা যাব গোক্ষকা
 হেট্টা অয়পঠবিয়ং পবিট্টা । মহাতালসঙ্খ পরিমাণং অয়সূলং
 পচ্ছিমভিত্তিতো নিস্কমিত্তা পিট্ঠিমজ্জং ভিন্দিত্তা উরেন নিস্কমিত্তা
 পুরথিমং ভিত্তিং পাবিসি । অপরং দক্ষিণ ভিত্তিতো নিস্কমিত্তা
 দক্ষিণপল্লং ভিন্দিত্তা উত্তরপল্লেন নিস্কমিত্তা উত্তর ভিত্তিং পাবিসি ।
 অপরং উপরি কপল্লতো নিস্কমিত্তা মথকং ভিন্দিত্তা অধোভাগেন
 নিস্কমিত্তা অয়পঠবিং পাবিসি । এবং সো তথ নিচ্চলো হুয়া
 পচ্চতি ।

২৯ । ভিক্ষু— “এতকং ঠানং আগস্থা দেবদত্তো সথারং
 দট্টুং অলভিত্তাব পঠবিং পবিট্টো”তি কথং সমুট্টাপেসুং ।

অপরাধ করার দরুণ নিশ্চল ভাবে পরিপক হইবার জন্ম শত যোজন
 উচ্চতা সম্পন্ন অবিচি অভ্যন্তরে তাঁহার শত যোজন উচ্চ শরীর উৎপন্ন
 হইল । তাঁহার মস্তক কর্ণের উপরিভাগ পর্য্যন্ত উপরের লৌহপাটে
 প্রবেশ করিল, পায়েৰ গুল্ফ পর্য্যন্ত নীচের লৌহপাটে প্রবেশ করিল,
 মহাতাল বৃক্ষ প্রমাণ লৌহশূল পশ্চিম ভিত্তি হইতে বাহির হইয়া পৃষ্ঠের
 মধ্যদেশ ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থল দিয়া বাহির হওতঃ পূৰ্বদিকের ভিত্তিতে
 প্রবেশ করিল । অন্ত একট দক্ষিণ ভিত্তি হইতে বাহির হইয়া তাঁহার
 দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া উত্তর পার্শ্বে বাহির হওতঃ উত্তর ভিত্তিতে
 প্রবেশ করিল । অত্ৰ একট উপরের লৌহপাট হইতে বাহির হইয়া মস্তক
 ভেদ করিয়া অধঃভাগে বাহির হওতঃ লৌহ পৃথিবীতে প্রবেশ করিল ।
 এইরূপে তিনি তথায় নিশ্চল হইয়া পরিপক হইতে লাগিলেন ।

২৯ । ভিক্ষুগণ কথা উত্থাপন করিলেন— “দেবদত্ত এতদূর আসিয়া
 ভগবানের দর্শন লাভ না পাইয়াই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল ।”

সখা—“ন ভিক্ষবে, দেবদত্তো ইদানেব ময়ি অপরজ্জিহ্বা
পঠবিং পাবিসি, পুৰেপি পবির্টেঠা য়েবা”তি বহা হথিরাঙ্গ কালে
মঙ্গমূলহং পুরিসং সমঙ্গাসেহা অন্তনো পিট্ঠিং আরোপেহা খেমন্তং
পাপিতেন তেন পুন তিঙ্কন্তুং আগস্তা অগর্টানে, মঞ্জিমর্টানে,
মুলেতি এবং দন্তে চিন্দিহা ততিয়বারে মহাপুরিসঙ্গ চক্ষুপথং
অতিক্রমন্তু পঠবিং পবির্টঠাবং দীপেতুং—

“অকতগ্রুঙ্গ পোসঙ্গ নিচ্চং বিবরদঙ্গিনো,
সব্বং চে পঠবিং দজ্জা নেব নং অতিরোধয়ে”তি ।

৩০ । ইমং জাতকং কথহা পুনপি পুনপি তথিব কথায়
সমুট্ঠিতায় খন্তিবাদীভূতে অন্তনি অপরজ্জিহ্বা কলাবুরাজভূতঙ্গ তঙ্গ

ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল এখন আমার
প্রতি অপরাধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহা নয়, পূর্বেও সে
এইরূপ প্রবেশ করিয়াছে ।” এই বলিয়া শীলব হস্তীরাঙ্গকালে পথত্রষ্ট পুরুষকে
আশ্বাস দিয়া নিজের পৃষ্ঠদেশে বসাইয়া নিরাশঙ্ক স্থানে পৌছাইয়া দিল ;
সে পুনঃপুন তিনবার আসিয়া হস্তীরাঙ্গের দন্তের অগ্রভাগ, মধ্যম ভাগ
ও মূলভাগ ছেদন করিয়াছিল । তৃতীয় বারে মহাপুরুষের চক্ষুপথ অতি-
ক্রম করা মাত্রই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল । তাহা বর্ণনা করিবার জন্য
এই গাথাটি কহিলেন :—

“অকৃতজ্ঞ জন, সঙ্গ করে ছিদ্র অবেষণ,
দিলেও সবপৃথ্বী, তার হয় না তৃপ্ত মন ।”

৩০ । এই শীলব নাগরাজ জাতক কহিয়া, পদ্মেও সেইরূপ কথা
পুনঃপুন উত্থাপিত হওয়াতে, ক্ষান্তিবাদী হওয়ার দরুণ কলবুরাজ নিজে

পঠবিং পবিট্টভাবং দীপেতুং খন্তিবাদীজাতকং, চুল্লধম্মপালভূতে
অন্তনি অপরাঙ্কিত্বা মহাপতাপরাজভূতস্স তস্স পঠবিং পবিট্টভাবং
দীপেতুং চুল্লধম্মপালজাতকঞ্চ কথেসি ।

৩১ । পঠবিং পবিট্টে পন দেবদন্তে মহাজনো হট্টতুট্টো
ধজপটাকা কদলিয়ো উম্মাপেত্বা পুণ্নঘটে ঠপেত্বা “লাভা বত নো *
তি মহস্তুং ছনং অনুভোতি, তমথং ভগবতো আরোচেন্নং ।
ভগবা— “ন তিস্থবে, ইদানেব দেবদন্তে মতে মহাজনো তুস্সতি,
পুঙ্কেপি তুস্সিষেবা”তি বত্তা সব্বজনস্স অস্সিয়ে, চণ্ডে, ফরুসে
বারাণসিয়ং পিঙ্গলরাজে নাম মতে মহাজনস্স তুট্টভাবং দীপেতুং—

অপরাধ করিয়া তাহার পৃথিবী প্রবেশ সম্বন্ধে বর্ণনা করিবার জন্ত ক্ষান্তি
বাদী জাতক कहিলেন । বোধিসত্ত্ব চুল্লধম্মপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে
তাঁহার প্রতি মহাপ্রতাপরাজা নিজে অপরাধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ
করিয়াছিল; সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে যাইয়া চুল্লধম্মপাল জাতক
কহিলেন ।

৩১ । দেবদত্ত যখন পৃথিবীতে প্রবেশ করিলেন, তখন মনুষ্যেরা সম্বন্ধে
হইয়া ধ্বজা-পতাকা উড়াইল, কদলীরক্ষ গাড়িয়া দিল, পূর্ণঘট স্থাপন করিল ।
“আমাদের লাভ হইয়াছে” এই বলিয়া মহাউৎসব করিতে লাগিল ।
ভিক্ষুরা এই কথা ভগবানকে কহিলেন । ভগবান বলিলেন— “ভিক্ষুগণ,
দেবদত্তের মৃত্যুতে লোকেরা এখন যে কেবল উৎসব করিতেছে তাহা
নহে, পূর্বেও উৎসব করিয়াছিল ।” এই বলিয়া সকলের অপ্রিয়, উদ্ধত,
নিষ্ঠুর বারাণসীরাজ পিঙ্গলের মৃত্যুতে জনগণের সম্ভ্রুতিভাব বর্ণনা করিবার
জন্ত ভগবান এই গাথা দুইটি কহিলেন —

* সিং—ভো ।

“সবেবা জনো হিংসিতো পিঙ্গলেন,
তস্মিং মতে পচয়া বেদিয়ন্তি ;
পিয়ো নু তে আসি অকণহনেত্তো,
কস্মা নু ত্বং রোদসি ষারপাল ।”

“ন মে পিয়ো আসি অকণহনেত্তো,
ভায়ামি পচাগমনায় ভঙ্গ ;
ইতো গতো হিংসেয়্য মচ্চুরাজং,
সো হিংসিতো আনয়েয়্য পুন ইধা”তি ।

ইদং পিঙ্গলজাতকং কথেসি ।

৩২ । ভিক্ষু সখারং পুচ্ছিংসু— “ইদানি ভন্তে, দেবদত্তো
কুহিং নিব্বত্তো”তি ।

“পিঙ্গলের উৎপীড়িত সকল মানব,
মরিলে সে, করে সবে আনন্দ উৎসব ;
প্রিয় তব ছিল বৃদ্ধি পিঙ্গল নয়ন !
কেন তুমি ষারপাল ! করিছ ক্রন্দন ?”

“ছিল না গো প্রিয় মম পিঙ্গল নয়ন,
ভয় হয়, পরে তার হয় আগমন ;
এখান হতে যেয়ে সে, মৃত্যু রাজে যদি হিংসে,
মৃত্যু রাজ উৎপীড়িত হয়ে সেইখানে,
নিশ্চয় আনিয়া দিবে পুনঃ এই স্থানে !

এইরূপে ভগবান এই পিঙ্গলজাতক কহিলেন ।

৩২ । ভিক্ষুরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, এখন দেবদত্ত
কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে ?”

“অবীচি মহানিরয়ে ভিক্ষবে”তি ।

“ভস্তু, ইধ তপ্তস্তো বিচরিত্বা পুন গন্তা তপ্তনট্টানে য়েব
নিব্বত্তো”তি ?

“আম ভিক্ষবে, পরাজিতা বা হোন্তু গহট্টা বা পমাদ-
বিহারিনো উভয়থ তপ্তস্তি য়েবা”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“ইধ তপ্ততি পেচ্চ তপ্ততি
পাপকারী উভয়থ তপ্ততি,
পাপং মে কতন্তি তপ্ততি
ভীয়ো তপ্ততি দুগ্গতিং .গতো’তি । ১৭

৩৩ । তথ— “ইধ তপ্ততী”তি—ইধ কপ্পতপ্পনেন দোমনঅ-
মন্তেন তপ্ততি ।

“অবীচি মহানরকে ভিক্ষুগণ !”

“ভস্তু, সে ইহলোকে অন্ততপ্ত হইয়া বিচরণ করিয়াছে, পুনঃ ও কি
অবার অন্ততপ্তস্থানেই যাইয়া উৎপন্ন হইল ?”

“হাঁ ভিক্ষুগণ, যাহারা প্রমত্ত হইয়া বাস করে, তাহারা প্রব্রজিত
হউক অথবা গৃহী হউক, উভয় স্থানেই তাহারা অন্ততপ্ত হয় ।” এই
বলিয়া এই গাথাটি কহিলেন :—

“ইহলোকে পায় তাপ, তাপ পর লোকে,
পাপকারী পায় তাপ এ’উভয় লোকে ;
‘করিয়াছি পাপ’ ব’লে তাপ পায় মনে,
ততোধিক পায় তাপ দুর্গতি গমনে ।” ১৭

৩৩ । তথায়— “ইহলোকে তাপ পায়”— ইহলোকে পাপকর্ম করিবার
সময় দৌর্দমনস্তের দ্বারা তাপ পায় ।

“পেচা”তি—পরলোকে পন বিপাক তপ্নেন অতি দারুণেন
অপায়দুশ্চেন তপ্নতি ।

“পাপকারী”তি—নানপ্কারম্ পাপম্ কৰ্তা ।

“উভয়থা”তি—ইমিনা বুভপ্কারেন তপ্নেন উভয়থ তপ্নতি
নাম ।

“পাপম্”তি—সো হি কস্ম তপ্নেন তপ্নন্তো পাপম্ কতন্তি
তপ্নতি তং অপ্নমন্তকং তপ্ননং, বিপাকতপ্নেন পন তপ্নন্তো ।

“ভীয়ো তপ্নতি দুগ্গতিং গতৌ”তি—অতি ফরুসেন তপ্নেন
অতিবিয় তপ্নতি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেনুং, দেসনা
মহাজনম্ সাথিকা জাতাতি ।



“তাপ পরলোকে”—পরলোকে বিপাকতাপে, অতি দারুণ অপায়
হুঃখে তপ্ত হয় ।

“পাপকারী”—নানা প্রকার পাপ কর্মের কর্তা ।

“উভয়লোকে”—ইহ-পর-লোকে, উক্তপ্রকার তাপের দ্বারা তপ্ত হয় ।

“করিয়াছি পাপ’ ব’লে তাপ পায় মনে”—সে ‘পাপ কর্ম করিয়াছি’
বলিয়া পাপকর্মের তাপে তপ্ত হয় । সে তাপ কিন্তু অত্যন্ত মাত্র ।

“ততোধিক পায় তাপ দুর্গতি গমনে”—দুর্গতি স্থানে গমন করিয়া
অধিকতর নিদারুণ বিপাক-দুঃখ ভোগ করে ।

গাথা অবসানে বহুলোক শ্রোতাপন্ন ইত্যাদি হইয়াছিলেন, দেশনা
জনগণের সার্থক হইয়াছিল ।



সুমনাদেবীয়া বপ্তু । ১৩

“ইধ নন্দতী”তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো
সুমনাদেবিং আরত্তু কথেসি ।

১ । সাবথিয়ং হি দেবসিকং অনাথপিণ্ডিকজ্জ গেহে ধে ভিক্ষু
সহস্সানি ভুঞ্জন্তি । তথা বিসাখায় মহাউপাসিকায় । সাবথিয়ং চ যো
যো দানং দাতুকামো হোতি সো সো তেসং উভিন্নং ওকাসং লভিত্ত্বাব
করোতি । কিং কারণা ? তুম্মহাকং দানগং অনাথপিণ্ডিকো বা
বিসাখা বা আগতা”তি পুচ্ছিত্ত্বা “নাগতা”তি বৃত্তে সতসহস্সং বিজ্জেচ্ছত্ত্বা
কতদানম্পি “কিং দানং নামেতং”তি গরহন্তি । উভোপি তে
ভিক্ষুসজ্জস্স রুচিং চ অনুচ্ছবিককিচ্ছানি চ অতিবিয় জানন্তি ।

সুমনাদেবীর উপাখ্যান । ১৩

“ইহলোকে নন্দিত হয়” এই ধম্ম দেশনা ভগবান জেতবনে অবস্থান
করিবার সময় সুমনাদেবীর কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

১ । শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের গৃহে প্রতিদিন দুই হাজার ভিক্ষু
ভোজন করেন । সেইরূপ মহাউপাসিকা বিশাখার গৃহেও । শ্রাবস্তীতে
না-কি যাহারা দান দিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা অনাথ পিণ্ডিক ও বিশাখা
এই দুই জনের অবকাশ লইয়াই দানকার্য্য আরম্ভ করেন । কেন না,
লোকেরা জিজ্ঞাসা করেন — “তোমাদের দানকার্য্যে অনাথপিণ্ডিক অথবা
বিশাখা আসিয়াছেন কিনা ?” যদি আসেন নাই” বলিয়া বলেন, তাহা-
হইলে শতসহস্র টাকা ব্যয় করিয়া দান করিলেও “সেই আবার একটা
কি দান !” বলিয়া উপহাস করেন । তাহারা উপাদক উপাসিকা হইজনেই
ভিক্ষুসংঘের অভিরুচি ও অমুরূপ কাজ সম্বন্ধে খুব ভাল জানেন ।

তেসু বিচারন্তেসু ভিক্ষু চিত্তরূপং ভুঞ্জন্তি, তস্মা সৰ্বেষ দানং দাতু-
কামা তে গহেত্বাব গচ্ছন্তি । ইতি তে অভনো ঘরে ভিক্ষু
পরিবিসিতুং ন লভন্তি । ততো বিসাখা—“কো নু খো মম ঠানে
ঠত্বা ভিক্ষুসুজ্ঞং পরিবিসিত্তী”তি উপধারেস্তি পুস্তন্ন ধীতরং দিস্বা
তং অভনো ঠানে ঠপেসি । সা তন্না নিবেসনে ভিক্ষুসুজ্ঞং
পরিবিসতি । অনাথপিণ্ডিকোপি মহাসুভদং নাম জেট্ঠধীতরং
ঠপেসি । সা ভিক্ষুং বেয়্যাবচ্চং কৰোস্তি, ধম্মং সুগন্তি,
সোতাপন্ন হত্বা পতিকুলং অগমাসি । ততো চুল্লসুভদং ঠপেসি ।
সাপি তথ্বেব কৰোস্তি, সোতাপন্ন হত্বা পতিকুলং গতা ।

২ । অথ স্বমনাদেবিং নাম কণিট্ঠ ধীতরং ঠপেসি ।

ভিক্ষুদের খাবার সময় সেখানে যদি তাঁহারা বিচরণ করেন, তাহা হইলে ভিক্ষুরা
যথাক্রমে আহাৰ করিতে পারেন । তাই সকলে দান দিবার ইচ্ছায়
তাঁহাদিগকে লইয়া যান । এই হেতু তাঁহারা নিজের ঘরে ভিক্ষুদের পরি-
বেশন করিতে পারেন না । তাই বিসাখা চিন্তা করিলেন—“আমার স্থানে
কে থাকিয়া ভিক্ষুগণকে পরিবেশন করিবে ।” এই চিন্তা করতঃ তাঁহার
পুত্রের কণ্ঠাকে উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে নিজের কাজে নিযুক্ত করি-
লেন । তিনি তাঁহার ঘরে ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন ।
অনাথপিণ্ডিকও তাঁহার মেয়ে মহাসুভদ্রাকে তাঁহার কাজের ভার অর্পণ করিলেন ।
এই অবসরে মহাসুভদ্রা ধর্ম্মকথা শুনিয়া শ্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন ।
অনন্তর তিনি স্বামীর ঘরে চলিয়া আসিলেন । তৎপর তাঁহার কণ্ঠা ছোট
সুভদ্রার উপর এই কাজের ভার অর্পণ করিলেন । তিনিও সেইরূপ ভাবে
ভিক্ষুদের পরিচর্যা করিতে করিতে শ্রোতাপন্ন হইয়া পতিকূলে চলিয়া
গেলেন ।

২ । অতঃপর তাঁহার ছোট মেয়ে স্বমনাদেবীকে এই কাজে নিযুক্ত করিলেন ।

স্না পন স্কদাগামিফলং পত্ত্বা কুমারিকাব হত্ত্বা তথারূপেন অফা-
সুকেন আতুরা আহারূপচ্ছেদং কত্ত্বা পিতরং দট্টুকামা হত্ত্বা
পক্কোসাপেসি । সো একস্মিং দানগো তজ্জা সাসনং সুহাব আগত্ত্বা—
“কিং অস্ম স্মমনে ?”তি আহ ।

সাপি নং আহ—“কিং তাত কণিট্টভাতিকা”তি ?

“বিপ্পলপসি অস্মা”তি ?

“ন বিপ্পলপামি কণিট্টভাতিকা”তি ।

“ভায়সি অস্মা”তি ?

“ন ভায়ামি কণিট্টভাতিকা”তি ।

৩ । এতকং বত্তায়ৈব পন স্না কালমকাসি । সো সোতাপন্নোপি
সমানো সেট্ঠীধীতরি উপ্পন্নসোকং অধিবাসেতুং অসক্কোত্তো ধীতু
সরীরকিচ্ছং কারেত্তা রোদন্তো সথু সন্তিকং গত্ত্বা “কিং গহপতি,
ইনি স্কদাগামী ফল লাভ করিলেন । ইনি না-কি কুমারী অবহাতেই
ছিলেন । এসময় তাঁহার রোগ হয় ; রোগাবস্থায় আহারে অনিচ্ছা
প্রকাশ করিলেন । মৃত্যুর আসন্ন কাল বুঝিয়া পিতাকে দেখিবার ইচ্ছায়
ডাকাইয়া পাঠাইলেন । তখন অনাথপিণ্ডিক ছিলেন এক নিমন্ত্রণ গৃহে ।
তিনি মেয়ের রোগসংবাদ শুনিয়াই চলিয়া আসিলেন । আসিয়া মেয়েকে
জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা স্মমনে, তুমি কি বলিতে চাও ?”

মেয়েও তাঁহাকে কহিলেন—“কি বলিতেছ কনিষ্ঠভ্রাতা ?”

“মা, প্রলাপ বকিতেছ ?”

“না, প্রলাপ বকিতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা ?”

“ভয় পাইতেছ মা ?”

“না, ভয় পাইতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা ?”

৩ । এতদূর বলিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইল । শ্রেষ্ঠা স্রোতাপন্ন হইলেও
মেয়ের মৃত্যুতে শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না । মেয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
সম্পাদন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ।

দৃষ্টি হুস্মনো অঙ্গুমুখো রুদমানো উপাগতোসী”তি বুন্তে—

“ধীতা মে ভন্তে, সুমনাদেবী কালকতা”তি আহ ।

“অথ কস্মা সোচসি ? ননু সৰ্বেসং একংসিকং মরণং”তি ?

“জানামেতং ভন্তে, এবরুপা পন মে হিরোত্তপ্পসম্পন্ন ধীতা, সা মরণকালে সতিং পচুপট্টাপেতুং অসক্কোত্তি বিপ্পলপমানা মতাতি মে অনপ্পকং দোমনপ্পং উপ্পজ্জতী”তি ।

“কিং পন তায় কথিতং মহাসেট্টা”তি ?

“অহং তং ভন্তে, ‘অস্মা সুমনে’তি আমন্তেসিং, অথ মং আহ ‘কিং তাত কণিট্ট ভাতিকা’”তি ? ততো “বিপ্পলপসি অস্মা”তি ? “ন বিপ্পলপামি কণিট্টভাতিকা”তি । “ভায়সি অস্মা”তি ?

ভগবান তাঁহাকে কহিলেন— “কি গৃহপতি, তুমি যে হুঃখিত মনে, অশ্র-
মুখে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছ ?” এইরূপ বলিলে শ্রেষ্ঠী কহিলেন—
“আমার মেয়ে ভন্তে, সুমনাদেবী মারা গিয়াছে ।”

“তবে সেই জন্তু এত অনুশোচনা কেন ? তুমি কি জান না,
সকলেরই মৃত্যু একান্ত অনিবার্য ?”

“তাহা-ত জানি ভন্তে, আমার মেয়ে যে ছিল লজ্জাশীলা, পাপকে
বড় ভয় করিত ; আমার এরূপ মেয়ে না-কি মরণকালে স্মৃতি ঠিক রাখিতে
পারিল না, প্রলাপ বকিতে বকিতেই মারা গেল, তাই আমার অন্তরে বড়
হুঃখ উৎপন্ন হইতেছে ”

“তোমার মেয়ে কি বলিয়াছিল মহাশ্রেষ্ঠি ?”

“আমি ভন্তে, তাহাকে ‘মা সুমনে’ বলিয়া ডাকিলাম ; সে আমাকে
জবাব দিল— ‘কি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ।’ তৎপর আমি বলিলাম— ‘প্রলাপ
বকিতেছ মা ?’ ‘না, প্রলাপ বকিতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা ।’ ‘ভয় পাইতেছ মা ?’

“ন ভায়ামি কণিষ্ঠ ভাতিকা”তি । এন্তকং বহ্বা কালমকাসী”তি ।

৪ । অথ নং ভগবা আহ— “ন তে মহাসেট্ঠি ধীতা বিপ্লল-
পতী”তি ।

“অথ কস্মা এবমাহ”তি ?

“কণিষ্ঠভায়েব, ধীতা হি তে গহপতি মগ্গফলেহি তয়া
মহল্লিকা, ত্বং হি সোতাপন্নো, ধীতা পন তে স্কদাগামিনী ; সা
মগ্গফলেহি মহল্লিকভা এবমাহ”তি ।

“এবং ভন্তে”তি ?

“এবং গহপতী”তি ।

“ইদানি কুহিং নিব্বত্তা ভন্তে”তি ?

“তুসিতভবনে গহপতী”তি বৃত্তে—

“ভন্তে, মম ধীতা ইধ এণাতকানং অন্তরে নন্দমানা বিচরিত্বা

‘না, ভয় পাইতেছি না কনিষ্ঠ ভ্রাতা ।’ এতদূর বলিয়া সে মারা গেল ।”

৪ । অতঃপর ভগবান তাঁহাকে কহিলেন— “মহাশ্রেষ্ঠি, তোমার মেয়ে
প্রলাপ বকে নাই ।”

“তবে একুপ বলিল কেন ?”

“তুমি কনিষ্ঠ বলিয়াই ; তোমার কথ্য মার্গফল হিনাবে তোমা হইতে
বড় । তুমি নাকি স্রোতাপন্ন, তোমার মেয়ে হইল স্কদাগামিনী, সে মার্গ-
ফলের দ্বারা তোমার বড় বলিয়াই এইরূপ কহিয়াছে ।”

“তাই নাকি ভন্তে ?”

“হঁা, গৃহপতি ! তাই আর কি ।”

“ভন্তে, এখন সে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে ?”

“তুসিত ভবনে গৃহপতি ।”

“ভন্তে, আমার মেয়ে এখানে জ্ঞাতি গণের মধ্যে আনন্দ মনে বিচরণ করিয়া,

ইতো গস্তাপি নন্দনর্টানেয়েব নিব্বত্তা”তি ?

অথ নং সথা— “আম গহপতি, অপ্রমত্তা নাম গহর্ট্টা বা পব্বজিতা বা ইধলোকে চ পরলোকে চ নন্দন্তি ষেবা”তি বহ্না ইমং গাথমাহ :—

“ইধনন্দতি পেচ্চ নন্দতি কতপুণ্ণেণ উভয়থ নন্দতি,
পুণ্ণেস্মে কতন্তি নন্দতি ভিয়েয়া নন্দতি স্ফগতিং গতৌ”তি । ১৮

৫ । তথ—“ইধা”তি—ইধলোকে কস্মনন্দনেন নন্দতি ।

“পেচ্চা”তি—পরলোকে বিপাক নন্দনেন নন্দতি ।

“কতপুণ্ণেণ”তি—নানপ্পকারস্স পুণ্ণেস্স কত্তা ।

পুনঃ এখান হইতে যাইয়াও আনন্দময় স্থানেই উৎপর হইল ?”

অতঃপর ভগবান তাঁহাকে কহিলেন— “হাঁ গৃহপতি, যাহারা অপ্রমত্ত হইয়া বাস করে তাহারা গৃহী হউক অথবা প্রব্রজিত হউক, তাহারা ইহলোকেও আনন্দিত হয় পরলোকেও আনন্দিত হয় ।” এই বলিয়া ভগবান এই গাথাটি কহিলেন :—

“ইহলোকে পরলোকে কৃতপুণ্যবান,
উভয় লোকেতে হয় আনন্দিত প্রাণ ;
ভুলোকে নন্দিত হয় কুশল করিয়া,
অধিক নন্দিত হয় দু্যালোকে যাইয়া ।”

৫ । তথায় “ইহলোকে”—ইহলোকে কস্মানন্দে আনন্দিত হয় ।

“পরলোকে”—পরলোকে বিপাক আনন্দে আনন্দিত হয় ।

“কৃতপুণ্যবান”—নানা প্রকার পুণ্যকর্মের কর্তা ।

“উভয়থা”তি—ইধ কতং মে কুসলং, অকতং পাপন্তি নন্দতি ;
পরথ বিপাকং অনুভবন্তো নন্দতি ।

“পুঞ্জশ্মে”তি—ইধ নন্দন্তো পন পুঞ্জশ্মে কতন্তি সোম-
নঙ্গমন্তকেন বা কস্মনন্দনং উপাদায় নন্দতি ।

“ভীয়ো”তি—বিপাক নন্দনে পন স্তুগতিং গতো সন্ত-
পঞ্জাশ বঙ্গকোটিয়ো সর্ট্ঠিঞ্চ বঙ্গসতসহস্রানি দিবসম্পত্তিঃ অনুভ-
বন্তো তুসিতপুরে অতিবিয় নন্দতী”তি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেস্তুং । মহাজ-
নঙ্গ সাথিকা ধম্মদেশনা জাতা’তি ।



“উভয় লোকে”—ইহলোকে কুশল করিয়াছি, অকুশল করি নাই,
এই মনে করিয়া আনন্দিত হয় ; পরলোকে কুশল কর্মের ফল অনুভব
করিয়া আনন্দিত হয় ।

“আমি পুণ্য করিয়াছি”—ইহলোকে আনন্দিত হইবার কারণ হই-
তেছে—‘আমি পুণ্যকাজ করিয়াছি’ এই সৌমনশের দ্বারা অথবা কস্ম
আনন্দের দ্বারা আনন্দিত হয় ।

“অধিক”—বিপাক নন্দন হইল—দেবলোকে যাইয়া সাতপঞ্চাশ কোটি
ঘাটি লক্ষ বৎসর যাবৎ দিব্য সম্পত্তি অনুভব করত তুমিত পুরে অধিকতর
আনন্দ পায় ।

গাথা শেষ হইলে বহুজন সোতাপন্নাদি ফল প্রাপ্ত হইলেন । সম-
বেত মনুষ্যগণের পক্ষে ধম্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।



দে সহায়ক ভিক্খুনং বণ্ণু । ১৪

“বহুস্পি চে”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
দে সহায়কে আরত্তু কথেসি ।

১ । সাবথি বাসিনো হি দে কুলপুত্তা সহায়কা বিহারং
গন্ত্বা সণ্ণু ধম্মদেসনং স্ত্বা কামে পহায় সাসনে উরং দত্ত্বা
পববজ্জিতা পঞ্চ বজ্জানি আচরিয়ুপজ্জায়ানং সন্তিক্কে বসিত্বা সথারং
উপসংকমিত্বা সাসনে ধুরং পুচ্ছিত্বা বিপজ্জনাধুরঞ্চ গম্ভধুরঞ্চ বিথারতো
স্ত্বা একো তাব “অহন্তুশ্চে, মহল্লককালে পববজ্জিতো, ন সন্ধিআমি
গম্ভধুরং পুরেতুং, বিপজ্জনাধুরং পন পুরেআমী”তি যাব অরহত্তা

দুই বন্ধু ভিক্ষুর উপাখ্যান । ১৪

“বহু” এই ধর্মদেশনা ভগবান জেতবনে অবস্থান করিবার সময়
দুই বন্ধুর কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

১ । শ্রাবস্তীবাসী দুইজন কুলপুত্র বন্ধুতাস্ত্রে আবদ্ধ ছিলেন । একদিন
উভয়ে বিহারে যাইয়া ভগবানের মুখে ধর্মকথা শুনিলেন । তাঁহারা
ধর্ম শুনিয়া কামলালসা বর্জন দিয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজ্যা
গ্রহণ করিলেন । পাঁচ বৎসর যাবৎ তাঁহারা আচার্য্য উপাধ্যায়ের নিকট
বাস করার পর একদিন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধ শাসনে
কয়টি ধূর তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন । বিদর্শন ধূর ও গ্রন্থধূরের কথা বিস্তারিত
ভাবে শুনিয়া প্রথমত একজন কহিলেন— “ভস্মে, আমি অধিক বয়সে
প্রব্রজ্যা নিয়াছি ; তাই গ্রন্থধূর পূর্ণ করিতে পারিব না, বিদর্শন ধূরই পূর্ণ
করিব । বিদর্শন সম্বন্ধে বর্ণনা করিবার জগ্গ তিনি ভগবানের নিকট
প্রার্থনা করিলেন । ভগবানও তিনি যাহাতে অর্হত্ত লাভ করিতে পারেন,

বিপন্ননং কথাপেত্ত্বা ঘটেন্তো বায়মন্তো সহ পট্টম্মস্তিদাহি অরহত্তং পাপুণি ।

২ । ইতরো পন “অহং গম্বধুরং পুরেআমী”তি অনুকমেন তেপিটকং বুদ্ধবচনং উগ্গণিহত্তা গতগতট্টানে ধম্মং দেসেতি, সর-
ভঞং ভণতি, পঞ্চন্নং ভিক্ষুসতানং ধম্মং বাচেস্তো বিচরতি,
অট্টারসন্নং মহাগণানং আচরিয়ো অহোসি । ভিক্ষু সথু সন্তিকে
কম্মট্টানং গহেত্তা ইতরম্ম থেরম্ম বসনট্টানং গত্তা তম্মোবাদে ঠত্তা
অরহত্তং পত্তা থেরং বন্দিত্তা— “সথারং দট্টু কামমহা”তি বদন্তি ।

থেরো— “গচ্ছথাবুসো, মম বচনেন সথারং বন্দিত্তা অসীতি
মহাথেরে বন্দথ, সহায়কথেরম্মপি মে ‘অমহাকং আচরিয়ো তুমহে
বন্দতী’তি বন্দথা”তি ।

ততদূর বর্ণনা করিয়া কহিলেন । তিনিও বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া প্রতি-
সম্ভিদ্ধার সহিত অর্হত্ত লাভ করিলেন ।

২ । অপর ভিক্ষু চিন্তা করিলেন— “আমি গ্রম্বধুর পূর্ণ করিব ।”
অনুক্রমে তিনি ত্রিপিটক বুদ্ধবচন শিক্ষা করিলেন । তিনি যেখানে
যান মধুর স্বরে ধর্ম্মদেশনা করেন । পাঁচশত ভিক্ষুকে তিনি ধর্ম্ম শিক্ষা
দেন; আঠারটি মহাগণের (পরিষদের) আচার্য্য ছিলেন । ভিক্ষুরা ভগ-
বানের নিকট কম্মস্থান গ্রহণ করিয়া অপর অর্হত্ত-স্ববিরের নিকট যাইতেন
এবং তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া অর্হত্ত প্রাপ্ত হইতেন । অতঃপর তাঁহার
স্ববিরকে বন্দনা করিয়া বলিতেন— “ভগবানকে আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি ।”

স্ববির তাঁহাদিগকে কহিতেন— “বাও আবুস, তোমরা আমার হইয়া
ভগবানকে বন্দনা করিও, তৎপর আশিজন মহাশ্রাবককে বন্দনা করিও ।
আমার বন্ধু স্ববিরের নিকট যাইয়াও “আমাদের আচার্য্য আপনাকে বন্দনা
করিতেছেন” এই বলিয়া বন্দনা করিও ।”

৩। তে বিহারঃ গম্বু সথারঞ্চ খেরে চ বন্দিত্বা “ভন্তে, অমহাকং আচরিয়ো তুম্হে বন্দতী”তি বুন্তে ইতরেন চ “কো নাম এসো”তি বুন্তে “তুমহাকং সহায়কভিক্ষু ভন্তে”তি বদন্তি। এবং খেরে পুনপ্নুনং সাসনং পহিনন্তে সো ভিক্ষু থোকং কালং সহিত্বা অপরভাগে সহিত্বং অসক্বোন্তো “অমহাকং আচরিয়ো তুম্হে বন্দতী”তি বুন্তে “কো এসো”তি বহ্বা “তুমহাকং সহায়কভিক্ষু”তি বুন্তে “কিম্পন তুম্হেহি তস্ম সন্তিকে গহিতং, কিং দীঘনিকায়াদিস্স অপ্রতরো নিকায়ো, ভীস্স পিটকেস্স একং পিটকং”তি বহ্বা “চতুপ্পদিকম্পি গাথং ন জানাতি, পংস্কুলং গহেত্বা পব্বজিতকালে-যেব অরপ্রং পবিট্টো, বহু বত অন্তেবাসিকে লভি, তস্ম আগত-কালে ময়া পপ্রং পুচ্ছিত্বং বট্টতী”তি চিস্তেসি।

৩। তাঁহারা বিহারে যাইয়া ভগবান ও স্থবিরদিগকে বন্দনা করিয়া কহিলেন— “ভন্তে, আমাদের আচার্য্য আপনাদিগকে বন্দনা করিতেছেন।” ভিক্ষুরা এইরূপ বলিলে স্থবিরের বন্ধুভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিলেন— “সে কে ?” স্থবির এইরূপ বলিলে ভিক্ষুরা কহিলেন— “আপনার বন্ধু ভিক্ষু ভন্তে !” এইরূপে স্থবির পুনঃপুন সংবাদ পাঠাইলে সেই ভিক্ষু দীর্ঘদিন এই সংবাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। পুনরায় “আমাদের আচার্য্য আপনাকে বন্দনা করিতেছেন” এই কথা বলিলে, তিনি কহিলেন— “সে কে ?” “আপনার বন্ধু ভিক্ষু।” “তোমরা তাহার নিকট হইতে কি শিক্ষা করিয়াছ ? দীর্ঘনিকায়াদির মধ্যে কোন্ নিকায় ? ত্রিপিটকের মধ্যে কোন্ পিটক ?” ইত্যাদি বলিয়া চিন্তা করিলেন— “সে চারি পদ যুক্ত একটা গাথাও জানেনা, পংস্কুল অঙ্গ নইয়া প্রব্রজিত কাল হইতেই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এখন ত দেখিতেছি বহুশিষ্য জুটাইয়া ফেলিয়াছে। সে আসিলে আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।”

৪ । অথাপরভাগে খেরো সথারং দর্টুমাগতো সহায়কথেরঅ সন্তিকে পত্তচীবরং ঠপেত্তা গত্ত্বা সথারং চেব অসীতিমহাথেরে চ বন্দিত্তা সহায়কঅ বসনট্টানং পচাগমি । অথঅ সো বত্তং কারেত্তা সমপ্পমাণং আসনং গহেত্তা পপ্পং পুচ্ছিআমী'তি নিসীদি । তস্মিং খণে সথা— “এস এবরুপং মম পুত্তং বিহেঠেত্তা নিরয়ে নিব্ব-ত্তেয়্যা”তি তস্মিং অনুকম্পায় বিহারচারিকং চরন্তো বিয় তেসং নিসিন্নট্টানং গত্ত্বা পপ্পত্তে বুদ্ধাসনে নিসীদি ।

তথ তথ নিসীদন্তা হি ভিক্ষু বুদ্ধাসনং পপ্পাপেত্তাব নিসীদন্তি । তেন সথা পকতিপপ্পত্তে য়েব আসনে নিসীদি ।

৪ । অনন্তর একদিন স্থবির ভগবানকে দেখিবার জ্ঞাত আসিলেন । বন্ধুস্থবিরের নিকট পাত্রচীবর রাখিয়া, যাইয়া ভগবানকে বন্দনা করিলেন । পরে আশিজন মহাস্থবিরকে বন্দনা করিয়া বন্ধুর আবাসে ফিরিয়া আসিলেন । অতঃপর আবাসিক ভিক্ষু আগস্থক-ব্রত সম্পাদনের পর সমান আসন লইয়া “প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব” এই মনে করিয়া বসিলেন । তখন ভগবান তাহা জানিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন— “এই ভিক্ষু আমার এই-রূপ পুত্রকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়া নরকে উৎপন্ন হইবে ।” এই ভাবিয়া ভগবান তাঁহার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া যেন বিহার চারিকায় বিচরণ করিতেছেন এইরূপ ভাবে যাইয়া তাঁহাদের উপবিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন

যে কোন স্থানে ভিক্ষুরা বসিবার সময় বুদ্ধের জ্ঞাত স্বতন্ত্র আসন একথানা প্রস্তুত করিয়াই বসেন । তাই ভগবান আসিয়া তাঁহার জ্ঞাত স্থাপিত নির্দিষ্ট আসনেই বসিলেন ।

৫। নিসজ্জ খো পন গম্বিকভিক্ষুঃ পঠমঙ্কানে পঞহং পুচ্ছিত্বা তস্মিং কথিতে দুতীয়ঙ্কানং আদিং কহা অর্টসুপি সমাপত্তীসু রূপারূপে চ পঞহং পুচ্ছি, ইতরো সৰ্বং কথেসি।

অথ নং সোতাপত্তিমগ্গে পঞহং পুচ্ছি। ইতরো কথেতুং নাসস্বি। ততো খীণাসবথেরং পুচ্ছি। থেরো কথেসি। সথা “সাধু সাধু ভিক্ষু”তি অভিনন্দিত্বা সেসমগ্গেসুপি পটিপাটিয়া পঞহং পুচ্ছি, গম্বিকো একম্পি কথেতুং নাসস্বি, খীণাসবো পুচ্ছিতং পুচ্ছিতং কথেসি। সথা চতুসু ঠানেসু তস্ম সাধুকারং অদাসি। তং সুত্তা ভুম্মদেবে আদিং কহা যাব বুদ্ধলোকা সৰ্বদেবতা চেব নাগসুপপ্পা চ সাধুকারমদংসু।

৫। ভগবান বসিয়াই নাকি ত্রিপিটকধারী ভিক্ষুকে প্রথম ধ্যান সঙ্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার উত্তর প্রদান করিলে, দ্বিতীয় ধ্যানাদি অষ্ট সমাপত্তি ও রূপারূপ ধ্যান সঙ্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ইনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

অতঃপর ভগবান তাঁহাকে শ্রোতাপত্তি মার্গ সঙ্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ইনি উত্তর দিতে পারিলেন না। তৎপর অর্হত স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবির উত্তর দিলেন। ভগবান “সাধু! সাধু!! ভিক্ষু” বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তৎপর অগ্রাত্ত মার্গ সঙ্কেও পাটিপাটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। গ্রহধারী ভিক্ষু একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্ষীণাসব ভিক্ষু জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান চারি স্থানেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তাহা শুনিয়া ভূমিবাসী দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত দেবগণ এবং নাগ-সুপর্ণেরাও সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

৬। তং সাধুকারং সূত্বা তন্ম অন্তেবাসিকা চেব সন্ধিবিসারিনো
চ সথারং উজ্জায়িসু—“কিং নামেতং সথারা কতং, কিঞ্চি অজানন্তু
মহল্লকথেরন্ম চতুসু ঠানেসু সাধুকারং অদাসি, অমহাকং পনাচরিয়ন্ম
সবপরিয়ন্তিধরন্ম পঞ্চন্নং ভিক্ষুসুতানং পামোক্ষন্ম পসংসামন্তস্পি ন
করী”তি ।

অথ নে সথা—“কিং নামেতং ভিক্ষবে, কথেনা”তি পুচ্ছিত্বা
তস্মিৎ অথে আরোচিতে ভিক্ষবে, তুমহাকং আচরিয়ো মম সাসনে
ভতিয়া গাবো রক্ষণক সদিসো । মযহং পন পুত্তো যথা রুচিয়া
পঞ্চগোরসে পরিভুঞ্জনক সামিসদিসো”তি বহ্না ইমা গাথা
অভাসি—

৬। সেই সাধুবাদ শুনিয়া গ্রন্থধারী ভিক্ষুর শিষ্য ও তাঁহার সঙ্গী
ভিক্ষুরা ভগবান সন্মুখে কাণাঘূষা করিতে লাগিলেন— “ভগবান একি
করিলেন ; এই বৃদ্ধ হৃবির কিছুই জানেন না, অথচ তাঁহাকে চারিবার
সাধুবাদ দিলেন ; আর আমাদের আচার্য্য যিনি নাকি সমস্ত ত্রিপিটক
ধারণ করেন, পাঁচশত ভিক্ষুর প্রমোক্ষ, তাঁহাকে প্রশংসা মাত্রও করি-
লেন না ।”

অতঃপর ভগবান তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভিক্ষুগণ, তোমরা
কি বলিতেছ ?” ভিক্ষুরা সেই কথা বলিলে ভগবান কহিলেন— “ভিক্ষুগণ,
তোমাদের আচার্য্য আমার শাসনে বেতন ভোগী গোপালকের মত। আমার পুত্র
কিহ্ন যথাক্রটি পঞ্চ গোরস পরিভোগকারী স্বামী সদৃশ ।” এই বলিয়া এই
গাথা দুইটি বলিলেন —

“বহুস্পি চে সহিতং ভাসমানো
ন তক্রো হোতি নরো পমন্তো,
গোপোব গাবো গণয়ং পরেসং
ন ভাগবা সামশ্রম্ম হোতি ।” ১৯

“অশ্রম্পি চে সহিতং ভাসমানো
ধম্মম্ম হোতি অনুধম্মচারী,
রাগধঃ দোসধঃ পহায় মোহং
সম্মপ্পজানো স্ত্ৰবিমুক্তচিত্তো ;
অনুপাদিয়ানো ইধ বা ছরং বা
স ভাগবা সামশ্রম্ম হোতী”তি । ২০

৭। তথ—“সহিতং”তি—তেপিটকম্ম বুদ্ধবচনশ্রেতং নামং ।
তং আচারিয়ে উপসংকমিত্তা উগগিহিত্তা বহুস্পি পরেসং “ভাসমানো”

“প্রমত্ত নরের তাহা কাজে নাহি আসে,
ত্রিপিটক বুদ্ধবাণী যদি বহু ভাষে ।
গোপালক যথা গগে গাভী অপরের,
কভু সে ছয় না ভাগী সেই গোরসের ।” ১৯

“ধম্ম-অনুধম্ম দেবা করে আচরণ,
ধম্মকথা অল্প যদি সে করে ভাষণ ।
রাগ ছেদ মোছ ধম্ম প্রহীণ কবিয়া,
সুবিদিত স্ত্ৰবিমুক্ত চিত্ত সে হইয়া ।
ইহ-পরলোকে কভু উৎপন্ন না ছয়,
শ্রামণ্য কলের ভাগী সে ছয় নিশ্চয় ।” ২০

৭। তথায়—“সহিতং”—ইহা ত্রিপিটক বুদ্ধ বচনের নাম । আচার্য্যের
নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা শিক্ষা করতঃ অধিকতররূপে পরকে বলিলেও

বাচেন্তো, তং ধ্মং স্ত্ৰীয়া যং কারকেন পুগ্গলেন কত্তবং তং করো ন হোতি । কুকুটম্ পঞ্চপহরণমত্তম্পি অনিচ্ছাদি বসেন য়োনিসোমনসিকারং নল্পবন্তেতি ; এসো যথা নাম দিবসং ভতিয়া গাবো রক্ষন্তো গোপো পাতোব পটিচ্ছিত্তা সায়াং গণেহা সামিকানং নিয়্যাদেহা দিবসভতিমত্তং গণহাতি, যথারুচিয়া পন পঞ্চগোরসে পরিভুঞ্জিতং ন লভতি, এবমেব কেবলং অন্তেবাসিকানং সন্তিকা বস্তপটিবস্তকরণমত্তম্ ভাগী হোতি, সামপ্রম্ পন ভাগী ন হোতি । যথা পন গোপালকেন নিয়্যাদিতানং গুন্নং গোরসং সামিকাব পরিভুঞ্জন্তি, তথা তেন কথিতং ধ্মং স্ত্ৰীয়া কারকপুগলা যথানুসিট্টং পটিপচ্ছিত্তা কেচি পঠমজ্জানাদীনি পাপুণন্তি, কেচি বিপজ্জনং বডেহা মগগফলানি পাপুণন্তীতি— গোসামিকা গোরসয়েব সামপ্রম্ ভাগিনো হোন্তি । ইতি সথা সীলসম্পন্নম্ বহুত্ৰুত্তম্

শিক্ষা দিলে, সেই ধ্ম শুনিয়া, মানবের যে একটা কর্তব্য কাজ আছে সেইরূপ কিছু করা হয় না । মুরগীর পঞ্চপ্রহারণ সময় মাত্রও অনিত্যাতি বশে চিত্তের সম্যক একাগ্রতা লাভ করা যায় না ! যেমন দৈনিক বেতন ভোগী গরু রক্ষাকারী গোপালক প্রাতে গরু বুঝিয়া লইয়া আবার সন্ধ্যার সময় গরু গণনা করিয়া স্বামীকে আনিয়া দেয় এবং দিনের বেতন গ্রহণ করে, কিন্তু যথাকি পঞ্চগোরস পরিভোগ করিতে পারে না, সেইরূপ গ্রন্থধারী ভিক্ষুও কেবল শিষ্যদের নিকট হইতে মাত্র ব্রত-প্রতিব্রতেরই ভাগী হয়, কিন্তু শ্রামণ্য ধর্মের ভাগী হইতে পারে না । যেমন গোপালক গরু আনিয়া গচ্ছিত করিয়া দিলে, স্বামীই সেই গোরস পরিভোগ করে; সেইরূপ তাহাদের কথিত ধ্ম শুনিয়া কস্মীলোকেরা যথানুশাসিত মতে প্রতিপালন করিয়া কেহ কেহ প্রথম ধ্যানাদি প্রাপ্ত হয়, আর কেহ কেহ বিদর্শন বর্ধিত করিয়া মার্গফল সমূহ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা গরুর কর্তার গোরসের ত্রায় শ্রামণ্যফলের ভাগী হয় । এইরূপে ভগবান শীলসম্পন্ন, বহুশ্রুত,

পমাদবিহারিনো অনিচ্ছাদিবসেন যোনিসোমনসিকারে অগ্নবস্ত্রজ
ভিক্ষুনো বসেন পঠমগাথং কথেসি, ন দুজীলজ ।

৮ । দ্বিতীয় গাথা পন যোনিসো মনসিকারে কস্মং করোস্তুজ
কারকপুঙ্গলজ বসেন কথিতা ।

তথ— “অগ্নম্পি চে”তি—থোকং একবগা দ্বিবগামস্তম্পি

“ধম্মজ হোতি অনুধম্মচারী”তি—অথমশ্রায়, ধম্মমশ্রায়,
নবলোকুত্তরধম্মজ অনুরূপধম্মং পুৰ্বভাগপটিপদাসজাতং চতুপারিসুচ্চি
সীল, ধৃতঙ্গ, অন্তত কস্মট্টানাদিভেদং চরণতো অনুধম্মচারী হোতি,
অজ্জ অজ্জব্বাতি পটিবেধং আকজ্জন্তো বিচরতি । সো ইমায়
সম্মাপটিপত্তিয়া রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায় মোহং সম্মা হেতুনা নয়েন

প্রমাদবিহারী, অনিত্যাদিবশে সম্যক একাগ্রতার সহিত যেই ভিক্ষু প্রবর্তিত
হয় না, তাঁহার জন্তই প্রথম গাথা বলিয়াছেন, তঃশীলের জন্ত নহে ।

৮ । দ্বিতীয় গাথা সম্যক একাগ্রতার সহিত যাহারা কৰ্ম করেন, সেই
কস্মীলোকের জন্ত বলা হইয়াছে ।

তথায়— “অন্নজ” — সামাত্ত, একবর্গ হইবর্গ মাত্রও ।

“ধম্ম অনুধম্মং যেনা করে আচরণ” — অর্থজ্ঞাত ও ধর্মজ্ঞাত হইয়া নয়
লোকোত্তর ধর্মের অনুরূপ ধর্ম মর্গফল লাভের পূর্বভাগ শিক্ষাস্বরূপ চারি
পরিস্কৃত শীল, ধৃতঙ্গ ও অন্তত কস্মস্থানাদি ভেদে আচরণ করিলে অনুধর্মচারী
নামে কথিত হয় । অজ্ঞ, অজ্ঞ না হইলে আগামীকল্য জ্ঞাত হইব, এই
আকাঙ্ক্ষা করিয়া বিচরণ করে । সম্যক প্রতিপালন করিবার এই ধর্মের
দ্বারা সে রাগ, ঘেষ ও মোহ প্রতীণ করিয়া সম্যক হেতু ও ত্রায়ের দ্বারা
পরিজ্ঞাত হইবার ধর্ম পরিজ্ঞাত হয় । পরিজ্ঞাত হইয়া তদঙ্গ বিমুক্তি
অর্থাৎ কামাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হইয়া পাপধর্ম হইতে অন্নকণের জন্য

পরিজানিতকৰ্ষ্মে পরিজানন্তো তদঙ্গ, বিক্কন্তন, সমুচ্ছেদ, পাটিল্লঙ্গি,
নিম্মরণ বিমুক্তীনং বসেন স্ত্ৰবিমুক্তচিত্তো ।

“অনুপাদিয়ানো ইধ বা ভরং বা”তি ইহলোক পরলোক
পরিয়াপন্নো বা অঙ্কতিকবাহিরা বা খন্ধ্যাতনধাতুয়ো চতুহি উপা-
দানেহি অনুপাদিয়ন্তো মহাখীণাসবো মগ্গসঙ্ঘাতঙ্গ সামঞ্জস্য বসেন
আগতঙ্গ ফলসামঞ্জস্য চেব পঞ্চ অসেক্ষ ধ্মক্কঙ্কঙ্গ চ ভাগী
হোতী’তি ।

বিমুক্ত হয় । পৃথক করা বিমুক্তি অর্থাৎ রূপাবচর ও অরূপাবচর কুশল
চিত্ত উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘদিনের জন্ম পাপধর্ম হইতে পৃথক করিয়া রাখে,
সেই দীর্ঘদিন পাপধর্ম হইতে চিত্ত বিমুক্ত থাকে । সমুচ্ছেদ বিমুক্তি অর্থাৎ
লোকোত্তর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হইয়া পাপধর্মকে সমূলে ভেদন করে, অকুশল
ধর্মের মূলচ্ছেদ করিয়া পাপধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হওয়ার নাম সমুচ্ছেদ
বিমুক্তি । প্রতিপ্রশান্তি বিমুক্তি অর্থাৎ লোকোত্তর বিপাক চিত্ত উৎপন্ন
হইয়া অকুশল ধর্মের প্রশান্তি হয়, অকুশল ধর্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া
চিত্তের প্রশান্তি লাভ করার নাম প্রতিপ্রশান্তি বিমুক্তি । নিঃসরণ বিমুক্তি
অর্থাৎ লোকোত্তর কুশলচিত্ত নিক্কাণ অবলম্বন দ্বারা পাপধর্মকে সমূলে
ভেদন করিয়া সংসার তৎৎ হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়াছে বলিয়া নিঃসরণ বিমুক্তি
বলা হয় । এই তদঙ্গ, পৃথক করা, সমুচ্ছেদ, প্রতিপ্রশান্তি ও নিঃসরণ বিমুক্তি
বশে চিত্ত স্ত্ৰবিমুক্ত ।

“ইহলোকে পরলোকে উৎপন্ন না হয়”— ইহলোকে পরলোকে
উৎপাদন শীল অথবা আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক কৃৎ আয়তন ধাতু চারি উপাদান
দ্বারা উৎপন্ন না হইয়া মহাখীণাসব মার্গ ও কল শ্রামণ্যের এবং অরহতের
সংস্কৃতির ভাগী হয় ।

রতনকূটেন বিয় অগারঙ্গ অরহন্তেন দেসনাকূটং গণ্হী'তি ।
 গাথা পরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেস্থং, দেসনা
 মহাজমঙ্গ সাঙ্খিকা জাভাতি ।

যমকবর্গ বর্ণনা নিট্ঠিতা ।

পঠমো বগেগা ।



অর্থাৎ অরহতের মন কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান
 ও আত্মবাদ-উপাদান এই চারি প্রকার উপাদানের দ্বারা ইহলোক, পরলোক,
 নিজের শরীর বা অন্তের শরীর আশ্রয় না করিয়া তৃষ্ণা হইতে প্রশমিত মার্গ
 ও ফল এবং অর্হতের বিশ্বুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধের ভাগী হয় ।

গৃহী রত্নকূট গ্রহণের ত্রায় অর্হৎ হইয়া ধর্মকূট গ্রহণ করিলেন ।

গাথা শেষ হইলে বহুজন সোতাপনাদি হইলেন । সমবেত জন সমূহের
 পক্ষে ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

প্রথম ভাগ

যমক বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত ।



DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《孟加拉文：法句經》

財團法人佛陀教育基金會 印贈

台北市杭州南路一段五十五號十一樓

Printed and donated for free distribution by

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-23951198, Fax: 886-2-23913415

Email: overseas@budaedu.org

Website: <http://www.budaedu.org>

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.

এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan

3,000 copies; April 2011

BA011 - 9257